হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

১। চিন্তাতরঙ্গিণী, ২। বীরবাহু কাব্য, ৩। বৃত্রসংহার ১ম, ৪। বৃত্রসংহার ২য়, ৫। আশাকানন, ৬। ছায়াময়ী, ৭। চিত্তবিকাশ, ৮। দশমহাবিদ্যা, ৯। নলিনী-বসন্ত নাটক, ১০। ভারত-বিষয়ক কবিতা, ১১। চিন্তাকুসুম কবিতা, ১২। কাশীমাহাত্ম্য কবিতা, ১৩। রহস্য-বিষয়ক কবিতা, ১৪। অ-পূর্ব্ব-প্রকাশিত কবিতা ১৫। বিবিধ কবিতা, ১৬। নানাবিষয়ক কবিতা, ১৭। রোমিও-জুলিয়েত।

৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

(বসুমতী-কার্য্যালয়)

কলিকাতা,

১১৫।৪ নং গ্রে ষ্ট্রীট, "বসুমতী ইলেক্‌ট্রিক মেসিন প্রেসে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৭

প্রকাশকের নিবেদন।

দেবী বীণাপাণির বরপুত্র কবিশ্রেষ্ঠ হেমচন্দ্রের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী এত দিনে আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টায় প্রকাশিত হইল। হেমচন্দ্রের অসংখ্য ভক্ত পাঠকের পক্ষে ইহা আনন্দের সংবাদ সন্দেহ কি?

ক্ষুদ্র শক্তিতে আমাদের যতটুকু সাধ্য, তাহা আমরা করিলাম, এজন্য যতটুকু আত্মপ্রসাদই লাভ করি, বঙ্গ-সাহিত্যের এই গুরুতর অভাব-মোচনের জন্য আমরা স্পর্দ্ধা করিতে চাহি না; কারণ, চেষ্টা আমাদের, সিদ্ধি ভগবানের হস্তে; তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন কোনও কার্য্যই সুসিদ্ধ হয় না।

প্রকৃত পক্ষে বঙ্গ-সাহিত্যের জন্য,—এই নব জাগ্রত, নব উদ্দীপনা-প্রদীপ্ত, আশা, উৎসাহ, আগ্রহে স্পন্দিতবক্ষ বাঙ্গালীজাতির জন্য হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর আবশ্যক আছে, হেমচন্দ্রের ভেরী-নিনাদে একদিন নিদ্রিত বাঙ্গালী স্বপ্নঘোরে উঠিয়া বসিয়াছিল, হেমচন্দ্রের শান্তিরসাস্পদ প্রেম-ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীত-তরঙ্গে একদিন বাঙ্গালীর কর্ণে দেবর্ষি নারদের মধুর বীণার ঝঙ্কার ধ্বনিত হইয়াছিল, একদিন তাঁহার প্রণয়ের কবিতা বঙ্গের কাব্যকাননে কোকিলের কুহুধ্বনির মাদকতা আনয়ন করিয়াছিল; কিন্তু হেমচন্দ্রের কণ্ঠ চিরনীরব হইয়াছে। তাঁহার কাব্য ও কবিতাগুলি বিক্ষিপ্তভাবে ও অসম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা সংগ্রহ করিয়া বঙ্গীয় পাঠক তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। এত দিনে আমরা তাহা যথাসাধ্য বিশুদ্ধরূপে প্রকাশিত করিলাম। যে সময়ে হেমচন্দ্রের জাতীয় সঙ্গীতের জন্য প্রত্যেক বঙ্গীয় নরনারীর হৃদয় আকুল হইয়াছে, ঠিক সেই সময়েই তাহা প্রকাশিত হইল। আজ হেমচন্দ্রের পরিবারবর্গের প্রতি জাতীয় কৃতজ্ঞতা স্মরণ করিয়াও তাঁহাদের সাহায্যের জন্য প্রত্যেক বাঙ্গালী পরিবারে এই পরম সুন্দর ও অতি সুলভ গ্রন্থাবলীর আদর হইবে, এ আশা আমরা অবশ্যই করিতে পারি।

হেমচন্দ্রের মৃত্যুর পর চতুর্দ্দিকে শোক-কল্লোল উত্থিত হইয়াছিল, তাঁহার বিপন্ন পরিবারের সাহায্যার্থ থিয়েটারে টাকা উঠিয়াছিল, কোন কোন সভাতেও এবং কোন কোন সংবাদপত্রের সম্পাদকের দ্বারাও অনেক টাকা চাঁদা উঠিয়াছিল, কিন্তু সে সকল টাকায় কি হইল, তাহার কেহ সংবাদ রাখেন না। হেমচন্দ্রের দুঃসহ বিরহে ইঁহাদের কাতরতা, টাকাগুলি হস্তগত হইবার সঙ্গে সঙ্গে নিবৃত্ত হইয়াছে। এখন সে চাঁদার নাম-গন্ধের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। আমরা ক্ষুদ্র ব্যক্তি, ক্ষমতা অল্প। আমরা হেমচন্দ্রের পরিবারবর্গের সাহায্যের জন্য এই গ্রন্থাবলীর প্রচার করিলাম।

হেমচন্দ্রের সুযোগ্য কনিষ্ঠ পুত্র সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বাবু অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থাবলী প্রকাশে আমাদিগের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন; বড়ই ক্ষোভের কথা, আজ হেমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র অতুলবাবু এই গ্রন্থাবলীর প্রচার দেখিতে পাইলেন না, কাল অকালে তাঁহাকে হরণ করিয়াছে। গ্রন্থাবলীর প্রচারের জন্য তাঁহার আন্তরিক উৎসাহের কথা আমরা এ জীবনে ভুলিব না।

হেমচন্দ্রের স্মৃতি যদি বাঙ্গালীর আদরের যোগ্য হয়, হেমচন্দ্রের প্রতিভা যদি বাঙ্গালীর সম্মানের যোগ্য হয়, হেমচন্দ্রের কীর্ত্তিস্তম্ভ যদি গৃহে গৃহে রক্ষণযোগ্য হয় এবং তাঁহার পরিবার-বর্গের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ যদি বাঙ্গালীর জাতীয় কর্ত্তব্য হয়—তবে আমাদের বিশ্বাস আছে, এই গ্রন্থাবলী বাঙ্গালী পাঠক-সমাজে অনাদৃত হইবে না—অলমতিবিস্তরেণ—

বসুমতী-আফিস,
১৫ই মাঘ, ১৩১৫ সাল।

বিনয়াবনত
শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

সূচীপত্র।

হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

শীতল বাতাস বয় জলের কল্লোল।
রাঙা রবি ছবি লয়ে খেলায় হিল্লোল॥
ধীরে ধীরে পাতা কাঁপে পাখী করে গান।
লোহিত-বরণ ভানু অস্তাচলে যান॥
বিচিত্র গগনময় কিরণের ঘটা।
হরিদ্রা, পাটল, নীল, লোহিতের ছটা॥
হেরিয়া ভবের শোভা জুড়ায় নয়ন।
শীতল শরীর সেবি মলয়-পবন॥
হেন সন্ধ্যাকালে যুবা পুরুষ নবীন।
ভ্রময়ে নদীর কূলে একা একদিন।
ললাটের আয়তন সুচারু বরণ।
লোচনের আভা তার মুখের কিরণ॥
দেখিলে মানুষ বলি মনে নাহি লয়।
সুরপুরবাসী বলি মনে ভ্রম হয়॥
শাপেতে পড়িয়া যেন ধরার ভিতরে।
পূর্ব্ব-কথা আলোচনা করিছে কাতরে॥
একদৃষ্টে এক দিকে রহি কতক্ষণ।
কহিতে লাগিল যুবা প্রকাশি তখন॥
'দেবের অসাধ্য রোগ, চিন্তার বিকার।
প্রতীকার নাহি তার বুঝিলাম সার॥
নহিলে এখনো কেন অন্তর আমার।
ব্যথিত হতেছে এত দহনে তাহার॥
চারিদিকে এই সব জগতের শোভা।
কিছুই আমার কাছে নহে মনোলোভা॥
এই যে অ· রুমময় ভানুর মণ্ডল।
এই সব মেঘ যেন জ্বলন্ত অনল॥
এই যে মেঘের মাঝে দিবাকর ছটা।
সোনার পাতায় যেন সিন্দূরের ঘটা॥
এই শ্যাম দূর্ব্বাদল এই নদী-জল।
মণ্ডিত লোহিত-রবি কিরণে সকল॥
নিরানন্দ রসহীন সকলি দেখায়।
নয়নের কাছে সব ভাসিয়া বেড়ায়॥
মনের আনন্দে অই পাখী করে গান
জানায় জগত-জনে রবি অস্ত যান॥
ঊর্দ্ধপুচ্ছ গাভী অই পাইয়া গোধূলি।
যাইতেছে ঘরমুখে উড়াইয়া ধূলি॥
কৃষক, রাখাল, আর গৃহী যত জন।
সেবিয়া শীতল বায়ু পুলকিত-মন॥
পৃথিবীর যত জীব প্রফুল্ল সকল।
অভাগা মানব আমি অসুখী কেবল॥
ত্যজি গৃহ-কারাগার এনু নদীতটে।
দেখিতে ভবের শোভা আকাশের পটে॥
ভাবিনু শীতল বায়ু পরশিলে গায়।
চিন্তার বিষের জ্বালা নিবারিবে তায়॥
চিন্তা বিষে মন যার জরে একবার।
নিরুপায় সেই জন, বুঝিলাম সার॥
এ ছার"—এমন কালে, প্রিয়সখা তার।
আসি পাশে দাঁড়াইয়া, করে নমস্কার॥
"একাকী এখনো হেথা কিসের কারণ?"
বলিয়া সুধায় তায়, সেই বন্ধুজন॥
"এস এস এস ভাই প্রাণের কমল।
দেখ বুকে হাত দিয়ে হলো কি শীতল॥
ভেবেছি আমি হে সার নরক সংসার।
প্রাণী ধরিবার ঘোর কল বিধাতার॥
সাধু পুরুষের নয় রহিবার স্থান।
ভীষণ নরক-কুণ্ড কূপের সমান॥
দৌরাত্ম্য, নিষ্ঠুরাচার, ধরা-অলঙ্কার।
দ্বেষ, পরহিংসা, আর নৃশংস-আচার॥
দম্ভ, অহঙ্কার, মিথ্যা, চুরি, পরদার।
প্রতারণা, প্রতিহিংসা, কোপ অনিবার॥

নরহত্যা, অনিবার্য্য সংগ্রাম দুরন্ত।
কত লব নাম তার নাহি যার অন্ত॥
পরিপ্লুত বসুন্ধরা এই সব পাপে।
স্মরণ করিতে দেহ থর থর কাঁপে॥
প্রতীকার কিসে তার বল দেখি ভাই।
এই দেখ নদীজলে ঝাঁপ দিতে যাই॥"
এই কথা বলি তারে আলিঙ্গন করি।
যেতে চায় নরসখা, সখা রাখে ধরি॥
"ছি ছি ভাই পাগলের মত কত বল।
কাপুরুষ-কথা কেন মুখে এ সকল॥
এ কথা শুনিলে তব পিতা কি ভাবিবে।
এ কথা শুনিলে 'জগতারা' কি বলিবে॥
সে যে এ জগত-তারা রমণীর মণি।
তোমা বই জানে না হে, সরলা কামিনী॥
মনে কর সেই নিশি এই নদীজলে।
ভাসে তরী, তা'র পরি ঘুমায় সকলে॥
প্রমত্ত তটিনী করে শশী আলিঙ্গন।
তারকা-মালায় ঘেরা বিমল গগন॥
ধূ ধূ করে চারিদিক্ হু হু করে প্রাণ।
আর পারে নাবিকেরা করে সারিগান॥
ভূতল আকাশ আর তরঙ্গিণী জল।
তরু, বায়ু, তারারাজি, চাঁদের মণ্ডল॥
চক্ষে দেখা যায় আর কানে শুনা যায়।
বোধ হয় প্রেম-সুধা মাখা সমুদায়॥
তুমি কাছে শুয়ে, জল নাচি নাচি চলে।
অশ্রুজলে ভিজি রামা এইরূপে বলে॥
'আমি নারী অভাগিনী, পতিকোলে বিরহিণী,
না জানি করেছি কত পাপ।
সে ঠেলে চরণে ক'রে, ত্যজিলাম তার তরে,
জননী ভগিনী ভাই বাপ॥
কথা যার মধুময়, মন যার প্রেমালয়,
সে কেন আমারে করে হেলা।
দেখেও কি সে দেখে না, ভেবেও কি সে ভাবে না,
অদ্ভুত পুরুষের খেলা॥
কেন বা হইবে আন, পুরুষের শত টান,
শস্ত্র, শাস্ত্র, সংগ্রাম, ভ্রমণ।
রাজনীতি, রাজদ্বার, ব্যবসা, কৃষি, বিচার,
দ্যূতক্রীড়া, রমণীরঞ্জন॥
পুরুষের এই সব, পুরুষ নারী-বিভব,
সবে নিধি অমূল্য রতন।
সেই ধ্যান সেই ধন, সেই প্র[illegible]
তবু তায় করে অযতন॥
যা হোক্ জীবন ছার, রাখিব না [illegible]মি
নদীজলে হইব মগন।'
এত বলি উঠে গিয়া, তরী-পৃষ্ঠে দাঁড়
একে একে খোলে আভরণ॥
সাক্ষী করে চন্দ্র-তারা, গণ্ড বেয়ে অশ্রু
দর দর বিগলিত হয়।
'অভাগী পরাণে মরে, বলো সবে প্রাণেশ
এ যাতনা আর নাহি সয়॥'
এত বলি তোমা পানে, পূর্ণ দৃষ্টি রামা হা
শ্বাস ত্যজি ঝাঁপ দিতে যায়।
তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে, তোমার দোহাই দি
কত ক'রে নিবারিনু তায়॥
এখনো নয়নে বারি ঝরে বুঝি তার।
এই সে কাঁদিতেছিল নিকটে আমার॥
দুই কর করে ধরি সজল নয়নে।
বলে মোরে ধীরে ধীরে করুণ-বচনে॥
'সুধাইও, ওহে ভাই, তোমার সখারে।
কি কারণ অযতন করেন আমারে॥
দাসী প্রতি প্রতিকূল এত কেন হন?
বারেক তুলিয়া মুখ কথা নাহি কন॥
কোন্ অপরাধে আমি আছি অপরাধী।
অহরহ ভাবি তাই দিবানিশি কাঁদি॥
বল তিনি কোন্ দোষ দেখেন আমার।
কি করিলে পরিতোষ হইবে তাঁহার?'
ভেবে দেখ, তারে তুমি কত দুখ দাও।
ভাল ক'রে সাজা বুঝি এবে দিতে চাও॥
সহায়-বিহীনা, ভাই, রমণী অবলা।
সংসার-সাগর-মাঝে স্বামী মাত্র ভেলা॥
একে ত নারীর জাতি পরের অধীনা।
তাহাতে অভাগা দেশে দাসী মত কেনা॥
পৃথিবী ভিতরে জানে পরিবার জন।
রন্ধনশালার সীমা ভিতরে ভ্রমণ॥
সে যদি পতির প্রেমে হইল বিমুখ।
এর চেয়ে তার তরে আছে কি অসুখ॥
বল দেশাচার-দোষে পরের নন্দিনী।
কি কারণ অকারণ দুঃখের ভাগিনী॥
সত্য বটে, তোমা দোঁহে বিস্তর প্রভেদ।
সত্য তার মনে মাখা অজ্ঞানের ক্লেদ॥

তুমি বই সেই ক্লেদ বল কে মুছাবে।
অজ্ঞান-আঁধার ঘোর আর কে ঘুচাবে ?
বিদ্যাহীনা সেই জনা জানে না সকল।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম কিসের কি ফল॥
পতি পুত্র গুরুজনে কিরূপ আচার।
কি করিলে সুস্থ থাকে দেহ আপনার॥
তুমি যদি অবহেল অন্য কোন্ জন।
এই সব শিখাইবে করিয়া যতন॥
প্রকৃতির অট্টালিকা কে দেখাবে তায়।
কে কাণ্ডারী হবে তার জীবনের নায়॥"
"অহে সখে, কি বলিবে, বুঝি হে সকল।
বুঝাইতে নারি ভাই মনেরে কেবল॥
কেমনে এমন দেহ ধারণ করিব।
কেমনে সংসার-পাপে ডুবিয়া রহিব॥
'আমার আমার' করি সকলে পাগল।
হায় রে আপন পর জানে না কমল॥
মনের মতন লোক মেলে না রে ভাই।
বল বল সাধুজন কোথা গেলে পাই ?
ধর্ম্মশীল অকুটিল আছে কয় জনা।
কে না মিথ্যা বলে কে না কয়ে প্রতারণা॥
ইচ্ছা করে একেবারে পৃথিবী ঘুড়িয়া।
নূতন মানবজাতি আনি হে গড়িয়া॥
কেন ভগবান্ হেন পৃথিবী রচিল।
কলুষ-পাথারে পরে কেন ডুবাইল॥
মাটীর শিকলে কেন আত্মা মন বাঁধা।
আলো আঁধারিয়া করি কেন দেন ধাঁধা।
মনে হয় ভেদ করি দেহের পিঞ্জর।
বিভু-পাশে গিয়ে যোড় করি দুই কর॥
সুধাই এ নরলোক সৃজন কারণ।
আর আর লোক সব করি দরশন॥
সঠিক বলেছি তোমা না করি গোপন।
এত দিন কোন্ কালে ফুরাইত রণ॥
সুধু সেই অভাগিনী তোমা কয় জন।
পরকালভয় ভাবি পিতার কারণ॥"
বলিতে বলিতে দোঁহে কথায় ভুলিয়া।
নদী হ'তে কত দূরে আইলা চলিয়া॥
রমণীয় রূপ ধরে ভূতল গগন।
পরিয়া শারদ শশী-রজত ভূষণ॥
আলো পেয়ে কাক ডাকে দিবস ভাবিয়া।
রজনীরমণ হাসে রহস্য দেখিয়া॥

বিমল গগনে হাসে চাঁদের মণ্ডল।
নীল জলে যেন শ্বেত-কমলের দল॥
চারিদিকে প্রকৃতির শোভা অগণন।
মহিমা হেরিয়া হয় ভকতি-জনন॥
যোড়-করে দুই জনে মুদিল নয়ন।
অমনি গ্রামের মাঝে বাজিল বাজন॥
ত্যক্ত হয়ে নরসখা কমলে সুধায়।
"এখন কিসের তরে বাজনা বাজায় ?"
কমল বলিল "আজি সপ্তমী রজনী।"
অধীর হইয়া নর কহিছে তখনি॥
"দুর্ব্বল মানব-মন সেই সে কারণ।
পূজে ভবদেব করি প্রতিমা গঠন॥
সাকার-স্বরূপে তাই নিরাকারে ভাবে।
মাটী পূজা করি ভাবে মোক্ষপদ পাবে॥
একবার এরা যদি প্রকৃতি-মন্দিরে।
প্রবেশি ডাকিতে পারে জগত-বন্ধুরে॥
শিব দুর্গা কালী নাম ভুলিবে সকল।
পরব্রহ্ম নাম মাত্র জপিবে কেবল॥
কি ছার অমরপুর তাঁর পুর-কাছে।
কোথায় দেবের বৃন্দ তাঁর কাছে আছে॥
কি প্রতিমা দশভুজা করেছে গঠন।
সে কি তাঁর রূপ যাঁর ব্রহ্মাণ্ড সৃজন॥
কথায় সৃজন যাঁর কথায় প্রলয়।
দশভুজা নারীরূপ তাঁরে কি সাজয়॥
কিবা জবা বিল্বদলে তুষিবে সে জনে।
ধরা পূর্ণ ফলে ফুলে করেছে যে জনে॥
কিবা ধূপ দীপ গন্ধ তাঁর যোগ্য দান।
যেই জন ধূপ-ধূনা-কস্তূরী নিদান॥
কি মন্দিরে তাঁর মূর্ত্তি করিবে ধারণ।
সসাগরা ক্ষিতি ব্যোম যাঁহার রচন॥
সার মন্ত্র জানি এক পরব্রহ্মনাম।
মুক্তিপদ জানি সেই পরব্রহ্মধাম॥"
এত বলি ধীরে ধীরে তুলিয়া বয়ান।
কুতূহলে দোঁহে মিলে করে বিভুগান॥
"আনন্দে মিলাও তান, গাও রে বিভুর গান,
জয় জগদীশ বল মন।
ত্যজ রে অনিত্য খেলা, ত্যজ রে পাপের মেলা,
ভজ রে তাঁহার শ্রীচরণ॥
মহিমার ধ্বজা লয়ে, বিমানে বিরাজ হয়ে,
চারিদিকে তারাগণ ধায়।

সাজিয়া মোহন সাজে, বসিয়া ভবের মাঝে,
শশধর তাঁর গুণ গায়॥
দিবস হইলে পরে, প্রচণ্ড রবির করে,
প্রকাশে তাঁহার মহাবল।
স্থাবর জঙ্গম জল, ব্যোম বায়ু মহীতল,
তাঁর গুণ গাইছে কেবল॥
ভজ রে তাঁহার নাম, খোঁজ রে তাঁহার ধাম,
সেই জন ভবের কাণ্ডারী।
সেই প্রভু ভয়ঙ্কর, যমে যাঁরে করে ডর,
সেই জন ভবের কাণ্ডারী॥
করেছি অনেক পাপ, সহিব অনেক তাপ,
দয়াময় দয়া করো নরে।
ঠেল না চরণে ক'রে, দেখা যেন পাই পরে,
এই নিবেদন পাপী করে।"
গান করি সমাপন, প্রিয়সখা দুই জন,
কিছু পরে ঘরে দেখা দিল।
সখাকর করে ধরি, কমল বিনয় করি,
এই কথা তখন বলিল॥
"বৃথা চিন্তা কর দূর, রণ-মাঝে হও শূর,
কি কারণে এত ভয় পাও।
বিপদে যে ভয় পায়, লোকে দে'খে হাসে তায়,
পুরুষের প্রতাপ দেখাও॥
এখন বিদায় চাই, ঘোর নিশি ঘরে যাই,
দেখো ভাই থাকে যেন মনে।
অরুণ না দেখা যায়, পাখী না কাকলী গায়,
হেন কালে মিলিব দু'জনে॥"
ভোরে উঠি গুটি গুটি চলিল কমল।
নব নব পাতা সব করে দলমল॥
দুই চারি, তারা ধরি, প্রহরীর বেশ।
ঝিকি ঝিকি ঝিকি মিকি করে নিশি শেষ॥
পায় পায়, সখা যায়, নরসখাবাসে।
মনোহরা, জগতারা, দেখে পতিপাশে॥
পাখা হাতে, প্রাণনাথে, করিছে সেবন।
সারা নিশি, কাছে বসি, অলস নয়ন॥
সে বরণ, সে বদন, সে নয়ন চুল।
সে বসন, সে চরণ, বরণ হিঙ্গুল॥
দিন দিন, বিমলিন, শুকাইয়া যায়।
জাগরণে, বরাননে, বিরস দেখায়॥
তবু তার, রূপ-ভার, হেরিলে নয়ন।
কভু আর, ভোলা ভার, জনম মতন॥

পায় পায়, কাছে যায়, কমল সুধীর।
অপরূপ, দেখে রূপ, দোঁহে হয়ে স্থির॥
নিরমল, যেন জল, করে পরিষ্কার।
সেইরূপ, অপরূপ, রূপ হয় তার॥
মুখভাতি, স্থিরজ্যোতি, ক্রমশ উজ্জ্বল।
প্রসারিত, সঙ্কুচিত, ললাটের স্থল॥
ওষ্ঠাধর, থর থর, কাঁপে ঘন ঘন।
যেন কোন, সুস্বপন, করে দরশন॥
থেকে থেকে, একে একে, প্রফুল্ল সকল!
নাসা কর্ণ, গণ্ডবর্ণ, হয় সমুজ্জ্বল॥
অপরূপ, সেই রূপ, হেরি পতিব্রতা।
ভাবে দেব, কোন দেব সনে কন কথা॥
দণ্ড দুই, কাল বই, নরসখা জাগে।
দেখে সতী, একমতি, ব'সে শিরোভাগে॥
হৃষ্টমতি, দ্রুতগতি, প্রিয়া-কর ধরে।
চমকিত, পুলকিত, কয় দ্রুতস্বরে॥
"মরি কি দেখিনু, কোন্‌খানে এনু,
এখন কোথায় রই।
কোথা নিরমল, সেই সুধাজল,
সে মোহন পুরী কই॥
কোথা মনোলোভা, দশদিক্ শোভা,
অতুলিত আভা কই।
এ আলো সে নয়, এ বাতাস নয়,
এ যে পাখী ডাকে অই।
সেরূপ সুন্দর, পুরী মনোহর,
নাহি ভূমণ্ডল-মাঝে।
বিশ্ব-বিনোদন, বিমল কিরণ,
তাপহীন শোভা সাজে॥
ভানু মহাবল, চন্দ্রমা শীতল,
দূরে নিরুজ্জ্বল রয়।
ঘোর ঘটা আল, শোভিতেছে ভাল,
তাহে পুরীশোভা হয়॥
গীত সুমধুর, পূরা অই পুর,
তাদৃশ নাহিক আর।
কস্তুরী জিনিয়া, ভবন পূরিয়া,
বহে গন্ধ চমৎকার॥
জরা-মৃত্যু নাই, সর্ব্বশুভ ঠাঁই,
চির-আনন্দিত লোক।
নাহি অনাচার, বৈরি নাহি কার,
নাহি জানে কেহ শোক॥

মোহন মূরতি, অই পুরীপতি,
আসীন বেদীর পরে।
ঝলমল করে, বেদী আভা ধরে,
নিন্দি রবিকোটি-করে॥
মোহিত অন্তরে আনন্দের ভরে,
যোড় করি উভ হাত।
সাধু যত জন, গাহন বাজন,
আর করে প্রণিপাত॥
প্রেম-রোমাঞ্চিত, দেহ সুকম্পিত,
গাহিল ভকত জন।
সঙ্গীত শুনিল, ভকতি পূরিল,
পামর মানব-মন॥
কি দেখিনু আহা, পুন কি রে তাহা,
কভু দেখিবারে পাব।
এ পাপে না রব, এ তাপ না সব,
ত্বরায় সেখানে যাব॥
নিরমল ঠাঁই, তাহে পাপ নাই,
সে যে সাধুজন-ধাম।
অই শুনা যায়, অই গীত গায়,
ডাকে মহাপ্রভু-নাম॥
যেন কেহ মোরে, 'লয়ে যাব তোরে,'
বলিছে কানের কাছে।
তার সনে যাব, সুধানাম পাব,
আর কি তেমন আছে?"
বলিতে বলিতে, কথা না থামিতে,
সংবিৎ হারায় তেঁহ।
কমল-কামিনী, ত্বরা বারি আনি,
সুশীতল কয়ে দেহ॥
চেতন পাইয়া যুবা কাঁপিতে লাগিল।
আঁখিজলে যুবতীর বদন ভাসিল॥
তখন কমল একা বিপাকে পড়িয়া।
কহিতে লাগিল তারে সান্ত্বনা করিয়া॥
"সুবোধ হইয়া কেন অবোধ হইলে।
কি দেখি এতেক সখি, আতঙ্ক ভাবিলে॥
সামান্য হয়েছে জ্বর কত দিন রবে।
তার তরে এত বল ভাবিলে কি হবে॥
আশু যাতে রোগ যায় করহ উপায়।
আমি সদা কাছে রব ভয় কিবা তায়॥"
শুনিয়া সুন্দরী বারিধারা নিবারিল।
একমনে স্বামীসেবা করিতে লাগিল॥

ভালয় ভালয় রোগী নীরোগী হইল।
দুর্ব্বল শরীর তবু সবল নহিল॥
ভগ্নদেহে ভগ্নমনে বাড়িল হুতাশ।
পতি লাগি পতিব্রতা হইল হতাশ॥
নিরজনে ডাকিয়া একদিন কমলে।
ছল-ছল নেত্রে জল জগতারা বলে॥
"কপালে কি আছে মোর বুঝিতে না পারি।
কেহ আর নাই মোর আমি একা নারী॥
দেখি দিন দিন তিনি শুকাইয়া যান।
উদসীনভাব সদা অলস নয়ান॥
হয় হ'ল, নয় নেই খেতে নাহি চান।
যখন তখন দেখি বিষণ্ণ বয়ান॥
দুই চারি কথা কন সদাই নীরব।
বল কিছু স্থির হয়ে শুনিবেন সব॥
বুঝেছি অভাগী আমি বিধাতা বিমুখ।
কত সুখ-আশে আগে নাচিত হে বুক॥
কত দিন কত মত ভেবেছি হে ভাই।
এবে বুঝি হ'ল ভোর আর আশা নাই॥
এমন কি মহাপাপ করেছি হে আমি।
কে দিল আমারে শাপ তাই হেন স্বামী॥
উপকথা ছেলেবেলা শুনেছিনু ভাই।
ক্রমাগত দিবানিশি মনে পড়ে তাই॥
অপরূপ পাখী পেয়ে নারী একজন।
সোনার খাঁচায় থুয়ে করিত যতন॥
তারি সেবা আট পর সতত করিত।
পড়াত, খাওয়াত, হাতে তুলিত পড়িত॥
একদিন ফাঁকি দিয়া পাখী উড়ি যায়।
কেহ কোথা তারে আর খুঁজিয়া পায়॥
অন্য রোগ নহে এ যে চিন্তা-রোগ কাল।
কি হবে বল হে সখে বিষম জঞ্জাল॥
একবার তাঁরে তুমি বল ভাল ক'রে।
অই আসিছে দেখ ঘাড় হেঁট ক'রে॥
"কেমন আছ হে আজি? নিরুত্তর কেন?
অতিশয় ম্লানভাব দেখি কেন হেন?"
"আমার সংসারে আর থাকি কিবা ফল।
কি হবে থাকিয়ে হেথা প্রাণের কমল॥
দেশাচার রাক্ষসীরে বধিতে নারিনু।
স্বদেশের দুঃখভার ঘুচাতে নারিনু॥
জনমদাতার ধার শোধিতে নারিনু।
দিন দিন মহাপাপে ডুবীতে লাগিনু॥

মনের বাসনা কই পূরাতে পারিনু।
মানবমণ্ডলী কই পবিত্র করিনু॥
প্রীতিবারি সমাজেতে সেঁচিলাম কই।
স্বার্থ, দ্বেষ, পরহিংসা, নাশিলাম কই॥
কই আপনার মন নিরমল হ'ল।
কই ধর্ম্মপথে মন স্থির হয় বল॥
হায় এ বয়সে কত পাপ করিলাম।
কত ছলিলাম, কত মিথ্যা বলিলাম॥
তাহে দিন দিন ক্ষীণ হয় বুদ্ধি বল।
পৃথিবীর ভার দিন বাড়াই কেবল॥
পিতৃ-গলগণ্ড হয়ে কত কাল রব?
অনুতাপ-শিখা আর কতকাল সব॥
আহা কি সুখেতে কাল শিশুরা কাটায়।
অই দেখ নাচি নাচি কয় জনা ধায়॥
মনের সাধেতে খেলা কর এই বেলা।
এখনি হইবে সন্ধ্যা ভাসাইবে ভেলা॥
দিন কত থাক আর জানিবে তখন।
আনন্দের ধাম এই পৃথিবী কেমন।
অই বেলা কত-খেলা আমিও খেলেছি।
অই বেলা কত আশা আমিও করেছি॥
এখন বুঝেছি সার অসার সংসার।
দণ্ড দুই আলো পরে ঘোর অন্ধকার॥
এ ভবের নাট্যশালা ছায়াবাজী প্রায়।
দিন দুই ধুমধাম পরেতে ফুরায়॥
মধুময় শিশুকাল কত দিন রয়।
যৌবন-সৌরভ দিন চারি বই নয়॥
বিষয়ী লোকের মান, আজি আর কালি।
প্রবল পবনে যেন উড়ে মরুবালি॥
বীরের বীরত্বগুণ প্রথম প্রথম।
বিস্তারিত দশ দিকে চাঁপাগন্ধসম॥
কিন্তু যেন মধ্যাহ্নের প্রখর মিহির।
বৈকালে লুকায় আড়ে মেঘ সুগভীর॥
বিঘোর আঁধারময় এ ভব ভিতরে।
সুখ যাহা দেখ তাহা মুহূর্ত্তের তরে॥
আমানিশা, তাহে মেঘ কালিমবরণ।
তার মাঝে যেন সৌদামিনী-দরশন॥
আঁধার নিশিতে যেন তাহার পতন।
জলবিম্ব ক্ষণে যেন জলেতে মগন॥
শরতের মেঘ যেন ঘন ঘন ডাকে।
বৃথা আড়ম্বর উড়ে যায় ফাঁকে ফাঁকে॥

সাগরচরেতে যেন বালির নির্ম্মাণ।
একটী তরঙ্গ পরে না থাকে নিশান॥"
"সে কি ভাই হেন ভাব, কেন হে তোমার।
ভগ্ন আশা কি কারণ হলো আর বার॥
কি ছার পাপের ঢেউ, দেখি ভয় কর।
পায়ে করি ঠেলি দাও, নিজ বীর্য্য ধর॥
সাগরের মাঝে যেন অক্ষয় অচল।
বৃথায় প্রহারে ঝড় তরঙ্গের দল॥
সেইরূপ সাধুজন সংসার-ভিতরে।
বদ্ধমূল স্থির ভাব আপনার ভরে॥
কিছু কাল কষ্ট পায় ধার্ম্মিক সুজন;
অনন্ত কালের তরে সুখের ভাজন॥
কে তোমারে বলিল হে অকর্ম্মণ্য তুমি।
তোমামত লোক আছে তাই আছে ভূমি॥
সাধু মহাজন গুণে আছে ধরাতল।
নহিলে সে কোন কালে যেত রসাতল॥
"কি করিব আর আমি, সদা বল তাই।
দেখ দেখি মনে ভেবে কিছু কর নাই।
এত জনে নীতি শিক্ষা কে করিল দান।
পাপ হ'তে এত জনে কে করিল ত্রাণ॥"
"সত্য বটে, যা বলিলে বুঝিনু কমল।
আজি আর থাক কালি বলিহ সকল॥
নিদ্রা ইচ্ছা আজ কিছু হতেছে সকালে।
যত পার বলো সখে, কাল প্রাতঃকালে।"
কমল চলিয়া যায়, নর-সখা কয়।
"আর দেরি করা মোর পরামর্শ নয়॥
প্রাণের কমল শুনি সকালে কি কবে।
কি করি, থাকিতে আর নাহি পারি ভবে॥
যাই দেখি একবার বাহিরে বাতাসে।
দে'খে আসি কমল ফিরিয়া না কি আসে।"
এত বলি অবিলম্বে বাহিরে আসিল।
নিরখি গগনশোভা কহিতে লাগিল॥
"থাক থাক শশধর, বিরাজ আকাশে।
তুমি না থাকিলে কেবা তিমিরে বিনাশে॥
মাসে মাসে তুমি ত হে কত দেশে যাও।
ভাল মন্দ কত লোক দেখিবারে পাও॥
অপটু আমার মত দেখেছ কি কারে।
আর আর লোক সব বলে কিবা তারে॥
অহে ও তারার বৃন্দ, আকাশের বাতি।
লক্ষ লক্ষ যোজনেতে প্রকাশিছ ভাতি॥

কোথায় অভাগা হেন দেখেছ কি আর।
দেখে থাক বল তবে কিবা নাম তার॥
ধরাতল, তোর বুকে আর কত জন।
মোর মত কাপুরুষ করে জাগরণ॥
কোথা যাও শশধর রহ এক পল।
বারেক মানব সাধে হেরিব ভূতল॥"
বলিতে বলিতে শশী পশ্চিমে ডুবিল।
শ্বাস ত্যজি নরসখা গেহেতে পশিল॥
ঘোর নিদ্রা-অভিভূত দেখিল সকলে।
আপন মন্দিরে তবে ধীরে ধীরে চলে॥
দেখে চোয় খাটে শুয়ে সোনার পুতুলি।
ম্লানভাবে, যেন তবু হাসিছে বিজলী॥
জাগরণে অচৈতন্য নিদ্রা যায় সতী।
একদৃষ্টে দাণ্ডাইয়া রহে তার পতি॥
মুদিতনয়না-মুখ হেরে বার বার।
কভু যায় কভু আসে, কভু পাশে তার॥
কভু পুতুলের মত স্থিরতর রয়।
অবশেষে ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে কয়॥
"বিদায় জনম শোধ দাও প্রণয়িনি।
রাখিতে না পারি আর এ পাপ পরাণী॥
এই বেলা সকালে সকালে ভঙ্গ দিব।
পলাব ভবের ব্যূহে আর না রহিব॥
অভেদ পাষাণে মোর মন বাঁধা প্রিয়ে।
আগে চ'লে যাই আমি তোমারে ফেলিয়ে॥
আমা বই জান না রে তুমি রে অবলা।
ভেবেছ উন্মাদ পতি হায় রে সরলা॥
ক্ষমা কর প্রেমময়ি! আমি অভাজন।
কপালে থাকে ত হবে পরেতে মিলন॥"
এত বলি ঘন ঘন করি দরশন।
নিঃশব্দ-চরণে যুবা করিলা গমন॥
চকিত-নয়নে সদা চারিদিকে চায়।
সদা ভয়, জাগি পাচে কেহ টের পায়॥
পায় পায় উপনীত নিরূপিত ঘরে।
ধ্বড়্ ধ্বড়্ পড়ে বুক ঘরের দুয়ারে॥
সাহসে করিয়া ভর প্রবেশিল তায়।
সাংঘাতিক রজ্জু ঝোলে দেখিবারে পায়॥
আপাদ-মস্তক দেখি অমনি শিহরে।
পরকাল-ভয় তবে আক্রমণ করে॥
"পলাব, করিব, কি জানি কি হবে পরে।
নতুবা, এ ভবে আর রহিব কি করে॥
অথবা, ভাসিয়া ভাসিয়া মিলিবে কূল।
যদি মাঝে ডুবে যাই তবে ত প্রতুল॥
কূল হতে সলিলেতে নামিয়াছি সবে।
এখনি কোমর জল পরে কিবা হবে॥
এখনো উঠেনি ঝড়, হয় নি তুফান।
না জানি তখন তবে হবে কত টান॥
সে পথে যে কাঁটা নাই জানিব কেমনে।
তাই ব'লে এ নরকে পচিব কেমনে॥
হায় কিবা ছার কীট আমি হীন নর।
কোটি কোটি জীব আছে বিশ্বের ভিতর॥
অথবা অন্তরযামী জানেন সকল।
তবে ত ভুগিতে হবে সমুচিত ফল॥
কিন্তু তিনি দয়াময় পাতকী-তারণ।
অবশ্য অবোধে হবে দণ্ড-নিবারণ॥
দয়া না করিলে তিনি কেবা রক্ষা পাবে।
আমূল মানবজাতি নরকেতে যাবে॥
অবশ্য সদয় তিনি কাতর দেখিলে।
অবশ্য নিস্তার পাব তাপ নিবেদিলে॥"
এত বলি, ধীরে ধীরে ফাঁস জড়াইল।
হাতে তুলি কতবার ভয়ে ছাড়ি দিল॥
কতবার জগতারা মনেতে পড়িল।
কতবার বৃদ্ধ পিতা স্মরণ হইল॥
অবশেষে প্রবল নিশ্বাস ত্যাগ করি।
চক্ষু মুদি দৃঢ় করি রজ্জু হস্তে ধরি॥
"ক্ষমা কর কৃপাসিন্ধু পাতকীর সখা।"
বলিতে বলিতে প্রাণ ত্যজে নরসখা॥
ভ্রান্ত হয়ে অহে নর, কুমার্গে পশিলে।
কেমন করাল পরকাল না বুঝিলে॥
যাতনা এড়াব ব'লে পয়াণ করিলে।
হায় কি হইবে সেই আশা না পূরিলে॥
তায় ভগবান ভোলা প্রতি ক্ষমাবান্।
না বুঝিলে জ্ঞানতত্ত্ব নিগূঢ় সন্ধান॥
কোটি কোটি পাপী তথা, কৃতাঞ্জলি ক'রে
"ক্ষমা কর ক্ষমা কর" ডাকিছে কাতরে॥
নিকটে যাইবামাত্র নহিবে নিস্তার॥
আগে হবে প্রায়শ্চিত্ত পরেতে উদ্ধার॥
এর চেয়ে সে যাতনা বেশী যদি হয়।
তবে ত বিফল তব আশা সমুদয়॥
পরদিন মহা গোল করে পরিজন।
জগতারা উর্দ্ধতারা ভূতলে পতন॥

কমল আসিয়া দেখি ভাসি আঁখিজলে।
অধীর হইয়া ধায় কাঁদি কাঁদি বলে॥
কমল কাঁদিয়া কয়, ধূলায় পড়িয়া রয়,
হেমময় প্রতিমার মত।
সঘনে বহিছে শ্বাস, বদনে না সরে ভাষ,
কপালে প্রহার চিহ্ন কত॥
এক পল স্থির নয়, কভু আঁখি মুদি রয়,
কভু দুই হাত বাড়াইয়া।
সহাস-বদনে চায়, যেন কার দেখা পায়,
মনে করে রাখিব ধরিয়া॥
এস হে প্রাণের সখা, একবার দাও দেখা,
এবে তুমি ছাড়িলে কেমনে।
ছাড়িলে কেমন করে, সহচর কমলেরে,
কি ভাবিয়া ভঙ্গ দিলে রণে॥
কেন ফেরে পড়িলাম, কালি তোমা ছাড়িলাম,
কেন ভুলিলাম তব ছলে।
যত আশা মনে ছিল, একেবারে ফুরাইল,
একা রাখি আগে গেলে চলে॥
কমলে বাসিতে ভাল, কাছে রাখি চিরকাল,
মনকথা বলিতে খুলিয়া।
মধুর কবিতা ধার, হরিলাম কতবার,
একাসনে দুজনে বসিয়া॥
কতবার একাসনে, দোঁহে মিলি সঙ্গোপনে,
পূজিলাম জগতের পতি।
এবে কেন একা রাখি, পলাইলে দিয়া ফাঁকি,
কে তোমারে দিল হেন মতি॥
এ পাপ করিলে কেন, কুমতি হইল হেন,
বৃদ্ধপিতা কেন হে কাঁদালে।
পতিপ্রাণা সতী নারী, পরাণে মারিলে তারি,
বন্ধুজনে শোকেতে ভাসালে।”
না ফুরাতে কথা, সুবর্ণের লতা,
ধীরে আঁখি-পাতা মুদিল।
রাজার ভবন, বিজন কানন,
পিতা পুত্র বধূ মরিল॥
যত পরিজন, অতি ক্ষুন্নমন,
স্বামীশূন্য গৃহ ত্যজিল।
বন্ধুজনগণে, নিরানন্দ-মনে,
হা হা রবে দিক্ পূরিল॥
ছাড়িয়া নিশ্বাস, ত্যজি রিপুবাস,
প্রতিবেশি-গণে চেতিল।
দিন দুই ধরি, আহা আহা করি,
পুন দেহযাগে পশিল॥
হাসি-কান্না-ভরা এই বসুন্ধরা,
বিশ্ববিরচক রচিল।
সত্য নাম তাঁর, অনিত্য সংসার,
রচায়িতা সার ভাবিল॥

সম্পূর্ণ।

বীরবাহু কাব্য।

আর কি সে দিন হবে, জগৎ জুড়িয়ে যবে, ভারতের জয়কেতু মহাতেজে উড়িত।
যবে কবি কালিদাস, শুনায়ে মধুর ভাষ, ভারতবাসীর মন নানা রসে তুষিত॥
যবে দেব-অবতংস, রঘু-কুরু-পাণ্ডুবংশ, যবনে করিয়া ধ্বংস ধরাতল শাসিত।
ভারতের পুনর্ব্বার, সে শোভা হবে কি আর, অযোধ্যা হস্তিনা-পাটে হিন্দু যবে বসিত॥

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন

প্রায় তিন বৎসর হইল, আমি "চিন্তাতরঙ্গিণী" নামে একখানি অতি ক্ষুদ্র কাব্য প্রচার করিয়াছি। সেইখানি এক্ষণে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিগ্রহণেচ্ছু ছাত্রগণের প্রথম পরীক্ষার অন্যতম পাঠ্যগ্রন্থস্বরূপ নিয়োজিত হইয়াছে।

অতঃপর জনসমাজে সমধিক পরিচিত হইবার অভিলাষে আর একখানি কাব্য প্রচার করিতেছি; কিন্তু নিতান্ত সঙ্কুচিত-চিত্তে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। একালে গ্রন্থ,—বিশেষতঃ কবিতা-গ্রন্থ প্রচার করা দুঃসাহসের কর্ম্ম; কপালগুণে হয় ত যশের, নয় ত কঠিন গঞ্জনার ভাগী হইতে হয়; কিন্তু মনুষ্যের মন এত অস্থির এবং তাহার চিত্ত এত যশোলোলুপ যে, জানিয়া শুনিয়াও কেহ এই দুরূহ পথের পথিক হইতে সহজে নিবৃত্ত হয় না। ভাগ্যে যাহাই ঘটুক, একবার চেষ্টা করিয়া দেখি, সকলেই আপনাকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া থাকে। আমিও তদ্রূপ একজন।

উপাখ্যানটী আদ্যোপান্ত কাল্পনিক, কোন ইতিহাসমূলক নহে। পুরাকালে হিন্দুকুলতিলক বীরবৃন্দ স্বদেশরক্ষার্থ কি প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ এই গল্পটী রচনা করা হইয়াছে। অতএব এই ঘটনার কাল-নির্ণয়ার্থ হিন্দুদিগের পুরাবৃত্ত অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বীরবাহু কাব্য

যামিনী পোহায়ে যায়, ভূষা পরি উষা ধায়,
আগে ভাগে ছুটে গিয়ে পথ সজ্জা করিছে।
অরুণে করিয়া সঙ্গে, অলক্ত লেপিয়া অঙ্গে,
দুই ধারে রাঙা রাঙা ঘনগুলি থুইছে॥
সুধাকরে কোলে করি, শ্বেত সাটী দিয়া ধরি,
মধুমাখা মুখ তার ভাল ক'রে ঢাকিছে।
চন্দ্রের খেলনাগুনি, তারাপুঞ্জ গুণি গুণি,
অঞ্চলের শেষভাগে একে একে বাঁধিছে॥
তুষিতে দিবার রাজা, ভাল ভাল মুক্তা মাজা,
শ্যাম ধরাতল-বুকে সারি সারি গাঁথিছে।
রঞ্জিতে তাঁহারি মন, প্রমোদিত পুষ্পবন,
তরুপরে থরে থরে ফুলমালা বাধিছে॥
বিহগ গায়ক তায়, দিবাকর-গুণ গায়,
তার সনে তালে তালে সমীরণ নাচিছে।
'জয় দিবাকর' বলি, উর্দ্ধমুখে পুটাঞ্জলি,
পূর্ব্বাননে দ্বিজগণ স্তবধ্বনি করিছে॥
হেন গ্রীষ্ম-প্রাতঃকালে, কান্যকুব্জ মহীপালে,
কনোজের যুবরাজ আসি পদে নমিল।
"যদি অনুমতি পাই, গ্রীষ্ম-উপবনে যাই,"
এই কথা বীরবাহু সসম্ভ্রমে কহিল॥
শুনি আলিঙ্গন দিয়ে, স্নেহে শিরোঘ্রাণ নিয়ে,
রণবীর মহারাজ আশীর্ব্বাদ করিল।
পিতার আদেশ পেয়ে, ত্বরায় আসিয়া ধেয়ে,
হেমলতা-সন্নিধানে উপনীত হইল॥
"এস প্রিয়ে দুই জনে, গিয়ে গ্রীষ্ম উপবনে,
মিথুন-দম্পতি সম বনে বনে ভ্রমিব।
মালতীর মালা পরি, পদ্মপাতে ছত্র করি,
দোঁহে মিলি ফুলকুল পরিমল লুটিব॥
স্রোতকূলে দোঁহে মিলি, করিব সলিল-কেলি,
বাহুতে বাহুতে বাঁধি স্রোতোধারা ধরিব।
রাজহংস পিছে পিছে, যাব বারি সিচে সিচে,
পদ্মবন-মাঝে গিয়া সরোবরে ভাসিব॥
মৃণাল আনিয়া তুলে, বসিয়া তরুর মূলে,
হরিণী-শাবকে কোলে ক'রে দোঁহে খাওয়াব।
সারসে আনিয়া ধরে, রক্তজবা-মালা ক'রে,
দুই জন যতনে গলদেশে পরাব॥
একদিকে কেতকিনী, একদিকে কমলিনী,
দুই ধারে রাশি করি ভ্রমরারে খেপাব।
তোমার অঞ্চল দিয়ে, কোকিলারে লুকাইয়ে,
ব্যাকুল করিয়া পিকে ডালে ডালে ডাকাব॥
গত গ্রীষ্মে কত খেলা, করিয়া কেটেছে বেলা,
সে সব স্মরণ প্রিয়ে হয় কি হে মনেতে।
চল গিয়ে পুনরায়, বিহরিব দুজনায়,
বিষম গ্রীষ্মের তাপ জুড়াইব বনেতে॥"
শুনিয়া স্বামীর কথা, হরষিতা হেমলতা,
প্রীতিভরে পতিকর করতলে চাপিয়া।
বলে "এ কি নররায়, সে কি কভু ভুলা যায়,
এ জগতে এই প্রাণ এ দেহেতে ধরিয়া॥
সে সব হইলে মনে, ভুলি স্বর্ণ-সিংহাসনে,
তিলেক থাকিতে হেথা চিতে আর লয় না।
উপবন বিলাসিনী, সেই সব সীমন্তিনী,
সহ বিহরিতে বনে আর দেরি সয় না॥
পাসরিয়া সমুদায়, মন সেই বনে ধায়,
ভাবি সেই ভাবে আছি তরুতলে বসিয়া।
হেন কালে বনমালা, বনফুলে গাঁথি মালা,
হাসি হাসি গলদেশে দেয় যেন আসিয়া॥
সেই ভাবে কয় জনে, বসিয়া কুসুমাসনে,
কামিনী-তরুর ডালে পুষ্পদোলা দোলায়ে।
কেশে ফুল সাজাইয়ে, করে করতালি দিয়ে,
ধীরে ধীরে দোলে পদে রুণুঝোণ বাজায়ে॥
কভু ফুলধনু করে, প্রতি জনে জনে ধরে,
চাপিয়া হরিণীপরে বনমাঝে বিহরে।
কভু মোরা রাখি মাঝে, সাজ করি নানা সাজে,
নাচি নাচি কয়জনে চারিদিকে বিচরে॥

চল নাথ সেই স্থানে, বিলম্ব সহে না প্রাণে,
গিয়া বনকন্যাগণে আলিঙ্গনে তুষিব।
তুষিতে তোমার মন, নানাবিধ আয়োজন,
নানা ভাবে নানা রসে নানা খেলা খেলিব।"
শুনি প্রেয়সীর ভাষ, বীরবাহু মনোল্লাস,
স্নেহভরে প্রমদারে আলিঙ্গন করিল।
পরে ডাকি অনুচর, আদেশিলা বীরবর,
দাস দাসী আদি সব আয়োজনে মাতিল॥
নগরে উঠিল গোল, নিনাদে বাদ্যের রোল,
দুর্গে দুর্গে ধনুর্ঘোষে নভোভেদ করিল।
স্বর্ণ-দণ্ড শিরোপরে, রক্তনীল বর্ণ ধরে,
থরে থরে ঘরে ঘরে পতাকায় ছাইল॥
চলিল নৃপতি-সুত, গজবাজী যূথে যূথ,
বাদ্যোদ্যম কোলাহলে ত্রিভুবন পূরিয়া।
গর্জ্জনে মেদিনী টলে, টঙ্কারিল হেন বলে,
ভীষণ কোদণ্ড-ছিলা রণ রণ করিয়া॥
পুরোভাগে যুবরাজ, শিরে পরি বীরসাজ,
এইরূপ প্রথা সেই কালে তথা আছিল।
শাণিত লৌহের তাজ, শাণিত লৌহের সাজ,
বাহু উরু শিরোবক্ষঃ পৃষ্ঠদেশ ঢাকিল॥
সুদীর্ঘ সবলকায়, সিংহগ্রীবা লাজ পায়,
আজানুলম্বিত বাহু রিপুবর্গ-দলন।
মুখভাতি রবি-রেখা, ললাটে অভয় লেখা,
গভীর বুদ্ধির চিহ্ন ধরা দুই নয়ন॥
বামে রাণী হেমলতা, যেন তড়িতের লতা,
ইন্দ্র-ভয়ে আসি পাশে অনুগতা হইল।
চারিদিকে কোলাহল, লয়ে নিজ দলবল,
কনোজ-রাজার পুত্র উপবনে চলিল॥
গমনে পবন, রথবাজিগণ,
পলকে যোজন পথ এড়ায়।
ধরণী বিমানে, চলে কোনখানে
কে জানে কখন্ কোথায় যায়॥
ক্ষেত মাঠ মরু, গিরি বারি তরু,
স্রোতোধারা মত বহিয়া যায়।
প্রহর-ভিতরে, নানা শোভা ধরে,
গ্রীষ্ম-উপবন প্রকাশ পায়॥
বিশাল তমাল, প্রসারিয়া ডাল,
জানাইছে নাম বিপিন-মাঝে।
তারা সঙ্গে সঙ্গে, উঠি নানা রঙ্গে,
তাল নারিকেল গুবাক সাজে॥

কোন ভাগে তার, সুন্দর আকার,
শিহরে কদম্ব দাড়িম্ব পাশে।
অশোক দেখিয়া, রহস্য করিয়া,
কোথা বা হেঁহায়া শিমুল হাসে॥
মুকুলে পূরিত, শাখা অবনত,
কোথা রহে চুত গরবে ভরা।
কোথা তরুরাজ, বটের বিরাজ,
দেহেতে প্রাচীন পল্লবপরা॥
কোথা মুখ তুলে, তেজে বুক খুলে,
সূর্য্যমুখী চায় ভানুর করে।
কোথা সুশোভন, কামিনীর বন,
খুলে দেয় মন সৌরভ-ভরে॥
কোথা বা সেফালি, রসে দেহ ঢালি,
আবেশে ধরণী-উরসে পড়ে।
কোথা বা গোলাপ, করিতে আলাপ,
প্রফুল্ল মল্লিকা শাখীতে চড়ে॥
কোথা কেতকিনী, যেন পাগলিনী,
আলু-থালু বেশে পড়িয়া রয়।
অবকাশ পেয়ে, ধীরে ধীরে ধেয়ে,
সেইখানে আসি সমীর রয়॥
ক্রমে সন্নিধান, উতরিল যান,
হরিষে দুজনে প্রবেশে বনে।
যত তরুদল, মহা কুতূহল,
কুসুম বরিষে হরিষ-মনে॥
যত পাখীগণ, করিয়া স্মরণ,
নৃপসুতা কত বাসেন ভাল।
কুলায় ত্যজিয়া, বাহিরে আসিয়া,
কাকলি করিয়া ঢাকিল ডাল॥
সারস সারসী, দোঁহারে পরশি,
পশ্চাতে চলিল মরালসনে।
তৃণ পরিহরি, অঙ্গভঙ্গী করি,
হরিণী ধাইল হরিষ-মনে॥
এইরূপে যত, যত অনুগত,
সবে ক্রমাগত জুটিল আসি।
এমন সময়ে, ফুলমালা লয়ে,
বনবালা-দল আসিল হাসি॥
সখী সম্বোধনে, প্রতি জনে জনে,
আলিঙ্গন-দানে তুষি সবায়।
কুশল-বারতা, সুধি হেমলতা,
নিকুঞ্জ-ভিতরে সকলে যায়॥

হেরিয়া বসন্ত-শোভা বসুন্ধরা-মাঝে।
ঋতুমহোৎসবে সুখে রামাগণ সাজে ॥
রাজবালা বনমালা সখী কয়জন।
সবে কৈল সমরূপ বসন-ভূষণ ॥
তেয়াগি নেতের বাস রতনের দাম।
অরণ্য-কুসুমে বেশ কৈল অভিরাম ॥
নবীন বল্কল পরি লাজ সংবরিয়া।
ধরিল বিচিত্র বেশ কুসুম পরিয়া ॥
মুক্তামালা বিনিময়ে বনমালা-দলে।
সযতনে কণ্ঠহার পরিলেন গলে ॥
কর্ণবালা করবালা করি তিরোহিত।
শ্রুতিমূলে ঝুম্‌কা-ফুল হৈল বিরাজিত ॥
কপালের সিঁথি শোভা আভা লুকাইল।
কৃষ্ণচূড়া কেশমূলে আসি দেখা দিল ॥
নিতম্বে মেখলা ঘুচে লোহিত গোলাপ।
নাভিপদ্ম সনে আসি করিল আলাপ ॥
চরণে নূপুরধ্বনি আর না বাজিল।
রক্তজবা অরুণের আভা প্রকাশিল ॥
এইরূপে বস্ত্র বাস পুষ্প-আভরণ।
করে বীণা বাঁশী আদি করিয়া ধারণ ॥
চলিল যথায় চূত কাতর হৃদয়।
মাধবী তুলিতে কোলে অধোমুখে রয় ॥
নিকটে আসিয়া বীণা বাঁশী বাজাইয়া।
মাধবী-লতায় চূয়া চন্দন ঢালিয়া ॥
মুকুলিত চূয়াশাখা নোয়াইয়া করে।
চূত-মাধবীতে বিয়া দিল সমাদরে ॥
এইরূপে কত খেলা খেলিতে লাগিল।
পশু পক্ষী আদি সবে হরিষে ভাসিল ॥
হীনবল প্রভাকর প্রদোষ হইল।
বিপিন ভ্রমিয়া নৃপতনয় ফিরিল ॥
তৃণাসনে কয় জনে বসিয়া তখন।
ভোজন করিয়া ক্ষুধা করি নিবারণ ॥
পুনরায় বনলীলা আরম্ভ করিল।
রাজপুত্র এইবার সংহিত রহিল ॥
হ্রদতটে নারীগণ আসিয়া তখন।
বলে "চল বারিপরে করি গে ভ্রমণ ॥"
বলি পদ্মফুলে গাঁথা ভেলার উপরে।
রাজবালা বনবালা উঠে পরে পরে ॥
ধারে ধারে সারি সারি বসিল ক'জন।
অবশেষে বীরবাহু কৈল আরোহণ ॥
কাণ্ডারীর বেশে হাতে কেরুয়া ধরিয়া।
নীলজলে পদ্মভেলা চলিল বাহিয়া ॥
ধীর সমীরণে বারি-হিল্লোল বহিছে।
ভেলা-পাশে আসি ধীরে কল্লোল করিছে ॥
বারিবায়ু হিল্লোলেতে পুলকিত-কায়।
বাঁশী-সুরে রামাগণ সারিগান গায় ॥
তাহে সে হ্রদের শোভা [illegible]মর-লবিত।
চারিদিকে ছয় ঘাট স্ফটিক-রচিত ॥
শ্বেত-পাষাণেতে তার বান্ধা চারিধার।
ধবল অচলে যেন জলদ সঞ্চার ॥
পশ্চিম কূলেতে শোভে বন-দারু-দাম।
বিশাল তমাল শাল দেখিতে সুঠাম ॥
পূর্ব্বকূলে সুরসাল ফলতরুচয়।
দাড়িম্ব শ্রীফল আম্র স্বাদু সমুদয় ॥
দক্ষিণে কুসুমবনে ফুলের সৌরভ।
জানাইছে জীবলোকে কানন-বৈভব ॥
উত্তরেতে অট্টালিকা বিচিত্র-গঠন।
দ্বার প্রসারিয়া বায়ু করে আরোহণ ॥
সরোবর-মধ্যভাগে অতি মনোহর।
ক্ষুদ্রাকার দ্বীপ এক রহে বারিপর ॥
নবদূর্ব্বা পরিপূর্ণ শ্যামল বরণ।
নির্ম্মলগগনে যেন মেঘের স্বজন ॥
তাহাতে নির্ঝর-বারি নিয়ত নির্গত।
যেন বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়ে অবিরত ॥
নৃপসুত বিনোদিনী সহ ভাসে জলে।
হেরি ভানু ত্বরা করি নিজধামে চলে ॥
বিশাল শালের আড়ে লুকাইল রবি।
ক্রমে পূর্ব্বে দেখা দিল শশধর-ছবি ॥
হেরিয়া কুমুদী জলে ঈষৎ হাসিল।
তমালের ডালে ডালে কোকিলা ডাকিল ॥
বারিপরে সন্ধ্যাকালে বসন্ত-সমীরে।
রসিল শরীর মন নেহারি সমীরে ॥
বিনোদ শয়নে তনু জুড়াবার তরে।
বীরবাহু পদ্মভেলা ফিরালেন ঘরে।
হেনকালে যোগিনীর বেশে একজন।
ঘাটের উপরে আসি দিল দরশন ॥
মৃগচর্ম্ম পরিধান, মুখে শিবগুণগান,
করতলে ত্রিশূলের ফলা।
গলিত জটিলকেশ, মহাযোগিনীর বেশ,
রুদ্রাক্ষের মালাময় গলা ॥

শেষ-যৌবনের ভার, দেহ ঢল ঢল করে,
অস্তমান ভানুর তুলনা।
একধ্যানে একমনে, বত তীর্থ-দরশনে,
পরিহরি বিষয়-বাসনা॥
চকিত নয়ন-তারা, যেন মৃগী মৃগহারা,
চেতনা হারায়ে পথে চলে।
আগমন করি ধীরে, আসিয়া হ্রদের তীরে,
চরণ ক্ষালন কৈল জলে॥
পাষাণ-সোপানোপরি, বসি শ্রম দূর করি,
অট্টহাসি হাসিয়া উঠিলা।
বিস্ময়-প্লাবিত-মনে, বিলাসিনীগণ সনে,
যোগিনীরে কুমার পূজিলা॥
সভয়ে বিনয়বাণী, জুড়িয়া যুগল পাণি,
বীরবাহু অভয় মাগিল।
"কেন কৈলা উপহাস, কি দোষে দূষিত দাস,"
এই কথা বলি সুধাইল॥
শুনি রামা ঘোর রবে, কহে তবে শুন সবে,
"এ ভবে নাহিক সুখলেশ।
সকলি কালের খেলা, মিছামিছি যায় বেলা,
দেখিতে থাকে না কিছু শেষ॥
দেখিবে আজি, সকলি সে ভোজবাজি,
কাল আর পাবে না সে সবে।
ধনপতি যেই, কাল দীনহীন সেই,
এই ভাবে যায় দিন ভবে॥
রূপে ভূপতিদুহিতা, কত রূপ-গুণযুতা,
বিপাকে পড়িয়া ভোগে কত।
যোগিনীর বেশে আজি, এই দেখ আছি সাজি,
পথে মাঠে ভ্রমি অবিরত॥
প্রখর ভানুর করে, স্বেদজল নাহি ঝরে,
শীতে দেহ কণ্টকিত নয়।
নগর অটবী মরু, কিবা কাঁটা লতা তরু,
এবে মোর সকলিত সয়॥
শয়নের ক্লেশ নাই, তরুতলে নিদ্রা যাই,
একাকিনী বিঘোরে যামিনী।
ক্ষীর নবনীত সর, ভুলিয়াছি দেশ ঘর,
ভুলিয়াছি জনক-জননী॥"
বলিতে বলিতে ক্রোধে, কণ্ঠদেশে শ্বাস রোধে,
বহ্নিকণা নয়নে জ্বলিল।
ফুলিতে লাগিল জটা, করেতে ত্রিশূল ছটা,
ঘন ঘন কাঁপিয়া উঠিল॥

তখন ভৈরবস্বরে, ভৈরব নিনাদ করে,
"শোন রে পাপিষ্ঠ মুসলমান।
বাল্যে বিনাশিয়া পতি, মোর কৈলে এই গতি,
মম বাক্য না হইবে আন॥
টুটিবে সম্পদ বল, রাজ্য যাবে রসাতল,
বাতি দিতে বংশ নাহি রবে।
ব্রতে যদি ফল হয়, দেবে যদি পূজা লয়,
ইহার অন্যথা নাহি হবে॥
বলি রোষে কম্পমান, যেন শ্যামা মূর্ত্তিমান্,
ঘোর রবে হুঙ্কার ছাড়িল।
শুনি সেই গরজন, জ্ঞানহীন নারীগণ,
দেখি রামা নীরব হইল॥
ক্ষণেক নীরবে থাকি, কোপানল চাপি রাখি,
যোগিনীর বাক্-স্রোত পুনঃ বেগে বহিল।
আপনার পরিচয়, পূর্ব্বাপর সমুদয়,
অগ্নিকণা সম রামা বরিষণ করিল॥
"দ্বারকা নগরী-কাছে, সর্পনামে পুরী আছে,
তার অধীশ্বর রাজা সর্পেশ্বর আছিল।
নির্ম্মল ক্ষত্রিয়বংশ, তাহে তেঁহ অবতংস,
কুক্ষণে তাহার ঘরে মম জন্ম হইল॥
কুক্ষণে সর্পেশ-পতি, মম মনোমত পতি,
আনিবারে স্বয়ংবরা উপক্রম করিল।
কুক্ষণে আমার মন, করি তাঁরে বিলোকন,
অম্বরের ভূপতির প্রেমডোরে পড়িল॥
স্বয়ংবরা হয়ে দোঁহে, যাইতে পতির গেহে,
পথিমাঝে দুষ্ট যবনের হাতে পড়িয়া।
তুমুল সংগ্রাম করি, পতি যান স্বর্গপুরী,
হেরি চিতহারা হয়ে পড়িলাম ঢলিয়া॥
জ্ঞান পেয়ে পুনরায়, রুধির শুকায়ে যায়,
যবনের গৃহমাঝে পড়ে আছি দেখিনু।
হেরে হয়ে নিরুপায়, পড়িলাম দস্যুপায়,
নানামতে নানাছলে নরাধমে তুষিনু॥
সেদিন কৌশল করি, সেই স্থানে কাল হরি,
পরদিন লুকাইয়া ভিখারিণী হইনু।
পরে পরদেশে গিয়া, গেরুয়া বসন নিয়া,
এইরূপ যোগিনীর যোগবেশ ধরিনু॥
তদবধি দেশে দেশে, ফিরিতেছি এই বেশে,
বারাণসী বৃন্দাবন হরিদ্বার ভ্রমিনু।
মান-সরোবরহ্রদ, জ্বালামুখী পঞ্চনদ,
কৈলাস পর্ব্বতোপরি অবশেষে উঠিনু॥

হেরিলাম বৃষভেতে, শিব শিবা আনন্দেতে,
পাষাণ-আকৃতি ধরি বিরাজিত রয়েছে।
সুখের কৈলাসধাম, কেবলি রয়েছে নাম,
দেবের বিভব যত সমূলেতে ঘুচেছে॥
জগতে পবিত্র স্থান, গিয়াছে তাহার মান,
সে পুরীও ম্লেচ্ছপদ অপবিত্র করেছে।
যেখানে পিনাকধারী, পিনাকে সন্ধান করি,
অমরের রিপুকুল অনায়াসে বধেছে॥
সেইখানে যবনেতে, আরোহিয়া ভিন্নপথে,
অভয়-হৃদয়ে পার্ব্বতীর অজা বধেছে।
আজি সেই শূন্যময়, কৈলাস নীরব রয়,
দু এক ময়ূর শুধু মাঝে মাঝে জাগিছে॥
কতবার রুদ্রনাম, গালবাদ্যে ডাকিলাম,
প্রাণিমাত্র তবু তথা নয়নে না দেখিনু।
তখন উদ্দেশ ধরি, শিবমূর্ত্তি পূজা করি,
দর্শন-আশয়ে আমি বারাণসী চলিনু॥
গিয়া আনন্দের ভরে, হেরিব অনাদীশ্বরে,
ভাবি অন্নপূর্ণা-পুরে উপনীত হইনু।
দেখি বুদ্ধি হত হারা, চন্দ্রে কলঙ্কের পারা,
প্রাচীন দেউলভিতে দরগা গাঁথা দেখিনু॥
প্রাণভয়ে বিশ্বেশ্বর, দেখিলাম স্থানান্তর,
অন্য পুরী নির্ম্মাইয়া গুপ্তভাবে জাগিছে।
নাহি সে সোনার কাশী, পাষাণের বারাণসী,
পাষণ্ড-প্লাবিত হয়ে পাপ-স্রোতে ভাসিছে॥
অন্তরে হতাশ হয়ে, কাশীতে বিদায় লয়ে,
চলিলাম কুরুক্ষেত্রে কত আশা করিয়া।
আসি কুরু-রণস্থলে, আর না চরণ চলে,
বসিনু প্রভাসতীরে মনোদুঃখে ভাসিয়া॥
পাপিষ্ঠ যবন নাশ, করিতে অন্তরে আশ,
পাণ্ডুপুত্র নাম ধরি কতই যে কাঁদিনু।
সব হৈল অকারণ, না আইল কোন জন,
ডুবেছে ভারতভাগ্য তবে সত্য জানিনু॥
তখন বুঝিনু সার, ভূভারতে কেহ আর,
ক্ষত্রকুল-মহাধর্ম্ম নাহি কিছু লভেছে।
জানিলাম বীরবংশ, কুরুক্ষেত্রে হয়ে ধ্বংস,
বীর নাম জন্মশোধ ভূমণ্ডলে ঘুচেছে॥
আজি বুঝিলাম মর্ম্ম, কোন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম,
ভারত-ভিতরে আর দরশন হয় না।
কেন বা যবনদল, ধরে এত বাহুবল,
কেন হিন্দু-মহিলার কুলমান রয় না॥

ভারতে কনোজ ধাম, প্রসিদ্ধ পবিত্র নাম,
তুমি সেই কনোজের বংশধর হইয়া।
এই ভাবে অকারণে, বৃথা কাল বনে বনে,
অপচয় করিতেছ রামাগণে লইয়া॥
আসিতেছে কতদূরে, রণবেশে তূণ পূরে,
পাঠান দুরন্ত দল মনে তা ত ভাব না।
কহিলাম সমাচার, দেখো যেন পুনর্ব্বার,
অই কামিনীরে দুঃখী মোর মত করো না॥"
শুনি যোগিনীর কথা রোমাঞ্চিত কায়।
বিদায় হইয়া বীর কনোজেতে যায়॥
অনলশিখরে যেন ধাতুর প্রবাহ।
শমনভবনে যেন দাহন কটাহ।
ভাবনা-অনলে হৃদি তাপিত তেমনি।
বনিতা-বিপিন-হৃদ ভুলিল তখনি॥
জ্বলিল চিন্তার শিখা হৃদয়-ভিতরে।
ভূত ভবিষ্যৎ ভাব জাগিল অন্তরে॥
যে ভারতে দেবগণ মানবলীলায়।
সুরপুরী পরিহরি করিত আলয়॥
যে ভারতে মহাবল দনুজের দল।
সুর-শরাঘাত-জ্বালা করিত শীতল॥
যে ভারতে সৌরকুল-মহাবীরগণ।
রাক্ষস-দানবে রণে করিত দমন॥
দিলীপ, সগর, রঘু, দশরথ বীর।
যে ভারতে রিপুদলে করিত অস্থির॥
যে ভারতে—বীরবৃন্দ সমর-কৌশল।
দেখিতে বিমানে দেব বসিত সকল॥
সে ভারতে আমা হেন কাপুরুষদল।
আজি জনমিয়া ধরা করে রসাতল॥
এইরূপ বিষময় চিন্তায় মগন।
বাহ্যজ্ঞান বীরবাহু হারায় তখন॥
বিচিত্র স্বপনে দেখে গগনভিতরে।
বিপরীত নানা ছবি শূন্য আলো করে॥
এক ধারে নারী এক রহে তরুতলে।
তাঁরে হেরি রাক্ষসেরা অধোমুখে চলে॥
অন্যপাশে একজন যবন-ভূপতি।
শত হিন্দুনারী ধরি করয়ে দুর্গতি॥
একপাশে আখণ্ডল সহ দ্বিজগণ।
গাণ্ডীব-নিনাদে দূরে করে পলায়ন॥
আর পাশে ডানিহাতে তরবারি ধরি।
কোরাণ ধরিয়া বামে রহে এক পরী॥

তাহারে হেরিয়া যত ক্ষত্রিয় তনয়।
করপুটে পদ্মদলে হেঁটমুখে রয় ॥
একধারে যযাতির পুত্র কয় জন।
ছদ্মবেশে দূর-দেশে রহে সংগোপন ॥
স্থানান্তরে ম্লেচ্ছদূত করিয়া গর্জ্জন।
হিন্দুরে সংকারকার্য্যে করে নিবারণ ॥
দেখিয়া দুর্জ্জয় কোপ জ্বলিয়া উঠিল।
ঘন দেহ চমকিয়া উঠিতে লাগিল ॥
অন্তরের কোপ তবে অন্তরে চাপিয়া।
থাকিয়া থাকিয়া বীর উঠিল কাঁপিয়া ॥
যেন গগনের দর্প বায়ুর নিঃস্বন।
শুনি ধরা ক্রোধভরে করয়ে কম্পন ॥
কিংবা যেন ঘোর মেঘ সাগর-গর্জ্জনে।
জানায় আপন দর্প ডাকিয়া সঘনে ॥
সেই ভাবে বীরবাহু হুহুঙ্কার ধ্বনি।
করি দেখা দিল আসি যথা নরমণি ॥
হেনকালে মহাবেগে দূত একজন।
ভূপতি-সমীপে আসি করে নিবেদন।
"মহারাজ সর্ব্বনাশ বৈরিপক্ষ এল।
কর রক্ষা নৈলে রাজ্য রসাতলে গেল ॥
দুরন্ত পাঠান-সৈন্য চতুরঙ্গ-দলে।
কালান্ত কালের দূত সাজি এল ব'লে ॥
সিন্ধুরাজ্য-শেষভাগে কাবুলের দেশ।
তাহার নৃপতি নাম সুলতান বকেশ ॥
তাঁর সেনাপতি নাম আলি মহম্মদ।
খেদাইয়া দিল্লীরাজে নিল রাজপদ ॥
লুঠিল মথুরাপুরী কুল্লী কলিঞ্জর।
কান্যকুব্জ লুঠিবারে আসে অতঃপর ॥
এখনো সময় আছে রিপু আছে দূরে।
অবিলম্বে ম্লেচ্ছসেনা দেখা দিবে পুরে ॥"
শুনি নরপতি মনে বিপদ্ গণিল।
বুদ্ধিহারা মন্ত্রিগণ মন্ত্রণা ভুলিল ॥
ক্রোধেতে কম্পিত দেহ যুবরাজ কয়।
"এ কি কাজ মহারাজ ক্ষত্র হয়ে ভয়।
জনম সফল তার ধন্য বীর সেই।
বিক্রমে বৈরির মুণ্ড খণ্ড করে যেই ॥
কিবা হবে মাংসপিণ্ড এ দেহ ধরিয়া।
বৈরি যদি যশোনিধি লইল হরিয়া ॥
অশীতি বয়স প্রাণে জীয়ে কি হইবে।
যুগে যুগে মহীতলে সুকীর্ত্তি ঘুষিবে ॥
সবলে করিব জয় রণে মহাশয়।
সাহসে করুন্ ভর নাহিক সংশয় ॥
মহাবলী রিপুদল সত্য বটে মানি
কালের কুটিল গতি তাও ভাল জানি ॥
কিন্তু পুরাতন কথা গাঁথা আছে মনে।
একা বীর কত বৈরি বিনাশিল রণে ॥
একা ইন্দ্র দৈত্যবংশ করিল দলন।
একা রঘু বসুন্ধরা করিল শাসন।
একা দশানন করে ত্রিভুবন জয়।
একা রাম-বাণে দশানন-কুলক্ষয় ॥
একা কুরু ভূমণ্ডলে একচ্ছত্র কৈল।
একা পার্থ লক্ষ্য ভেদি পাঞ্চালী হরিল ॥
বীর্য্য যার ধরা তার বিধির নির্ণয়।
কালে হয় কালে বৃদ্ধি কালে পায় ক্ষয় ॥
দুর্জ্জয় পাঠান বড় দুরন্ত হইল।
অটল সৌভাগ্য বলি অন্তরে ভাবিল ॥
হস্তিনা মথুরা কুল্লী আদি কালঞ্জর।
লুঠিয়া কনোজ-লোভে আসে অতঃপর ॥
কেন রে করিস্ দম্ভ রবে না এ দিন।
দ্বিপ্রহরে মেঘে সূর্য্য কখন মলিন ॥
কখন প্রবল নদ শুকাইয়া যায়।
কভু উচ্চ গিরিচূড়া ভূতলে লুটায় ॥
শতগিরি অবলম্ব ভূমিকম্পে কভু।
শতমূল বটবৃক্ষ ছিন্নমূল কভু ॥
জলবিন্দু পাষাণে কখন করে ভেদ।
মহাপরাক্রান্ত রাজ্য কখন উচ্ছেদ ॥
পবিত্র কনোজপুরী ক্ষত্রিয়ের বাস।
তাহারে লুঠিবি বলি করিলি রে আশ?
তবে ত পুরুষ আমি বীরবাহু নাম।
তবে ত প্রসিদ্ধ পুরী কনোজেতে ধাম ॥
তবে মম রণবীর-ঔরসে জনম।
তবে ধরি বাহুবল বীর্য্য পরাক্রম ॥
মহারাজ শ্রীচরণে এই নিবেদন।
পরিজন সকলেরে করুন পালন ॥
রণক্ষেত্রে গিয়া শত্রু করিব নিধন।
সত্য সত্য—এই সত্য করিলাম পণ ॥"
হেরি বীরবাহু-দর্প প্রফুল্ল সকলে।
রাজ-আজ্ঞা পেয়ে বীর রণবেশে চলে ॥
সেনাপতি-পদে বীর হইল বরণ।
শুনি 'জয় যুবরাজ' নাদে সেনাগণ ॥

নাহিক ভয়ের লেশ, করিয়া সমরবেশ,
রাজসুত হেমলতা-ঘরে গিয়া ভেটিল।
"প্রেয়সি, বিদায় চাই, সমর জিনিতে যাই,"
বলি বীরবর প্রমদার কর.ধরিল ॥
পতি রণমাঝে যান, আকুল রমণী-প্রাণ,
কতই বিষম ভাব উথলিল হৃদয়ে।
শুকাইল তরুলতা, শোকভরে অবনতা,
শশধর ম্লান যেন হয় রাহু-উদয়ে ॥
ধরিয়া পতির হাত, "কি কব হৃদয়-নাথ,
কঠিন ক্ষত্রিয়কুলে নারী-জন্ম ধরেছি।
মায়া মোহ পরিণয়, উদ্‌যাপন সমুদয়,
ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের লাগি জন্মশোধ করেছি ॥
যবনে নাশিতে যাবে, জগতে সুযশ পাবে,
এমন সময়ে নাথ কি বলিব তোমারে।
মন বোঝে না ত তবু, প্রাণ কেঁদে উঠে কভু,
কভু তব সনে যেতে বলিতেছে আমারে ॥
গত নিশি দুঃস্বপন, করিয়াছি দরশন,
তাই প্রাণনাথ প্রাণ আকুলিত হয়েছে।
তাই নাথ এতক্ষণ, না করিয়া আলিঙ্গন,
অবশ হইয়া মম বাহুযুগ রয়েছে ॥
গত নিশি শেষযাম, অলক্ষণ দেখিলাম,
ভাবিলে শোণিতবিন্দু দেহে আর রয় না।
তোমারে হৃদয়ে লয়ে, জলনিধি পার হয়ে,
পলাতে বাসনা যেন কেহ দেখা পায় না ॥
দেখিয়ে মণী হে'রে, ময়ূর যেমনি ফেরে,
অমনি নিদয় ব্যাধ খর শর মারিল।
ফুটাইতে ফুলকলি, দেখা দিল সেই অলি,
অমনি প্রলয়-বায়ু হু হু ক'রে বহিল ॥
যেই 'বারি বারি' করে, চাতকী কাতরস্বরে,
উঠিল গগনোপরে অমনি সে মরিল।
বিনামেঘে বজ্রাঘাত, হয়ে শিরে অকস্মাৎ,
সেই পাখী ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল ॥
বিশাল তরুর পাশে, তরুলতা ধেয়ে আসে,
হেনকালে কাঠুরিয়া সেই তরু কাটিল।
কমলিনী বারিপরে, যেই খোলে রবিকরে,
অমনি সে কাল-মেঘ আসি ভানু ঢাকিল ॥
আরো কত অলক্ষণ, দেখিলাম অগণন,
না জানি কপালে বিধি কিবা লিপি লিখেছে।
বুঝি লীলা সমাপন, ব্রত হলো উদ্‌যাপন,
মোর প্রতি কোন দেব বুঝি কোপ করেছে ॥

যা হবার হবে তাই, আজ্ঞা দেহ সঙ্গে যাই,
তব অনুগামী হয়ে রিপুকুলে নাশিব।
অথবা তোমার সনে, মরিয়া সম্মুখ রণে,
দুই জনে একবারে সুরলোকে পশিব ॥"
শুনি খেদে মহাবীর, ভাবিয়া করিয়া স্থির,
অবশেষে অঙ্গুলির অঙ্গুরীয় খুলিয়া।
"কি জানি কি হবে রণে,দেখো প্রিয়ে রেখ মনে,"
পরাইল প্রমদারে এই কথা বলিয়া ॥
সময় বহিয়া যায়, দিনের সংক্ষেপ তায়,
নিরুপায়ে যুবরাজ রণমুখে চলিল।
কাষ্ঠপুতলীর ন্যায়, যেই দিকে স্বামী যায়,
হেমলতা একদৃষ্টে সেই দিকে রহিল ॥
সেনা লয়ে বীরবাহু হয়ে অগ্রসর।
নেপালের পথে আসি রহিল সত্বর ॥
পরদিন অপরাহ্নে রিপু দেখা দিল।
সম্মুখীন সমুদায় মেদিনী ঢাকিল ॥
অর্দ্ধ-চন্দ্র-শোভা নীল পতাকা উড়িল।
যোজন ব্যাপিয়া শত্রু-শিবিরে ছাইল ॥
ক্রমে দিবা অবসান সূর্য্য লুকাইল।
আঁধার বিছায়ে নিশি আকাশে বসিল ॥
অমর-আলয়ে সিদ্ধা সন্ধ্যা দিল ঘরে।
অমনি তারার আলো ধিকি ধিকি করে ॥
দ্বিতীয়ার চন্দ্রকলা ঈষৎ হাসিল।
জ্যোৎস্না আলো পেয়ে দশ দিক্ প্রকাশিল।
বীরবাহু বৈরি-পক্ষ করিতে বীক্ষণ।
হিমগিরি-শৃঙ্গোপরে কৈল আরোহণ ॥
প্রকাণ্ড-প্রকৃতি দেখে যবনের সেনা।
শিরেতে ধবল বাস যেন ভাসে ফেনা ॥
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে করে শরাসন।
পৃষ্ঠে তূণ কটিতটে কৃপাণ বন্ধন ॥
হেরি মনে মনে বীর ভাবিতে লাগিল।
ভারতের পূর্ব্বকথা স্মরণ হইল ॥
কেশরি-নিনাদ-স্বরে গর্জ্জিয়া তখন।
বলে 'কোথা কার্ত্তবীর্য্য রহিলে এখন ?
কোথায় গাণ্ডীবধারী পাণ্ডব-প্রধান।
কোথা ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ মতিমান্ ॥
কোথা অভিমানী মহারাজ দুর্য্যোধন।
বারেক কটাক্ষে হের হস্তিনা-ভবন ॥
সেই পুরী আজি জয় কৈল মুসল্‌মান।
কোথা আছ ক্ষত্রগণ হও আগুয়ান ॥

তবে রে যবন তোর নিকট মরণ।
সবংশে আমার শরে হইবি নিধন ॥
পূর্ব্বদিকে প্রভাকর, বাজিল দুন্দুভিস্বর,
রণ রণ মহাশব্দে ধনুর্ঘোষ নাদিল।
আচ্ছিল আকাশখণ্ড, রণভূমি লণ্ডভণ্ড,
তাল তাল শররাশি প্রভারাশি ঢাকিল ॥
সমকক্ষ দুই বল, হুঙ্কারে সেনার দল,
হিন্দু-ম্লেচ্ছ-রণরব একঠাঁই মিলিল।
ম্লেচ্ছ "মহম্মদ" ডাকে, 'হর হর' হিন্দু হাঁকে,
মহাক্রোধে দুই দল সমরেতে মাতিল।
ভাসায়ে দুকূল যেন, নদী ছুটে ধায় হেন,
বীরগণ মহাদম্ভে বেগে আসি মিলিল।
ঘোটকে ঘোটক সঙ্গে, বারণে বারণে রঙ্গে,
পদাতি ধানুকী ঢালী যেবা যারে ঝাঁকিল ॥
যোজন বিস্তার বন, অনলে করে দাহন,
বিশাল বৃক্ষের কাণ্ড ধরণীতে লুটে রে।
অথবা নিদাঘকালে, ঢাকিয়া আঁধার-জালে,
বায়ু-পথে ঘন ঘোর যেন রণ করে রে ॥
অথবা জলধি-জল, ঝটিকা করিলে বল,
হুহুঙ্কার নাদ ছাড়ি তীরেতে আছাড়ে রে।
রণভূমি টল টল, হেন তেজে যোঝে বল,
সমকক্ষ দুই পক্ষ কেহ কারে নারে রে ॥
বেলা অপরাহ্ণ হয়, তবু রণ-ভঙ্গ নয়,
মরি বাঁচি পণ করি মহাযুদ্ধ করে রে।
হেনকালে বৈরিপক্ষ, করিয়া করিয়া লক্ষ্য,
বীরবাহু-বক্ষোদেশ বাণে বিদ্ধ করে রে ॥
সেনাপতি মূর্চ্ছা যায়, সেনাগণ ভয় পায়,
আরো পরাক্রমে রিপু একেবারে ঝাঁপে রে।
সহিতে না পারি রণ, ভঙ্গ দিল সৈন্যগণ,
জয় মহম্মদ বলি রিপুদল হাঁকে রে ॥
গর্জ্জিল পাঠানসৈন্য সমর জিনিয়া।
যেন বিষধর গর্জ্জে দংশন করিয়া॥
মদগর্ব্বে মাতোয়াল পাঠান চলিল।
রাজধানী-সন্নিধানে আসি উত্তরিল ॥
সমাচার পেয়ে রণবীর সাজে রণে।
যুঝিতে প্রাচীন রাজা চলে প্রাণপণে ॥
অবশিষ্ট দলবল সংহতি করিয়া।
কান্যকুব্জ-প্রান্তভাগে রহেন আসিয়া ॥
ক্রমশঃ পাঠান-সৈন্য আসিয়া যুটিল।
হিন্দু ম্লেচ্ছ বীরগণ যুঝিতে লাগিল ॥

অসংখ্য পাঠান-সৈন্য অন্তরে উল্লাস।
হিন্দু-সৈন্য ভগ্নশেষ অন্তরে হুতাশ ॥
তবু রণে যমদূত সমান যুঝিল।
বিপক্ষ-সেনার দল বিস্তর বধিল ॥
সহিতে না পারি শেষে বিমুখ হইল।
নগর-প্রাচীরমধ্যে গিয়া লুকাইল ॥
পাঠান মাতিয়া আরো প্রাচীর ঘেরিল।
ধরিতে কনোজরাজে সন্ধান করিল ॥
হেথা কান্যকুব্জপতি জ্বালি চিতানল।
নিবাইল শোকতাপ সকল জঞ্জাল ॥
বীরভার্য্যা বীরকন্যা হেমলতা নারী।
চলে ত্যজিবারে দেহ লয়ে সহচরী ॥
শুনি নগরের লোক চলিল সকলে।
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ পড়িল অনলে ॥
স্মরিয়া পিতার পদ স্মরি প্রাণনাথে।
ঝাঁপ দেয় হেনকালে কেহ ধরে হাতে ॥
ফিরে দেখে বিনোদিনী দুরন্ত পাঠান।
হেরিয়া পড়িল ভূমে হারাইয়া জ্ঞান ॥
আনন্দে পাঠান-সৈন্য জয়ধ্বনি দিল।
সুল্‌তানে তুষিতে সঙ্গে আনন্দে চলিল ॥
জ্ঞান পেয়ে রাজসুতা মরমে মরিল।
মানভয়ে বিনোদিনী কাঁপিতে লাগিল ॥
রাহুর তরাসে যেন আকাশের শশী।
নিষাদের ভয়ে যেন মৃগী বনে পশি ॥
দুঃশাসন-করে যেন দ্রুপদকুমারী।
জনকদুহিতা যেন রথে রাঘবারি ॥
সেই ভাবে কাতরে রোদন করে ধনী।
তাহে উচাটন মন ভাবি গুণমণি ॥
প্রাণনাথ কার সাথে কোন্ পথে রয়।
সেই কথা হেমলতা-মনে সদা হয় ॥
তাপে তনু জরজর ঝর ঝর আঁখি।
ব্যাধের জালেতে যেন কাননের পাখী
শরীর বেড়িয়া ফণী উঠিলে বুকেতে।
যেন শীর্ণ দেহ হয় মনের দুঃখেতে ॥
ভয়েতে মুদিত আঁখি মলিন বদন।
কাঁপে ওষ্ঠাধর গণ্ড পাণ্ডুর বরণ ॥
সেইরূপ অবয়ব ধূলায় ধূসর।
দিল্লীরাজপুরে সতী কাঁদে উচ্চৈঃস্বর ॥
"কোথা মাতা, কোথা পিতা, কোথা প্রা
হেম . গা শিরে হেথা হয় বজ্রাঘাত ॥

কালভুজঙ্গেত তারে করে গো দংশন।
সতীত্ব হরিতে চায় দুরাত্মা যবন॥
কেন নাথ অভাগীরে ফেলি চলি গেলা।
এ জনমমত ফুরাইল খেলাদেলা॥
মা বলা ফুরালো মা গো জনম মতন।
এইবার হরিল মা অঞ্চলের ধন॥
হয়ে রাজকুলবধূ রাজকুলবালা।
পেয়ে বীরবর পতি এত হলো জালা॥
হায় বিধি এত যদি ছিল তোর মনে।
কেন রে জনম দিলি ভূপতি-ভবনে॥
কেন কাঙ্গালিনী-কন্তা না করিলি মোরে।
যদি ছিল এত সাধ ফেলিবারে ফেরে॥
যদি রাজকুলে মোরে করিলি সৃজন।
উচ্চ আশা দিয়ে বিড়ম্বিলি কি কারণ॥
কেন জরা-কুষ্ঠরোগী না করিলি মোরে।
হেন পোড়া রূপ দিতে কে বলিল তোরে॥
কেন ধীর বীর পতি দিলি অনুপম।
কেন মজাইলি শেষে বিপাকে বিষম॥
একান্ত করিয়া অন্ধ না গঠিলি কেন।
তবে কি সহিতে হ'ত যন্ত্রণা এমন॥
অনায়াসে নরাধম তোরে ভজিতাম।
দাসীভাবে অনুগতা হয়ে সেবিতাম॥
ভুলিতাম মাতা পিতা পতি পরিজন।
হায় পুনঃ না দেখিব সে সব বদন॥
না শুনিব জননীর আদরের বাণী।
হায় বুঝি এতক্ষণে ছেড়েছে পরাণী॥
কোথায় প্রাণের নাথ কাঁদে হেমলতা।
করুণা করিয়া আসি কহ দুটী কথা॥
অমৃত-পূরিত ভাষা করাও শ্রবণ।
বারেক হেরিব তব হিমাংশুবদন॥
বারেক হৃদয়ে থুয়ে সে করকমল।
একবার নাথ ব'লে ডাকিব কেবল॥"
এত বলি ধীরে ধীরে, তিতিয়া নয়ন-নীরে,
পতিপ্রাণা সতী বিষ অধরেতে তুলিল।
"আরে নরাধম অরি, তোর ক্রোধ হেয় করি,
এই দেখ তোরি তরে তোর বন্দী মরিল॥
পান করে হলাহল, আর কি করিবি বল্,
কেমনে পামর আর দুরাকাঙ্ক্ষা সাধিবি।
যে রক্ত-মাংসের তরে, অবলা আনিলি ঘরে,
এবে তার শবাকার দেখি ডরে পলাবি॥

চক্ষু কর্ণ নাসা আর, সর্ব্বাঙ্গ হইবে ছার,
খানকত সাদা সাদা হাড় সুধু দেখিবি॥
সেই নেত্র নীলোৎপল, সে অধর বিম্বফল
সেই নাসা সেই কর্ণ সে বদন বিমল।
সেই পীন পয়োধর, সে নিতম্বের ভর
সেই মৃদুবাহুলতা করতল কোমল॥
জিনিয়া নবনী সর, সেই যে মাংসের থর,
সেই চারু রূপছটা শশধর-গঞ্জনা।
সেই কেশ সেই বেশ, কিছুই না রবে শেষ,
শুটীকত কীটাণুরে করাইয়া পারণা॥
তবে কেন বৃথা ছায়া, লাগিয়া করিস্ মায়া,
দিনকত জন্ত এত বাড়াবাড়ি ভাল না।
তোরো ত হইবে নাশ, যেতে হবে যম-পাশ,
হেন দিন চিরদিন কভু কারো সয় না॥"
ভাবিয়া ভাবিয়া, গরল লইয়া,
ভূতলে বসিয়া উদাস-মনে।
উদরে দেখিয়া, গুমিয়া গুমিয়া,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিরসাননে।
বলে "শিলাময়, যত গেহচয়,
করি অনুনয়, ছাড়িয়া দাও।
ছেড়ে দাও দ্বার, ঘোর অন্ধকার,
হয়ে অগ্রসর অরণ্যে যাও॥
শৃঙ্গী নখী সনে, একা রব বনে,
তবু এ সদনে রব না আর।
বিকট সাপিনী, করিয়ে সঙ্গিনী,
রব একাকিনী কি ভয় তার॥
গো-মেষ চরাব, মাঠে মাঠে র'ব,
ভিক্ষা মাগি খাব ভ্রমিব বনে।
এ যমপুরীতে, পরাণ ধরিতে,
নারিব থাকিতে, রাখিব ধনে॥
ওহে শশধর, ভাবিয়া কাতর,
বল হে সত্বর কোথায় যাই।
অরণ্যে ভূতলে, কিংবা বহ্নি জলে,
দেহ মুক্তি ব'লে, কোথায় পলাই॥
অহে লিপিকর, দিয়ে বংশধর,
শেষে বিষধর অঙ্কে সঁপিলে।
অতি দুরাচার, ধর্ম্ম নাহি যার,
হাতে দিয়ে তার প্রাণে বধিলে?
কোথা দশ মাসে, গিয়ে মনোল্লাসে,
বসি পতিপাশে চাঁদে দেখাব।

কোথা দিবা-নিশি, একাসনে বসি,
লয়ে সুতশশী, দোঁহে খেলাব ॥
কোথা অন্ন দিয়ে, বুকে ক'রে নিয়ে,
পতি-কোলে থুয়ে হৃদি জুড়াব।
করি অতিবাদ, তাহে সাধে বাদ,
হায় সেই সাধ কিসে পূরাব ॥
ওরে প্রজাপতি, তোরে করি নতি,
আর এ দুর্গতি মোরে দিস্ নে।
উন্মাদিনী ক'রে, নে রে জ্ঞান হ'রে,
আর এত ক'রে জ্বালাইস্ নে ॥"
এত বলি চিতহারা, খসা চাঁদখানি পারা,
হয়ে হেমলতা ভূমে পড়ে।
হেনকালে সৌদামিনী-স্বরূপা কোন কামিনী,
ক্রোড়ে করে আসি উভরড়ে ॥
যেন কোন রাহীজন, পথিমাঝে দরশন,
করি মণি সযতনে লয়।
ঝেড়ে ফেলি ধূলিগুলি, বাসে বাঁধি রাখে তুলি,
যায় যায় পুনঃ নিরখয় ॥
এইরূপে সেই নারী, মুছায় নয়ন-বারি,
অনিমিষে মুখপানে চায়।
নাহি নড়ে নাহি চড়ে, নেত্রে না পলক পড়ে,
এই ভাবে ব'সে রহে ঠাঁয় ॥
সেই নারী কোন্ জন, কেন তথা কি কারণ,
কি জন্য সে এত শোকময়।
ভাবে বুঝি সেই ধনী, হবে চুরি-করা মণি,
ইথে কিছু নাহিক সংশয় ॥
না হ'লে দুঃখের দুখী, এত সে মলিনমুখী,
হবে কি কারণ তার তরে।
ঠেকে শিক্ষা করে যেই, সার গ্রহ করে সেই,
তাদৃশ না পারে অন্য পরে ॥
কিবা শোভা দিল তায়, বাক্যে নাহি বলা যায়,
কোকনদে শ্বেতপদ্ম যেন।
অথবা চপলা-ছাঁদ, ঘেরিয়া গগনচাঁদ,
অচলা হইয়া রহে যেন ॥
দুটী ফুল কাছে কাছে, একটী তায় শুকায়েছে,
একটী ঊর্দ্ধে একটী অধোভাগে।
ছায়া পড়ি দুটী কালো, তার মাঝে কিছু আলো
পড়িয়াছে একটী অগ্রভাগে ॥
সেইরূপে দুইজন, এক কোলে অন্য জন,
কতক্ষণ সমভাবে যায়।

মেঘচাপা চাঁদ যেন, ধীরে ধীরে ফুটে হেন,
হেমলতা সেইভাবে চায় ॥
দেখে চক্ষে বহে বারি, অচেনা জনেক নারী,
কোলে করি অনিমিষে রয়।
চিনিতে না পারি তারে,চেয়ে দেখে বারে বারে,
মন বুঝি সেই নারী কয় ॥
"সখি, নাহি ভয়, আমি ভিন্ন নয়,
তব ভগ্নীসমা জেনো আমারে।
পিতা রাজ্যেশ্বর, দিল্লী-মহীশ্বর,
আমি ভাগ্যফলে ভজি ইঁহারে ॥
রণে করি জয়, মোরে ধরি লয়,
এই দুরাশয় মোরে ছলিল।
ধর্ম্ম করি নষ্ট, করি জাতিভ্রষ্ট,
শেষে দাসীভাবে ঘরে রাখিল।
শুনি আরবার, রাজ্য করি ছার,
কোন রাজকন্যা পুনঃ হরিল।
মনে ব্যথা পেয়ে, তাই এনু ধেয়ে,
ভাবি কার ভাগ্য পুনঃ ভাঙ্গিল ॥
পরে দেখি মুখ, বিদরিল বুক,
পূর্ব্বকথা যত মনে পড়িল।
তাহে চমৎকার, তব ব্যবহার,
দেখি কুতূহল আরো বাড়িল ॥
তুমি যতক্ষণ, সেই দুষ্টজন-
কাছে করযোড় করি কাঁদিলে।
কত দিব্য দিলে, কত বুঝাইলে,
শেষে 'আজি ক্ষম' বলি যাচিলে ॥
আমি ততক্ষণ, হয়ে অদর্শন,
গৃহমাঝে থাকি সব দেখেছি।
পরে যোগ পেয়ে, আসিয়াছি ধেয়ে,
অন্তরালে থাকি সব শুনেছি ॥
শেষে কোলে করি, এই আছি ধরি,
আজি হ'তে, সখি, তব হয়েছি।
আমি ভাগ্যবতী, কারে বলে সতী,
অদ্যাবধি তাহা ভাল জেনেছি ॥"
বিজন অরণ্যে যেন স্বজন মিলিল।
বালুকাবিকীর্ণ ভূমে সরসা যুটিল ॥
তাদৃশ প্রসন্নমতি তেয়াগি ভূতল।
উঠে বৈসে হেমলতা দেহে পেয়ে বল ॥
জুড়িয়া যুগলপাণি সজল-নয়নে।
হেমলতা কয় কথা কাতর-বচনে ॥

"দয়াময়ি, তব কাছে এই ভিক্ষা চাই।
কি উপায়ে বল তার কাছে রক্ষা পাই॥"
শুনি দিল্লী মহীপাল-তনয়া কহিল।
অশ্রুনীরে দুনয়ন ভাসিতে লাগিল॥
বলে "সখি, কুলমান গিয়াছে সকল।
ভজিয়া যবন-রাজে খেয়েছি গরল॥
আজি সেই তাপ, সখি, শীতল করিব।
দিয়াছি আমার ধর্ম্ম তোমায় রাখিব॥
মম বাক্যে অনাদর বুঝি বা না হবে।
চুরি-করা ধন বলি বুঝি বাক্য রবে॥
যাই দেখি একবার ম্লেচ্ছরাজ-পাশে।
বুঝি আমায় ভালবাসে কি না বাসে॥"
এত বলি দিল্লীপতি-দুহিতা চলিল।
আসি ম্লেচ্ছ-মহীপতি-কাছে দেখা দিল॥
দূরেতে আসিছে হেরি, আর না সহিল দেরী,
শশব্যস্ত পাতশাহ পথিমধ্যে ভেটিল।
"এ কি ভাগ্য আজি মোর, নিজে ধরা দিল চোর,"
বলি রসবতী-হাত রসভাবে ধরিল॥
"যেবা চোর সাধু যেই, মনে মনে জানে সেই,
কেন মিছে নারী ভাবি কর মোরে ছলনা।
এ কি শুনি অপরূপ, ওহে চতুরের ভূপ,
পেয়েছ নবীনা নারী মোরে না কি চাও না!
সে যা হৌক বল দেখি, উন্মত্ত হয়েছ হে কি,
হেন মতি কি কারণ ভুলিতে কি পার না?
এত সেবাদাসী রয়, তবু তাহে নাহি হয়,
কেন পরনারী তরে কর এত বাসনা?
কেন পিতা-মাতা-মনে, পীড়া দাও প্রিয়জনে,
কেন এত সতী-নারী-মনে দাও বেদনা?
কেন দাও এত তাপ, কেন কর এত পাপ,
নারীবধ কত পাপ মনে কি তা জান না?
হেমলতা নামে যারে, রাখিয়াছ কারাগারে,
বিষপানে মরে সেই মনেতে কি ভাব না?
একে অতি সতী নারী, তাহে গর্ভভরে ভারী,
তবু সে রমণী তরে কিছু দয়া হয় না?॥
যা পেয়েছ রাখ তাই, অতি লোভে কাজ নাই,
দিল্লীরাজপাটে ব'সে কুমন্ত্রণা ভেব না।
আমার বচন ধর, তাহারে মোচন কর,
অতিশয় কোন কর্ম্ম কোন কালে ভাল না॥"
সুপ্ত ব্যাঘ্র যেন আমিষের গন্ধ পেলে।
কালসর্প-শিরে যেন পদাঘাত দিলে॥
পতঙ্গ যেমন শোভা করি দরশন।
ভোলা কথা মনে হ'লে উন্মত্ত যেমন॥
শুনিয়া পাঠানরাজ চমকি তেমতি।
আকুল-নয়নে চায় কামাতুর-মতি॥
কহে কোথা আন তারে দেখিবারে চাই।
পেয়েছি নবীনা নারী ছাড়ি দিব নাই॥
মরুক বাঁচুক আর যা ইচ্ছা করুক।
পেয়েছি সুধার ভাণ্ড নিবারিব ভুক॥
জানে না সুল্‌তান আমি বিজয়ী জগতে।
তিলার্দ্ধ রাখিতে স্থান এই ভূভারতে॥
আমি তারে কত ক'রে আপনি সাধিনু।
অবশেষে হাতে ধরা স্বীকার করিনু॥
মম বাক্যে অবহেলা করে সেই জন।
দেখিব কেমনে তারে রাখে কোন্ জন॥"
অনেক সাধিয়া শেষে সান্ত্বনা করিল।
তথাপি আসক্তি কোপ ঘুচাতে নারিল॥
বিস্তর কাঁদিয়া করি বিস্তর সাধনা।
অবশেষে এইমাত্র পূরিল কামনা॥
যে অবধি হেমলতা প্রসব না হবে।
সে অবধি দাসীভাবে পুষ্পোদ্যানে রবে॥
এ দিকেতে বীরবর, মহা অরণ্য-ভিতর,
চেতনা পাইয়া চক্ষু চান।
অতি ভীম দরশন, বিজন গহন বন,
চারিদিকে দেখিবারে পান॥
শোণিতে লেপিত বাস, নয়নের জ্যোতিঃ হ্রাস,
শরাঘাতে দেহ অবসাদ।
হৃদয়ে বাণের ফলা, ভাঙ্গিয়া পড়েছে শলা,
তবু বীর না ভাবে বিষাদ॥
নাহিক ত্রাসের লেশ, ধরিয়া শরের শেষ,
টান দিয়া তুলিয়া ফেলিল।
কোথায় বিপক্ষদল, কোথা আপনার বল,
কেন তথা, ভাবিতে লাগিল॥
হেন কালে দেখে চেয়ে, নিজ অশ্ব আসে ধেয়ে,
সংগ্রামের সাজ পরিধান।
শরীরে শোণিত ঘর্ম্ম, হেরিয়া বুঝিলা মর্ম্ম,
এই মোরে কৈলা পরিত্রাণ॥
রণভূমি পরিহরি, আমারে পৃষ্ঠেতে করি,
অশ্ববর আসিয়াছে বনে।
এই কথা বীরবর, স্থির করি তার পর,
ভাবিতে লাগিলা মনে মনে॥

কোন্ পক্ষে হইল জয়, কোন্ পক্ষে পরাজয়,
সমাচার কিছুই না পাই ৷
বলি অশ্বে করি ভর, চলিলেন বরাবর,
দেখেন সংগ্রামে কেহ নাই ॥
তখন কাতর মন, যেন দ্রুত সমীরণ,
চলিলেন ধাইয়া নগরে।
দেখে যত গৃহদ্বার, হইয়াছে ছারখার,
অগ্নিকুণ্ড জ্বলে ধূ ধূ স্বরে ॥
অসহ্য শোকের ভার, সহিতে না পারি আর,
বীরবর কহিল কুপিয়া।
"ভাল আশা করিলাম, ভাল দেখা পাইলাম,
বড় সাধ মিটিল আসিয়া ॥
করিয়া বিপক্ষ নাশ, আসিব প্রেয়সী-পাশ,
পূরাব পিতার মনস্কাম।
ঘুচিল সে অভিলাষ, লাভে হৈল বনবাস,
লাভে হ'তে ভার্য্যা হারালাম ॥
এই কি ঘটিল শেষে, প্রবেশিয়া এই দেশে,
মম পত্নী যবনে হরিল।
করীতে হেলায়ে শুণ্ড, উপাড়িয়া তরুকাণ্ড,
দশনেতে লতিকা ধরিল ॥
অরে নিদারুণ চোর, সে জন কি করে তোর,
সে যে নারী অবলা ললনা।
সে যে অতি নিরমল, কোমল কমলদল,
তারে কেন দিলি রে বেদনা ॥
দিল্লী জয় ক'রে তোর, এত কি বাড়িল জোর,
মোর প্রিয়া করিলি হরণ।
তবে ক্ষত্রসুত হই, সত্য সত্য সত্য কই,
এবে তোর নিকট মরণ ॥
অস্থি মাংস যত দিন, দেহে রবে তত দিন,
তোর মন্দ করিব সাধন।
প্রমদার বিমোচন, যবনকুল-নিধন,
অদ্যাবধি এই মম পণ ॥
কিবা জলে কিবা স্থলে, কিবা বলে কি কৌশলে,
এই ব্রত সঙ্কল্প আমার।
আজি কিবা পরদিন, কিংবা অন্য কোন দিন,
পরিচয় পাবি রে তাহার ॥
স্বদেশ করিলি জয়, তাহে আর থাকা নয়,
তাহে প্রিয়া বদ্ধ তোর ঘরে।
এই দেখ অদ্যাবধি, ভ্রমিব গিয়া জলধি,
দেশত্যাগী হব তোর তরে ॥
অল্পদিনে পাবি টের, কোন্ কর্ম্মে কিবা ফের,
জানিবি রে পুরুষ কেমন।
থাক্ নিয়ে ধরাতল, আছে রে বারিধি-জল,
তাহে তরী করিব চালন ॥
লক্ষ তরী ভাসাইব, ম্লেচ্ছদেশ মজাইব,
বাণিজ্য করিব ছারখার।
তোর সিংহাসনপাত, ম্লেচ্ছকুল ভস্মসাৎ,
প্রেয়সীরে করিব উদ্ধার ॥"

খেদ করি বীরবর উঠিলা তরণী।
কলিঙ্গরাজের রাজ্যে চলিলা তখনি ॥
শ্বশুরের সৈন্য লয়ে পুনঃ যাব রণে।
কলিঙ্গ-উদ্দেশে চলিলেন এই মনে ॥
গঙ্গানীরে তরীখানি ভাসিয়া ভাসিয়া।
গঙ্গাসাগরের জলে পড়িল আসিয়া ॥
মোচাখোলাখানি যেন ভাসে সেই তরী।
তাহে চাপি বীরবাহু নত শির করি ॥
চূর্ণফণা ফণী যেন ভগ্নচূড়া শিলা।
অধঃশির হয়ে বীর তেমতি রহিলা ॥
কতক্ষণে লুকাইয়া হৃদয়ের ভার।
প্রকাশি কাতরে শেষে কহেন কুমার ॥
"এই কি কপালে ছিল জগন্মাতৃ ভূমি।
আমি হৈনু দেশত্যাগী বন্দী রৈলে তুমি।
রত্নগর্ভা ভূমি তুমি জগতের সার।
কত নদ হ্রদ গিরি তব অলঙ্কার ॥
উচ্চ হিমগিরিচূড়া হিমানী-মণ্ডিত।
গর্ব্ব করি স্থির বায়ু করিছে খণ্ডিত ॥
অরুণের রথরোধকারী বিন্ধ্যগিরি।
অগস্ত্য ঋষিরে শিরে নোয়াইছে ধীরি ॥
গোমুখী-বাহিনী গঙ্গা যমুনাতে মেলি।
দিবা-রাতি কলনাদে করিতেছে কেলি ॥
নর-অংশে জন্ম সেই রাম নারায়ণ।
তোমারে জননী ভাবে করিলা পালন ॥
তোমার সেবায় পঞ্চপাণ্ডু ছিল রত।
পূজিল তোমায় রাজা বিক্রম-আদিত্য ॥
অমর বাল্মীকি ঋষি সুমধুর স্বরে।
রাখিয়াছে তব যশ ত্রিভুবন ভ'রে।
দেবব্যাস মহাঋষি ভারত রচিয়া।
প্রচারিল তব নাম জগৎ জুড়িয়া ॥
সরস্বতী-বরপুত্র কবি কালিদাস।
তব যশ রঘুবংশে করিলা প্রকাশ ॥

ভবভূতি তব নাম অনাদ্য অক্ষরে।
গাঁথিয়া থুইয়া গেছে মানব-অন্তরে॥
এবে সেই দেশমান্য ভারত-বক্ষেতে।
ম্লেচ্ছকুল পদে দলে নিরখি চক্ষেতে॥
ঘুচিল মনের সাধ জনম-মতন।
ভাঙ্গিল নিদ্রার ঘোর ভাঙ্গিল স্বপন॥
যবনে করিয়া ছিন্ন তোমার মোচন।
কত দিন মনে মনে করিতাম পণ॥
পুনশ্চ হিন্দুর রাজ্য স্থাপন করিব।
পুনর্ব্বার অলঙ্কারে তোমারে ভূষিব॥
পুনঃ নির্ম্মাইব পুরী যত হৈল গত।
গঙ্গাযমুনার তীরে ছিল যত যত॥
বিজয়-দুন্দুভি পুনঃ হরিষে বাজাব।
ভারত জাগিল বলি ভূতলে জানাব॥
হায় আশা ফুরাইল জনম-মতন।
অদৃষ্টে আছিল শেষে জলধি-ভ্রমণ॥
মনোহর নবদূর্ব্বা-কোমল আসনে।
বসি আর না দেখিব শোভিত গগনে॥
তরলতরঙ্গা কলনাদিনীর তীরে।
আর না জুড়াব চক্ষু ভ্রমিব না ফিরে॥
নবীন-পল্লবচ্ছায়া-তলেতে বসিয়া।
আর না শুনিব গান হরিষে ভাসিয়া॥
বিদায় জনমভূমি জনম-মতন।
বিদায় ভারতবাসী স্বজাতীয়গণ॥
বিদায় জননী তাত পুরবাসী জন।
বিদায় জনমশোধ প্রাণের রতন॥
জীবিত আছ কি প্রিয়ে ভাব কি আমারে।
কোন্ ভাবে কার ঘরে রেখেছে তোমারে॥
ধিক্ ক্ষত্রকুলে ধিক্ ধিক্ মম নাম।
পতি হয়ে নারী-রক্ষা কার্য্য নারিলাম॥
একে শত্রু তাহে ম্লেচ্ছ তাহে প্রাণপ্রিয়া।
কেমনে ধরিব কায়া জানিয়া শুনিয়া॥
হে বরুণ কেন মোরে পাতালে না লহ।
জীবিত রাখিয়া কেন দহন করহ॥
কোথায় লুকালে বজ্র ওহে সুরপতি।
নরাধম-শিরে হানি বিনাশ দুর্গতি॥
দ্রব হ রে মাংসপিণ্ড চূর্ণ হ রে হাড়।
অথবা সর্ব্বাঙ্গ দেহ হয়ে যা পাহাড়॥"
বলিতে বলিতে বীর ঢলিয়া পড়িল।
যেন বজ্রাঘাতে দীর্ঘ তরু বিদারিল॥

একাকী জলধি জলে তরীতে শুইয়া।
তরঙ্গ-বেগেতে তরী চলিল ভাসিয়া॥
সমস্ত রজনী জলে ভাসিয়া ভাসিয়া।
অরুণ-উদয়ে কূলে লাগিল আসিয়া॥
কূলে উঠে বীরবর পান সমাচার।
সেই ত কলিঙ্গদেশ কলিঙ্গ-রাজার॥
সমাচার পেয়ে তবে চলিলেন বীর।
যেন রাহুগত ভানু ক্রোধেতে অধীর॥
গিয়া শ্বশুরের পদে করি নমস্কার।
নিবেদিলা পূর্ব্বাপর যত সমাচার॥
শুনি ক্রোধে কম্পমান কলিঙ্গ ভূপাল।
জ্বলিয়া উঠিলা যেন কালান্তের কাল॥
তখনি অমাত্যগণে একত্র করিয়া।
সমরে সাজহ বলি কহেন রুষিয়া॥
সংগ্রামে সাজিল সেনা দেখিতে বিকট।
সাজিল বারণ বাজী সংগ্রাম শকট॥
হেরিয়া প্রফুল্লমনে ভূপতি-নন্দন।
শ্বশুরের পদযুগে করিয়া বন্দন॥
কহেন আমারে পান দেহ মহামতি।
বিনাশিব রিপুদল ঘুচাব অখ্যাতি॥
সসৈন্যে ঘেরিব দিল্লীরাজে দিল্লীপুরে।
মম বলে রিপুদর্প পলাইবে দূরে॥
নিরুদ্বেগে মহারাজ থাকুন আলয়ে।
করুন আশীষ রিপু যাবে যমালয়ে॥"
এত বলি বীরবাহু বন্দিয়া রাজায়।
শিবিরে আসিয়া পরে বায় দিল রায়॥
রাজপুত্রে নেহারিয়া আনন্দিত-মনে।
মহাকোলাহলে হুঙ্কারিল সৈন্যগণে॥

ভূপতি দিলেন পান, বীরবাহু রণে যান,
কলিঙ্গ-রাজার সৈন্য চতুরঙ্গে চলিল।
গিয়া সাগরের তীর, একত্রেতে যত বীর,
সহস্র তরণী-পৃষ্ঠে সকলেতে উঠিল॥
কিবা শোভা দিল তায়, যেন জলে ভাসি যায়,
সুশোভিত একখানি দারুময় নগরী।
আহা ব্যাকুলিত মন, সুচঞ্চল দুনয়ন,
উঠিলেন বীরবর শ্রেষ্ঠ-তরী-উপরি॥
গঙ্গাসাগরের দিকে, চলিল উত্তরমুখে,
উৎকল প্রভৃতি দেশ বামভাগে রহিল।
এইরূপে দিন কত, নিরুৎপাতে হয় গত,
একদিন অকস্মাৎ বিঘ্নপাত হইল॥

বায়ুকোণে দিল দেখা, কালিমা জলদ-রেখা,
ঢাকিল রবির কর, নভোদেশ ব্যাপিল।
গর্জ্জিল জলদজাল, যেন প্রলয়ের কাল,
সহস্র কেশরী-নাদে জলদল নাদিল॥
মাতিল তরঙ্গকুল, হুল হুল কুলকুল,
ডাক ছাড়ি লম্ফ দিয়া শূন্যমার্গে উঠিল।
প্রলয়-পবন-হাঁকে, শঙ্কে বসুমতী কাঁপে,
তরুলতা-গুল্ম লয়ে দিগন্তরে ছুটিল॥
বজ্রের চিচ্চিড় ধ্বনি, বাতাসের হনহনি,
সমুদ্র মেঘের নাদে ত্রিভুবন চমকে।
পালন করিতে সৃষ্টি, উল্কাপাত শিলাবৃষ্টি,
অবিচ্ছেদে মুষলের ধারা বর্ষে ঝমকে॥
দশদিক্ অন্ধকার, শূন্য জল একাকার,
হই হই রব মাত্র শুনা যায় শ্রবণে।
চমকে চিকুর-রেখা, তাহে মাঝে যায় দেখা,
জলধি তরঙ্গ-রঙ্গ চমকিত নয়নে॥
পর্ব্বত করিয়া তুচ্ছ, উথলে হিল্লোল উচ্চ,
ছুলস্থল চারিকুল ব্রহ্মাণ্ডিম্ব ফুটিছে।
দনুজ সহস্র জন, করি ভীম গরজন,
আকাশমণ্ডল যেন হাতে হাতে লুফিছে॥
অথবা অনন্ত যেন, প্রসারি সহস্র ফণ,
তারা সূর্য্য গ্রহগণে ধরি ধরি গিলিছে।
কিংবা যেন দেব দৈত্য, অমৃত লভিতে মত্ত,
পুনর্ব্বার বরুণের রাজ্য ছার করিছে॥
দেব-কীর্ত্তি ভয়ঙ্কর, পৃথিবী সহে না ভর,
কি করিবে তার মাঝে মানুষের সামর্থ্য।
যত তরী দল বল, সব গেল রসাতল,
দৈববল বাদী হয়ে পাড়ে ঘোর অনর্থ॥
ভাগ্যবলে বীরবর, তরীকাষ্ঠে করি ভর,
ক্ষিপ্র বরুণের করে পরিত্রাণ পাইল।
কোমরে বন্ধন অসি, পৃষ্ঠে ধনুর্ব্বাণ রাশি'
অকূল বারিধি-জলে ভাসি ভাসি চলিল॥
অকূল অগাধ জল, তিলেক নাহিক স্থল,
তাহে পুনঃ বহুবিধ জলচর খেলিছে।
দেখি ভাবি নিরুপায়, কি করি কোথায় যায়,
বীরবাহু মনে মনে অই কথা তুলিছে॥
হেনকালে দেখে দূরে, বেলা ধূধূ ধূধূ করে,
হেরিয়া হর্ষিত মনে সেই মুখে চলিল।
তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসি, ক্রমশঃ নিকটে আসি,
চক্ষু মেলে মনোহর দ্বীপ এক হেরিল॥

নন্দন-কানন সম, উপবন মনোরম,
তাহে শোভা করে হেরি তীরে গিয়া উঠিল।
যেন অমরের পতি, হারায়ে অমরাবতী,
ঘৃণা লজ্জা ভয়ে অধোমুখে বনে চলিল॥
লতা-পুষ্প-ফল-শোভা, যাহে মুনি-মনোলোভা,
না পারে সে বনশোভা শোকানল নাশিতে।
শিশু যদি শোক পায়, ভুলালে সে শোক যায়,
জ্ঞানী চিত্ত শোকানল নাহি ঘুচে বাঁচিতে॥
যেই জন শিশুকালে, মা বোলে জননী-কোলে,
ছুটাছুটি ক'রে আসি স্তন্য পান করেছে।
সেই জন নিশাভাগে, নারীসনে অনুরাগে,
নিরমল পূর্ণমাসী শশধরে হেরেছে॥
পীড়াতুর শয্যাগত, প্রাণবায়ু ওষ্ঠাগত,
হেরে যেবা প্রিয়জন প্রিয়ভাষা শুনেছে।
গৃহবাসে কিবা সুখ, প্রবাসেতে কি অসুখ,
বনবাসে কি যাতনা সেই জন বুঝেছে॥
যেই যন্ত্রণার ভার, বহে নীর অনিবার,
তাহে অতি ব্যাকুলিত হারা পত্নী ভাবিয়ে।
বীর্য্য-বিন্দু আছে যার, সেই জন [illegible] সার,
আছে বা না আছে শোক ঐ শোক জিনিয়ে॥
তাহে মহাবীর্য্যবান্, ক্ষত্রকুলে অধিষ্ঠান,
তাহে রাজবংশধর বয়োগর্ব্বে গর্ব্বিত।
তাহে রণে পরাজিত, প্রণয়িনী অপহৃত,
এমন সন্তাপ কিসে হবে বল স্থগিত॥
হীনবীর্য্য হ'লে পরে, বুঝি বা সে শোকভরে,
উন্মাদ হইত কিংবা আত্মহত্যা সাধিত।
মহা-তেজ-ধারী বীর, তাই আছিলেক স্থির,
শাল তরু রহে যেন হয়ে বজ্র-দণ্ডিত॥
গম্ভীর প্রকৃতি যার, বাহে স্বল্প শোক তার,
কিন্তু হৃদে নিরবধি চিন্তা-ফণী দংশিছে।
মেঘের গর্জ্জন যেন, নহে চক্ষে দরশন,
কিন্তু বাষ্প নিরবধি শূন্য ভেদি উঠিছে॥
বীরবাহু শোকভার, বাহিরেতে নাহি আর,
অন্তঃশিলাভাবে শেষে উথলিতে লাগিল।
নয়নের জ্যোতিহারা, ধরিয়ে উদাসী ধারা,
জনশূন্য কাননেতে ধীরে ধীরে চলিল॥
যে পথ দেখিতে পায়, সেই পথে চ'লে যায়,
সুপথ কুপথ কিছু নাহি করে গণনা।
শীতল তরুর তলে, শীতল তড়াগ জলে,
কভু বসে, কভু ভাসে, সমভাবে রয় না॥

নাহি সংখ্যা কতবার, ভ্রমিল নৃপকুমার,
দ্বীপখণ্ড চতুর্ভাগ সমুদায় ঘেরিয়া।
সে কি তাঁর বাসস্থান, যার দর্পে কম্পমান,
ছিল মহা মহা বীর ভূ-ভারত ব্যাপিয়া॥
এই ভাবে পর্য্যটন, ইতস্তত: কতক্ষণ,
করি বীর তরুতলে অধোমুখে বসিল।
হেনকালে দিবাকর, লুকায়ে প্রখর কর,
দূরেতে সাগরগর্ভে ধীরে ধীরে পশিল॥
ক'দিনের কষ্টভোগে আচ্ছন্ন শরীর।
ভাবিতে ভাবিতে ঢ'লে পড়িলেন বীর॥
হেনকালে অকস্মাৎ সঙ্গীতের ধ্বনি।
শুনা গেল বামাস্বরে মধুর গাঁথনি॥
একেবারে চারিদিকে পূরিয়া উঠিল।
নিদ্রা ভাঙ্গি রাজপুত্র-শ্রবণ মোহিল॥
আড়ষ্ট হইয়া রায় কায়মন-চিতে।
মোহিনী সঙ্গীত স্বর লাগিলা শুনিতে॥
দেবী উপদেবী কিংবা অপ্সরী কিন্নরী।
কে গাহিল এ মধুর সঙ্গীত-লহরী॥
কিছুই বুঝিতে নারি ব্যাকুল অন্তর।
কি শুনিল রাজপুত্র ভাবিয়া কাতর॥
অনতিবিলম্বে হেরে নারী ছয় জনা।
ধবল-বসন-পরা কনকবরণা॥
করে বীণা সুমধুর হৃদে মতিমালা।
তার পাশে দুই বেণী করিছে উজলা॥
গণ্ড-গ্রীবা-নেত্রশোভা শ্রুতি দন্তপাঁতি।
ওষ্ঠাধর-পয়োধর-নাসানন-ভাতি॥
মনোলোভা শোভা কিবা বাহু কটিদেশ।
মৃদুগতি সুবদনী তরুণ বয়েস॥
আরক্ত অরুণ পদ শ্যাম ধরাতলে।
যেন ভাসে কোকনদ নীলহ্রদজলে॥
চপল-নয়নে চেয়ে দেখেন রাজন্।
মানবী-বেশেতে এরা এল কোন্ জন॥
ওদিকে মানবরূপ হেরিয়া সে বনে।
রমণী কজনে দেখে চকিত-নয়নে॥
এ চাহে উহার মুখ না সরে ভারতী।
দাঁড়াইয়া রহে যেন পাষাণ-মূরতি।
নৃপতি-তনয় তবে বিনয়-বচনে।
কহিলেন মৃদুভাষে প্রিয়-আলাপনে॥
'কেবা বট দেখা দিলে এমন সময়।
কিবা জাতি কিবা নাম কোথা বা আলয়॥
মানব-সন্তান আমি বিধাতা বিমুখ।
বিপাকে পড়িয়া তাই পাই বহু দুখ॥
মায়াবিনী-বেশে কেবা দিলে দরশন।
ঘুচাও মনের ধাঁধা কহিয়া বচন॥'
বলিতে বলিতে কথা শশী দেখা দিল।
বীণা বাজাইয়া রামা সবে লুকাইল॥
অপূর্ব্ব রমণী-কার্য্য দেখিয়া শুনিয়া।
যামিনী পোহান ভূপ ভাবিয়া ভাবিয়া॥
ঘুচিল শিশির ঘোর অরুণ উঠিল।
তীরে আসি পূর্ব্বমুখে চাহিয়া রহিল॥
দেখিতে উষার খেলা, নৃপসুত ভোর-বেলা,
ভ্রমিতে লাগিল বনে বনে।
পশু পক্ষী আদি মেলি, সকলেতে করে কেলি,
দেখি হরষিত হন মনে॥
পরিমলভরে ভারী, সে ভার সহিতে নারি,
পুষ্পপদ পত্র-পরে হেলি।
অধরে ঈষৎ হাস, খুলিয়ে বুকের বাস,
সমীরণ সম করে কেলি॥
পাখীতে ধরিছে তান, শুনি উথলিছে প্রাণ,
পবন মাতিয়া ফিরে ঘুরে।
হেন কালে রাজসুত, মহা কুতূহলযুত,
নারীগণে দেখিলেন দূরে॥
ধীরেতে নিকটে গিয়ে, তরুপাশে দাঁড়াইয়ে,
কৌতুকে দেখেন মহামতি।
সেফালি বকুলফুল, আদি নানাজাতি ফুল,
শোভে উভে কদম্ব-সংহতি॥
তৃণ-শৈবালের দল, ঢাকিয়াছে ধরাতল,
লতিকা-বেষ্টিত চারিপাশ।
কণ্ঠায় ফুলের মালা, বাহুতে ফুলের বালা,
হৃদিপরে ফুলময় বাস॥
সকলি ফুলের সৃষ্টি, সদা হয় ফুলবৃষ্টি,
চারিদিক ফুলে ঢাকা রয়।
কদম্বতরুর মূলে, সাজায়ে কমলফুলে,
ফুলবেদীপরে বসি রয়॥
অঞ্জলি অগুলি করি, ফুল রাশে শিরোপরি,
কভু হৃদে করয়ে স্থাপন।
নয়নেতে অশ্রু ঝরে, স্নেহেতে আদর করে,
কত ভাবে করিছে যতন॥
ছয় জনে মুখে মুখে, বসি রহে মনোদুখে,
সদা হয় পুষ্প-বরিষণ।

ঝিলারে বীণার তান, খেদ-সুরে করে গান,
শুনিয়া দ্বিভেদ হয় মন॥
নারী-কীর্ত্তি মনোহর, নিরখিয়া বীরবর,
নিকটে গেলেন যুবরাজ।
করপুটে বেদী-পাশে, দাঁড়ায়ে বিনীত-ভাবে,
মৃদুস্বরে চান পরিচয়॥
নিরখিয়া চমকিয়া, গানেতে বিশ্রাম দিয়া,
নারীগণ উঠে যেতে চায়।
অনেক মিনতি করি, বুঝায়ে অনেক করি,
নারীগণে বসাইলা রায়॥
অনুরোধ-ডোরে বাঁধা, দ্বিমনা লাগিল ধাঁধা,
রমণীমণ্ডলী পড়ে গোলে।
কিছু পরে কোন জন, শুন তবে দিয়া মন,
বলে আরম্ভিলা মধুবোলে॥
"বরুণতনয়া পাতালে ধাম।
ভগিনী ক'জনা শুনহ নাম॥
মুকুতা-বিলাসী রতনকান্তি।
তরঙ্গবাহিনী নয়নভ্রান্তি॥
প্রবালমালিনী ক'জনা এই।
নলিনীনয়না জাগছে সেই॥
সাগরে সাগরে ভ্রমণ করি।
মাণিক মুকুতা দেখিলে ধরি॥
এই উপবনে আসিয়া বসি।
শ্রম নাশি পুনঃ সাগরে পশি॥
আগে ছিনু সবে শত সোদরা।
গিয়াছে সকলি আছি আমরা॥
শাপেতে পড়িয়া গিয়াছে তারা।
আঁখিতারা মোরা হয়েছি হারা॥
হলো বহুদিন প্রভাতকালে।
সকলে পশিনু জলধি-জলে॥
সারাদিন জলে ধরিনু মণি।
ভানু অস্ত যান আসে রজনী॥
দেখিয়া তপন-মূর'ত-শোভা।
আমরা কজনে হইনু লোভা॥
ধরিব বলিয়া যাইনু পাছে।
যত দূরে যাই না পাই কাছে॥
ক্রমশ নামিছে দেখিতে পাই।
না পারি ধরিতে কতই যাই॥
প'ড়ে অই ফেরে পোহায় রাতি।
পাতালপুরেতে না জ্বলে বাতি॥
আমাদেরি কাছে আছিল মণি।
আঁধারে সকলে যাপে রজনী॥
পরদিন প্রাতে সরোষমন।
পিতৃশাপে যবে হ'ল নিধন॥
ক্রোধেতে কহেন 'আমারে হেলা।
আর না সলিলে করিবি খেলা॥
যে রবির তরে ভুলিলি বাপে।
নিয়ত দহিবি তাহার তাপে॥
পুষ্পদেশে রবি ধরণীপরে।
নিয়ত পুড়িবি প্রখর করে॥'
কত যে সাধিনু ধরিয়া পায়।
করুণা-উদয় না হলো তায়॥
কুমারী আছিনু মোরা কজন।
তাই সে জীবনে আছি এখন॥
তাই উষাকালে আসি এখানে।
ফুল-কেলি সবে করি যতনে॥
দ্বিতীয় প্রহর সময়ে তাই।
তরুমূলে আসি জলে ভিজাই॥
তাই সে প্রদোষে তুষিয়া বনে।
হৃদে থুয়ে ফুল কাঁদি ক'জনে॥
প্রহর বাড়িছে আসি এখন।"
বলি লুকাইল নারী কজন॥
নৃপতি-নন্দন, ব্যাকুলিত মন,
চলিল সমুদ্রতটে।
অতি কুলক্ষণ, ভীম দরশন,
অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটে॥
নারী ছয় জন, করিয়া বেষ্টন,
করে গরজন ফণী।
জিহ্বা লক্ লক্, শিরে ধ্বক ধ্বক,
জ্বলিছে রতন-মণি॥
কুণ্ডল করিয়া, পুচ্ছ প্রসারিয়া,
দুই দিকে দুই নাগে।
সতেজে দাঁড়ায়ে, ফণা প্রসারিয়ে,
দুলিছে ফুলিছে রাগে॥
চপলা যেমন, খেলিছে তেমন,
সুতীক্ষ্ণ রসনা পাতা।
বহে ঘন ঘন, নাসিকা-পবন,
ডাকিছে যেমন জাঁতা॥
বিষময় বায়ু, শোষিতেছে আয়ু,
পতিতা ফণার তলে।

নারী কয় জনা, মুদিত-নয়না,
ভাসিছে জলধিজলে।
ক্ষণেক অতীত, যদ্যপি হইত,
একবারে যেতো প্রাণ।
নৃপতি-নন্দন, লয়ে শরাসন,
গুণেতে আঁটিল বাণ॥
দিয়া ডানি আঁখি, নিরখি নিরখি,
সতেজে নিক্ষেপে তীর।
তিলার্দ্ধ-ভিতরে, ফণা ভেদ ক'রে,
অহিযুগে মারে বীর॥
ত্যজিয়া তখন, অসি শরাসন,
ঝাঁপ দিয়া পড়ে নীরে।
অহি-দেহ ধরি, আনে করে করি,
টানিয়া তুলিল তীরে॥
পরে অসিখান, লয়ে খান খান,
করিয়া কুণ্ডল কাটে;
অচেতন তনু, নৃপ-অঙ্গজনু,
খুলে নিল পাটে পাটে॥
খুলে ধীরি ধীরি, রাখে সারি সারি,
কখানি রজত-দেহ।
দেখে সেই কায়া, প্রাণে ধরে মায়া,
না কান্দি না রহে কেহ॥
আঁখি ছল ছল, তুলে আনি জল,
ঢালে শিরে বীরবর।
সলিলে সিঞ্চিত, পুষ্প সুবাসিত,
রাখিল চেতনাকর।
ঘোর হলাহল, ঘেরে কণ্ঠস্থল,
রহিল সে দিনভোর।
ঘুচিল জ্বলন, জাগিল চেতন,
হইল যখন ভোর॥
চেতন পাইয়া, উঠিয়া বসিয়া,
নারী কয় জনে কয়।
"তুমি মহাশয়, অতি দয়াময়,
মনুষ্য বুঝি বা নয়॥
না হ'লে কেমনে, সঁপিলে জীবনে,
স্বদেহ অকুতোভয়ে।
করুণা করিলে, প্রাণদান দিলে,
বিনা স্বার্থপর হয়ে॥
অহে নরবর, বল অতঃপর,
কেমনে তুষিব মন।

কিবা উপকার, করিব তোমার,
দিব কিবা ধন জন।"
শুনি বীরবর কন,
"দিবে কিবা ধন জন,
জগতের সুখ-নীরে সন্তরণ করেছি
পেয়েছি সম্পদ্-রস,
শিরেতে ধরেছি যশ,
স্নেহরসে স্নান করি সুখে কাল হরেছি॥
মিটেছে সম্পদ্-সাধ,
অপযশ অপবাদ,
দৈব-বিড়ম্বনা-পাশে, এবে বাধা পড়েছি।
থেকে বীর্য্য বাহুবল,
ভাগ্যদোষে অসম্বল,
হয়ে শৈল-শৃঙ্গচাপা সিংহমত রয়েছি॥
প্রতি উপকার মন,
যদি কৈলে রামাগণ,
দ্বিধাচ্ছেদ করি তবে চিন্তাভার নাশহ।
কোন্ দিকে কোন্ পুর,
কান্যকুব্জ কত দূর,
ক'দিনের পথ হবে সবিশেষ বলহ॥
যদি জান বল আর,
হেমলতা নাম তার,
সেই নারী কোন্ ভাবে কার কাছে রয়েছে।
কি করে সে রাত্র দিবা,
প্রাণে বাঁচি আছে কিবা,
শোক-চিতানলে পুড়ে তনুত্যাগ করেছে॥
সে নারী আমার প্রিয়া,
তারে হ'রে লয়ে গিয়া,
নষ্ট-ভাবে দুষ্ট রিপু সংগোপনে রেখেছে।
যদি তারে কোন জন,
ক'রে থাক দরশন,
বল তবে প্রেয়সীর কিবা দশা হয়েছে॥
অশ্রুপাতে দুই আঁখি,
গেছে কিংবা আছে বাকি,
কিংবা প্রিয়ে অভাগারে একেবারে ভুলেছে,
অস্থি মাংস ঠাঁই ঠাঁই,
এখনো কি হয় নাই,
এখনো কি ম্লেচ্ছবশে ধরাধামে রয়েছে;
দুরন্ত দস্যুর কাজ, করিয়ে পাঠানরাজ,
এখনো কি যম-হস্তে পরিত্রাণ পেয়েছে?

মা গো ও মা জন্মভূমি!
আরো কত কাল তুমি,
এ বয়সে পরাধীনা হয়ে কাল যাপিবে।
পাষণ্ড যবনদল,
বল আর কত কাল,
নির্দ্দয় নিষ্ঠুরভাবে নিপীড়ন করিবে॥
কতই ঘুমাবে মা গো,
জাগো মা জাগো জাগো,
কেঁদে সারা হয় দেখ কন্যাপুত্র সকলে।
ধুলায় ধুসর কায়, ভূমে গড়াগড়ি যায়,
একবার কোলে কর, ডাকি গো মা মা ব'লে॥
কাহার জননী হয়ে,
কারে আছ কোলে লয়ে,
স্বীয় সুতে ঠেলে ফেলে কার সুতে পালিছ।
কারে কর দুগ্ধ দান, ও নহে তব সন্তান,
দুগ্ধ দিয়ে গৃহমাঝে কালসর্প পুষিছ॥
মোরে দিলে বনবাস,
প্রিয়া আছে কার পাশ,
হায় কত পীড়া পাও হে সুধাংশুবদনে!
কোথা বসো কোথা যাও,
কিবা পর কিবা খাও,
হায় পুনঃ কত দিনে জুড়াইব নয়নে॥"
বিস্মিত রমণীদল দেখিয়া শুনিয়া।
কিঞ্চিৎ বিলম্বে কহে সুস্থির হইয়া॥
"কামিনী লাগিয়া তব কামনা পূরাব।
হেমলতা অন্বেষণে পৃথিবী বেড়াব॥
বিরল তটিনী-তট, হ্রদ, সরোবর।
অরণ্য, নিকুঞ্জ, মাঠ, মরু, মহীধর॥
প্রাতঃ, সন্ধ্যা, নিশা, ঊষা, মধ্যাহ্ন-সময়।
ভ্রমিব খুঁজিব তাঁরে জানিও নিশ্চয়॥
নিরুদ্বেগে বীরবর থাক এই বনে।
ত্বরায় আসিব ফিরে ভাবিহ না মনে॥
চলিলাম বীর তব নারী অন্বেষণে।
মঙ্গল-বারতা আনি জুড়াব শ্রবণে॥
হেরিব কেমন তিনি যাঁর স্বামী তুমি।
বুঝি বা তেমন আর ধরে নাকো ভূমি॥
কেন ভাব যুবরাজ যুবতী লাগিয়া।
কামনা পূরাব তব কামিনী আনিয়া॥"
বলিয়া চলিয়া গেল কুমারীর দল।
নৃপতি-নন্দন গেলা যথা বনস্থল॥

একা বীরবর রহিলেন সেই বনে।
পূর্ব্বকথা সমুদয় উথলিল মনে॥
মানসে মগন, নৃপতি-নন্দন,
হেরিয়া জনমস্থল।
নদ হ্রদ গিরি, ধীরি ধীরি ধীরি,
দেখা দিল দলে দল॥
যে শিখরে বনে, মৃগয়া কারণে,
অনুচর সনে গেলা।
যে তটিনী-কূলে, যে তরুর তলে,
বসিয়া কাটা'লা বেলা॥
যে তড়াগ-জলে, বয়স্যের দলে,
লয়ে করেছিলা কেলি।
যত স্নেহাস্পদ, প্রিয় প্রেমাস্পদ,
উঠিয়া একত্র মেলি॥
রণবীর তত, রাণী চন্দ্রা মাত,
বধূকোলে দেখা দিলা।
ভগ্নী পরিজন, প্রিয়সখীগণ,
স্মৃতিপথে আরোহিলা॥
প্রেম-অশ্রুধারা, তিতি নেত্রতারা,
গণ্ডদেশ বহি পড়ে।
তাপিত হৃদয়, নৃপতি-তনয়,
কাঁদে যত মনে পড়ে।
পিতা নরপাল, কেন এ জঞ্জাল,
আমি এ কাঙ্গাল বেশে।
ভ্রমিয়া বেড়াই, যথা তথা ঠাঁই,
পড়িয়া থাকি বিদেশে॥
এ কি চমৎকার, কোথা গৃহদ্বার,
কোথা আমি বনবাসী।
সে নিকুঞ্জবনে, প্রমোদ-কাননে,
বৃথা মুঞ্জে পুষ্পরাশি॥
বৃথা গুঞ্জে অলি, পিক কলকলি,
বৃথা মন্দানিল বয়।
বৃথা শিখিদ্বয়, প্রদোষ-সময়,
বকুলতলায় রয়॥
বৃথা বারিপরে, কুমুদ বিহরে,
ইঙ্গিতে নেহারে শশী।
বৃথা ধরাতল, হন সুশীতল,
নীহারের রসে রসি॥
বৃথা কেতকিনী, হয়ে পাগলিনী,
মাতায় বিপিনবাসী।

তরু-আলিঙ্গিতা, বৃক্ষ তরুলতা,
চলিয়া পড়য়ে হাসি॥
কোথা সে আমার, এই সব যার,
পুনঃ কি সে জনে পাব।
এ অমা ঘুচিবে, সে শশী উঠিবে,
পুনঃ কি সে সুধা খাব॥
বলিয়া কাঁপিয়া তাপিত-হৃদয় শিখর-উপরে উঠিল।
জগত যুড়িয়া এমন সময়ে, নিবিড় আঁধারে ঢাকিল॥
ক্রমশ সরিয়া সাগর-ভিতরে, মলিন তপন ডুবিল।
দেখিতে দেখিতে গগন-মাঝেতে রজনীভূষণ ভাসিল॥
পুলকিত-দেহে বীরচূড়ামণি, বিষম চিন্তায় পড়িল।
ভাবিতে ভাবিতে সকল ভুলিয়া, অপূর্ব্ব-স্বপন দেখিল॥
যেন ভূমণ্ডল অনল-শিখায়, চলাচল সহ দহিছে।
ঊনপঞ্চাশৎ পবন যেমন, তাহার সহিত বহিছে॥
দশদিক্‌পাল নিজগণ সঙ্গে, ঊর্দ্ধমুখে সবে ছুটিছে।
খেচর ভূচর জলচর আদি, হতাশ অন্তরে হাঁকিছে॥
রেণুময় ধরা বারি বায়ু রেণু, রেণু রেণু হয়ে উড়িছে।
চরাচর পূরে হাহাকার-ধ্বনি, শুধু পুনঃ পুনঃ উঠিছে॥
সেই সর্ব্বভুক্‌-শিখা-প্রান্তদেশে, এলায়িত-কেশে দাঁড়ায়ে।
নবীনা কামিনী যেন পাগলিনী, রহে ভুজযুগ জড়ায়ে॥
অশ্রুপূর্ণ আঁখি সেই পাগলিনী, শিশু এক করে ধরিয়া।
ধর বংশধরে, পুত্র কোলে কর, বলি যেন দিল ফেলিয়া॥
বলি বহ্নিগর্ভে প্রবেশিল রামা, বীরেন্দ্র বিপদ্‌ গণিল।
ত্যজি দীর্ঘ শ্বাস 'হায় রে' অদৃষ্ট, বলিয়া ঢলিয়া পড়িল॥

প্রসারিত করপদ অধোভাগে শির।
শেখর হইতে নীচে পড়ি গেলা বীর॥
অভ্রভেদী গিরিচূড়া দৃষ্টি-অগোচর।
নিম্নদেশে ভীমনাদে গর্জ্জিছে সাগর॥
কেশাগ্র পশিলে সেই অগাধ জীবনে।
বসুন্ধরা বীরশূন্য হতো সেইক্ষণে॥
কিন্তু ভাগ্যবলে সেই দণ্ডে সেই স্থানে।
অকস্মাৎ দেখা দিল নারী ছয় জনে॥
দেখিল সুন্দর রূপ নর একজন।
পবনবেগেতে শূন্যে হতেছে পতন॥
হেরিয়া সদয়-মনে কয় জনে মিলি।
ক্রোড় পাতি বসিয়া রহিলা উরু ফেলি॥
নিমেষ-ভিতরে সেই নারী উরুদেশে।
অচেতন দেহখানি প্রবেশিলা এসে॥
নিঃসাড় শরীর সেই মুদিত নয়ন।
বদন নেহারি চমকিত রামাগণ॥
নয়নে নয়নে বাঁধা রহে পরস্পর।
গণ্ড বহি অশ্রুবারি বহে নিরন্তর॥
পশ্চাতে চিনিতে পারি করে হায় হায়।
বলে 'মরি এ কি হেরি মরি এ কি দায়॥'
কমল-লাঞ্ছন করে কমল তুলিয়া।
নীরস কমল-আস্যে ধারেতে সেঁচিয়া॥
কমল-আসন হতে তুলি ছটী পাতা।
তাহাতে সংলগ্ন কৈল ছটী বাহুলতা॥
যেন মহার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু-পাশে।
ছয় লক্ষ্মী মৃদুমন্দ ব্যজন বিন্যাসে॥
দণ্ড দুই গত পরে জাগিল চেতন।
উন্মীলিত-নেত্রে বীর করে নিরীক্ষণ॥
স্বপন-দর্শন-প্রায় দেখে সারি সারি।
বিমল গগনে ভাসে সুধাংশু-লহরী॥
কখন ভাবেন ছয় অচলা চপলা।
একত্রেতে বসি যেন করিতেছে খেলা॥
কভু ভাবে যেন বিধি বিরলে বসিয়া।
নিজ মনোরমা রামা সৃজন করিয়া॥
না হইয়া তৃপ্তমন দেয় বিসর্জ্জন।
পুনর্ব্বার নরনারী করেন সৃজন॥
বিচিত্র ভাবিয়া শেষে উঠিয়া বসিল।
দেখিয়া মোহিনীগণ প্রফুল্ল হইল॥
জ্ঞানের অঙ্কুর হেরি মিলাইয়া তান।
বীণাযন্ত্র করে ধরি আরম্ভিল গান॥

এমনি মধুর স্রোত তাহাতে বহিল।
শুনি বীণাপাণি দেবী অন্তরে মোহিল॥
মনোল্লাসে বাগীশ্বরী ত্যজিয়া স্বরূপ।
আবির্ভূতা হইলেন ধরি বাক্যরূপ॥
কবি-কণ্ঠে তাই দেবী করেন নিবাস।
বাগীশ্বরী নাম তাই ভুবনে প্রকাশ॥
অমর-মোহন সেই শুনি বীণাপাণি।
বীরবাহু পুনর্ব্বার লভিল পরাণী॥
সহাস-বদনে, কমল-আসনে,
নৃপতি-নন্দনে বসায়ে।
মৃদু-মন্দ হাসি, অধরে প্রকাশি,
পিকবর-ভাষ শুনায়ে॥
মধু মধু স্বরে, গলে গলে ধ'রে,
বলে নৃপবরে "ভেব না।
পেয়েছি তোমার, আশার আধার,
ঘুচাব এবার যাতনা॥
শুন হে স্বরূপ, হেরিলাম ভূপ,
অপরূপ রূপ কামিনী।
ভাগীরথী-তীরে, যামিনী গভীরে,
দাঁড়ায়ে মন্দিরে মোহিনী॥
রূপে রাজরাণী, বেশে কাঙালিনী,
গোময়ে দামিনী যেমনি।
আকুল-লোচনা, বিশীর্ণা বিমনা,
বিয়োগ-বাসনা-কারিণী॥
অতি মনোহর, শিশু শশধর,
'হৃদয়-উপরে রাখিয়া।
চপল-নয়না, পলাতে বাসনা,
দেখিছে ললনা চাহিয়া॥
হে'রে হয় মনে, যেন বা মদনে,
হৃদয়ে যতনে ধরিয়া,
যমে দিতে ফাঁকি, নিরখি নিরখি,
ধাইছে চমকে ছুটিয়া॥
বলে 'ওহে নাথ, দাও হে সাক্ষাৎ,
লহ তব সাথ আমারে।
এ যাতনা-ভার, সহে নাকো আর,
দিনু সমাচার তোমারে॥
ওহে সুধারাশি, করুণা প্রকাশি,
মম তাপ নাশি যাও হে।॥
আছেন যেখানে, আমার কারণে,
তুমি সেইখানে ধাও হে॥

তাঁর অনুগতা, দাস হেমলতা,
হয়েছে অনাথা বলিও।
বাঁধি কারাগারে, নির্ব্বান্ধব পুরে,
রিপু রাখে তাঁরে কহিও॥
তব বংশধরে, হৃদয়েতে ধরে,
তব নাম ক'রে কাঁদিছে।
অহে নিশাপতি, মম এ দুর্গতি,
সদা দিবারাতি জ্বলিছে॥
তাঁহারে ভাবিয়ে, আশা-পথ চেয়ে,
মনেরে বুঝায়ে রেখেছি।
বাসনা পূরাব, তনয় দেখাব,
পরাণ জুড়াব ভেবেছি॥
শুন হে পবন, তুমি হে ভ্রমণ,
কর হে ভুবন ব্যাপিয়া।
যথা মম পতি, তথা কর গতি,
মম এ দুর্গতি ভাবিয়া॥
শূন্যোপরে আর, বসি অন্ত যার,
মিনতি সবার চরণে।
করুণা করিয়া, সমাচার দিয়া,
সঙ্গে আন গিয়া সে জনে॥'
এই কথা মুখে, সদা মনোদুখে,
ধীরে অধোমুখে কাঁদিছে।
নীলোৎপলদল, নয়ন-কমল,
উথলিয়া জল বহিছে॥
এই দেখ রায়, হেরিনু যাহায়,
কাজ কি কথায় শুনিয়ে।
অপরূপ রূপ, দে'খে সেই রূপ,
আনিলাম ভূপ আঁকিয়ে॥"
এই কথা ব'লে কুমারী সকলে,
কোলে দিল ফেলে তুলিয়ে॥
নিরখি কুমার, চুম্বি বারংবার,
হৃদয়-উপর ধরিল।
যেন ফাঁকি দিয়ে, যমে পরাজিয়ে,
কারে লুকাইয়ে রাখিল॥
দণ্ড দুই পরে, চিত্র হৃদে ধ'রে,
কুমারীগণেরে বলিল।
"চল সেই স্থানে, জুড়াইব প্রাণে,
দেখিব কেমনে বাঁচিল।"
অপরূপ রূপছটা, প্রচারি প্রচুর ঘটা,
রসে নৃপতি-নন্দনে সুখে ভুলায়ে।

পূরাইতে মনোরথে, চলিলা জলধি-পথে,
অকূলে বাদাম তুলি বায়ুভরে দুলায়ে॥
তড়িতের আভা সম, শোভাধবি অনুপম,
উত্তরিল তড়িতের বেগে গঙ্গা-পুলিনে।
সৃষ্টি সৃজিতের শোভা,নানাবিধ মনোলোভা,
দেখে নব নব ভাব, প্রমুদিত-নয়নে॥
নূতন পুরুষ নারী, নূতন ভূষণ তারি,
নূতন বসন ঘর গিরি গুহা কানন।
তাহে নব দারুদাম, তাহে পুষ্প অভিরাম,
তাহে ফল সুরসাল অপরূপ ঘটন॥
নব নদী নব নদ, নব দীঘি নব হ্রদ,
নব পাখী ডালে বসি নব তান উগারে।
গগনে নূতন তারা, নূতন নূতন ধারা,
দেখে দশদিকৃময় নাহি পায় বিচারে॥
নবতাপে দ্রবীভূত, হয়ে হিন্দু-রাজসুত,
ম্লেচ্ছ-অধিকারে আসি দিল্লীপুরী লভিল।
গঙ্গার উত্তর তীরে, পরশি গঙ্গার নীরে,
দিল্লীশ্বর-অট্টালিকা শোভা করে দেখিল॥
সুবর্ণ-রচিত কেতু, যেন সুবর্ণের কেতু,
তদুপরি সারি সারি শশিকলা-প্রতিমা।
তার অধোভাগে যত, মণি মুক্তা মরকত,
ঢুলিয়া ছাদের ধারে, প্রকাশিছে গরিমা॥
সেই প্রাসাদের ধারে, দাঁড়াইয়া এক দ্বারে,
সম্মুখে সুবর্ণের আবরণ খুলিয়া।
কঙ্কালবিগত-প্রাণা, দাঁড়াইয়া একজনা,
বিমর্ষ বিমনা ভাবে বাহুপরে হেলিয়া॥
অধোদিকে দরশন, অনিমেষ দুনয়ন,
নিরবধি অশ্রুবারি দর দর দরিছে।
রাহুগত শশধরে, যেন বিলোকন করে,
বিমুদিত ইন্দীবর জলাশয়ে ডুবিছে॥
বামকক্ষে সুপ্রকাশ, কুমার-সদৃশাভাস,
সুকুমার মনোহর শিশু কোলে খেলিছে।
ধরিয়া জননী-গলে, আধ বোলে মা মা বলে,
মার মুখে মুখ দিয়ে করতালি তালিছে॥
হেরিয়া তনয় দারা, প্রেমেতে বহিল ধারা,
পুলকিত দেহে লোম কণ্টকিত হইল।
উজলে বিশাল আঁখি, উতলা পরাণ-পাখী,
আলিঙ্গন-অভিলাষে বাহুযুগ খুলিল॥
আনন্দে প্রফুল্লকায়, দাঁড়াইয়া যুবরায়,
সাগর-তনয়াগণে একে একে নমিল।

এখন বিদায় চাই, স্মরি যেন দেখা পাই
এই নিবেদন ঐ শ্রীচরণে রহিল॥
'তথাস্তু' বলিয়া তবে, বর দিলা নারী সবে,
পরে রাজতনয়েরে পদ্মাসনে বসায়ে।
প্রবাল মুকুতা চুনি, গুণে গাঁথি গুণ গুণি,
সবে হাতে হাতে ধরি দিল সবে পরায়ে॥
দেবকন্যা ধর লও, পূর্ণ-মনস্কাম হও,
অরি দমি দারা-সুতে উদ্ধারিয়া আনহ।
স্বরাজ্যে গমন করি, বসুন্ধরা যশে ভরি,
ক্ষত্রিয়কুলের নাম অকলঙ্ক করহ॥
পুনঃ প্রণমিল রায়, সাগরদুহিতা-পায়,
নৃপতিনন্দন-গুণ বীণা-তানে ধরিয়া।
সেই সুমধুর স্বর, সমীরণে করি ভর,
হেমলতা-শ্রুতিমূলে প্রবেশিল আসিয়া॥
শুনি চমকিয়া ধনী, দেখে চেয়ে নৃপমণি,
ঊর্দ্ধমুখে নদীতটে সেই দিকে নেহারে।
হেরি রোমাঞ্চিত কায়, তরুণী শিহরি তায়,
পাষাণ-প্রতিমা-সমা রহে বাহ্য আকারে॥
কুমার উপায় ভাবে, কিসে দারা-সুত পাবে,
ক্ষণেক ভাবিয়া শেষে রাজপথে চলিল।
হেথা রামা সচেতন, না হেরিয়া প্রাণধন,
বিস্ময়ে বিরসভাবে নিরাসনে বসিল॥
জীবনসঙ্কট স্থলে, একা বীরবাহু চলে,
অনুবল নাহি অনুজন।
হৃদয়ে নাহিক ত্রাস, বীরমদে মনোল্লাস,
দিল সিংহদ্বারে দরশন॥
দেবতার বেশ ধরা, দেবমাল্য শিরে পরা,
দে'খে ভ্রমে দাঁড়াইল দ্বারী।
"পাতশার দরশন, করিবারে আগমন,
এই ভেট ভেজ রে আমারি।"
নকীব ফুকারি ধায়, সুলতান-সমীপে যায়,
করপুটে সমাচার কহে।
"মল্যুক আলমগীর, পরীরূপা এক বীর,
সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া রহে॥
রাজ-পরিচ্ছদ তাঁর, মণিমাল্য চমৎকার,
কিরীট সদৃশ শোভে শিরে।
কটিতটে দুলায়িত, অসি খড়্গ সুশাণিত,
পৃষ্ঠদেশ সজ্জিত তূণীরে।
ভাবে বুঝি অনুমান, রাজকুলে অধিষ্ঠান,
পড়িয়াছে কোন বা বিপাকে।

আপনার দরশন, করিবারে আনয়ন,
নিবেদিতে কহিল আমাকে ॥"
শুনি পাতশাহ কন, "কর তাঁরে আনয়ন,
বুঝিব সে ফেরে বা কি ফেরে।"
সুলতান-আদেশ পায়, নকিব ফিরিয়া যায়
বীরবরে আনে সঙ্গে ক'রে ॥
মহাতেজা মহাবীর, নেহারিয়া আলমগীর,
বসিবারে ইঙ্গিত করিল।
বুঝি অনুচরগণ, আনি স্বর্ণ-সিংহাসন,
বীরবাহু-পশ্চাতে রাখিল ॥
না পরশি সে আসন, ক্রোধ করি সংবরণ,
ব্যঙ্গভাবে দর্প করি কন।
"শুন ম্লেচ্ছ-অধিরাজ, আসনে নাহিক কাজ,
এইমত করিয়াছি পণ ॥
রণে জয় যতক্ষণ, না করিব উপার্জ্জন,
ততক্ষণ আসন না লব।
এই দৃঢ় ব্রত ধরি, দিগন্ত ভ্রমণ করি,
জিনিয়াছি রাজপুত্র সব ॥
তুমি ম্লেচ্ছ-মহীপাল, ক্ষত্রবংশ-মহাকাল,
পৃথিবী পূরিয়া তব বশ।
যেই বীরবাহু-ডরে, কাঁদিত অসুর নরে,
তারে রণে করিয়াছ বশ ॥
ধরিয়াছ তার নারী, তার না কি রূপ ভারী,
পরস্পর এই কথা জানি।
আলমগীর তব পাশে, আসিয়াছি রণ-আশে,
আপনারে ধন্য করি মানি ॥
সেই নিরুপমা নারী, রণে জিনে লব তারি,
হারি যদি নিজ নারী দিব।
কক্ষ-যুদ্ধে মম পণ, সমতুল্য সহ রণ,
অন্যজনে কভু না ভেটিব ॥
যদি থাকে মান-ভয়, যদ্যপি সাহস হয়,
আশু রণে ভেটহ আমারে।
নতুবা আনিয়া তায়, মম পদে দেহ রায়,
অপযশ ঘুষিবে সংসারে ॥
সে ত চুরি-করা ধন, জান ত চোরা রাজন্,
চোরা ধন বাট্‌পাড়ে লয়।
প্রকাশিব বাহুবল, পাঠাইব রসাতল,
অধর্ম্মের ধন নাহি রয় ॥
শুন হে যবনপতি, যদি চাহ দিব্যগতি,
বীর-আলিঙ্গনে তোষ মোরে।
সত্য সত্য সত্য কই, যদি ক্ষত্রজাত হই,
এই খড়্গে নিপাতিব তোরে।
যদি কাপুরুষ হও, আমার শরণ লও,
রাজকন্যা কর পরিহার
ত্যজ রাজসিংহাসন, ত্যজ অসি শরাসন,
লোকালয়ে থাকিও না আর॥"
বলি কৈলা নিষ্কাশন, সূর্য্যদীপ্ত দরশন,
শাণিত কৃপাণ করতলে।
যেন দেব পুরন্দর, ঐরাবতে করি ভর,
অশনি নিক্ষেপে ধরাতলে ॥
ক্ষান্ত হৈল ভীমনাদ, শত্রুগণে পরমাদ,
ভাবে কে আইল ছদ্মবেশে।
সময়ে দৈবের বশ, বিনা রণে অপযশ,
বিস্তর চিন্তিয়া কহে শেষে ॥
অন্তর কম্পিত ডরে, বাহ্যে অস্ফালন করে,
বলে "রে বর্ব্বর শোন্ বাণী।
মুহূর্ত্তে কাটিয়া মুণ্ড, করিতে পারি রে খণ্ড,
কেবল লোকের লাজ মানি ॥
কেবা পিতা কোথা বাস, জাতিবৃত্তি অপ্রকাশ,
রাখি রণ মাগিলি আসিয়া।
তোরে রে করিলে নাশ, না হইবে ধর্ম্ম-হ্রাস,
বরং পুণ্য পাপী বিনাশিয়া ॥
কিন্তু রণে দিলে ক্ষান্ত, কুযশ হবে একান্ত,
বিপক্ষে হাসিবে সর্ব্বক্ষণ।
স্বজাতি-গৌরব যাবে, হিন্দুকুল শোভা পাবে,
আস্পর্দ্ধা করিবে দুষ্টজন ॥
অতএব তোর সনে, ভেটিব রে কক্ষ-রণে,
যেবা হ'স্ ছদ্মবেশধারী।
সমুচিত ফল পাবি, শমন-ভবনে যাবি,
তথা পাবি মনোমত নারী ॥"
বলি ভঙ্গ দিল বার, উজীর আদেশে তাঁর
রাজপুত্রে দিল বাসস্থান।
বহুদেশ-দেশান্তর, ঘুষিল এ সমাচার,
জানিল সমূহ রাজস্থান ॥
নানারূপ-গুণযুত, হিন্দু-ম্লেচ্ছ-রাজসুত,
দিল্লীধামে আসি দেখা দিল।
লোক-পূর্ণ রাজধানী, দিবানিশি বাদ্যধ্বনি,
কোলাহলে নগর পূরিল ॥
ক্রোশ যুড়ি রণভূমি হইল নির্ম্মাণ।
চারিদিকে উচ্চ মঞ্চ বসিবার স্থান ॥

স্তবকে স্তবকে রহে মঞ্চের বিধান।
পৃথক্ পৃথক্ ভাগে হিন্দু মুসল্‌মান॥
লৌহ-ধাতুময় মঞ্চ সুবর্ণে মণ্ডিত।
রতন-ঝালর তাহে করে চমকিত॥
রক্ত চন্দ্রাতপ-ছটা মস্তক-উপরে।
তাহে মণি-মরকত ঝলমল করে॥
অমূল্য বসন দেহে শ্রবণে কুণ্ডল।
হিন্দু-ম্লেচ্ছ-রাজগণ মণ্ডলে মণ্ডল॥
মস্তকে মুকুটশ্রেণী তারকার মালা।
কটিদেশে কটিবন্ধে কৃপাণ উজলা॥
ত্রিকোটি দেবতা যেন লঙ্কেশ-সভায়।
সবাহনে সজ্জীভূত হয়ে শোভা পায়॥
রণভূমি-শিরোভাগে বিচিত্র কাণ্ডার।
তাহার ভিতরে রহে রমণী-ভাণ্ডার॥
দেবেন্দ্র-ভবনে যেন দেব-বিলাসিনী!
সেইরূপ শোভা পায় যত বিনোদিনী॥
কাণ্ডারের বহির্ভাগে রণভূমি-স্থলে।
স্বতন্ত্র সোনার মঞ্চ ধ্বক ধ্বক্ জ্বলে॥
ম্লানমুখী নারী এক তাহার উপরে।
করেতে কপোল রাখি ভাবিছে কাতরে॥
যেন সুধাহীন শশী খসে ভূমিতলে।
যেন সীতা রাবণের রথে কাঁদি চলে॥
এই ভাবে বহুবিধ জন-সমাবেশ।
দুই দিকে দুন্দুভিধ্বনি হয় শেষ॥
সাজ রে সাজ রে স্বরে বাজে ভেরী তুরী।
অমনি প্রহরীদল দাঁড়াইল ভূরি॥
উত্তর দক্ষিণে শেষে প্রচণ্ড-কিরণ।
দুই সূর্য্য সম দোঁহে দিল দরশন॥
শিরোদেশে শিরস্ত্রাণ করে করবাল।
বামে বর্ম্ম পৃষ্ঠে তূণ ভল্ল সুবিশাল॥
সিংহের গর্জ্জনে দোঁহে ছাড়ে সিংহনাদ।
কেশরী-কুঞ্জরে যেন ঘোর বিসংবাদ॥
শুনি চমকিয়া লোকে সবিস্ময়ে চায়।
ভয়ে হেমলতা-তনু শুকাইয়া যায়॥
না পড়ে চক্ষের পাতা ঘন বহে শ্বাস।
কি হবে কপালে ভাবি মনে গণে ত্রাস॥
হেনকালে হুহুঙ্কারে করি আস্ফালন।
সমরে মাতিল দোঁহে ভীম-দরশন॥
রণতরঙ্গে, বিহরে রঙ্গে,
ঘন ঘোর রব করে রে।
করিছে ঝম্প, ধরণী কম্প,
করাল কৃপাণ ধরে রে॥
যেন কৃতান্ত, করিতে অন্ত,
শূলপাণি শূল ধরে রে।
যেন চামুণ্ডা, ঘুরায়ে খাণ্ডা,
রক্তবীজাসুরে মারে রে॥
কাঁপায়ে বর্ম্ম, ঠুকিছে চর্ম্ম,
অসি স্বন্ স্বন্ ফেরে রে।
করিয়া লক্ষ্য, অরাতি-বক্ষ,
দোঁহে দোঁহারে ঘেরে রে॥
ভীম দাপটে, অস্ত্র সাপটে,
অসি ঝন্ ঝন্ করে রে।
খড়্গ ঝলকে, বহ্নি ধমকে,
ভূমি টলমল টলে রে॥
কোপে কম্পিত, অসি উত্থিত,
করি বীরবাহু ঝাঁপে রে।
যবন-মুণ্ড, করিয়া খণ্ড,
ভূমিতলে আনি পাড়ে রে॥
পরমানন্দে, ভূপালবৃন্দে,
সাধু সাধু সাধু বলে রে।
কাঁপায়ে সিন্ধু, হরিষে হিন্দু,
জয়বাদ্য করি চলে রে॥
কাটিয়া যবনমুণ্ড ডাকি উচ্চৈঃস্বরে।
যবনভূপালবৃন্দে সম্বোধন ক'রে॥
কহিলেন বীরবাহু মহাবীর দাপে।
কেশরী-গর্জ্জনে যেন মহারণ্য কাঁপে॥
"আরে রে নিষ্ঠুর জাতি পাষণ্ড বর্ব্বর।
পূরাব যবন-রক্তে শমন-খর্পর॥
সাক্ষাতে হেরিলি কার কত বাহুবল।
এবে রে যবন-রাজ্য গেল রসাতল॥
করতল দিল্লীপুরী করেছি রে আজ।
আরো দেখাইব শীঘ্র অসি-ভল্ল-বাজী॥
আমি যে ক্ষত্রিয়-পুত্র নহি রে যবন।
পালিব ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম রাখি নিজ পণ॥
প্রিয়ার উদ্ধার ম্লেচ্ছ-রাজ্য ভস্মসাৎ।
অথবা সংগ্রামে দেহ করিব নিপাত॥
এই যে করেছি সত্য কভু না ছাড়িব
সদলে সম্মুখ-রণে পুনশ্চ সাজিব॥
যত দিন ম্লেচ্ছহীন না হইবে দেশ।
তত দিন না ছাড়িব সংগ্রামের বেশ।

না ভেটিব হেমলতা না হেরিব সুতে।
ম্লেচ্ছনাম যত দিন জাগিবে ভারতে ॥"
বলি রুধিরাক্ত অসি ফিরায়ে শিরেতে।
হিন্দু-নরপালগণে কহেন ক্রোধেতে।
"ধিক্ ক্ষত্রিয়কুলেতে ধিক্ হিন্দুরাজগণ!
একেবারে বীর্য্যবলে দিলে বিসর্জ্জন?
জগৎবিখ্যাত কুলে জন্মিয়া ভারতে।
সমর্পিলে রাজ্যদেশ বিপক্ষ-করেতে?
নারিলে বিধর্ম্মিগণে রণে পরাজিতে।
বৃথায় মানব-জন্ম লাগিলে হরিতে।
থাকে যদি বীর্য্যবল সাজ হে সমরে।
হের দুষ্ট ম্লেচ্ছদল আস্ফালন করে ॥
পূর্ব্বকালে মহীতলে ক্ষত্রিয়-মণ্ডল।
প্রচণ্ড-প্রতাপে রিপু কৈল করতল ॥
সেই চন্দ্রসূর্য্যবংশ-অবতংস হয়ে।
শান্তভাবে যাপ কাল বৈরিদণ্ড লয়ে ॥
কেন তবে কুরুক্ষেত্রে কর তীর্থজ্ঞান?
কেন তবে নিজধর্ম্মে কর অভিমান?
কেন পর অসি চর্ম্ম বর্ম্ম শিরস্ত্রাণ?
তূণ, ধনু বীরধটী কেন পরিধান?
যদি এ জগতে যশ চাহ চিরকাল।
যদি চাহ এড়াইতে বিপক্ষ-জঞ্জাল ॥
যদি অকণ্টকে চাহ ভুঞ্জিবারে রাজ।
এস হে সমরে সাজি রিপুজয়-সাজ ॥
এস রাখি রাজাদেশ শাসি ধরাতল।
দেখ চেয়ে রণবেশ বিপক্ষের দল ॥"
হত ম্লেচ্ছ মহীপাল, কুপিল যবনদল,
মারিবারে বিপক্ষেরে ক্রোধভরে চলিল।
দেখি হিন্দুরাজগণ, হয়ে ক্রোধান্বিত মন,
মহাক্রোধে রিপুদল সমরেতে ভেটিল ॥
জলিল সমরানল, কাঁপিল ধরণীতল,
একবারে শত শূর সমরেতে মাতিল।
সিংহনাদ ধনুর্ঘোষে, বাসুকি টুটিল ত্রাসে,
অসি ভল্ল বাণ খড়্গে নভোদেশ ঢাকিল ॥
ভয়ঙ্কর দরশন, ধায় অশ্ব অগণন,
ভীষণ শ্মশান-সজ্জা রণভূমি সাজিল।
কাটা মুণ্ড কাটা কর, কাটা পদ কাটা ধড়,
গভীর শোণিত-স্রোত শত শত ভাসিল ॥
কেহ করে হাহাকার, কেহ করে মার মার,
ভীম শব্দ কোলাহল স্বর্গ মর্ত্ত্য পূরিল।

হুয়া রবে ডাকে শিবা, বায়সের ঊর্দ্ধ গ্রীবা,
ভয়ঙ্কর রণভূমি ঘোররূপে ঘেরিল ॥
রুধিরে বহিল ফেনা, মাতিল শমন-সেনা,
ঊর্দ্ধভাগে বিকট গৃধিনীদল উড়িল।
বাজিল তুমুল রণ, দুই পক্ষ বীরগণ,
মরি বাঁচি পণ করি যুঝিবারে লাগিল ॥
হারিল যবন-দল, হিন্দুপক্ষে কোলাহল,
বিজয়-হুঙ্কার নাদে চরাচর পূরিল।
রণে রিপু পরাজয়, করি হিন্দুরাজচয়,
বীরবাহু সঙ্গে আসি আলিঙ্গন করিল ॥
সর্ব্বজনে সন্তোষিয়ে, নিজ পরিচয় দিয়ে,
অতঃপর বীরবর আদি অন্ত কহিল।
তখন ভূপতিগণ, মহা আনন্দিত মন,
দিল্লীরাজ-সিংহাসনে অভিষেক করিল।
যথাবিধি উপচারে, সন্তোষিয়া সবাকারে,
সমূহ ভূপালে ভেট নানাবিধ ভেটিল।
বিদায় লইয়া রায়, মহিষী নিকটে যায়,
বিরস-বিধুরা বামা নিরাসনে হেরিল ॥
কাঁদিয়া সে বিনোদিনী, ধরণী লুটায়ে ধনী,
প্রাণেশ্বর-পদতলে কর যুড়ি নমিল।
সাদর-সম্ভাষ করি, হৃদয়ে হৃদয় ধরি,
পুলকিত-দেহে বীর প্রমদারে তুলিল ॥
কাঁদিয়া তখন, হেমলতা কন,
প্রেমে গদগদ বাণী।
"আজি সুপ্রভাত, ওহে প্রাণনাথ,
পুনঃ দেহে এল প্রাণী ॥
অসুখ-শর্ব্বরী, তিরোহিত করি,
সুখ-প্রভাকর চায়।
হৃদয়-ভিতরে, পরাণে কি করে,
বুঝিতে নারি হে রায় ॥
এ ষোড়শ মাস, ছিল অপ্রকাশ,
আজি হেরি দিনমণি।
অই দেখ চেয়ে, সরোবর ছেয়ে,
বিকসিত কমলিনী ॥
আজি অকস্মাৎ, ওই শুনি নাথ,
কোকিল ঝঙ্কার করে।
আজি ধরাতলে, নিরখি সকলে,
অপরূপ শোভা ধরে ॥
গত কল্য প্রাতে, যাহার সাক্ষাতে,
পেয়েছি অপার শোক।

আজি সেই জন, করি দরশন,
পেতেছি পরমালোক।
যেই চন্দ্রানন, করি বিলোকন,
দিবস-রজনী গেলো।
আজি সেই ধন, করি দরশন,
আরো সুখবোধ হলো॥
করি প্রণিপাত, এই ধর নাথ,
জীবন সফল কর।
দুখের তনয়, সুখের সময়,
হৃদয়-মাঝারে ধর॥
আমি অভাগিনী, আজন্ম-দুখিনী,
জানি নাকো তোমা বই।
তোমারি আশায়, এমন দশায়,
অবান্ধব পুরে রই॥
কৌমারী দশায়, সখী কজনায়,
শিখিলাম শিশুপাঠ।
প্রথম যৌবনে, সহচরী সনে,
শিখিলাম গীত-নাট॥
যৌবন-মাঝারে, প্রণয়ে তোমারে,
সেবেছি ধরম পালি।
পরে পরবাসে, মনের হতাশে,
সাজায়েছি ফুলডালি॥
তোমারি কারণে, যবন-ভবনে,
সহিত যবনবালা।
তরুমূলে জল, উষাসন্ধ্যাকাল,
দিয়াছি গেঁথেছি মালা॥
সুল্‌তান-আগারে, ফুল যোগাবারে,
আছিল আমার ভার।
তোমারি কারণ, নৃপতি-নন্দন,
সহিয়াছি দাসী-ভার॥
আহা কতবার, সুচিকণ হার,
গাঁথিয়া সুন্দর করি।
বকুলের তলে, বসি ধরাতলে,
কেঁদেছি হৃদয়ে ধরি॥
সকলি সফল, আজি মহাবল,
মিটেছে মনের সাধ।
এখন বাসনা, পূরাব কামনা,
ঘুচাব কুলের বাদ॥
রাজার দুহিতা, রাজার বনিতা,
জনম ক্ষত্রিয়কুলে।
অশুচি যবন, করি দরশন
ধরিয়া আনিল চুলে॥
আমার গরিমা, তোমার মহিমা,
টুটিল আমারি তরে।
সে কলঙ্করাশি, সমূলে বিনাশি,
যশ রাখি ক্ষিতি ভ'রে॥
তোমার মহিষী, তোমার প্রেয়সী,
যেই নারী হ'তে চায়।
অণুমাত্র দাগ, অহে মহাভাগ,
নাহি যেন থাকে তায়॥
অনলে প্রবেশ, করিব প্রাণেশ,
ঘুচাব বেদনা তব।
মনের গৌরব, কুলের সৌরভ,
প্রাণ দিয়ে কিনি লব॥
নারী হেমলতা, সতী পতিব্রতা,
ঘুষিবে ভুবনত্রয়।
ভূপতি-মণ্ডলে, নিয়ত সকলে,
বলিবে তোমার জয়॥"

এত বলি নন্দনের চন্দ্রানন চেয়ে।
অশ্রুধারা পড়ে হেমলতা-গণ্ড বেয়ে॥
প্রমদার সাহঙ্কার ভারতী শুনিয়া।
প্রমাদ গণিল বীর বিষাদ ভাবিয়া॥
কখন বাখানে মনে প্রেয়সী-হৃদয়।
কখন অন্তরে হয় করুণা উদয়॥
কভু খেদে পূর্ব্বকথা করিয়া স্মরণ।
প্রমদারে আলিঙ্গিয়ে করেন রোদন॥
নানামত বাক্যে বীর সান্ত্বনা করিল॥
তথাপি প্রেয়সী-পণ অন্যথা নহিল॥
মোহাবেশে নরপতি নীরব হইলা।
পতিরে প্রণমি রামা কাতরে চলিলা॥
প্রবেশি মহিলাপুরে সখী সম্বোধনে।
তুষি দিল্লীরাজকন্যা প্রেম-আলিঙ্গনে॥
"এত দিন দুই জনে ছিলাম স্বজনি!
অদ্যাবধি একাকিনী পোহাবে রজনী॥
আজি আর প্রিয়সখী অভাগিনী তরে।
যাপিতে হবে না নিশি কাতর-অন্তরে॥
বিদায় জনম শোধ দেহ আলিঙ্গন।
আজি সখি পাপদেহ করিব পাতন॥
অকলঙ্ক কুলে কালি রাখিব না আর।
ঘুচাইব বল্লভের কুযশের ভার॥

চিতার দহনে দেহ অশুচি শুধিব।
ভূমণ্ডলে ক্ষত্রকুল-খ্যাতি প্রকাশিব॥
প্রিয়সখি একমাত্র করি নিবেদন।
মার সম স্নেহে শিশু করিহ পালন॥"
বলিতে বলিতে আঁখি করে ছল ছল।
অনর্গল রাজকন্যা-চক্ষে বহে জল॥
স্বজনী-প্রতিজ্ঞা শুনি, অন্তরে বিষাদ গণি,
দিল্লীশ্বর-কন্যা কাঁদি সখী-করে ধরিল।
"এমন বিষম পণ, স্বজনি রে কি কারণ,
কে তোমারে হেন কথা বল দেখি বলিল॥
প্রাণপতি আজি তোর, সংহার করিয়া চোর,
মিটাইতে মনসাধ তোর পাশে আসিল।
বুঝিবারে তার মন, তাই কি করিলি পণ,
এত কষ্টে তাঁর ভাগ্যে এই ফল ফলিল॥
ছি ছি সখি এ কি কথা, দিও না রে এত ব্যথা,
নিদয় হইয়া সই সবাকারে ভুলো না।
অই দেখ মা মা ব'লে, শিশু তোর আসে চ'লে,
উহারে জনমশোধ পরিহার করো না॥
সখি, রাজস্থানময়, সবে তোমা সতী কয়,
পরিচয় দিতে আর হবে নাক তোমারে।
যে ভাবে রিপুর ঘরে, আছিলে পরাণ ধ'রে,
সেই কথা চিরদিন ঘুষিবে এ সংসারে॥
স্বজনি, বিনয় করি, এই দেখ হাতে ধরি,
এ বিষম পণে আর মনে স্থান দিও না।
ক্ষত্রকুল-চূড়ামণি, তাঁরে শোক দিয়া, ধনি,
ভারতের লোকে আর বিপাকেতে ফেলো না॥
তুমি কৈলে অনুত্যাগ, রাজপুত্র মহাভাগ,
সংসারে বিরাগ করি রাজ্যপদ ত্যজিবে।
পুনঃ হিন্দু-রাজগণে, ম্লেচ্ছ পরাজিবে রণে,
পুনর্ব্বার এই রাজ্য করতল করিবে॥
তাই বলি ত্যজ পণ, রাজকার্য্যে দেহ মন,
পতিসহ দিল্লীরাজ-সিংহাসনে বসিয়া।
প্রজার পালন কর, রিপু-অহঙ্কার হর,
রাখ ধরাতলে নাম ম্লেচ্ছদল শাসিয়া॥"
এইরূপে নানামত, সান্ত্বনা করিয়া কত,
ঘুচাইল হেমলতা প্রাণনাশ-বাসনা।
দিল্লীরাজ-কন্যা সনে, হরিষ-বিষাদ মনে,
পতিপাশে ধীরি ধীরি চলিলেন ললনা॥
বীরবাহু হর্ষমন, প্রমদারে আলিঙ্গন,
করি রাজপুত্রগণে নিমন্ত্রিয়া আনিলা।
সকলের অনুমতি, পাইয়া সানন্দ মতি,
হেমলতা সনে দিল্লী-সিংহাসনে বসিলা॥
লোকেতে আনন্দময়, নগরে উৎসব হয়,
বীরবাহু রাজপদে অভিষিক্ত হইল।
হেমলতা বামপাশে, রতিরূপ পরকাশে,
জয় জয় কোলাহলে চারিদিক্ পূরিল।

সম্পূর্ণ।

বৃত্র-সংহার

প্রথম সর্গ।

* বসিয়া পাতালপুরে ক্ষুব্ধ দেবগণ,—
নিস্তব্ধ বিমর্ষভাব, চিন্তিত, আকুল;
নিবিড় ধূমান্ধ ঘোর পুরী সে পাতাল,
নিবিড় মেঘাড়ম্বরে যথা অমানিশি।
যোজন সহস্র কোটি পরিধি বিস্তার—
বিস্তৃত সে রসাতল, বিধূনিত সদা;
চারিদিকে ভয়ঙ্কর শব্দ নিরন্তর
সিন্ধু-আঘাতে স্বতঃ নিয়ত উত্থিত।
বসিয়া আদিত্যগণ তমঃ-আচ্ছাদিত,
মলিন নির্ব্বাণ যথা সূর্য্য ত্বিষাম্পতি,
রাহু যবে রবিরথ গ্রাসয়ে অম্বরে;
কিংবা সে রজনীনাথ হেমন্ত-নিশিতে
কুজ ঝটিমণ্ডিত যথা হীন দীপ্তি ধরে,
পাণ্ডুবর্ণ, সমাকীর্ণ পাংশুবৎ তনু;—
তেমতি অমরকান্তি ক্লান্ত অবয়বে।
ব্যাকুল বিমর্ষভাব ব্যথিত অন্তর
অদিতি-নন্দনগণ রসাতলপুরে,
স্বর্গের ভাবনা চিত্তে ভাবে সর্ব্বক্ষণ—
কিরূপে করিবে ধ্বংস দুর্জ্জয় অসুরে।
চারিদিকে সমুত্থিত অস্ফুট আরাব,
ক্রমে দেববৃন্দ-মুখে বহে গাঢ় শ্বাস,—
ঝটিকার পূর্ব্বে যেন বায়ুর উচ্ছ্বাস
বহে ঘূর্ণি চারিদিক্ আলোড়ি সাগর।
সে অস্ফুট ধ্বনি ক্রমে পূরে রসাতল
ঢাকিয়া সিন্ধুর নাদ গভীর নিনাদে;
কহিলা গম্ভীর-স্বরে—শূন্যপথে যেন
একত্র জীমূতবৃন্দ মন্দ্রিল শতেক—
মহাতেজে সুরবৃন্দে সম্ভাষি কহিলা:—
"জাগ্রত কি দানবারি সুরবৃন্দ আজ?
জাগ্রত কি অস্বপন দৈত্যহারী দেব?
দেবের সমরক্লান্তি ঘুচিল কি এবে?
উঠিতে সমর্থ কি হে সকলে এখন?
হা ধিক্! হা ধিক্ দেব! অদিতি-প্রসূত
সুরভোগ্য স্বর্গ এবে দনুজের বাস।
নির্ব্বাসিত সুরগণ রসাতল-ভূমে,
দেব-নাসিকায় বহে সঘন নিশ্বাস,
আন্দোলি পাতালপুরী, তীব্র ঝড়বেগে।"
দেব-সেনাপতি স্কন্দ উঠিয়া তখন
"অবসন্ন, তেজঃশূন্য, অশক্ত, অলস!
দুর্ব্বিনীত, দেবদ্বেষী দনুজ প্রবেশে
পবিত্র অমরধাম কলঙ্কিত আজ,
অজর অমর শূর স্বর্গ-অধিকারী,
দেববৃন্দ স্বর্ভ্রষ্ট পড়িয়া পাতালে!
ভ্রান্ত কি হইলা সবে? কি ঘোর প্রমাদ!
চিরসিদ্ধ দেবনাম খ্যাত চরাচরে,
'অসুরমর্দ্দন' আখ্যা—কি হেতু হে তবে
অবসন্ন আজি সবে দৈত্যের প্রতাপে?
চিরযোদ্ধা—চিরকাল যুঝি দৈত্য সহ
জগতে হইলা শ্রেষ্ঠ সর্ব্বত্র পূজিত,
আজি কিনা দৈত্য-ভয়ে ত্রাসিত সকলে
আছ এ পাতালপুরে অমরা বিস্মরি!

---

* পদবিন্যাস প্রথম সংস্করণ অনুরূপ, কঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত।

কি প্রতাপ দনুজের, কি বিক্রম হেন,
শঙ্কিত সকলে যাহে স্ববীর্য্য পাসরি?
কোথা সে প্রবৃত্ত আজি বিজয়ী দেবের
শতবার রণে যায় দনুজে দলিলা?
ধিক্ দেব! ঘৃণাশূন্য অক্ষুব্ধ-হৃদয়ে
এত দিন আছ এই অন্ধতম পুরে,
দেবত্ব, ঐশ্বর্য্য, সুধা, স্বর্গ তেয়াগিয়া
দাসত্বের কলঙ্কেতে ললাট উজলি।
ধিক্ হে অমর নামে, দৈত্যভয়ে যদি
অমরা পশিতে ভয় এতই পরাণে,
অমরতা পরিণাম পরিশেষে যদি
দৈত্য-পদাঙ্কিত পৃষ্ঠ, চির-নির্ব্বাসন!
বল হে অমরগণ—বল প্রকাশিয়া
এইরূপে চিরদিন থাকিবে কি হেথা?
চির-অন্ধতম পুরী এ পাতাল-দেশে,
দনুজের পদচিহ্ন ললাটে আঁকিয়া?"
কহিল পার্ব্বতীপুত্র দেব-সেনাপতি।
দেবগণ বিচলিত করিয়া শ্রবণ,
কাঁপিতে লাগিল ক্রমে সক্রোধ মুরতি,
নাসারন্ধ্রে বহে শ্বাস বিকট উচ্ছ্বাসে।
যথা দগ্ধগিরি-স্রাব উদ্গীরণ আগে,
অগ্নির ভবনে ধূম সতত নির্গমে,
ঘন জলকম্প, ঘন কম্পিত মেদিনী;
পার্ব্বতী-নন্দন বাক্যে সেইরূপ দেবে।
তুলিয়া স্বপৃষ্ঠে তূণ, পাশ শক্তি ধরি,
উঠিয়া অমরবৃন্দ চাহি শূন্যপানে,
পুনঃ পুনঃ খরদৃষ্টি নিক্ষেপি তিমিরে,
ছাড়িতে লাগিল ঘন ঘন হুহুঙ্কার।
সর্ব্বাগ্রে অনলমূর্ত্তি—দেব বৈশ্বানর,
প্রদীপ্ত কৃপাণ করে উন্মত্ত স্বভাব,
কহিতে লাগিল দ্রুত কর্কশ-বচনে,
স্ফুলিঙ্গ ছুটিল যেন ঘোর দাবাগ্নিতে।
কহিলা, "হে সেনাপতি! এ মণ্ডলী-মাঝে
কোন্ ভীরু আছে হেন ইচ্ছা নহে যার
অমর-নিবাস স্বর্গ উদ্ধারিতে পুনঃ?
পুনঃ প্রবেশিতে তায় স্ববেশ ধরিয়া?
দানবে যুঝিতে, আর কি ভয় এখন?
ভীরুতার হেতু আর আছে কি হে কিছু,
অমরের তিরস্কার সম্ভব যতেক
ঘটেছে দেবের ভাগ্যে দৈব-বিড়ম্বন॥

স্বর্গ-অধোদেশে মর্ত্ত্য, অধোদেশে তার,
অতল গভীর সিন্ধু—তাহার অধোতে,
অন্ধতম পুরী এই বিষম পাতাল,
তাহে এবে দৈত্য-ভয়ে লুক্কায়িত সবে।
দুঃখে বাস—ধূমময় গাঢ়তর তমঃ,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ঘন ঘন প্রকম্পন,
সিন্ধু-নাদ শিরোপরি সদা নিনাদিত,
শরীর-কম্পন হিমস্তূপ চারিদিকে।
এ কষ্ট অনন্তকাল যুগ-যুগান্তরে
ভুঞ্জিতে হইবে দেবে থাকিলে এখানে,
যত দিন প্রলয়ে না সংহার-অনলে
অমর-আত্মার ধ্বংস হয় পুনর্ব্বার।
অথবা কপটী হয়ে ছদ্মবেশ ধরি
দেবের ঘৃণিত ছল ধূর্ত্ততা প্রকাশি,
ত্রিলোক-ভিতরে নিত্য হইবে ভ্রমিতে
মিথ্যক বঞ্চকবেশে নিত্য পরবাসী।
নিরন্তর মনে হয় কাপট্য প্রকাশ
হয় পাছে কার (ও) কাছে, চিত্তে জাগরিত
বিষম দুঃসহ চিন্তা ঘৃণা লজ্জাকর
সতত কতই আরো হৃদয়ে যন্ত্রণা!
সে কাপট্য ধরি প্রাণে জীবন-যাপনা
শরীর বহন আর, দুর্গতির শেষ;
বরঞ্চ নিরয়-গর্ভে নিয়ত নিবাস
শ্রেয়স্কর শতগুণে জিনি সে শঠতা!
অথবা প্রকাশ্যভাবে হইবে ভ্রমিতে
চতুর্দ্দশ-লোক নিন্দা সহি অবিরত,
শক্র-তিরস্কার অঙ্গে অলঙ্কার করি,
কপালে দাসত্ব-চিহ্ন ধরিয়া লাঞ্ছিত!
যখন ভ্রূকুটি করি চাহিবে দানব,
কিংবা সে অঙ্গুলী তুলি ব্যঙ্গ-উপহাসে
দেখাইবে এই দেব স্বর্গের নায়ক,
শত নরকের বহ্নি অন্তরে দহিবে!
অথবা বর্জ্জিত হয়ে দেবত্ব আপন
থাকিতে হইবে স্বর্গে মারু আছে যথা,
অসুর-উচ্ছিষ্ট গ্রাসি পুষ্ট কলেবর,
অসুর-পদাঙ্ক-রজঃ ভূষণ মস্তকে।
তার চেয়ে শতবার পশিব গগনে
প্রকাশি অমর-বীর্য্য, সমরের স্রোতে
ভাসিব অনন্তকাল দনুজ-সংগ্রামে,
দেবরক্ত যতদিন না হইবে শেষ।

অমর কারয়। সৃজন করিলা যে দেবে
পিতামহ পদ্মাসন—সুমনস্ খ্যাতি,
ব্রহ্মাণ্ডভিতরে যারা সর্ব্বগরীয়ান্
অদৃষ্টের বশে হায় তাদের এ গতি!
দেবজন্ম লাভ করি অদৃষ্টের বশ,
তবে সে দেবত্ব কোথা হে অ-মর্ত্ত্যগণ?
দেব-অস্ত্রাঘাতে নহে দানব বিনাশ,
সে দেব-বিক্রমে তবে কিবা ফলোদয়?
নিয়তি স্বতঃ কি কভু অনুকূল কারে?
দেব কি দানব কিংবা মানব-সন্তানে?
সাহসে যে পারে তার কাটিতে শৃঙ্খল,
নিয়তি কিঙ্কর তার, শুন দেবগণ!
ধর শক্তি, শক্তিধর, চণ্ড অগ্রসর,
জাঠা, শক্তি, ভিন্দিপাল, শেল, নাগপাশ,
সুরবৃন্দ, সুরতেজে কর বরিষণ,
অদৃষ্ট খণ্ডন করি সংহার অসুরে।"
কহিলা সে হুতাশন সর্ব্ব-অঙ্গে শিখা
প্রজ্বলিত হৈল তেজে পাতাল দহিয়া;
অগ্নির বচনে মত্ত আদিত্য সকলে
ছুটিল হুঙ্কার শব্দে পূরি রসাতল।
একেবারে শত দিকে শত প্রহরণে,
কোটি বিজলীর জ্যোতি খেলিতে লাগিল।
পাতালের অন্ধকার ঘুচায়ে নিমিষে
দেখাইল চারিদিকে জ্যোতির্ম্ময় দেহ।
তখন প্রচেতা সর্ব্বে বরুণ বিখ্যাত
উঠিলা গম্ভীরভাব, ধীর মূর্ত্তি ধরি,
পাশ-অস্ত্র শূন্যপরে হেলাইলা যেন,
উন্মত্ত জলধিজল প্রশান্ত করিল।
দেখিয়া প্রশান্ত মূর্ত্তি দেব প্রচেতার
নিস্তব্ধ অমরগণ, নিস্তব্ধ যেমন
স্নিগ্ধ বসুন্ধরা, যবে ঝটিকা নিবারে
ত্রিরাত্রি ত্রিদিবা ঘোর হুহুঙ্কার ছাড়ি।
কহিল প্রচেতা ধীর গম্ভীর বচন;—
"তিষ্ঠ দেবগণ, ক্ষণকাল শান্তভাবে,
হেন প্রগল্‌ভতা নহে মহতে উচিত,
এ ঔদ্ধত্য অল্পমতি প্রাণীর সম্ভবে।
যুদ্ধে দৈত্য বিনাশিয়া স্বর্গ উদ্ধারে
অনিচ্ছা কাহার দৈত্যঘাতী দেবকুলে?
কে আছে নারকী হেন দেবনামধারী
দ্বিরুক্তি করিবে হেন পবিত্র প্রস্তাবে?
তথাপি প্রতিজ্ঞা-বাক্য উচ্চারণ-আগে
উচিত ভাবিয়ে দেখা ফলাফল তার;
সামান্যের (ও) উপদেশ শুভপ্রদ কভু,
জ্ঞানীর মন্ত্রণা কভু না হয় নিষ্ফল।
কিন্তু ফল প্রতিজ্ঞা করি বিফল যদ্যপি?
সর্ব্বজন-হাস্যাস্পদ হয়ে কিবা ফল?
অসিদ্ধ-প্রতিজ্ঞ লোক অনর্থ প্রলাপি;
নমস্য জগতে, কার্য্যে সুসিদ্ধ যে জন।
অনেক মহাত্মা বাক্য কহিলা অনেক,
কার্য্যসিদ্ধি নহে শুধু বাক্য-আড়ম্বরে,
কোদণ্ড-নির্ঘোষ কর্ণে প্রবেশের আগে
শরলক্ষ্য ধরাশায়ী হয় শরাঘাতে।
দেব-তেজ, দেব-অস্ত্র, দেবের বিক্রম,
বার বার এত যার কর অহঙ্কার,
এত দিন কোথা ছিল অসুরের সনে
যুঝিলে যখন রণে করি প্রাণপণ?
কোথা ছিল সে সকল যবে দৈত্য-শূল
নিক্ষেপিল সুরবৃন্দে এ পুরী পাতালে?
সমর্থ কি হয়েছিলা করিতে নিস্তেজ
দুর্জ্জয় বৃত্রের চণ্ড দেব-অস্ত্রাঘাতে?
অস্ত্র সেই, বীর্য্য সেই, সেই দেবগণ,
অক্ষুন্ন অসুর (ও) সেই, সুপ্রসন্ন বিধি
এখনো রাখিছে তারে অনিবার্য্য তেজে।
কি বিশ্বাসে পুনঃ চাহ পশিতে সংগ্রামে?
ভাগ্য নাই! ভাগধেয় মূঢ়ের প্রলাপ!
সাহস যাহার সদা সেই ভাগ্যধর!
তবে কেন ইন্দ্রবাণ-তেজঃ দুর্নিবার
অক্ষত-শরীরে দৈত্য ধরিলা বক্ষেতে?
কেন ইন্দ্র সুরপতি সর্ব্বরণজয়ী
দনুজমর্দ্দন নিত্য,শূলের প্রহারে
অচেতন রণস্থলে হইলা আপনি,
চেতন-বিরতি যার নহে ক্ষণকাল?
কেন বা সে ইন্দ্র আজি নিয়তির ধ্যানে,
সঙ্কল্প করিয়া দৃঢ় প্রগাঢ় মানসে,
কুমেরু-শিখরে একা কাটাইছে কাল,—
কেন সুরপতি বৃথা এ ধ্যানে নিরত
দেবগণ, মম বাক্য অকর্ত্তব্য রণ,
যত দিন ইন্দ্র আসি না হয় সহায়;
অগ্রে কোন দেব তাঁর করুন উদ্দেশ,
পশ্চাৎ যুদ্ধ-কল্পনা হবে সমাপিত।"

বরুণের বাক্যে সূর্য্যদেব ত্বিষাম্পতি
উঠিলা প্রখরতেজা—কহিলা সবেগে—
“বক্তব্য আমার অগ্রে শুন সর্ব্বজন,
ভাবিও সে বৈধাবৈধ বাঞ্ছনীয় শেষে!
ত্রিজগতে জীবশ্রেষ্ঠ নির্জ্জর অমর,
অদিতি-নন্দনগণ চির-আয়ুষ্মান্,
অনশ্বর দেববীর্য্য, শরীর অক্ষয়,
সর্ব্বকালে সর্ব্বলোকে প্রসিদ্ধ এ বাদ
অসুর অচিরস্থায়ী অদৃষ্ট অস্থির;
চঞ্চল দানবচিত্ত রিপু-পরবশ;
মন্ত্রী মিত্র কেহ নহে চির-আজ্ঞাবহ;
জয়োৎসাহ প্রভুভক্তি অনিত্য সকলি;
সর্ব্বকালে সর্ব্বলোকে জ্ঞান তথ্য এই,
দুরন্ত দানব তবে কতকাল সবে
দুর্ব্বার সমরক্ষেত্রে সুরবীর্য্যানল,
কত কাল রবে দৈত্য সে রণে তিষ্ঠিয়া?
মম ইচ্ছা সুরবৃন্দ দুরন্ত আহবে,
দহে হে দানবকুল ভীম উগ্রতেজে,
যুগে যুগে কল্পে কল্পে নিত্য নিরন্তর
জ্বলুক গগন ব্যাপি অনন্ত সমর!
জ্বলুক দেবের তেজ অমরা ঘেরিয়া,
অহোরাত্র অবিশ্রান্ত প্রখর শিখায়;
দহুক দানবকুল দেবের বিক্রমে
পুত্রপরম্পরা ঘোর চিরশোকানলে।
চিরযুদ্ধে দৈত্যদল হইবে ব্যথিত,
না জানিবে কোন কালে বিশ্রামের সুখ,
নারিবে তিষ্ঠিতে স্বর্গে দেব-সন্নিধানে,
হইবে অমর-হস্তে পরাস্ত নিশ্চিত।
অদৃষ্ট এতই যদি সদয় দানবে,
কোন যুগে নাহি হয় যুদ্ধে পরাজিত,
ভুঞ্জুক অদৃষ্ট তবে তিক্ত আস্বাদনে
চিরযুদ্ধে সুরতেজে দানব দুর্ম্মতি।
ধিক্ লজ্জা! অমরের এ বীর্য্য থাকিতে,
নিষ্কণ্টকে স্বর্গভোগ করে বৃত্রাসুর!
সুখে নিদ্রা যায় নিত্য দেব উপেক্ষিয়া—
স্বর্গ-বিরহিত দেব চিন্তায় ব্যাকুল!
নাহিক বাসব হেথা সত্য বটে তাহা,
কিন্তু যদি পুরন্দর আরো বহুযুগ
প্রত্যাগত নাহি হন, তবে কি এখানে
এই ভাবে রবে সবে চির-অন্ধকারে?
চল হে আদিত্যগণ, প্রবেশি শূন্যেতে,
দৈত্যের কণ্টক হয়ে অমরা বেষ্টিয়া
দগ্ধ করি দৈত্যকুল যুগ যুগকাল,
যুদ্ধের অতন্তবহ্নি জ্বালায়ে অন্তরে।
স্বর্গের সমীপবর্ত্তী পর্ব্বত সমূহে
শিখরে শিখরে জাগি শস্ত্রধারীবেশে,
সুশাণিত দেব-অস্ত্র নিত্য বরিষণে
দনুজের চিত্তশান্তি ঘুচাই আহবে।”
কহিলা এতেক সূর্য্য ঝটিকার বেগে
চারিদিক্ হ’তে দেব ছুটিতে লাগিল,
উত্থিত বালুকা যথা যখন মরুতে
মত্ত প্রভঞ্জন রঙ্গে নৃত্য করি ফেরে।
কিংবা যথা যবে ঘোর প্রলয়ে ভীষণ,
সংহার-অনলে বিশ্ব হয়ে ভস্মাকার
উড়ে অন্তরীক্ষপথে দিগন্ত আচ্ছাদি,
তেমতি অমরবৃন্দ ঘেরিলা ভাস্করে।
সকলে সম্মত শীঘ্র উঠি ব্যোমপথে,
বেষ্টিয়া অমরাবতী অরাত্রি অদিবা,
চিরসমরের স্রোতে ঢালিয়া শরীর,
দেবনিন্দাকারী দুষ্ট অসুরে ব্যথিতে।

তীয় সর্গ।

হেথা ইন্দ্রালয়ে নন্দন-ভিতর
পতি সহ প্রীতিসুখে নিরন্তর,
    দানব-রমণী করিছে ক্রীড়া।
রতি ফুলমালা হাতে দেয় তুলি,
পরিছে হরিষে সুষমাতে ভুলি,
    বদন-মণ্ডলে ভাসিছে ব্রীড়া॥

মদন-সজ্জিত কুসুম-আসন,
চারিদিকে শোভা করিছে ধারণ,
    বিচিত্রিত সৌন্দর্য্য সুরভিময়।
হাসিছে কানন ফুলশয্যা ধরি,
স্থানে স্থানে মৃত্তিকা-উপরি
    কতই কুসুম-পালঙ্ক রয়॥

কত ফল-ক্ষেত্র চারিদিকে শোভে,
মুনি ভ্রান্ত হয় কান্তি হেরি লোভে ;
রেখেছে কন্দর্প করিতে খেলা।
বসন্ত আপনি সম্মোহন বেশ ;
ফুটাইছে পুষ্প কত সে আবেশ,
হয়েছে অপূর্ব্ব শোভার মেলা।

দানব- রমণী ঐন্দ্রিলা সেখানে,
শোভাতে মোহিত বিহ্বলিত প্রাণে,
ফুলে ফুলে ফলে করিছে কেলি
কভিঁছে শয়ন কভু পারিজাতে,
মৃদুল মৃদুল সুশীতল বাতে,
মুদিয়া নয়ন কুসুমে হেলি॥

বসিছে যখন অনুরাগভরে,
ইন্দিরা-কমল-পর্য্যঙ্ক-উপরে,
দৈত্যপতি হাসে পারশে বসি!
হাসে মনসুখে ঐন্দ্রিলা সুন্দরী,
রতিদত্ত মালা করতলে ধরি,
বসনবন্ধন পড়িছে খসি॥

মূর্ত্তিমান্ ছয় রাগ করে গান,
রাগিণী ছত্রিশ মিলাইছে তান,
সঙ্গীত-তরঙ্গে পীযুষ ঢালি।
স্বরে উদ্দীপন করে নবরস,
পরশ, আঘ্রাণ, সকলি অবশ,
শ্রবণ-ইন্দ্রিয়-ব্যাপৃত খালি॥

ভ্রমে রতিপতি সাজাইয়া বাণ,
কুসুমধনুতে সু-ঈষৎ টান,
মুচকি মুচকি মুচকি হাসি।
নাচে মনোরমা স্বর্গ-বিদ্যাধরী,
কন্দর্প মোহন বেশ-ভূষা পরি,
বিলাস-সরিৎ-তরঙ্গে ভাসি॥

এইরূপে ক্রীড়া করে দৈত্য সনে,
দৈত্যজায়া সুখে নন্দন-কাননে,
বৃত্রাসুর সুখে বিহ্বলপ্রায়।
ধরি অনুরাগে পতি-করতল,
কহে দৈত্যরামা নয়ন চঞ্চল,
হাব ভাব হাসি প্রকাশ তায়—

"শুন দৈত্যেশ্বর, শুন শুন বলি,
বৃথা এ বিলাস বৃথা এ সকলি,
এখনও আমরা বিজেতা নয়।
বিজিত যে জন, বিজয়ীচরণ,
নাহি যদি সেবা করিল কখন,
সে হেন বিজয়ে কিবা ফলোদয়?

তুমি স্বর্গপতি আজি, দৈত্যেশ্বর,
আমি তব প্রিয়া খ্যাত চরাচর,
ধিক্ লজ্জা তবু সাধ না পূরে!
কটাক্ষে তোমার আশু প্রাপ্য যাহা,
তব প্রিয় নারী নাহি পায় তাহা,
তবে সে কি লাভ থাকি এ পুরে?

স্বয়ংবরা হয়ে করেছি বরণ,
হেরিয়া তোমাতে মহেন্দ্রলক্ষণ,
ইচ্ছাময়ী হব হৃদয়ে আশ।
যে ইচ্ছা যখন ধরিবে হৃদয়,
তখনি সফল হবে সমুদয়,
জানিব না কারে বলে নিরাশ॥

ত্যজি নিজকুল গন্ধর্ব্ব ছাড়িয়া,
বরিলাম তোমা যে আশা করিয়া,
এবে সে বিফল হইল তাহা!
নিষ্ফলা বাসনা হৃদয়ে যাহার,
কিবা স্বর্গপুরী কিবা মর্ত্ত্য তার,
যেখানে সেখানে নিয়ত হা হা॥

কিবা সে ভূপতি কিবা সে ভিখারী,
কাঙ্গালী সে জন সেখানে বিহারী,
প্রাণের শূন্যতা ঘুচে না কভু।
পতিত্বে বরণ করিয়া তোমায়,
তবু সে বাসনা পূরিল না হায়,
আমার (ও) এ দশা ঘটিল তবু॥

ভাল ভেবে যদি বাসিতে হে ভাল,
সে বাসনা পূর্ণ হ'ত কত কাল,
সহিতে হ'ত না লালসা-জ্বালা।
ভালবাসা এবে কিসে বা জানাই,
দিয়াছি যা ছিল সে যৌবন নাই,
ভালবেসে বেসে হয়েছি আলা॥

ইন্দ্রাণী যদি সে করিত বাসনা,
না পূরিতে পল পূরিত কামনা,
মরি সে ইন্দ্রের লয়ে বালাই।
প্রণয়ী যে বলে প্রণয়ী ত সেই,
না চাহিতে আগে হাতে তুলি দেই,
সে প্রণয়ে এবে পড়েছে ছাই ॥"

বলিয়া নেহারে পতির বদন,
আধ ছল ছল ঢলে ভুজ-নয়ন,
অভিমানে হাসি জড়ায়ে রয়।
শুনি দৈত্যেশ্বর বলে ধীরে ধীরে,
"কি বলিলে, প্রিয়ে, বল শুনি ফিরে,
প্রেয়সী নারীর এ দশা নয়?

কি দোষে ভর্ৎসনা করিছ আমায়,
না দিয়াছি কহ কিবা সে তোমায়,
অদেয় কিবা এ জগতী-মাঝ?
দিয়াছি জগৎ চরণের তলে,
কৌস্তুভ যেমন মাণিকমণ্ডলে,
তুমি সে তেমতি নারীতে আজ ॥

কে আছে রমণী তুলনা ধরিতে,
ঐশ্বর্য্য, বিভব, গৌরব, খ্যাতিতে,
তোমার উপমা কাহাতে হয়?
আর কি লালসা বল তা এখন,
আছে কিবা বাকি দিতে কোন্ ধন,
কি বাসনা পুনঃ হৃদে উদয়?"

কহিল ঐন্দ্রিলা "দিয়াছ যে সব,
জানি হে সে সব বিভব, গৌরব,
তবু সর্ব্বজন-পূজিতা নই।
মণিকুলে যথা কৌস্তুভ মহৎ,
নারীকুলে আমি তেমতি মহৎ,
বল, দৈত্যপতি, হয়েছি কই?

এখনও ইন্দ্রাণী জগতের মাঝে,
গৌরবে তেমতি সুখেতে বিরাজে,
এখনও আয়ত্ত হলো না সেহ।
স্বর্গের ঈশ্বরী আমি সে থাকিতে,
কিবা স্বরগ কিবা সেই মহীতে,
শচীর মহত্ব ভুলে না কেহ ॥

রতিমুখে আমি শুনিনু সে দিন
সুমেরু এখন হয়েছে শ্রীহীন,
শচীর সৌন্দর্য্য দেখে না ধরি।
ইন্দ্রাণী যখন আসিল এখানে,
অমর-সুন্দরী সকলে সেখানে,
থাকিত হেমাদ্রি উজ্জ্বল করি।

শুনেছি না কি সে পরম রূপসী,
বড় গরবিণী নারী গরীয়সী,
চলনে গৌরব ঝরিয়া পড়ে।
গ্রীবাতে কটিতে স্ফারিত উরসে,
কিবা সে বিষাদ কিবা সে হরষে,
মহত্ত্ব যেন সে বাঁধে নিগড়ে ॥

শচীরে দেখিব মনে বড় সাধ,
ঘুচাইব চক্ষু-কর্ণের বিবাদ,
আমার চিত্তের বাসনা এই।
থাকিবে নিকটে শিখাবে বিলাস,
ধরিব অঙ্গেতে নবীন প্রকাশ,
ভুলাতে তোমারে শিখাবে সেই ॥

আসিবে যতেক অমর-সুন্দরী,
শচী সঙ্গে অঙ্গে দিব্য শোভা ধরি,
অমর-কৌতুক শিখাবে ভালো।
এই বাঞ্ছা চিতে শুন দৈত্যপতি,
শচী দাসী হবে দেখিবে সে কতি,
হয় কি না পুনঃ সুমেরু আলো ॥"

শুনে বৃত্রাসুর ঈষৎ হাসিয়া,
কহিল ঐন্দ্রিলা-নয়নে চাহিয়া,
"এই ইচ্ছা, প্রিয়ে, হৃদে তোমার?"
বলিয়া এতেক দানব-ঈশ্বর,
কন্দর্পে ডাকিয়া জিজ্ঞাসে সত্বর,
"কোথা শচী এবে করে বিহার?"

কহিল কন্দর্প মুখে চিরহাসি,
"অমরা বিহনে এবে মর্ত্ত্যবাসী,
নৈমিষ-অরণ্যে শচী বেড়ায়।
সঙ্গে প্রিয়তমা সখী অনুগত,
ভ্রমে অরণ্যে দুঃখেতে সতত,
না পেয়ে দেখিতে সুমেরু-কায় ॥

কহে করে বাস শত নরলোকে,
ইন্দ্রালয় আর ইন্দ্রাণীর শোকে,
অন্তরে দারুণ দুঃখহুতাশ।"
শুনি দৈত্যপতি কহিলা "সুন্দরি,
পাবে শচীসহ শত সহচরী,
অচিরে তোমার পূরিবে আশ॥"

ঐন্দ্রিলা শুনিয়া সহর্ষ হইলা,
অধরে মধুর হাসি প্রকাশিলা,
পতি-কর সুখে ধরে অমনি।
হাসিতে হাসিতে কন্দর্প আবার,
ধনুকে ঈষৎ করিল টঙ্কার,
শিহরে দানব দৈত্যরমণী॥

পুনঃ ছয় রাগ রাগিণী ছত্রিশ,
গীত-বৃষ্টি করে ভুলে আশীবিষ,
নব নব রস বিভাস করি;
পুনঃ সে ইন্দ্রিয় অবশ সঙ্গীতে,
অসুর-সুন্দরী শুনিতে শুনিতে,
চমকে চমকে উঠে শিহরি॥

কভু বীর-রসে ধরিছে সুতার,
দানব উঠিছে করি মার মার,
আবার সমরে পশিছে যেন।
অমর নাশিতে ধরিছে ত্রিশূল,
আবার যেন সে অমরের কুল,
বিনাশে সংগ্রামে ভাবিছে হেন।

কখন করুণা-সারতে ভাসিয়া,
চলিছে ঐন্দ্রিলা নয়ন মুছিয়া,
কখন অপত্য-স্নেহেতে ভোব,
যেন সে কোলেতে হেরিছে কুমার,
স্তনযুগে স্বতঃ বহে ক্ষীরধার,
এমনি ত্রিদিব-সঙ্গীত-ঘোর॥

কভু হাস্যরস করে উদ্দীপন,
কোথায় বসন কোথায় ভূষণ,
ঐন্দ্রিলা উল্লাসে অধীর হয়।
ক্ষণে পড়ে ঢলি পতির উৎসঙ্গে,
ক্ষণে পড়ে ঢলি ফুলদল-অঙ্গে,
উৎফুল্ল বদন লোচনদ্বয়॥

অমনি অপ্সরা হইয়া বিহ্বল,
চলে ধীরে ধীরে তনু ঢল ঢল,
নেত্র করতল অলকা কাঁপে।
ঈষৎ হাসিতে অধর অধীর,
অঙ্গুলী-অগ্রেতে অঞ্চল অস্থির,
টানি অধরে ঈষৎ চাপে॥

চারিদিকে ছুটে মধুর সুবাস,
চারিদিকে উঠে হরষ-উচ্ছ্বাস,
চারিদিকে চারু কুসুম হাসে।
খেলে দানবী দানবে মোহিয়া,
বিলাস-সরিৎ-তরঙ্গে ডুবিয়া,
প্রমোদ-প্লাবনে নন্দন ভাসে॥

তৃতীয় সর্গ।

উঠিছে দানবরাজ নিদ্রা পরিহরি,
ইন্দ্রালয়ে, শশব্যস্তে নানাদ্রব্য ধরি,
দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ছুটিয়া বেড়ায়,
গৃহ পথ রথ অশ্ব সত্বর সাজায়;
সাজায় সুন্দর করি পুষ্পমাল্য দিয়া,
গবাক্ষ গৃহের দ্বার শোভা বিন্যাসিয়া;
উড়ায় প্রাসাদ-চূড়ে দানব-পতাকা—
শিবের ত্রিশূল-চিহ্ন শিবনাম আঁকা।
ঘন করে শঙ্খধ্বনি, ঘন ভেরীনাদ;
চারিদিকে স্তবশব্দ ঘন ঘোর হ্রাদ।
শিখরে শিখরে বাজে দুন্দুভি গভীর;
ঘন ঘন ধনুর্ঘোষে গগন অস্থির।

ইন্দ্রালয় বিলোড়িত দানবের দাপে ;
দৈত্যশব্দে চরাচর মেরুশীর্ষ কাঁপে।
বাসবের বাসগৃহ গগন যুড়িয়া,
হিমাদ্রিভূধর তুল্য আছে বিস্তারিয়া।
স্ফটিকের আভা তায় ফুটিয়া পড়িছে,
হিমানীর রাশি যেন আকাশে ভাসিছে।
দ্বারদেশে ঐরাবত হস্তী সুসজ্জিত ;
সুসজ্জিত পুষ্পরথ দ্বারে উপস্থিত।
ইন্দ্রপুরীশোভাকর সভার ভবন
কুবের সাজায় আনি বিবিধ ভূষণ ;
সারি সারি মণিস্তম্ভ সাজাইছে তায়,
সাজাইছে পুষ্পদাম চন্দ্রাতপ-গায়।
হায় রে সে ইন্দ্রাসন বসিত যাহাতে
বাসব অমরপতি, রাখিছে তাহাতে
মন্দার-পুষ্পের গুচ্ছ করিয়া যতন,
দানব আসিয়া ঘ্রাণ করিবে গ্রহণ।
ইন্দ্রের মুকুট দণ্ড আনি দ্রুতগতি
রাখিছে আসন পার্শ্বে ভয়ে যক্ষপতি,
সভাতলে বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত করিয়া
তটস্থ কিন্নরগণ দেখিছে চাহিয়া।
আতঙ্কে প্রবেশ-দ্বারে ;—
বিদ্যাধরী যত—
উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচী বিনত—
বসন-ভূষণ পরি সকলে প্রস্তুত,
কেবল নর্ত্তক বাকি বাদন-সংযুত।
সমবেত সভাতলে করি যোড়কর,
অপ্সরা, কিন্নর, যক্ষ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর।
সমবেত দৈত্যবর্গ সুদীর্ঘ শরীর ;—
হেনকালে শঙ্খধ্বনি হইল গম্ভীর ;
অমনি সুযন্ত্রে বাদ্য বাজিল মধুর ;
অমনি অপ্সরা-পায়ে বাজিল নূপুর ;
পূরিল সুধার ঘ্রাণে সভার ভবন,
বহিল অমরপ্রিয় সুরভি পবন।
প্রবেশিল সভাতলে অসুর দুর্জ্জয় ;
চারিদিকে স্তুতিপাঠ জয় শব্দ হয়।
ত্রিনেত্র, বিশালবক্ষ, অতি দীর্ঘকায়,
বিলম্বিত ভুজদ্বয়, দোদুল্য গ্রীবায়
পারিজাত-পুষ্পহার বিচিত্র শোভায়।
নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস ;
পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ—
নিশান্তে গগনপথে ভাস্বর ছটায় ;
বৃত্রাসুর প্রকাশিল তেমতি সভায়।
ভ্রূকুটি করিয়া দর্পে ইন্দ্রাসনপরে,
বসিল কাঁপিল গৃহ দৈত্য-দেহভরে।
মন্ত্রীরে সম্ভাষি দৈত্য কহিল তখন,
"সুমিত্র হে ভীষণেরে করহ প্রেরণ,
সত্বর অবনীতলে, নৈমিষ-কাননে—
ভ্রমে শচী সে অরণ্যে সুররমা সনে,
আনুক স্বরগপুরে অমরা সকলে ;
যে বিধানে পারে কহ আনিতে কৌশলে।
কৌশলে না সিদ্ধ হয় প্রকাশিবে বল ;
ঐন্দ্রিলার অভিলাষ করিব সফল।
বড় লজ্জা দিলা কা'ল ঐন্দ্রিলা আমারে,
শচী ভ্রমে স্বতন্তর না সেবি তাহারে।
সুমিত্র, সত্বর কার্য্য কর সম্পাদন,
ভীষণে নৈমিষারণ্যে করহ প্রেরণ।"

দৈত্যেন্দ্র-বচনে মন্ত্রী কহিলা সুমিত্র,
"মহিষী-বাঞ্ছিত যাহা কিবা সে বিচিত্র !
তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য, দনুজের নাথ,
নৈমিষ-অরণ্যে দৈত্য যাবে অচিরাৎ।
নিবেদন আছে কিছু দাসের কেবল,
আদেশ পাইলে পদে জানাই সকল॥"

দৈত্যেশ কহিলা "মন্ত্রি, কহ কি কহিবে,
অবিদিত বৃত্রাসুরে কিছু না থাকিবে।"

কহিলা সুমিত্র তবে "শুন দৈত্যনাথ,
অমর আসিছে স্বর্গে করিতে উৎপাত।
কহিলা প্রহরী যারা ছিলা গত নিশি,
দেখেছে দেবের জ্যোতি প্রকাশিছে দিশি।
অতি শীঘ্র বোধ হয় দেবতা সকল
রণ-আশে প্রবেশ করিবে স্বর্গস্থল,
এ সময়ে ভীষণেরে প্রেরণ উচিত,
হয় কি না, দৈত্যপতি, ভাবিতে বিহিত,
সামান্য বিপক্ষ নহে জান, দৈত্যপতি,
কঠোর সে অমরের যুদ্ধের পদ্ধতি।
দিবারাত্রি ক্ষণকাল নহিবে বিশ্রাম,
দুর্দ্দম বিক্রমে সবে করিবে সংগ্রাম।
যত যোদ্ধা দানবের হবে প্রয়োজন,
এ সময়ে উচিত কি ভীষণে প্রেরণ ?"

শুনিয়া হাসিলা বৃত্রাসুর দৈত্যেশ্বর ;
কহিলা "প্রলাপ না কি কহ মন্ত্রিবর?
আসিবে সমরে ফিরে অমর আবার।
এ অযথা কথা মন্ত্রি রচিত কাহার?
দানবের ভয়ে স্বর্গ পৃথিবী ছাড়িয়া,
লুক্কায়িত আছে সবে পাতালে পশিয়া!
সাধ্য কি দেবের পুনঃ হয় স্বর্গমুখ,
যাক্ কত কাল আরো ঘুচুক সে দুখ।
দৈত্যের প্রহার অঙ্গে যে করে ধারণ,
ফিরিবে না যুদ্ধে আর কখন সে জন।
বৃত্রাসুর থাকিতে, সে সৈন্য দেবতার,
স্বর্গের দিকেও কভু চাহিবে না আর।
বোধ হয়, প্রতীহারী রক্ষক যাহারা,
অন্য কিছু শূন্যপথে দেখেছে তাহারা—
হয় কোন উল্কা কিংবা নক্ষত্র-পতন,
নিদ্রাঘোরে শূন্যপরে করেছে দর্শন।"

কহিলা সুমিত্র "দৈত্যপতি, অনুরূপ
বলিলা প্রহরিগণ, কহিয়া স্বরূপ।
গগনমার্গেতে দেবজ্যোতির আভাস,
দেখিয়াছে স্থানে স্থানে জ্যোতির প্রকাশ।
রক্ষক-প্রধানে ডাকি জিজ্ঞাসা করিলে,
বিদিত হইবে সর্ব্ব স্বকর্ণে শুনিলে।"

দৈত্যেশ-আদেশে আসে রক্ষক-প্রধান,
দাঁড়াইলা সভাতলে পর্ব্বত-প্রমাণ।
কহিলা দানবপতি "কহ, হে ঋক্ষভ,
কি দেখিলা গতনিশি কিবা অনুভব?"

কহিলা ঋক্ষভ দৈত্য "শুন দৈত্যনাথ,
ত্রিযাম রজনী যবে হেরি অকস্মাৎ,
দিকে দিকে চারিধারে ঈষৎ প্রকাশ ;
জ্যোতির্ম্ময় দেহ যেন উজলে আকাশ!
নক্ষত্র উল্কার জ্যোতিঃ নহে সে প্রকার ;
জানি ভাল দেব-অঙ্গ-জ্যোতিঃ যে প্রকার।
ভ্রম না হইল কভু ক্ষণকাল তায়,
চিনিলাম দেব-অঙ্গ-জ্যোতি সে শোভায়।
ফুটিতে লাগিল ক্রমে ক্রমে দশদিশে,
যতক্ষণ অন্ধকার অংশুতে না মিশে।
দেখিলাম কত হেন সংখ্যা নাহি তার,
উঠিছে আকাশ-প্রান্তে ঘেরি চারি ধার ;
বহু দূরে এখন (ও) সে জ্যোতির উদয়—
দেবতা তাহারা কিন্তু কহিনু নিশ্চয়।"

বৃত্রাসুর জিজ্ঞাসিল ঘুচাতে সন্দেহ,
"ইন্দ্রের কোদণ্ডনাদ শুনিলে কি কেহ?
ইন্দ্র যদি সঙ্গে থাকে অবশ্য সে ধ্বনি
শুনিতে পাইত স্বর্গে সকলে তখনি॥"
কহিলা ঋক্ষভ, "অন্য দানব যতেক,
ইন্দ্রের কোদণ্ডধ্বনি না শুনিলা এক।"

তখন দানব-ইন্দ্র বৃত্রাসুর কয়—
"দেবতা আসিছে সত্য, কিবা তাহে ভয়?
একবার অস্ত্রাঘাতে পাঠাই পাতাল,
এইবার একেবারে ঘুচাব জঞ্জাল।
ইন্দ্র সঙ্গে নাই, যুদ্ধে পশিছে দেবতা ;
বাতুল হয়েছে তারা কি ঘোর মূর্খতা!
সঙ্কল্প করিনু অদ্য শুন দৈত্যকুল,
সঙ্কল্প করিনু হের স্পর্শিয়া ত্রিশূল—
সূর্য্যেরে রাখিব ক'রে রথের সারথি ;
চন্দ্র সন্ধ্যামুখে নিত্য যোগাবে আরতি ;
পবন ফিরিবে সদা সম্মার্জ্জনী ধরি,
অমরার পথে পথে রজঃ স্নিগ্ধ করি।
বরুণ রক্ষক-বেশে অসুরে সেবিবে,
দেবসেনাপতি স্কন্দ পতাকা ধরিবে,
নির্ভয়ে সকলে নিজ নিজ স্থানে যাও ;
সুমিত্র, নৈমিষারণ্যে ভীষণে পাঠাও।"
কহিয়া এতেক বৃত্রাসুর দৈত্যপতি,
সভা ভাঙ্গি সুমেরুর দিকে কৈলা গতি।

এখানে ত্রিদিব যুড়ে ছুটিল সংবাদ ;
স্বর্গপুরী পূর্ণ করি হয় সিংহনাদ।
বাজিল দুন্দুভিধ্বনি শিখরে শিখরে,
কোদণ্ডটঙ্কারে ঘন গগন শিহরে।
প্রাচীরে প্রাচীরে উড়ে দৈত্যের পতাকা,
শিবের ত্রিশূল-চিহ্ন শিবনাম আঁকা।
মহা কোলাহলে পূর্ণ হৈল সর্ব্বস্থল ;
সাজিল দানবসাজে দানব সকল।
বৃত্রাসুরপুত্র যার রুদ্রপীড় নাম,
সুধন্য দানব-কুলে, বিচিত্র ললাম।
ভূষিত ললাটদেশ, বিশাল উরস,
বাল্যকাল হ'তে যার অসীম সাহস ;
সজ্জিত মাণিকগুচ্ছ কিরীট শীরষে,
দেবতা আসিছে যুদ্ধে শুনিয়া হরষে,
সুমিত্রের করে ধরি, কত সে উল্লাস,
উৎসাহ-হিল্লোলে ভাসি করিল প্রকাশ।

মহাযোদ্ধা বৃত্রপুত্র, পূর্ব্বের সমরে,
লভিলা বিপুল যশ যুঝিয়া অমরে।
আবার আসিছে যুদ্ধে দেবতা সকল,
শুনিয়া উৎসাহে মত্ত হৈলা মহাবল।
চলিলা মন্ত্রীর সহ আপন আলয়ে,
আন্দোলিয়া নানাকথা যুদ্ধের বিষয়ে।
স্বর্গদ্বারে দ্বারে চলে দৈত্য মহারথী;
হর্য্যক্ষ বিপুলবক্ষ পূর্ব্বে কৈলা গতি।

ঐরাবত বল যার ঐরাবত-প্রায়,
পশ্চিমে চলিলা বেগে নদী যেন ধায়।
শঙ্খধ্বজ দৈত্য—যার শঙ্খের নিনাদে
অমর কম্পিত হয়—উত্তর আচ্ছাদে।
দক্ষিণেতে সিংহজটা—সিংহের প্রতাপ—
চলিলা দুর্দ্ধর্ষ দৈত্য ভয়ঙ্কর দাপ।
স্বর্গের প্রাচীরে ভ্রমে দৈত্য কোটি জন—
ভীষণ নৈমিষারণ্যে করিলা গমন॥

চতুর্থ সর্গ।

সায়াহ্নে সখীর সনে, বসিয়া নৈমিষ-বনে,
শচী কহে সখীরে চাহিয়া।
"বল আর কত দিন, এ বেশে হেন শ্রীহীন,
থাকিব লো মরতে পড়িয়া॥
না হেরে অমরাবতী, চপলা দুঃখেতে অতি,
আছি এই মানব ভুবনে।
না ঘুচে মনের ব্যথা, জাগে নিত্য সেই কথা,
পুনঃ করে পশিব গগনে॥
স্বপনে যদ্যপি ছাই, সে কথা ভুলিতে চাই,
দেবের স্বপন নাহি আসে।
জাগ্রতে সে দেখি যাহা, চিত্ত দগ্ধ করে তাহা,
প্রাণে যেন মরীচিকা ভাসে॥
নয়নের কাছে কাছে, সতত বেড়ায় আঁচে,
স্বরগের মনোহর কায়া।
সকলি তেমতি ভাব, দৃষ্টিপথে আবির্ভাব,
কিন্তু জানি সকলি সে ছায়া॥
ভ্রান্তি যদি হ'ত কভু, কিছুক্ষণ সুখে তবু,
থাকিতাম যাতনা ভুলিয়া।
পোড়া মনে ভ্রান্তি নাই, দেবের কপালে ছাই,
বিধি সৃজে অস্বপ্ন করিয়া॥
অমৃত করিলে পান, তবে বা জুড়াত প্রাণ,
সে উপায় নাহিক এখন।
কিরূপে চপলা বল, নিবাসি এ ভূমণ্ডল,
চিরদুঃখে করিব যাপন॥
মানবের এ আগারে, থাকি যেন কারাগারে,
পড়িয়া নিশ্বাস নাহি পড়ে।

অতি গাঢ়তর বায়ু, আই ঢাই করে আয়ু,
বুক যেন নিবদ্ধ নিগড়ে॥
নয়ন ফিরাতে ঠাঁই, কোথাও নাহিক পাই,
শৃঙ্গ যেন নেত্রপথে ঠেকে।
সুখে নাহি দৃষ্টি হয়, চারিদিকে বহ্নিময়,
আগুনে রেখেছে যেন ঢেকে॥
হায়! এ মাটীর ক্ষিতি, পায়ে বাজে নিতি নিতি
শিলা যেন কঠোর কর্কশ।
শুনিতে না পাই ভাল, শব্দ যেন সর্ব্বকাল,
কর্ণমূলে ঝটিকা পরশ॥
এ ক্ষুদ্র ক্ষিতিতে থাকি, কেমনে শরীর রাখি,
সখি রে সকলি হেথা স্থূল।
নিত্য এ খর্ব্বতাজ্ঞান, আকুল করে পরাণ,
কেমনে সে বাঁচে নরকুল॥
অমর—মরণ নাই, কত কাল ভাবি তাই,
এত কষ্টে এখানে থাকিব।
যখনি ভাবি লো সই, তখনি তাপিত হই,
চিরদিন কেমনে সহিব॥
অনন্ত যৌবন লয়ে, ইন্দ্রের বনিতা হয়ে,
ভোগ করি স্বর্গবাস-সুখ।
কিরূপে থাকিব হেথা, হইয়া অনন্তচেতা,
নরলোকে সহিয়া এ দুখ॥
নরজন্ম ভাল সখি, মৃত্যু হয় বিষ ভখি,
মরিলে দুঃখের অবসান।
অনুদিন অনুক্ষণ, নিদ্রাহীন অস্বপন,
জ্বলে না লো তাদের পরাণ॥

বরং সে ছিল ভাল, নাহি যদি কোন কাল,
দেখিতাম স্বরগ নয়নে।
আগে সুখ পরে পীড়া, আগে যশ পরে ব্রীড়া,
জীবিতের অসহ্য সহনে ॥
জানি, সখি, গুল্ম ছাড়ি, তৃণদলে না উপাড়ি,
মহা ঝড় তরুতেই বহে।
জানি সর্ব্বসহা ভিন্ন, উত্তাপে না হয় খিন্ন,
অগ্নিদাহ অঙ্গে নাহি সহে।
তথাপি অন্তর দহে, এ ঘৃণা না প্রাণে সহে,
পূর্ব্বকথা সদা পড়ে মনে।
যে গৌরব ছিল আগে, বাসবের অনুরাগে,
কার হেন ছিল ত্রিভুবনে?
কেমনে ভুলিব বল, মেঘে যবে আখণ্ডল,
বসিত কার্ম্মুক ধরি করে.
তুই সে মেঘের অঙ্গে, খেলাতিস্ কত রঙ্গে,
ঘটা করি লহরে লহরে।
কি শোভা হইত তবে, বসিতাম কি গৌরবে,
পার্শ্বে তাঁর নীরদ-আসনে;
হইত কি ঘন ঘন, মৃদু-মন্দ গরজন,
মেঘ যবে দুলিত পবনে।
ইন্দ্রের সে মুখকান্তি, ঘুচায়ে নয়নভ্রান্তি,
কত দিন, সখি রে, না হেরি;
কত দিন বৈসে নাই, ঘুচায়ে চক্ষু বালাই,
সুরবৃন্দ বাসবেরে ঘেরি।
সুমেরু-শিখরে যবে, সুখে খেলিতাম সবে,
অমরসঙ্গিনী-গণ সহ।
উপরে অনন্ত শূন্য, অনন্ত নক্ষত্র-পূর্ণ,
সদা স্নিগ্ধ সদা গন্ধবহ।
ভ্রমিত নির্ম্মল কায়, ফুটিয়া ফুটিয়া তায়,
কত পুষ্প সুমেরু শোভিত।
নির্ম্মল কিরণশোভা, সখি রে, কি মনোলোভা,
মেরু-অঙ্গে নিত্য বরষিত।
সখি, সেই মন্দাকিনী, চিরানন্দ-প্রদায়িনী,
দেবের পরশ সুখকর।
চলেছে নয়ন-তলে, উছলি মধুর জলে,
ভাবিতে রে হৃদয় কাতর।
কার ভোগ্যা এবে তাহা, কার ভোগ্য এবে আহা,
আমার সে নন্দন-বিপিন!
কে ভ্রমিছে এবে তায়, কেবা সে আঘ্রাণ পায়,
পারিজাতে কে করে মলিন!

জগতের নিরুপম, সখি, পারিজাত মম,
দৈত্যজায়া পরিছে গলায়।
যে পুষ্প শচীর হৃদি, স্নিগ্ধ করিবারে বিধি,
নিরমিলা অতুল শোভায় ॥
সখি রে, দানবজায়া, ধরি কলুষিত কায়া,
বসিছে সে আসন-উপরে।
যেখানে অমরীগণ, ক্রীড়াসুখে নিমগন,
বিরাজিত প্রফুল্ল অন্তরে ॥
হায় লজ্জা! চপলা রে, আমার শয়নাগারে,
অমর পরশে নাহি যাহা।
ইন্দ্র বিনা যে শয়ন, না ছুঁইলা কোন জন,
বৃত্রাসুর পরশিল তাহা ॥
ধিক্ লজ্জা ধিক্ ধিক্, কি আর কব অধিক,
এ পীড়ন সহি লো এ প্রাণে।
এত দিনে দৈত্যবালা, এ মুখ করিয়া কালা,
শচীরে বিন্ধিল বিষবাণে ॥
সাজে লো আমার সাজে, আমার সপ্তকী বাজে,
ঐন্দ্রিলা [illegible]
আমার মুকুট-রত্ন, অমরে করিত যত্ন,
কুবের আনিয়া দেয় তায় ॥
শচী বলি কেবা আর, গৌরব করিবে তার,
কে আর আসিবে শচী-স্থান।
আর না আসিবে লক্ষ্মী, বাহুতে বাঁধিতে রক্ষী,
লইতে ইন্দিরা পুষ্প-ঘ্রাণ ॥
ইন্দিরার প্রিয়পদ্ম, সুধাজাত সুধাসদ্ম,
কত সুখে লইত কমলা।
এবে সে ছোঁবে না আর, হাতে তুলে দিলে তার,
শচীর পরশ এবে মলা ॥
উমা নাহি ফিরে চাবে, ব্রহ্মাণী সরিয়া যাবে,
কাছে যদি কখন দাঁড়াই।
সুররামা অন্য যত, লজ্জা দিবে অবিরত,
চূর্ণ করি শচীর বড়াই ॥
কোথায় পলাব বল, কোথা আছে হেন স্থল,
এ মুখ না দেখাব কাহারে।
বরঞ্চ মানব-দেহে, পশিয়া মানবগেহে,
জন্মিব, মরিব, বারে বারে ॥
ভুলে রব যত কাল, জীয়ে রব তত কাল,
ভাবিলে সে আমার মরণ।
তবে বা ঘুচিবে তাপ, ভাবনার অপলাপ,
তবে যাবে চিত্তের পীড়ন ॥"

হেনকালে পুষ্পধনু, নিত্য মনোহর তনু,
চিরহাসি অধরে প্রকাশ।
আসি শচী-সন্নিধান, বাড়ায়ে শচীর মান,
ইন্দ্রাণীরে করিল সম্ভাষ॥
চপলা হেরি সত্বর, কহিলা "হে পঞ্চশর,
হেথা গতি কোথা হ'তে বল।
আছ ত আছ ত ভাল, গোরা ছিলে হ'লে কাল,
তোমার ও রতির কুশল?
শুনি না কি মাল্যকার, হয়ে এবে আছ মার,
ঐন্দ্রিলার উদ্যান সাজাও।
নিজকরে গাঁথ মালা, সাজাতে দানব-বালা,
মালা গাঁথি অসুরে পরাও॥
এত গুণপনা তব, জানিলে হে মনোভব,
নিত্য গাঁথাতাম পুষ্পহার।
থাকিতে সে অন্যমনে, ত্যজি পুষ্প-শরাসনে,
ত্রিভুবনে পাইত নিস্তার॥
বড় আগে হেলি হেলি, পুষ্পধনু পৃষ্ঠে ফেলি,
বেড়াইতে সুমোহন বেশ।
ত্যক্ত করি বারে বারে, সর্ব্বলোক সবাকারে,
শুন কাম, এই তার শেষ॥
ছি ছি মরি নাহি লাজ, ধরি মালাকার-সাজ,
এখন (ও) সে আছ স্বর্গপুরে!
রতির কি লজ্জা নাই, মুখেতে মাখিয়ে ছাই,
ঐন্দ্রিলারে সাজায় নূপুরে!"
শচী কহে "চপলা রে, গঞ্জনা দিও না মারে,
সুখে আছে সুখে থাক কাম।
এ পীড়া হৃদয়ে ধরি, স্বর্গপুরী পরিহরি,
পুরাইত কিবা মনস্কাম?
ভাবনা যাতনা নাই, সদা সুখী সর্ব্বঠাঁই,
চিরজীবী হউক সে জনা।
রতির কপাল ভাল, সুখে আছে চিরকাল,
সহে না সে এ পোড়া যাতনা॥
প্রদ্যুম্ন, কৌশল কিবা, আমারে শিখায়ে দিবা,
সদা সুখ চিত্তে কিসে হয়।
কিরূপে ভুলিব সব, তুমি যথা মনোভব,
নিত্যসুখী নিত্য হাস্যময়॥"
কন্দর্প অপাঙ্গ-ঠারে শাসাইয়া চপলারে,
সসম্ভ্রমে শচীপ্রতি কয়।
সুখ-দুঃখ ইন্দ্রপ্রিয়া, সকলি বাসনা নিয়া,
যুকতির আয়ত্ত সে নয়॥

ছাড়িয়া নন্দন-বনে, কোথাও বা ত্রিভুবনে,
জুড়াইবে কন্দর্পের প্রাণ।
কামের বাঞ্ছিত যাহা, নন্দন-ভিতরে তাহা,
না পাইব গিয়া অন্য স্থান॥
সেবিয়া অসুর নর, কি দানবী কি অমর,
তাই স্বর্গ না পারি ছাড়িতে।
যার যেথা ভালবাসা, তার সেথা চির-আশা,
সুখ দুঃখ মনের খনিতে॥
সে কথা বৃথা এখন, আসিয়াছি যে কারণ,
শুন আগে বাসবরমণি!
আসন্ন বিপদ্ জানি, আপন কর্ত্তব্য মানি,
জানাইতে এসেছি অবনী॥
নির্দ্দয় অদৃষ্ট অতি, এখন (ও) তোমার প্রতি,
শুনে চিত্তে ঘুচিল হরিষ।
কর্ত্তব্য যা হয় কর, না থাক অবনীপর,
নিকটে আসিছে আশীবিষ॥"
"শচীর অদৃষ্ট মন্দ, আছে কি শচীর ধন্দ,
সে কথা শুনাতে আইলে মার!
স্বর্গ ত্যজি ধরাবাস, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব নাশ,
ইহা হ'তে অভাগ্য কি আর?"
শুনিয়া কন্দর্প কয়, "এই যদি কষ্ট হয়,
না জানি সে কি বলিবে তায়।
ঐন্দ্রিলা সেবিতে যবে, রতি-সহচরী হবে,
অর্ঘ্য দিবে বৃত্রাসুর-পায়?
ক্ষমা কর, সুরেশ্বরি, এ কথা বদনে ধরি,
চেতাইতে বলিতে সে হয়।
স্বকর্ণে শুনেছি যত, ঐন্দ্রিলার মনোরথ,
তাই মনে পাই এত ভয়॥
বসিয়া নন্দনবনে, ঐন্দ্রিলা দৈত্যের সনে,
আমার সে সাক্ষাতে কহিলা,
'শচীরে স্বরগে আন, থাকুক্ আমার মান,
শচী সেবা মোরে না করিলা—
বৃথা এ ইন্দ্রত্ব তব, বৃথা এ ঐশ্বর্য্য সব,
বৃথা নাম ঐন্দ্রিলা আমার।
শুনি শচী গরবিণী, চিরসুখী বিলাসিনী,
সে গৌরব ঘুচাব তাহার॥
থাকিবে স্বরগে আসি, হইয়া আমার দাসী,
হাব-ভাব শিখাবে আমায়।
শিখাবে চলনভঙ্গী, কর-পদ দিবে রঙ্গি,
তবে মম চিত্ত-ক্ষোভ যায়?'

লজ্জা পায় বৃত্রাসুর, আসিতে অবনীপুর,
আজ্ঞা দিলা ভীষণ দৈত্যেরে।
মহাবল দৈত্য সেই, তোমার রক্ষক নেই,
ইন্দ্রিপ্রিয়া, পড়িলা সে ফেরে।"
কন্দর্প-বাক্যেতে শচী, কুন্তলে ফণিনী রচি,
একদৃষ্টি দৃষ্টি করে তায়।
শুদ্ধভাব নিরুত্তর, গণ্ড রাখে হস্তোপর,
ছায়া যেন পড়ে সর্ব্বগায়॥
নিস্পন্দ শরীর মন, সচেতনে অচেতন,
নিশ্বাস না সরে নাসিকায়।
অজানিত অচিন্তিত, চিন্তা যেন উপস্থিত,
হৃদয়েতে ঘুরিয়া বেড়ায়॥
কুন্তল-রচিত ফণী, নিরখি মেঘবাহনী,
কহে শচী চপলা চাহিয়া—
"এ নরক মম ভাগে, সখি, নাহি জানি আগে,
দেখি নাহি কখন ভাবিয়া॥
দুর্গতির শেষ যাহা, শরীর হয়েছে তাহা,
ভাবিতাম সদা মনে মনে।
আরো যে শত ধিক্কার, কপালে আছে আমার,
সে কথা না উদিলা চেতনে॥
কেমনে চপলা বল, পরশিবে করতল,
দানবীর চরণনূপুর?
কেমনে গো স্তনহার, স্তন শোভিবারে তার,
ভুজে দিব কেমনে কেয়ূর?
কেমনে সুকাঞ্চী ধরি, দিব কটিতট-পরি,
কেমনে বা কবরী বান্ধিব?
বিনাব কুন্তলে বেণী, কিরূপে মুকুতা-শ্রেণী,
ভালে তার সাজাইয়া দিব?
সখি রে, সে জানি নাই, কিরূপে সে ভাবি তাই,
সাজাইব দানব-মহিলা?
কার কাছে যাব এবে, কেবা সে শিখায়ে দিবে,
দাসীপনা তুষিতে ঐন্দ্রিলা?
যার অঙ্গে যত্ন ক'রে, দক্ষ-কন্যা সমাদরে,
পরাইত বসন-ভূষণ।
সে আজি লো দাসী হয়ে, বস্ত্র আভরণ লয়ে,
ঐন্দ্রিলার করিবে সেবন॥
হায় লজ্জা! হায় ধিক্, শ্রবণেরে শত ধিক্!
এ কথা কুহরে স্থান দিল। হা!
দাসীপনা বাকী কিবা, সিংহী ছিনু হিনু শিবা,
যখন এ শুনিতে হইল!

কেন হে কন্দর্প তুমি, আইলে মরতভূমি,
কেন কহ শুনালে আমায়?
হৃদি'পরে গুরু শিলা, কেন বল চাপাইলা?
অনঙ্গ হে কি দূষি তোমায়?
ঘটিত কপালে যদি, ঘটিত হে সে অবধি,
দাসত্বে যাইত যবে শচী।
আগে ক'য়ে কেন মার, অন্তরে দাসত্ব-ভার,'
শচীরে হে কহিলে অশচী?
চপলা, সত্যই কি না, সেবিতে হবে ঐন্দ্রিলা,
শচীর কি কেহই রে নাই!
অপাঙ্গ পড়িলে যার, ভয় হ'ত দেবতার,
দেব যক্ষ তুষিত সবাই॥
তাহার এ দুর্ব্বিপাকে, কেহ নাই তারে রাখে,
দানবেরে করিয়া দমন?
ইন্দ্র যেন তপে নিষ্ঠ, কোথা দেব অবশিষ্ট,
সূর্য্য চন্দ্র বরুণ পবন?
কোথা স্কন্দ হুতাশন, কোথা গণদেবগণ,
বৃথা নাম লই সে সবার।
ইন্দ্রত্ব গিয়াছে যবে, আর কি শুনিবে সবে,
শচীরে ভাবিবে কেবা আর?
তবুও ত নিরাশ্রয়, ইন্দ্রাণী এখন (ও) নয়,
ইন্দ্রাণী ত পুত্রের জননী।
সখি রে বাসব সম, আছে ত জয়ন্ত মম,
ইন্দ্রাণী ত বীরপ্রসবিনী॥
কোথা পুত্র হে জয়ন্ত, জননীর দুঃখ অন্ত,
কর শীঘ্র আসিয়া হেথায়।
তোমার প্রসূতি হায়! দৈত্যের দাসত্বে যায়,
রক্ষ আসি পুত্র তব মায়।"
এত কহি ইন্দ্রপ্রিয়া, ধ্যানে দৃঢ় মন দিয়া,
জয়ন্তেরে করিলা স্মরণ—
জননী ভাবেন যদি, সে ভাবনা গিরি, নদী,
ভেদি' সুতে করে আকর্ষণ॥
জয়ন্ত পাতালদেশে, শুনিলা ক্ষণ-নিমিষে,
মায়ের সে মানসের ধ্বনি।
ব্যথিত কাতর মনে, কটি বান্ধি সারসনে,
অবনীতে চলিলা তখনি॥
কন্দর্প শচীর স্থান, বিদায় পাইয়া যান,
পুনঃ সেই নন্দন-কানন।
শচীর সান্ত্বনা-আশে, চপলা দাঁড়ায়ে পাশে,
কহে স্নিগ্ধ বিনীত বচন॥

পঞ্চম সর্গ।

চপলা শচীরে কহে, "শুন, ইন্দ্রপ্রিয়া,
অদ্যাপি জয়ন্ত না আইসে কি লাগিয়া ?
বুঝি বা বিভ্রাটে কোন পড়িলা আপনি,
তাই সে বিলম্ব এত আসিতে অবনী।
কন্দর্পের কথায় অন্তরে ভাবি ভয়,
মর্ত্ত্য ছাড়ি চল, দেবি, বৈকুণ্ঠ-আলয় ;
কিংবা সে কৈলাসে চল উমার নিকটে ;—
বিশ্বাস কর্ত্তব্য কভু না হয় কপটে।
কমলা অথবা গৌরী অথবা ব্রহ্মাণী,
নিশ্চয় আশ্রয়দান দিবে, ইন্দ্ররাণি !"
ইন্দ্রাণী চপলা-বাক্যে কহে, "কিবা কহ,
অন্যের আশ্রয়ে বাস শচীর দুঃসহ।
পরবাসে পরবশ, সদা চিত্তে মলা,
আশ্রয়-দাতার মতি গতি বুঝে চলা ;
চিত্তও সতত, ভয়ে কুণ্ঠিত সদাই ;
পরের আশ্রয়ে বাস প্রাণের বালাই !
স্ববশে স্বাধীন চিত্ত, স্বাধীন উল্লাস ;
স্বাধীন বিরাম, চিন্তা, স্বাধীন প্রয়াস,
সসর্প গৃহেতে বাস পরবশ আর,
দুই তুল্য জীবিতের, দুই তিরস্কার !
ব্রহ্মলোক বৈকুণ্ঠ কৈলাসে নাহি ভেদ,
যেইখানে পরবশ, সেইখানে ছেদ !
শুন, প্রিয়তমা সখি, সে আশা বিফলা,
মর্ত্ত্য ছাড়ি পরাশ্রয়ে যাব না চপলা॥"
চপলা শুনিয়া দুঃখে কহিলা তখনি,
"ছদ্মবেশে থাক তবে, বাসবঘরণি !"
কহে ইন্দ্রপ্রিয়া, "সখি, শুন লো চপলা,
শচী কভু নাহি জানে কুহকীর ছলা।
ঘৃণিত আমার, সখি, গোপন নিবাস ;
ছদ্মবেশে কদাচ না করিব প্রকাশ।
চিরদিন যেইরূপ জানে সর্ব্বজন,
সহচরি, সেইরূপ শচীর এখন।
আসিছে দংশিতে ফণী, করুক দংশন—
নিজরূপ, সখি, নাহি ত্যজিব কখন।"
বলিতে বলিতে অঙ্গে হইল প্রকাশ,
অপূর্ব্ব গরিমা ছটা কিরণ-আভাস।

নয়ন, ললাট, গণ্ড হৈল জ্যোতির্ম্ময়—
সৃষ্টির সৃজনে যেন নব-সূর্য্যোদয় !
ঘোর ক্ষিপ্ত প্রচণ্ড উন্মত্ত যেই জন,
হেরে স্তব্ধ হয় সেই, সে নেত্র বদন॥
নিরখি চপলা-চিত্তে অসীম আহ্লাদ ;
চিন্তিতে লাগিল মনে নানাবিধ সাধ।
ভাবিতে লাগিল শেষে বিপুল হরিষে—
"নন্দন সদৃশ বন সৃজিব নৈমিষে।
মহেন্দ্রাণী-যোগ্য যবে হইবে এ বন ;
এ মূর্ত্তি তবে সে শোভা করিবে ধারণ ;
কপটী দানব মুগ্ধ হইবে মায়ায় ;
না পারিবে পরশিতে শচীর কায়ায়।
প্রকাশিব ক্ষিতির ঐশ্বর্য্য যত আজি ;
শচী রবে আজি এই মরতে বিরাজি।"
চপলা এতেক ভাবি বিচিত্র কানন,
শচীর অজ্ঞাতসারে কৈলা প্রকটন।—
মানস-মোহকর নবদ্রুম-রাজি,
প্রকাশিল সুন্দর কিসলয়ে সাজি।
ধাবিল সমীরণ মলয়-সুগন্ধি।
চুম্বনে ঘন ঘন কুসুম আনন্দি॥
কাঁপিল থর থর তরুশিরে সাধে,
শিহরিত পল্লব মরমর নাদে।
হাসিল ফুলকুল মঞ্জুল মঞ্জুল,
মোদিত মৃদুবাসে উপবন-ফুল।
কোকিল হরষিল কুহুরবে কুঞ্জ,
শোভিল সরোবরে সরোজিনীপুঞ্জ ;
নাচিল চিতসুখে ময়ূর কুরঙ্গ ;
গুঞ্জরে ঘন ঘন মধুপানে ভৃঙ্গ।
সুন্দর শতদল প্রিয়তর আভা—
সুরয অরধ, অরধ শশিশোভা,—
শোভিল সুতরুণ স্থল জল অঙ্গে ;
বিরচিলা হ্লাদিনী মায়াবন রঙ্গে।
[illegible]রগেলে ইন্দ্রসুত আসিয়া সেথায়,
[illegible]াবলা প্রণমিয়া জননীর পায়।
জননী পুত্রের মুখ বহু দিন পরে,
দেখে যদি হৃদয়ের সর্ব্বচিন্তা হরে

অন্য আশা, অভিলাষ, ক্ষোভ যত আর,
অন্তরে বিলীন হয় বাষ্পের আকার ;—
প্রভাতে যেমন সূর্য্য তরুণকিরণ,
ধরণী পরশি করে কুজ্‌ঝটি হরণ।
পুত্র পেয়ে শচী যেন পাইলা আবার
স্বর্গের বৈভব যত, ঐশ্বর্য্য তাহার।
বারংবার শিরোঘ্রাণ, চিবুক আঘ্রাণ
লইলা, ধরিলা কোলে পুলকিত প্রাণ।
পূর্ণিমায় পূর্ণচন্দ্র হইলে প্রকাশ,
সুধাকরে ধরে যেন প্রফুল্ল আকাশ ;
মরুদেহে সরিতের প্রবাহ বহিলে,
ধরে যেন মরু সেই প্রবাহ-সলিলে ;
তরু যথা নবোদ্গত কিসলয়-রাজি,
বসন্ত-প্রারম্ভে ধরে নাল পীতে সাজি ;
নিদ্রা যথ ভুজদ্বয় প্রসারণ করি,
ক্লান্ত পরাণীরে রাখে বক্ষঃস্থলে ধরি ;
শুকতারা ধরে যথা নিশান্তে যামিনী ;
সেইরূপ ধরে পুত্রে ইন্দ্রের কামিনী।
অঞ্চলে মুখের ধূলি ঝাড়ি মুখে চায় ;
মৃদু পরশনে কর সর্ব্বাঙ্গে বুলায়।
কাতর অন্তরে কহে চপলা চাহিয়া—
"দেখ সখি, সে শরীর গিয়াছে ভাঙ্গিয়া ;
পল্বলের শুষ্ক পদ্ম পঙ্কেতে যেমন,
সখি রে, বৎসের আস্য তেমনি এখন !
খোলো বৎস, খোলো তব কবচ অঙ্গের ;
এ ভূষণ নহে যোগ্য এ শুষ্ক দেহের।
সহিতে নারিবে ভার বাজিবে শরীরে,
স্নিগ্ধ হও কিছুকাল মহীর সমীরে,
স্বর্গের অনিল তুল্য নহে এ সমীর,
তথাপি জুড়াবে, বৎস, হইবে সুস্থির।
পাতাল-বাসের ক্লেশ হবে অবসান,
সেবিলে এ সমীরণ—পোল অঙ্গত্রাণ।"
বলিতে বলিতে বর্ম্ম খুলিয়া আপনি।
উরসে অস্ত্রের চিহ্ন দেখিলা তখনি ;
আশ্চর্য্য ভাবিয়া শচী জিজ্ঞাসে "তনয়,
এ কি দেখি বক্ষ: কেন ক্ষত-চিহ্নময় ?
কখন ত দেখি নাই উরসে তোমার
হেন চিহ্ন—এ কি সব অস্ত্রের প্রহার ?"
জয়ন্ত কহিল, "মাতা, আমার উরসে,
ছিল না কলঙ্ক কভু অস্ত্রের পরশে
কেবল সে শিবদত্ত অসুর-ত্রিশূল,
এবার ধরেছি বক্ষে—না হও ব্যাকুল—
অন্য অস্ত্রে দেব-অঙ্গ ভেদ নাহি হয়,
শিবের ত্রিশূল-চিহ্ন অচিহ্ন এ নয়।"
শুনিয়া পুত্রের বাণী, কহিলা ইন্দ্রাণী,
"বৎস রে, কতই কষ্ট ভুগিলা না জানি ;
জান নাই কভু আগে অস্ত্রের যাতনা—
না জানি সহিলা কত বিষম বেদনা !
হায় শিব ! হে শঙ্কর ! হে দেব শূলিন্ !
বাম কি শচীর প্রতি তুমি চিরদিন ?
হায় উমা ! শচীরে কি কিছু স্নেহ নাই ?
কি দোষ করেছি কবে, কহ, তব ঠাঁই ?
তোমার নন্দনে, গৌরি, কতই যতনে,
রেখেছি অমরালয়ে, বিদিত ভুবনে ;
পার্ব্বতীনন্দন স্কন্দ, দেব-সেনাপতি—
শচীর নন্দনে উমা কৈলা এ দুর্গতি !
শিবের ত্রিশূল বৃত্র করিলা প্রহার !
সেই বৃত্র, মাহেশ্বরি, আশ্রিত তোমার !"
কহি দুঃখে কহে শচী "আমায় উদ্ধারি
কাজ নাই, বৎস, আর হয়ে অস্ত্রধারী।
জানিলে অগ্রে কি আমি মানসে স্মরণ
করিতাম তোরে হেথা করিতে গমন !
শতবার ঐন্দ্রিলার চরণ সেবিব,
অকাতরে স্বর্গের আসন তারে দিব ;
তোমার কোমল অঙ্গে ত্রিশূল-প্রহার,
জয়ন্ত, নারিব চক্ষে দেখিতে আবার।"
শুনিয়া মাতার বাক্য ইন্দ্রসুত কয়—
"জননি, ছাড়িব তোমা যাতনার ভয় ?
চিন্তা দূর কর স্থির হও গো জননি ;
আশীর্ব্বাদ কর পুত্রে, বাসববরাণ,
পারিব ধরিতে বক্ষে আরো লক্ষবার,
তব আশীর্ব্বাদে শিব-ত্রিশূল-প্রহার।
কহ, মাতঃ, কি কারণে স্মরিলা আমায় ;
কি বিপদ্ উপস্থিত, বিপক্ষ কোথায় ?"
চপলা শুনিয়া, শচীনন্দন বচন,
বিস্তারি কহিলা তারে সর্ব্ব-বিবরণ।
কন্দর্প নৈমিষে আসি ভীষণ-বারতা
প্রকাশিলা যেইরূপ প্রকাশিলা তথা।
শুনিয়া জয়ন্ত যেন দীপ্ত হুতাশন,
জ্বলিতে লাগিলা ক্রোধে, বিস্তৃত নয়ন।

দেখি শচী কহে "বৎস, হও রে শীতল,
ভ্রম কিছুক্ষণ এই নৈমিষ-মণ্ডল ;
হের, বৎস, সুধাকর উঠিছে গগনে,
স্নিগ্ধ হও কিছুক্ষণ শশীর কিরণে!
মহীতে মাধুরীময় সুধার সঙ্কাশ,
একমাত্র আছে এই চন্দ্রমা-প্রকাশ,
উহারি কিরণে তব তনু সুকুমার
জুড়াবে কিঞ্চিৎ, কর অরণ্যে বিহার।"
শুনিয়া জননীবাক্য, জয়ন্ত তখন
অঙ্গেতে কবচ পুনঃ করিলা বন্ধন ;
চিন্তিয়া চলিলা ধীরে কানন-ভিতরে,
শীতল সমীর সেবি হেরি শশধরে।
চপলা কানন রচি আনন্দে বিহ্বলা,
বেড়ায় চৌদিকে সুখে হইয়া চপলা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে হেরে পুরুষ দু-জন
কানন-নিকটে ভাবে সংশয়ে যেমন।
জিজ্ঞাসিছে একজন চাহি অন্য প্রতি,
"কোথায় আনিলা দূত আইলা কোন্ পথি?
নৈমিষ-অরণ্য কোথা দেখি যে উদ্যান,
স্বর্গের নন্দন তুল্য পূর্ণ পুষ্পঘ্রাণ ;
চারু মনোহর লতা পল্লব মধুর,
পক্ষিকলকাকলিত নিকুঞ্জ মঞ্জুর ;
মোহকর মনোহর সুস্নিগ্ধ বাতাস ;
কিরণ জিনিয়া চন্দ্র পূরণ প্রকাশ ;
কোথায় নৈমিষবন? অমরাবতীতে
এখন (ও) ভ্রমিছ ভ্রমে,না আসি মহীতে।"
দূত কহে "জানিতাম এখানে নৈমিষ,
না জানি কি হৈল তবে হারায়েছি দিশ।
হইল সে বহুদিন মর্ত্ত্যে নাহি আসি—
হবে বা নৈমিষ এই এবে কুঞ্জরাশি।"
হেনকালে চপলারে দেখিতে পাইয়া,
জিজ্ঞাসা করিলা তায় নিকটে আসিয়া।
চপলা কহিলা, "কেন কিসের কারণ
নৈমিষ-অরণ্য দোঁহে কর অন্বেষণ?
এই সে নৈমিষ, আমি নিবাসি এখানে ;
প্রকাশিয়া বল শুনি কি বাসনা প্রাণে?
দিব ইচ্ছা যাহা তব, এ বন আমার—
দেখ অরণ্যেরে কৈনু নন্দন-আকার।
বল আগে, কার দূত পুরুষ কি নারী?
পার কি চিনিতে বুঝি আমি যেন পারি।

হাতে দেখি পারিজাত, না হবে মানব—
হায় রে সে স্বর্গ যথা অমর-বৈভব।"
ভাবিলা ভীষণ তবে এই হবে শচী,
মায়ার নন্দনবন মর্ত্ত্যে আছে রচি।
প্রফুল্ল-পরাণে কহে "ধর এই ফুল—
পাছে নাহি মান, চিহ্ন আনিয়াছি স্থূল ;
দেবদূত আমি, দেবি, ইন্দ্রের প্রেরিত,
তুমি সুরেশ্বরী শচী ভুবনে বিদিত।
যুদ্ধে জয়, অমরের স্বর্গ অধিকার ;
তিরস্কৃত দৈত্যকুল তাড়িত আবার,
স্বর্গ এবে শান্ত পুনঃ, তাই সুরপতি,
পাঠাইলা ল'তে তোমা আপন বসতি।"
ঈষৎ হাসিয়া তাহে চপলা কহিলা,—
"আমায়, সন্দেশবহ চিনিতে নারিলা।
পেয়েছ দূতের পদ শিখ নাহি ভাল—
ইন্দ্রের দূতত্বপদ বড়ই জঞ্জাল!
শিখাব উত্তমরূপে পাই সে সময়,
তুমি দূত, আমি দূতী, জানিহ নিশ্চয়।
পুরাতনে প্রয়োজন নহিলে কি এত?
নূতনে নূতন জালা বুঝে না সঙ্কেত!"
'শিব!' বলি দূতবেশী কহে দৈত্যচর,
"চিনেছি চিনেছি—ভ্রান্তি নাহি অতঃপর।
শচীসহচরী তুমি বিষ্ণুর মহিলা,"—
"আবার ভুলিলা দূত" চপলা কহিলা,
"থাক্ মেনে, আর কেনে দেহ পরিচয়—
মূর্খের অশেষ দোষ কহিনু নিশ্চয় ;
ওহে দূত, বুঝা গেছে তব গুণপনা—
নারী চেনা, মণি চেনা, দুর্ঘট ঘটনা।
নহি হরিপ্রিয়া আমি বৈষ্ণবী কমলা ;
শুন দূত, শচীদূতী আমি সে চপলা
আশা করি আসিয়াছ ইন্দ্রের আদেশে,
না হবে নৈরাশ, ভাগ্যে ঘটে যাহা শেষে।"
বলিয়া চপলা চলে ; পশ্চাতে তাহার
চলিলা পুরুষ পারিজাত হস্তে যার।
দেখিয়া কানন-শোভা মোহিত ভীষণ,
শত শত উপবন অমরমোহন,
নিরখিলা চারিদিকে—নিরখিলা তায়
কুরঙ্গ বিহঙ্গ কত আনন্দে বেড়ায় ;
পলাশ-বল্লরী, পুষ্প, তরুণ লতায়
সুশোভিত নন্দনের সদৃশ শোভায়!

লতায় লতায় ফুল, লতায় লতায়
শিখিনী নাচায় পুচ্ছে চন্দ্রক-মালায়;
ঝাঁকে ঝাঁকে সরোবরে ব্রততী-উপরে,
মধুলিহ পড়ে ঢলি সুখে মধুভরে;
তরুণ অরুণ কিবা মৃদু শশধর
জিনিয়া মৃদুল রশ্মি কানন-ভিতর!
শ্রবণ-সুস্নিগ্ধকর মধুর নিঃস্বন
কাননে ঝরছে নিত্য করিয়া প্লাবন!
মধ্যস্থলে ইন্দ্রপ্রিয়া বসে স্থিরবেশ;
জলদবরণ পৃষ্ঠে সুনিবিড় কেশ।
মুখে আভা ভাণ্ যেন উথলিয়া পড়ে!
গাম্ভীর্য্য-প্রতিমা বিধি দেহ যেন গড়ে!
দেখিয়া স্তিমিত-নেত্র হইল ভীষণ,
বাক্‌শূন্য, শ্রুতিশূন্য করে দরশন।
বিশ্বসৃষ্টি করি যবে ব্রহ্মা অকস্মাৎ
করিলা মানব-চিত্তে চৈতন্য-প্রভাত,
আদিসৃষ্ট সেই প্রাণী নবসূর্য্যোদয়
যে ভাবে দেখিলা, দৈত্য সেই ভাব হয়,
সংজ্ঞা নাই, চিন্তা নাই, নাহি আত্মজ্ঞান,
চক্ষুতেই গত যেন চৈতন্য পরাণ!
প্রহরেক কাল হেন স্তম্ভিত থাকিয়া;—
চপলারে জিজ্ঞাসিল ভাবিয়া চিন্তিয়া—
"পুরন্দর-ভার্য্যা শচী এই কি ইন্দ্রাণী?"
চপলা কহিলা—"এই ত্রিদিবের রাণী।"
ভাবিতে লাগিল মনে ভীষণ তখন,
"সত্যই স্বর্গের রাণী ইন্দ্রাণী এ জন।
কোথায় ঐন্দ্রিলা—বুঝি দাসীর সে দাসী।
তুলনায় নহে এর চিতে হেন বাসি।
ধন্য সুরপতি ইন্দ্র! এ অরুণ যার
চিরোদিত গৃহমাঝে ঘুচায়ে আঁধার।"
নানা চিন্তা এইরূপ করে মনে মনে,
না বুঝে স্বরগে শচী লইবে কেমনে;
অচল নিরখি যার বদন-প্রভায়,
পরশে কেমনে তায় ভাবিয়া না পায়;
বিষম বিপদ্ ভাবে, উভয় সঙ্কট,
ভাবিলা সে কার্য্যসিদ্ধি অসাধ্য দুর্ঘট;
অনেক চিন্তিয়া, স্থির নারিলা করিতে,
কিরূপে লইবে শচী অমরাবতীতে।

হেনকালে ইতস্ততঃ ভ্রমিতে ভ্রমিতে
জয়ন্ত ভীষণে দূরে পাইলা দেখিতে।
"আরে রে কপট দৈত্য!" বলিয়া তখন,
ধাইলা তুলিয়া খড়্গ, যেন হুতাশন।
কহিলা ভীষণে চাহি কূটদৃষ্টি ধরি,
ক্ষণকাল খড়্গ শূন্যে সংবরণ করি—
"চল্ এ কানন-বহির্ভাগে শীঘ্র চল্,
জননীর বাসভূমি নহে যুদ্ধস্থল;
নহে বৈধ স্ত্রীজাতির সম্মুখে সমর;
চল্ এ উদ্যান ছাড়ি পাষণ্ড বর্ব্বর।"
জয়ন্তে দেখিবামাত্র চিন্তা গেল দূর,
ধরিল বিকট-মূর্ত্তি ভীষণ অসুর।
গর্জ্জিল সিংহের নাদে শেল ধরি করে;
ঘুরায় শূন্যেতে ঘন মেঘের ঘর্ঘরে।
না ছাড়িল শেল শীঘ্র বাসব-নন্দন,
"জননি, অন্তর হও" বলিয়া তখন
বেগে হেলাইয়া খড়্গ ভীষণ গর্জ্জিয়া,
পড়িল বিদ্যুৎ যেন নিকটে আসিয়া;
শূন্যে খেলাইয়া অসি বিজলী আকার,
চকিতে স্কন্ধের মূলে করিল প্রহার।
বিচ্ছিন্ন হইয়া মুণ্ড পড়িল অন্তরে,
ঘোর শব্দে পড়ে গাত্র ভূতল-উপরে।
শালবৃক্ষ পড়ে যেন হইয়া ছেদিত,
অথবা আগ্নেয়শৃঙ্গ অগ্নি-বিদারিত।
শব্দ শুনি ভীষণের সঙ্গী যেই জন
প্রবেশিলা দ্রুতগতি, ভেদিয়া কানন।
দেখিয়া তাহারে কহে জয়ন্ত কর্কশ—
"তুই তুচ্ছ, তোরে নাহি করিব পরশ!
যা রে দাস যা রে ফিরে দৈত্যের নিকট,
সমাচার দিস্—তার ভীষণ বিকট,
জয়ন্তের খড়্গাঘাতে লুটে ধরাতল;
অন্য আর যারে ইচ্ছা পাঠাইতে বল্।
ভেট দিস্ দৈত্যরাজে—ধর মুণ্ড ধর।"
বলিয়া নিক্ষেপি মুণ্ড ফেলিল অন্তর।
ত্রাসিত, অস্থির দূত বিস্মিত ভাবিয়া,
বৃত্রাসুরে বার্ত্তা দিতে চলিল ফিরিয়া।
জয়ন্ত আনন্দচিত্তে, জননী-নিকটে—
উপস্থিত হৈলা আসি এড়ায়ে সঙ্কটে।

ষষ্ঠ সর্গ।

বেষ্টিয়াছে ইন্দ্রপুরী দেব-অনীকিনী,
চৌদিকে বিস্তৃত যেন সাগর-সিকতা;
যোজন যোজন ব্যাপ্ত, প্রদীপ্ত ভানুতে
দেবকুল সেইরূপ দিক্ আচ্ছাদিয়া।
দূরস্থিত, সন্নিহিত যত শৈলরাজি,
অস্তোদয়-গিরিশৃঙ্গ, প্রভায় উজ্জ্বল;
অনন্তের সমুদায় নক্ষত্র বা যথা
বিস্তীর্ণ হইয়া দীপ্তি ধরে চতুর্দ্দিকে।
প্রাচীরে প্রাচীরে দৈত্য ভীষণদর্শন—
পাষাণ সদৃশ বপুঃ, দীর্ঘ উরস্থান—
নানা অস্ত্র ধরি নিত্য করে পরিক্রম,
ভীম দর্পে, ভীম তেজে গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া,
জাগ্রত, সুসজ্জ, সদা যুদ্ধের সজ্জায়,
ভ্রমে দৈত্য বর্ত্মে বর্ত্মে, স্বর্গ আন্দোলিয়া,
আচ্ছাদি সুমেরু-অঙ্গ, বৈজয়ন্ত ঢাকি,
ঘোর শব্দ, সিংহনাদ, অন্তর-বিদারি।
অস্ত্রবৃষ্টি, শৈলবৃষ্টি, প্রতি অহরহঃ,
অনন্ত আকুল করি উর্দ্ধ্বে সৈন্যেতে;
রাত্রি-দিবা যেন শূন্যে নিয়ত বর্ষণ,
বিদ্যুৎ-মিশ্রিত শিলা দিকে দিকে ব্যাপি।
ত্রিদশ-আলয়ে হেন অমর-দানবে
জ্বলিছে সমরবহ্নি নিত্য অহরহঃ;
বেষ্টিত অমরাবতী দেব-সৈন্যদলে
সুদৃঢ়সঙ্কল্প উভ দেবতা দনুজে।
অর্ণবের উর্ম্মিরাশি যথা প্রবাহিত
অহর্নিশি, অনুক্ষণ, বিরত বিশ্রাম,
স্রোতস্বতী বিধাবিত নিয়ত যদ্রূপ
ধারা প্রসারিত জল সিন্ধু-অভিমুখে;
সেইরূপ অবিশ্রাম দানব অমরে।
হয় যুদ্ধ অহরহঃ, স্বর্গ-বহির্দ্দেশে,
জয় পরাজয় নিত্য নিত্য অনিশ্চয়—
দৈত্যের বিজয় কভু, কখন ত্রিদশে।
সভাসীন বৃত্রাসুর সুমিত্রে সম্ভাষি
কহিছে গর্জ্জন করি বচন কর্কশ—
"যুদ্ধে নৈল পরাজিত এখন (ও) দেবতা!
এখনও স্বরগ বেষ্টি দৈবত সকলে।
সিংহের নিলয়ে আসি শৃগালের দল
প্রকাশে বিক্রম হেন নির্ভয়-হৃদয়ে?
মত্তমাতঙ্গের মুণ্ডে করিয়া আঘাত
শ্বাপদ বেড়ায় হেন করি আস্ফালন?
ধিক্ আজ দৈত্য নামে! হে সৈনিকগণ!
সমরে অমর ত্রস্ত করিলা দানবে!
কোথা সে সাহস, বীর্য্য, শৌর্য্য, পরাক্রম,
দনুজ যাহার তেজে চির-রণজয়ী?
সসাগরা বসুন্ধরা যুদ্ধে করি জয়,
প্রকাশিলা কতবার অতুল বিক্রম,
নাহি স্থান বসুধার কোথাও এমন,
কম্পিত না হয় আজি দানবের নামে—
পশিলা অমরাবতী জিনিয়া অবনী,
বিস্মিত করিয়া বসুন্ধরাবাসিগণে,
জিনিল স্বরগ যুদ্ধে অদ্ভুত প্রতাপে,
মহাদম্ভী সুরকুলে সমরে লাঞ্ছিয়া;
খেদাইলা দেববৃন্দে পাতালপুরীতে—
শশকবৃন্দের মত—দৈত্য-অস্ত্রাঘাতে
অচৈতন্য দেবগণ ব্যাপি যুগকাল
দুর্নিবার দৈত্যতেজ না পারি সহিতে!
সেই পরাজিত তিরস্কৃত সুরসেনা
আবার আসিয়া দম্ভে পশিল সংগ্রামে
না পার জিনিতে তায় সুজিষ্ণু হইয়া—
রে ভীরু দানবগণ! নামে কলঙ্কিলা!
আপনি যাইব অদ্য পশিব সমরে;
ঘুচাইব অমরের সমরের সাধ—"
বলিয়া গর্জ্জিলা বীর বৃত্র দৈত্যপতি,
ধরিলা শিবের শূল সিংহের বিক্রম।
দেখিয়া ত্রাসিত যত দানবসৈনিক,
বৃত্রাসুর-আস্য ঘোর নিস্তব্ধ সকলে।
"আন্ রে সে শিবশূল—আন্ রে অমর-
বিজয়ী ত্রিশূল, যাহা দ শঙ্ক
—রথে মাতঙ্গযূথ যথা গজপতি
বিশাল বৃক্ষের কাণ্ড উপাড়ি শুণ্ডেতে
তুলিয়া গগনমার্গে বিস্তারে যখন,
সু-উচ্চ শব্দের নাদে বৃংহিত করিয়া।

তখন বৃত্রের পুত্র বীর রুদ্রপীড়—
শোভিতমাণিক্যগুচ্ছ কিরীট যাহার,
অভেদ্য শরীর যার ইন্দ্রাস্ত্র ব্যতীত,
কহিলা পিতারে চাহি হয়ে কৃতাঞ্জলি ;—
কহিলা "হে তাত জিষ্ণু দৈত্যকুলেশ্বর!
অভিলাষ নন্দনের নিবেদি চরণে,
কর অবধান, পিতঃ, পূরাও বাসনা,
দেহ আজ্ঞা আমি অদ্য যাই এ সংগ্রামে।
যশস্বিন্! যশ যদি সকলি আপনি
মণ্ডিবেন নিজ শিরে, কি উপায়ে তবে
আত্মজ আমরা তব হব যশোভাগী?
কোন্ কালে আমরা তবে লভিব সুখ্যাতি,
কীর্ত্তি যাহা—বীরলব্ধ বীরের আরাধ্য,—
বীরের বাঞ্ছিত যশ ত্রিভুবনে যাহা,
সকলি আপনি পিতা কৈলা উপার্জ্জন,
কি রাখিলে রণকীর্ত্তি মণ্ডিতে তনয়ে?
ভাবিতে ত হয়, তাত, ভবিষ্যতে চাহি,
সন্ততি পিতার নাম রাখিবে কিরূপে?
জ্বালিলা যে যশোদীপ, প্রদীপ্ত কেমনে
রাখিবে তব অঙ্গজগণ অতঃপরে?
জন্ম বৃথা! কর্ম্ম বৃথা! বৃথা বংশখ্যাতি!
কীর্ত্তিমান্ জনকের পুত্র হওয়া বৃথা!
স্বনামে যদি না ধন্য হয় সর্ব্বলোকে—
জীবনে জীবন-অন্তে চিরস্মরণীয়!
বিভব, ঐশ্বর্য্য, পদ, সকলি সে বৃথা!
পিতৃভাগ্য হয় যদি ভোগ্য তনয়ের;
পূজ্য সেই কোন কালে নহে কোন দেশে
জলবিম্ববৎ ক্ষণে ভাসিয়া মিশায়!
বিজয়ী পিতার পুত্র নাহিলে বিজয়ী,
গৌরব, সম্পদ্, তেজ নাহি থাকে কিছু,
ভ্রমিতে পশ্চাতে হয় ফেরুবৃন্দবৎ,
দানব অমর যক্ষ মানব ঘৃণিত!
সুরবৃন্দ পুনর্ব্বার ফিরিবে এ স্থানে,
তব বংশজাতগণে ভাবি তুচ্ছ কীট;
না মানিবে কেহ আর বিশ্ব-চরাচরে।
তেজস্বী দৈত্যের নামে হইয়া শঙ্কিত।
যশোলিপ্সা কদাচিৎ ভীরুর (ও) অন্তরে
উদ্দীপ্ত হইয়া তারে করে বীর্য্যবান্!—
বীরের স্বর্গই যশ যশই জীবন;
সে যশে কিরীট আজি বান্ধিব শিরসে।

কর অভিষেক, পিতঃ, এ দাসেরে আজ
সেনাপতি-পদে তব, সমরে নিঃশেষি
ত্রিংশৎত্রিকোটি দেব, আসিয়া নিকটে
ধরিব মস্তকে সুখে অই পদরেণু।
জানিবে অসুর সুরে—নহে সে কেবল
দানব-কুলের চূড়া দানবের পতি,
অজেয় সংগ্রামে নিত্য—অনিবার্য্য রণে
অন্য বীর আছে এক—আত্মজ তাঁহার।"
চাহিয়া সহর্ষচিত্তে পুত্রের বদনে,
কহিলা দনুজেশ্বর বৃত্রাসুর হাসি—
"রুদ্রপীড়! তব চিত্তে যত অভিলাষ,
পূর্ণ কর যশোরশ্মি বান্ধিয়া কিরীটে;
বাসনা আমার নাই করিতে হরণ
তোমার সে যশঃপ্রভা, পুত্র যশোধর!
ত্রিলোকে হয়েছ ধন্য, আরো ধন্য হও
দৈত্যকুল উজলিয়া, দানব-তিলক!
তবে যে বৃত্রের চিত্তে সমরের সাধ
অদ্যাপি প্রজ্বল এত, হেতু সে তাহার
যশোলিপ্সা নহে, পুত্র, অন্য সে লালসা;
নারি ব্যক্ত করিবারে বাক্য বিন্যাসিয়া!
অনন্ত-তরঙ্গময় সাগরগর্জ্জন,
বেলাগর্ভে দাঁড়াইলে যথা সুখকর;
গভীর শর্ব্বরীযোগে গাঢ় ঘনঘটা
বিদ্যুতে বিদীর্ণ হয়, দেখিলে যে সুখ;—
কিংবা সে গঙ্গোত্রী-পার্শ্বে একাকী দাঁড়ায়ে
নিরখি যখন অম্বুরাশি ঘোর নাদে
পড়িছে পর্ব্বতশৃঙ্গ স্রোতে বিলুণ্ঠিয়া,
ধরাধর ধরাতল করিয়া কম্পিত!
তখন অন্তরে যথা শরীর পুলকিত,
দুর্জ্জয় উৎসাহে হয় সুখ বিমিশ্রিত
সমর-তরঙ্গে পশি, খেলি যদি সদা,
সেই সুখ চিত্তে মম হয় রে উত্থিত।
সেই সুখ, সেই উৎসাহ, হায় কত কাল
না ধরি হৃদয়ে, জয় স্বর্গ যে অবধি,
চিত্তে অবসাদ সদা—কোথাও না পাই
দ্বিতীয় জগৎ যুদ্ধে লভি পুনর্ব্বার,
নাহি স্থান ত্রিভুবনে জিনিতে সংগ্রামে,
ভাবিয়া বৃত্রের চিত্তে পড়িয়াছে মলা;
দেখ এ ত্রিশূল-অঙ্গে পড়িয়াছে যথা
সমর-বিরতি-চিহ্ন কলঙ্ক গভীর!

যাও যুদ্ধে তোমা অস্ত্র করি অভিষেক
সেনাপতি-পদে, পুত্র, অমর ধ্বংসিতে
যাও, যশোবিমণ্ডিত হইয়া আবার
এইরূপে আসি পুনঃ দাঁড়াও সাক্ষাতে॥"
রুদ্রপীড় প্রফুল্লিত, পিতৃ-পদধূলি
সাদরে লইলা শিরে শুনিয়া ভারতী।
এ হেন সময়ে দূত, নৈমিষ হইতে
প্রত্যাগত সভাস্থলে হইল উপনীত।
দূরে দেখি দৈত্যপতি উৎসুক হৃদয়,
কহিলা "সন্দেশবহ, কি বারতা, কহ?
কিরূপে এ পুরীমধ্যে প্রবেশিলে তুমি?
কোথা ইন্দ্রজায়া শচী, কোথা বা ভীষণ?"
আশ্বস্ত হইয়া দূত কিঞ্চিৎ তখন
কহিতে লাগিলা পুরী-প্রবেশ-উপায়,
বায়ুতে চঞ্চল যথা বিশুষ্ক পলাশ,
রসনা তেমতি দ্রুত বিকম্পিত তার।
কহিলা "প্রথম যবে আইনু এ স্থানে,
স্বর্গ হ'তে বহুদূর হিমাচলপথে,
উত্তুঙ্গ-পর্ব্বত-শৃঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ
হইল আমার দেব-অনাকিনী সহ।
নানা ছল, নানা বেশ, বিবিধ কৌশল
আশ্রয় করিয়া পরে হইনু অগ্রসর,
চিনিতে নারিলা কেহ: অতঃপর শেষে
পুরী-প্রান্তভাগে আসি হৈনু উপনীত।
প্রাচীর-নিকটে আসি অনেক চিন্তিয়া
উদয় হইল চিত্তে, জাগরিত যেথা
সূর্য্য আদি দেব যত নিত্য অস্ত্রধারী,
ভ্রমে নিত্য অবিরত দ্বার নিরখিয়া।
আসন্ন বিপদ্ চিত্তে হইল উদয়,
জটিল কৌশল এক, গূঢ় প্রতারণা—
ঐন্দ্রিলার পিতৃ-ভূমি হিমালয়-পারে,
হয় যুদ্ধ সেইখানে গন্ধর্ব্ব-দানবে,
সেই সমাচার লয়ে ত্বরিত-গমনে
ঐন্দ্রিলা-নিকটে যাই, পিত্রাদেশে তার,
দৈত্যকুলেশ্বর বৃত্র মহাবলবান
সমরে সহায় হ'ন এ তার প্রার্থনা।—
এ প্রস্তাবে দেবগণ শুভ ভাবি মনে
আদেশ করিলা মোরে পুরী প্রবেশিতে।
আদেশ পাইবামাত্র পুরীতে প্রবেশ
করিয়া প্রভুর পদে আসি উপনীত।"

শুনিয়া দূতের বাক্য কহে বৃত্রাসুর—
"এ বারতা, দূত, তোর অলীক কল্পনা,
সঙ্গে শচী ইন্দ্রপ্রিয়া, ভীষণ সংহতি—
শচী কি সে সূর্য্য আদি দেবে অবিদিত?"
দানবরাজের বাক্যে দূতের রসনা
হইল জড়তাপূর্ণ, কম্পবিরহিত—
যথা নব-কিশলয় বরষার নীরে
আর্দ্রতনু, বিলম্বিত তরুর শাখায়।
সুমিত্র, দানব-মন্ত্রী, কহিলা তখন,—
"দৈত্যেশ্বর! দূত বুঝি হৈলা অগ্রগামী,
পশ্চাতে ভীষণ ভাবি আ(ই)সে শচী সহ
মঙ্গলবারতা নিত্য তড়িৎ-গমনা।"
নতমুখ, নিম্নদৃষ্টি, দূত ক্ষুণ্নমতি,
কহিলা—"না মন্ত্রি, ব্যর্থ আশ্বাস তোমার
নৈমিষ-অরণ্যে শচী জয়ন্তের সনে
করিছে নির্ভয়ে বাস—ভীষণ নিহত।"
"ভীষণ নিহত!"—গর্জ্জিলা দানবপতি।
"হা রে রে বালক—জয়ন্ত ইন্দ্রের পুত্র,
আমার সংহতি সাধ বিবাদে একাকী!
দম্ভ তোর এত?" বলি ছাড়িলা নিশ্বাস
"রুদ্রপীড় পুত্র, শুন কহি সে তোমারে,"
কহিলা তনয়ে চাহি, গাঢ় নিরীক্ষণে,
"যশোলিপ্সা চিত্তে তব অতি বলবতী,
কর তৃপ্ত, জয়ন্তেরে করিয়া আহুতি;
শচীরে আনিতে চাহ অমরাবতীতে,
অন্যথা না হয় যেন, যাও ধরাধামে;
শত যোদ্ধা সুসৈনিক বীর-অগ্রগণ্য
লহ সঙ্গে অচিরাৎ পালহ আদেশ।"
কৃতাঞ্জলি হয়ে মন্ত্রী সুমিত্র তখন
কহিলা,—"দৈত্যেন্দ্র, এবে দেব-পরিবৃত
বিস্তীর্ণ এ স্বর্গপুরী, কি প্রকারে কহ
কুমার ভেদি এ ব্যূহ হবেন নির্গত?
যুদ্ধে পরাজয় যদি দেব-অনীকিনী
নির্গত হইতে হয় আনিতে শচীরে,
না বুঝি তবে বা সিদ্ধি সত্বর কিরূপে
করিবে কুমার, কহ, তব অভিপ্রেত।
অসংখ্য এ দেব-সেনা দুর্জ্জয় সংগ্রামে,
অমর তাহাতে সবে সুদৃঢ়-প্রতিজ্ঞ,
শঙ্কিত নহেক কেহ অস্ত্র অস্ত্রাঘাতে,
মূর্চ্ছিত না হবে শিব-ত্রিশূল বিহনে।

তবে কি আপনি যুদ্ধে করিবেন গতি ?
কুমার-সংহতি অন্য, দানব-ঈশ্বর ?
বিমুক্ত করিয়া পথ পাঠান যদ্যপি,
কি প্রকারে পুনঃ হেথা হবে বা নিবেশ ?"
দৈত্যেশ কহিলা, "মন্ত্রি, সেনাপতি-পদে
বরণ করেছি পুত্রে না যাব আপনি,
রুদ্রপীড়ে দিব এই ত্রিশূল আমার,
যাইবে আসিবে শূলহস্তে অবারিত।"
নিষেধ করিলা মন্ত্রী তেয়াগিতে শূল,
"পুরী-রক্ষা না হইবে অভাবে তাহার,
উপস্থিত হয় যদি সঙ্কট তাদৃশ,
সমূচ দৈত্যের বল হবে নিঃসহায়।"
ভ্রুকুটি করিয়া তবে ললাটপ্রদেশে
স্থাপিয়া অঙ্গুলিদ্বয়, মর্ম্ম প্রকাশিয়া
কহিলা দানবপতি—"সুমিত্র হে এই—
এই ভাগ্য যতদিন থাকিবে বৃত্রের,
জগতে কাহার সাধ্য নাহি সে আমায়
সমরে পরাস্ত করে—কিংবা অকুশল ;
অনুকূল ভাগ্য যার অসাধ্য কি তার—
ধর রে ত্রিশূল, পুত্র বীর রুদ্রপীড় !"
রুদ্রপীড় কহে "মন্ত্রি, কেন ত্রস্ত এত ?
জান নাকি অভেদ্য এ আমার শরীর ?
বাসবের অস্ত্র ভিন্ন বিদীর্ণ কখন
না হইবে এই দেহ অন্য প্রহরণে।:
ইন্দ্র নাহি উপস্থিত চিন্তা কর দূর,
যাইব অমর-ব্যূহ ভেদিয়া সত্বর
আসিব আবার ব্যূহ ভেদিয়া তেমতি
শচীরে লইয়া সঙ্গে এ স্বরগপুরে।
হে তাত, ত্রিশূল রাখ, নাহি রুদ্রতেজ
দেহেতে আমার, উহা নারিব তুলিতে;
বীর কভু নাহি রাখে নিষ্ফল আয়ুধ
বিব্রত হইতে পশি সংগ্রামের স্থলে।"
এইরূপে করিয়া ক্ষান্ত মন্ত্রী, বৃত্রাসুরে
শত সুসৈনিক দৈত্য সংহতি লইয়া
অসুর-কুমার শীঘ্র প্রাচীর সন্নিধি
উপনীত হৈলা সুখে সুসজ্জিত-বেশে।
অনুসঙ্গী বীরগণ সহিত মন্ত্রণা
করিতে, কহিলা কেহ যুদ্ধ অবিধেয়,
কহিলা বা অন্য কেহ সমর উচিত—
রুদ্রপীড় নিপতিত উভয়-সঙ্কটে।

নিজ ইচ্ছা বলবতী, যশোলিপ্সা গাঢ়,
ঘটনা দুর্ঘট আর সুযোগ ঈদৃশ ;
যুদ্ধই তাঁহার ইচ্ছা একান্ত প্রবল,
ছল কি কৌশল তাঁর নহে অভিপ্রেত।
নিরুপায় কোন মতে সমরে সম্মত
না পারি করিতে অন্য সঙ্গিগণে সবে,
অগত্যা সম্মতি দিলা অবশেষে তবে
অন্য কোন সদুপায় করিতে সুস্থির।
স্থির হৈল অবশেষে কাহার বচনে,
ভীষণের সহচর দূত যে কৌশলে
পশিলা নগরীমধ্যে, অবলম্বি তাহা
নির্গত হইয়া গতি কর্ত্তব্য নৈমিষে।
কল্পনা করিয়া স্থির দ্বারদেশে কোন
আসি উপনীত দ্রুত—আসিয়া সেখানে
তুলিলা প্রাচীর-শিরে সুশুভ্র পতাকা,
দানবের যুদ্ধ-চিহ্ন শূল-বিরচিত।
উড়িল কেতন শুভ্র শূন্যে বিস্তারিত ;
প্রকাণ্ড অর্ণবপোত ছিঁড়িয়া বন্ধন,
বাদাম উড়িল যেন আকাশমার্গেতে,
সমরকেতন অন্য হৈল সঙ্কুচিত।
বাজিল সম্ভাষ-শঙ্খ দূত কোন জন
বার্ত্তা লয়ে প্রবেশিলা অমর-শিবিরে ;
কহিলা সেনানীবর্গে উচ্চসম্ভাষণে,
"বৃত্রাসুর দৈত্যপতি যে হেতু প্রেরিলা
ঐন্দ্রিলার পিতৃরাজ্য হিমালয়পারে,
গন্ধর্ব্ব-সমরে তাঁর বিপন্ন জনক
দৈত্যেশ বৃত্রের ইচ্ছা প্রেরিতে সহায়
শত যোদ্ধা সেই স্থানে শীঘ্র অবিরোধে ;
দেবকুল, তাহে যদি থাকহ সম্মত,
সংগ্রামে বিশ্রাম তবে দেহ কিছুকাল,
বহির্গত হৈতে তবে দেহ শত যোধে,
ঐন্দ্রিলার পিতৃরাজ্যে করিতে প্রস্থান।"
বার্ত্তা শুনি দেবপক্ষ সেনাধ্যক্ষগণ—
বরুণ, পবন, অগ্নি, ভাস্কর, কুমার—
মিলিত হইয়া সবে করিলা মন্ত্রণা,
কি কর্ত্তব্য দানবের এবিধ প্রস্তাবে।
নিষেধ করিলা পাশী—প্রচেতা সুধীর,
উচিত না হয় পথ দিতে দৈত্যযোধে,
কপট,বঞ্চক, ক্রূর দিতিসুত অতি
নহেক উচিত বাক্যে প্রত্যয় তাদের।

ঐন্দ্রিলার পিতৃরাজ্য হৈতে দূত কেহ
যদিও আসিয়া থাকে অজ্ঞাতে আমার,
বিশ্বাস কি তথাপি সে দূতের বচনে?
সেথানে থাকিলে পাশী না ছাড়িত তায়।"
সূর্য্য-অভিপ্রায়—"দৈত্য যোদ্ধা শত জন
ঐন্দ্রিলার পিত্রালয়ে যাক্ অবিরোধে,
দেব-যোদ্ধা কিন্তু কেহ পশ্চাতে তাদের
গমন করুক যেন না পারে ফিরিতে।"
অগ্নি কহে "দুই তুল্য আমার নিকটে,
নিষেধ নাহিক তায় নাহি অনিষেধ,
সমর দৈত্যের সনে যেইখানে যাক্,
সম্মুখে পশ্চাতে শত্রু কি তাহে প্রভেদ?"
সতত অস্থিরচিত্ত পবন চঞ্চল,
কভু অভিমতে এর, কভু অন্যমতে
অভিমত্তে দিলা তার—সদা অনিশ্চিত—
যে কহে যখন মিশে তাহার(ই) সহিত।
মহাসেন, সেনাপতি, সকলের শেষে
কহিলা পার্ব্বতীপুত্র—"বিপক্ষে দুর্ব্বল
করাই কর্ত্তব্য কার্য্য যুদ্ধের বিধানে;
দৈত্যের প্রস্তাব দেবপক্ষে শ্রেয়স্কর।
স্বর্গ ছাড়ি মহাযোদ্ধা বীর শত জন
ধরাতে করিলে গতি দেবেরই মঙ্গল,
হীনবল হবে পুরী রক্ষক বিহনে,
শ্রেয়ঃকল্প ছাড়িবারে অভিপ্রেত তাঁর।"
সেনাপতি-বাক্যে অন্য দেবতা সকলে,
সম্মত হইলা—ধীর প্রচেতা ব্যতীত;
বার্ত্তা লয়ে বার্ত্তাবহ প্রবেশি নগরে
রুদ্রপীড়-সন্নিধানে নিবেদিল দ্রুত।
মহাহর্ষ হৈল সবে; দৈত্য-যোধ শত
নিষ্ক্রান্ত হইলা শীঘ্র ছাড়িয়া অমরা,
আহ্লাদে করিলা গতি পৃথিবী উদ্দেশে,
নৈমিষ-অরণ্যে যথা শচী-নিবসতি।

সপ্তম সর্গ।

হেথা সুরপতি ইন্দ্র সুমেরু-শিখরে
চাহিলা বিস্ময়ে যেন, নিরখি নূতন
গগন ভূতল মূর্ত্তি বিশ্ব অবয়ব।
কহিলা বাসব—"হায়, গত এত কাল!
যুগান্তর হৈল যেন হইছে বিশ্বাস!
ভাবি যেন পরিচিত পূর্ব্বের জগৎ
ধরিছে নূতন ভাব ছাড়ি পুরাতন!
যেখানে তরুর চিহ্ন আগে নাহি ছিল,
কুমেরু-শরীরে, এবে নিরখি সেখানে
প্রকাণ্ড প্রসারি শূন্যে উন্নত-শিখর
নিবিড় বিটপপূর্ণ মহীরুহ কত!
পূর্ব্বে হেরিয়াছি যথা ক্ষৌণী সমতল,
পর্ব্বত এখন সেথা শৃঙ্গবিমণ্ডিত,
লতা-গুল্মসমাকীর্ণ শ্যামল সুন্দর,
বিরাজে গগনমার্গে অঙ্গ প্রসারিয়া!
গভীর সাগর পূর্ব্বে ছিল যেইখানে,
বিস্তীর্ণ এখন সেথা মহা মরুস্থল,
তরুবারি-বিরহিত তাপদগ্ধ সদা,
নিরন্তর সমাকীর্ণ বালুকারাশিতে!
নক্ষত্র নূতন কত গ্রহ নবোদিত,
নিরখি অনন্তমাঝে হয়েছে প্রকাশ,
সূর্য্যের মণ্ডলে যেন স্বস্থান-বিচ্যুত,
অপসৃত বহুদূর অন্তরীক্ষপথে,
এতকাল হৈল গত পূজায় নিয়তি,
নিয়তি এখন (ও) তুষ্ট না হইলা মোরে।
আদিষ্ট না হই, কিংবা না পাই সাক্ষাৎ,
না বুঝি কেন বা দৈব এত প্রতিকূল।
আবার পূজিব তাঁরে কল্পান্ত পূরিয়া,
দেখি প্রতিকূল তিনি হন কত কাল!
অন্য চিন্তা, আশা, ইচ্ছা সব পরিহরি,
বৃত্রের বিনাশ কিসে জানিব নিশ্চিত।"
এত কহি আয়োজন করে পুরন্দর,
বসিতে পূজায় পুনঃ, নিয়তি তখন
আবির্ভূতা হৈলা আসি সম্মুখে তাঁহার
পাষাণমূরতি, দৃষ্টি অতি নিরদয়।
মাধুর্য্য কি সহৃদ্যতা কিংবা দয়া-লে

বদন, শরীর, নেত্র, গাত্র, কি ললাটে,
ব্যক্ত নহে বিন্দুমাত্র ; নিত্য নিরীক্ষণ
করতলস্থিত ব্যাপ্ত ভবিতব্য-পটে।
অনন্যমানস . দৃষ্টি আলেখ্যের প্রতি,
কহিলা নীরস বাক্য চাহিয়া বাসবে—
"কেন ইন্দ্র ! নিয়তি-পূজায় ব্যাপৃত ?
নিয়তি নহেক তুষ্ট কিবা রুষ্ট কভু ;
অজ্ঞাত নহ ত তুমি সৃষ্টি হৈল যবে,
তদবধি এ আলেখ্য অর্পিলা আমায়
বিরিঞ্চি কমলাসন, নাহি সাধ্য মম
ব্যর্থ করি অণুমাত্র ইহার লিখন।
অন্যথা সূচ্যগ্রে যদি হয় লিপি এর,
এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ক্ষণ তিলেক না রবে,
খণ্ড খণ্ড হবে ধরা শুষ্ক জলনিধি,
বিশাল শৈলেন্দ্র চূর্ণ হবে অচিরাৎ।
বিকলাঙ্গ হবে বিশ্ব—মনুষ্য, দেবতা,
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, কাল, পরমাণু—
বিশৃঙ্খল হবে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল,
ভাগ্যের এ লিপি যদি তিলার্দ্ধ খণ্ডিত।
বাসব,আমার পূজা কি হেতু বৃথায় ?
বিবেক হয়েছে হারা পড়িয়া বিপদে,
নির্ম্মল দেবের চিত্ত অসাধ্য সাধিতে।
তাই ভ্রান্ত হয়ে চাও অসাধ্য সাধিতে।
নাহি চাহি, ভাগ্য তব ভবিতব্য-লিপি
খণ্ডন করিতে বিন্দু-বিসর্গ-প্রমাণ ॥"
কহিলা বাসব দুঃখে, "না চাহি কদাচ
অসাধ্য তোমার যাহা আমায় তা তে ;
কহ শুদ্ধ কি উপায়ে হইবে নিহত
দৈত্য-কুলপতি বৃত্র ; কত দিনে পুনঃ
সুরবৃন্দ সহ ইন্দ্র স্বর্গে প্রবেশিবে,
কত দিনে পূর্ণ হবে দেবের দুর্গতি ?"
নিয়তি কহিলা, "ইন্দ্র, কি উপায়ে হত
হইবে দানবরাজ, কহিতে সে পারি,
কহিতে উচিত কিন্তু নহে সে আমার ;
তুমি না হইলে অন্যে জানিত না কিছু।
তুমি সুরপতি ইন্দ্র—তোমায় কিঞ্চিৎ
ভবিতব্য গূঢ় লিপি করি প্রকটন ;
ব্রহ্মার দিবার অন্তে বৃত্রের বিনাশ,—
জানিবে বিশেষ তথ্য যাও শিব-পাশে।"
এত কহি অন্তর্হিত হইলা নিয়তি।

বাসব সহর্ষচিত্ত চিন্তি ক্ষণকাল,
ভাগ্যের ভারতী চিত্তে আন্দোলিয়া সুখে,
অচিরাৎ স্বপ্নদেবে করিলা স্মরণ।
কহিলা,—"হে দেবদূত, সুসন্দেশ বহ,
তোমার বারতা নিত্য মঙ্গলদায়িনী,
শীঘ্র যাও দেবগণ এখন যেখানে,
কহ গে তাদের, দূত, এই সুবারতা ;
কুমেরু-পর্ব্বতে ইন্দ্র পূজা সাঙ্গ করি
ধ্যান ভাঙ্গি এত দিনে হইলা জাগ্রত,
নিয়তি প্রসন্ন তাঁরে হইলা সাক্ষাৎ,
করিলা বিদিত বৃত্র-বিনাশ যেরূপে।
কৈলাসে ধূর্জ্জটি-পাশে করিলে গমন,
কহিবেন সবিশেষ দেব শূলপাণি,
ভবিতব্য-লিপি যথা, বৃত্রের বিনাশ
ব্রহ্মার দিবার শেষে, ভাগ্যের ভারতী।
নিয়তি-আদেশে এবে কৈলাস-ভুবনে
জানিতে বিশেষ তথ্য পিনাকী-নিকটে
গতি মম ; পুনর্ব্বার লভি শিবাদেশ,
অচিরাৎ সুরবৃন্দ সংহতি মিলিব।"
বলিয়া চলিলা ইন্দ্র শিবের আলয়ে।
স্বপন, বাসব-বাক্যে স্বর্গ-অভিমুখে
দেবগণ সমুদ্দেশ্যে করিলা গমন,
বাসবের সমাচার করিতে ঘোষণা।
সেখানে আদিত্যগণ বসি নানা স্থানে
বিতণ্ডা করিছে নানা উৎসুক অন্তর,
কি উদ্দেশে বৃত্রাসুর নন্দনে আপন,
সৈনিক সংহতি শত মর্ত্ত্যে পাঠাইলা।
শত্রুপক্ষে, প্রত্যাশায়ে যাইতে আদেশ
কেহ বা উচিত কহে, কেহ অনুচিত ;
অলীক কথনে দৈত্য ছলিলা অমরে,
কেহ বা সংশয়যুক্ত কেহ দ্বিধাহীন।
প্রচেতা চিন্তায় মগ্ন ভাবি কিছুকাল,
অনুভব কৈলা শেষে দৈত্য-অভিপ্রেত,
শচীর প্রবাস মর্ত্ত্যে ইন্দ্র কুমেরুতে,
তথ্য পেয়ে গেলা কোন অনর্থ সাধিতে
এরূপ সংশয় ভাবি প্রচেতা তখন,
প্রকাশিলা দেবগণে দ্বিধা আপনার ;
কেহ কৈলা গ্রাহ্য তায় কেহ না শুনিলা,
মতামত নানামত প্রচেতা-বচনে।
দেব-সেনাপতি স্কন্দ পার্ব্বতী-নন্দন,

কহিলা তখন—"বৃথা তর্ক কেন এত ?
যাক্ মর্ত্ত্যে দূত কোন, আসুক জানিয়া
সমর যথার্থ কি না গন্ধর্ব্ব-দানবে।
সমাচার পেয়ে পরে কর্ত্তব্য-বিধান
যা হয় হইবে শেষ, দূত কেহ যাক্।"
কহিলা প্রচেতা—
"কিন্তু অবসর পেয়ে
ঘটায় উৎপাত যদি, কি উপায় তবে ?"
উগ্রমূর্ত্তি অগ্নি ক্রোধে উদ্যত তখনি
যাইতে বসুধা-মাঝে শত্রু সংহারিতে,
মন্ত্রণায় কালক্ষয়, সর্ব্বকর্ম্মে ক্ষতি,
একাকী যাইবে মর্ত্ত্যে সদর্পে কহিলা।
তখন কহিলা সূর্য্য—"বিপদ্ যদ্যপি
ঘটে কোন দেবে মর্ত্ত্যে, তখনি স্মরণ
করিবে সে অন্য দেবে মানসে ডাকিয়া,
দূত মাত্র একজন প্রেরণ উচিত।"
হেন আন্দোলন হয় দেবগণ-মাঝে,
হেনকালে ইন্দ্র-দূত শুভবার্ত্তাবহ
পবন আইলা সেথা ; শীঘ্রতর অতি
একত্র হইলা তথা আদিতেয়গণ।

সহর্ষবদনে দূত অমরবৃন্দেরে
সম্ভাষি, কহিলা আজ্ঞা বাসবের যথা,
কহিলা—"আমারে ইন্দ্র শীঘ্র পাঠাইলা
শুনাইতে দেবগণে এ শুভ-বারতা ;—
"কুমেরু-পর্ব্বতে ইন্দ্র পূজা সাঙ্গ করি,
ধ্যান ভাঙ্গি এতদিনে হইলা জাগ্রত,
নিয়তি প্রসন্ন তাঁরে হইলা সাক্ষাৎ,
করিলা বিদিত বৃত্র-বিনাশ-উপায়।
কৈলাসে ধূর্জ্জটি-পাশে করিলে গমন,
কহিবেন সবিশেষ দেব শূলপাণি,
ভবিতব্য গূঢ়-লিপি, বৃত্রের নিধন
ব্রহ্মার দিবার অন্তে—ভাগ্যের ভারতী।'
নিয়তি-আদেশে এবে কৈলাস-ভুবনে,
জানিতে বিশেষ তথ্য পিনাকীর পাশে
গতি তাঁর ; পুনর্ব্বার জানি সমুদয়,
অচিরাৎ সুরবৃন্দে দিবেন সাক্ষাৎ।"
দূতের বচনে মহানন্দ দেবগণে
মহাদম্ভে পুনরায় সংগ্রামে সাজিল ;
পুনরায় দৈত্যকুল প্রাচীর-শিখরে
তুলিল পতাকা শিব-ত্রিশূল-অঙ্কিত।

অষ্টম সর্গ।

বজয়ন্ত-ধাম এবে দৈত্যালয়
প্রকোষ্ঠ-অন্তরে তার,
ইন্দুবালা নাম, রুদ্রপীড়-রামা
নিমগ্ন গাঢ় চিন্তায়।
পূর্ণ মধুমাসে পূর্ণ কলেবর
পূর্ণকান্তি সুশোভন,
যেন কিসলয় চক্র মনোহর
তেমতি দেহ-গঠন।
মধুর সুষমা অতি মৃদুতর
সরস শিরীষ ছলে,
মাধুরী-লহরী অঙ্গেতে যেমন
উছলি উছলি চলে ;

কাছে বসি রতি করেছে ধার
গ্রন্থনরজ্জুর মূল ;
অসম্পূর্ণ মালা উরুদেশপরে
চারিদিকে আলা ফুল।
অবদ্ধ কুন্তল পড়েছে বদনে
গ্রীবাতে উরস-পরে,
যেন মেঘমালা বায়ুতে চঞ্চল
অর্দ্ধাবৃত শশধরে।
অর্দ্ধভঙ্গ স্বর ঘর্ম্ম-বিন্দু ভালে
রতিরে চাহি সুধায়,
"পৃথিবী হইতে এ অমরাবতী
কতদিনে আসা যায় ?

নৈমিষ-কাননে শচীরে রক্ষিতে
আছে কি অমর কেহ ?
বীর কি সে জন, সমরে নিপুণ,
যশস্বী কি রণে তেঁহ ?"
"বলিতে বলিতে মণিবন্ধপরে
আন্-মনে রাখে কর,
পরশি আয়তি চেতিয়া অমনি
স্মরে "শিব শিব হর।"
কন্দর্প-কামিনী কহে "ইন্দুবালা,
চিন্তা কেন কর এত ?
পতি সে তোমার সমরে পণ্ডিত
সাধিবেন অভিপ্রেত।
সত্বর ফিরিয়া আসিয়া আবার
মিলিবেন তব সনে,
বীর-পত্নী হয়ে দানবনন্দিনি,
এত ভয় কেন রণে ?"
কহে ইন্দুবালা ফেলি গাঢ় শ্বাস
নেত্র আর্দ্র অশ্রুজলে,
"বীরপত্নী হায়! সবার পূজিতা
সকলে আমায় বলে।
পতি যোদ্ধা যার তাহার অন্তরে
কত যে সতত ভয়,
জানে সে ক'জন ভাবে সে ক'জন
বীরপত্নী কিসে হয়!
কতবার কত করেছি নিষেধ
না জানি কি যুদ্ধপণ।
যশ-তৃষা হায় মিটে না কি তাঁর
যশ কি স্বাদু এমন ?
পল অনুপল মম চিতে ভয়
সতত অন্তরে দহি,
সে ভয় কি তাঁর না হয় হৃদয়ে
সমরের দাহ সহি ?"
কহিয়া এতেক উঠি অন্যমনে
অস্থির-চরণে গতি ;
ভ্রমে গৃহ-মাঝে গৃহ-সজ্জা যত
নেহারে যতনে অতি।
"এই জাতি-ফুল তাঁর প্রিয় অতি"
বলি কোন পুষ্প তুলে।
"এই পালঙ্কেতে বসিবারে সাধ"
বলি তাহে বৈসে ভুলে ;

"এই অস্ত্রগুলি খুলি কতবার
খুলি সেই সাম্লসন,
কহিলা 'সাজাব রণবেশে তে
শিখাব করিতে রণ।'
এ কবচ অঙ্গে দিলা কত দিন
শিরে এই শিরস্ত্রাণ।
কটিবন্ধে কসি দিলা এই অসি
হাতে দিলা এই বাণ!
অতি প্রিয় তাঁর অস্ত্র এই সব
আমার সাধের অতি,
তাঁর সাথে অঙ্গে ধরি এক দিন
হেরে প্রিয় ফুল্লমতি।
আহা এই ধনু চারু পুষ্পময়!
মন্মথ দিলা তাঁয়।
যুদ্ধ ছল করি কত পুষ্পশর
ফেলিলা আমার গায়!
এবে শুকায়েছে হয়েছে নির্গন্ধ
প্রিয়কর কতদিন,
না পরশে ইহা ; সমর-তরঙ্গে
রত তিনি অনুদিন।
সকলি কোমল প্রিয়ের আমার
সমরে শুধু নিদয়,
হেন সুকোমল হৃদয় তাঁহার
কেমনে কঠোর হয় ?
আমিও রমণী, রমণীও শচী,
তবে তিনি কেন তায়,
না করিয়া দয়া হইয়া নিষ্ঠুর
ধরিতে গেলা ধরায় ?
কি হবে শচীর পতি কাছে নাই
মহাবীর পতি মম,
আমিও যদ্যপি পড়ি সে কখন
বিপদে শচীর সম!
ভাবিতে সে কথা থাকিয়া এখানে
আমার (ই) হৃদয় কাঁপে!
না জানি একাকী, গহন কাননে
শচী ভাবে কত তাপে!
ঐন্দ্রিলা-দুহিতা সেবিতে কিঙ্করী
স্বর্গে কি ছিল না কেহ ?
ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বরী দানব-মহিষী
দাসী চাহি ভ্রমে সেহ!

আমারে না কেন কহিলা মহিষী
আমি সেবিতাম তাঁয়,
পূরে না কি তাঁর সাধের ভাণ্ডার,
শচী না সেবিলে পায়?
কেন আ(ই)লা দৈত্য এ অমরালয়ে
আছিল আপন দেশ;
পরে দিয়া পীড়া লভিয়া এ যশ
কি আশা মিটিবে শেষ?
যায় দিয়া তারে ফিরি যদি দেশে
যান পুন দৈত্যপতি,
এ পোড়া আশঙ্কা এ যন্ত্রণা যত
তবে সে থাকে না রতি!"
রতি কহে "আহা! তুমি ইন্দুবালা
দানব-কুলের মণি।
না দেখি শচীরে তার শোকে এত
বিধুরা হইলা ধনি!
দেখিলে তাহারে না জানি সে কিবা
করিত তোমার চিতে;
বুঝি শোকভরে ক্ষণমাত্র কাল
এই স্থানে না থাকিতে।
সে অঙ্গ-গঠন, মুখের সে জ্যোতি
সে চারু গ্রীবার ভান,
বহিমজড়িত, সে গুরু চলনি
সে উরু উরস-স্থান।
যে দেখেছে কভু চিরদিন তার
হৃদয়ে থাকয়ে পশি,
দেখিলা সে রতি এ পোড়া নয়নে
পূর্ণিমার সেই শশী।
অমরার রাণী ইন্দ্রাণী সে শচী
তাহারে কিঙ্করী-বেশে,
রাখিবে এখানে; রতির অভাগ্যে
দেখিতে হইল শেষে!"
সুকুমার-মতি কহে ইন্দুবালা
"হায়, রতি, কি কহিলা!
এ হেন রমারে করিতে কিঙ্করী
দৈত্যেন্দ্রাণী আকাঙ্ক্ষিলা।
আমারে লইয়া কন্দর্প-কামিনি,
চল সে পৃথিবী'পর,
হইতে দিব না নিদয় এমন
ধরিব পতির কর;
আমার বিনয় নারবে ঠেলিতে
রাখিবে আমার কথা;
নারীর বিনয় পতির নিকটে
কখন নহে অন্যথা।
এত সাধ তাঁর করিবারে রণ
সে সাধ মিটাব আমি।
শচী-বিনিময়ে থাকি বনবাসে
ফিরায়ে আনিব স্বামী।
কি পৌরুষ তাঁর বাড়িবে না জানি
রমণীর প্রতি বল!
চল, রতি, চল লইয়া আমারে,
যাব সে অবনীতল।"
কহে কামপ্রিয়া "দৈত্যকুল-বধূ,
তাও কি কখন হয়?
ভ্রমে চারিদিকে সদা দেব-সেনা
পুরীতে দানবচয়।"
"তবে সে কেমনে যাইবেন তিনি?"
কহে ইন্দুবালা সতী,
"যাইতে অবশ্য আছে কোন পথ
সেই পথে চল, রতি।"
ইন্দুবালা-বাক্যে মীনকেতু-জায়া
কহে "শুন, দৈত্যাঙ্গনা!
যাবে ব্যূহ ভেদি বীর পতি তব
তুমি ত যুদ্ধ জান না।"
না ফুরাতে কথা উঠিয়া শিহরি
ইন্দুবালা দ্রুতগতি,
গবাক্ষ-সমীপে আসিয়া আতঙ্কে
কহে "অই শুন রতি!
অই বুঝি রথ হয় তাঁর সনে
শুন অই কোলাহল;
তুমুল সংগ্রাম স্মর-সহচরি,
করে দেবাসুর-দল।
নামিতে ধরায় অই কি সে পথ
অই দিকে স্মর-সখি?
অই বুঝি হায় রুদ্রপীড় ধ্বজ
উড়িছে শূন্যে নিরখি।
শূল-অঙ্কময় বিশাল কেতন
বুঝি বা সে হবে অই,
এতক্ষণে রতি না জানি কি হ'ল
কেমনে সুস্থির হই।

শুন ভয়ঙ্কর কিবা সিংহনাদ
অগ্নিময় যেন শিলা,
তাল তাল তাল কত অস্ত্ররাশি
নভে দেশ আচ্ছাদিলা।
হায় রতি মোরে কে দিবে সংবাদ
কার সনে এই রণ।
এইখানে পতি আছে কি আমার
অনলে দহে যে মন।"
কহে কাম-প্রিয়া "অয়ি ইন্দুবালা
কই কোথা রণ কই?
স্বপনে দেখিছ সমর এ সব
অন্তরে আকুল হই।
আইনু শুনিয়া গিয়াছে ধরায়
তোমার হৃদয়নেতা;
নাহি কোন ভয় মিছা এ ভাবনা
রুদ্রপীড় নাহি সেথা।"
শুনি চিন্তাবেগ উপশম কিছু
কহে খেদে ইন্দুবালা,
পারি না সহিতে প্রদ্যুম্ন-কামিনি
নিতি নিতি এই জ্বালা।
...না কত মরে অহর্নিশি
পড়ে কত মহাবীর,
দৈত্যকুল এইরূপে ক্ষয়
হবে বুঝি শেষ স্থির।
কত দৈত্যসুতা হয় অনাথিনী
কত পিতা পুত্রহীন।
কত দেব-তনু পড়িয়া মূর্চ্ছাতে
অনুক্ষণ হয় ক্ষীণ!
যুদ্ধেতে কি লাভ যুদ্ধ করে যারা
বিচারিয়া যদি দেখে,
তবে কি সে কেহ যশের আকর
বলিয়া উল্লেখে একে?
দানবের কুলে জন্ম হয় মম
বুঝি অদৃষ্টের ছলে।
কাম-সহচরি সত্য তোমা বলি
সতত অন্তর জ্বলে!"
"হায় ইন্দুবালা তুমি সুকোমল
পারিজাতপুষ্প যেন।
পতি যে তোমার তাঁহার হৃদয়
নির্দ্দয় এতই কেন?"

"বল না ও কথা মন্মথ-প্রেয়সি
তুমি সে জান না তাঁয়;
দেখ না কি কভু শৈল-অঙ্গে কত
স্বাদু নীরধারা ধায়;
শচীর লাগিয়া না নিন্দিহ তাঁরে
বীর তিনি রণপ্রিয়!
শচীর বেদনা ঘুচাব আপনি,
ফিরিয়া আসিলে প্রিয়।
যাব শচী-পাশে করিব শুশ্রূষা
যাতে সাধ দিব আনি।
মহিষী-কিঙ্করী হইতে দিব না
কহিনু নিশ্চিত বাণী।
মন্মথরমণি! নাহি কর খেদ
যাহ ফিরে নিজবাস,
পতির এ দোষ যাতে ভুলে শচী
পাইব সদা প্রয়াস।
ভেবেছিনু আর গাঁথিব না ফুল
থাকিবে অমনি ঢাকা,
এবে গুটাইয়া, আরো সুযতনে
গাঁথিয়া রাখিব মালা।
যবে শচী লয়ে ফিরিবেন পতি
পরাব তাঁহার গলে,
পরাব শচীরে মনের আহ্লাদে
মুছায়ে চক্ষুর জলে।
পতির মালিন্য নারী না ঢাকিলে
কে ঢাকিবে ভবে আর,"
বলিয়া, লইয়া কুসুমের রাশি
বসিলা গাঁথিতে হার।
কি মালা গাঁথিবে ইন্দুবালা তুমি
কি মালা গাঁথিতে জান?
নিজ হাতে রতি পুষ্প গাঁথি দিত
তবু না জুড়াত প্রাণ।
দেবকন্যা ধীরে সেবিত নিয়ত
সুমেরু উজ্জ্বল করি,
সে আজ এখানে ঐন্দ্রিলা সেবিয়া
রবে দাসীবেশ ধরি!
এ দুঃখ তাহার করিবে মোচন
দিয়া তারে পুষ্প-হার?
ফুলের রজ্জুতে করিলে বন্ধন
বেদনা নাহি কি তার?

আর কেন চাও ফুটাতে অঙ্কুর
চরণে দলিয়া আগে;
দানবনন্দিনি, জান না সে তুমি,
দুঃখীরে পূজিলে লাগে।
মৃগেন্দ্রী আসিছে আপন আলয়ে
শৃঙ্খল বাঁধিয়া পায়!
রতির কপালে এও সে ঘটিল
দেখিতে হইল হায়!"
বলি বাষ্পাকুল- নয়নে তখনি
মন্মথ-রমণী চলে,
রতি-চক্ষু-জল নিরখি ভাসিল
ইন্দুবালা চক্ষুজলে।

পড়ে বিন্দু বিন্দু কুসুমের স্রজে
ইন্দুবালা গাঁথে ফুল;
ভাবিয়া পতিরে ভাবি যুদ্ধভয়
চিন্তাতে হয়ে আকুল।
কুরঙ্গী যেমন শুনিয়া গহনে
মৃগয়ীর দূর-রব,
চকিত চঞ্চল প্রতি পলে পলে
মৃত্যু করে অনুভব;
সেইরূপ ভয়ে চমকি চমকি
গাঁথিতে গাঁথিতে চায়,
ফুলমালা হাতে ইন্দুবালা হায়
রুদ্রপীড়-ভাবনায়।

নবম সর্গ।

হেথা দৈত্য শত যোধ,
চলে শৃঙ্গে বিনা বোধ,
উদয়-অচল আদি হিমাচল-পথে।
শৃঙ্গে শৃঙ্গে পদক্ষেপ,
ক্রমে পথ সংক্ষেপ,
শৈলপথ ছাড়ি শেষে উরয়ে মরতে।
নৈমিষে জয়ন্ত লয়ে,
শচী অতি ব্যগ্র হয়ে,
জিজ্ঞাসে তনয়ে যত অমরের কথা,
"কোথায় দেবতাগণ,
বাসব মেঘ-বাহন,
পাতালের সমাচার স্বর্গের বারতা।
অমর-অঙ্গনাগণ,
কোথায় সে এখন?
কত কালে পুনঃ সবে হইবে মিলিত।
আখণ্ডল পুনর্ব্বার,
ধরিয়া কি অস্ত্র তাঁর,
অথবা সুমেরু-চূড়ে ধ্যানে নিয়ন্ত্রিত?"
হেনকালে রণশঙ্খ,
মৃগেন্দ্র-প্রতি-আতঙ্ক,
অসুরের সিংহনাদে পূরিল গগন;

বন আলোড়িত হয়,
কাঁপিয়া অচলচয়,
শিখরে শিখরে ধরে ধ্বনি অগণন।
জয়ন্ত শুনে সে রব,
শুনয়ে যথা বৃষভ,
ধাবমান অন্য কোন বৃষের গর্জ্জন·
অথবা ঝটিকারম্ভে,
পক্ষ প্রসারিয়া দম্ভে,
শ্যেনপক্ষী শুনে যথা বায়ুর স্বনন;
অথবা বিদ্যুতাচ্ছন্ন,
উচ্চৈঃশ্রবা সুপ্রসন্ন,
শুনি যথা মেঘমন্দ্র গ্রীবা বক্র করে,
কিংবা ফণীন্দ্রের নাদে,
শুনিয়া যথা আহ্লাদে;
গরুড় বিশালপক্ষ বিস্তারে অম্বরে;
শুনিয়া দৈত্য-সংরাব;
জয়ন্ত তেমতি ভাব,
অরণ্য ছাড়িয়া বেগে হইলা অগ্রসর;
কালাগ্নি সদৃশ অঙ্গে,
কিরণ শত তরঙ্গে;
আস্য, গ্রীবা, অসি, বর্ম্ম, করিল ভাস্বর।

রুদ্রপীড়ে কিছুক্ষণ,
করি দৃঢ় নিরীক্ষণ,
কহে, "হে দানবপুত্র, বহুদিন পরে,
আবার সমর রণে,
ভেট হৈল তব সনে,
নৈমিষকাননে আজ ধরণী-উপরে।
ছিল যে দুঃখিত মন
না পরশি প্রহরণ,
দানব-সংহতি রণে ক্রীড়ন অভাবে,
তোমার সহিত ভেটে,
আজি সেই দুঃখ মেটে,
চিরক্ষোভ জয়ন্তের আজি সে জুড়াবে।
যুঝিতে না লয় চিতে,
কে আর জানে যুঝিতে ?
পতঙ্গ সহিত যুদ্ধে নাহি পূরে আশ ;
হস্তী যদি দন্ত-বলে,
গিরি-অঙ্গ নাহি দলে,
অনর্থ তবে সে তার সামর্থ্য-প্রকাশ।
সুরবৃন্দে বড় লাজ,
শত যুদ্ধে দিলা আজ,
সে আক্ষেপে মনসাধে পূর্ণাহুতি দিব ;
বাসব-নন্দন বল,
সুরের রণ-কৌশল,
ভুলিলা, দানব-সুত, পুনঃ চেতাইব।
রুদ্রপীড়, তব সনে,
সুখ বটে বুঝি রণে,
বীর কিন্তু নহ এবে হয়েছ তস্কর ;
মনে তাই ঘৃণা বাসি,
সমরে তোমারে নাশি,
সে সুখ এখন আর পাবে না অন্তর।
এ সব মশকবৃন্দে,
কি আর হইবে নিন্দে,
শালতরু পেলে ছিন্ন কে করে কদলী ?
তোমার সমর-সাধ,
আমার চিত্তের সাধ,
ইন্দ্রের বাসনা অদ্য পূরাব সকলি।"
রুদ্রপীড় ক্রোধে দহে,
বাসব-নন্দনে কহে,
"তুই কি জানিবি বল্, সমরের প্রথা ?
বীরের উচিত ধর্ম্ম,
বীরের উচিত কর্ম্ম,
বৃত্রের নন্দনে কভু না হবে অন্যথা।
সংগ্রামে জিনেছি স্বর্গ,
সমূহ অমরবর্গ,
এখন সে অতি তুচ্ছ দানবের দাস ;
ইন্দ্রের বনিতা যেই,
দাসের বনিতা সেই,
উচিত নহে সে ছাড়ে প্রভুপত্নী-পাশ
কি যুদ্ধ আমায় দিবি,
যুদ্ধ কি তা কি জানিবি,
জানে সে জনক তোর বাসব কিঞ্চিৎ।
জানে সে অমরগণ,
অসুরের কিবা রণ,
আছিল পাতালে প'ড়ে হারায়ে সংবিৎ
লজ্জা নাহি চিতে আসে,
নিন্দা কর হেন ভাষে,
যে জন ত্রৈলোক্যজয়ী বৃত্রের কুমার।
হারায়েছি শত বার,
হারাইব আরবার,
তুই সে নির্লজ্জ বড় ছুঁইবি আবার !
সেই দীপ্ত হুতাশন,
ভয়ে যার অদর্শন,
হয়েছিলি এতকাল হতাশে কোথায় !
ধর্ অস্ত্র, কর্ রণ,
বল্ যুদ্ধে সম্ভাষণ,
সাহস ধরিয়া প্রাণে করিবি কাহায় ?"
"বৃথা বাক্যে কাল যায়,
সকলে একত্র আয়,"
কহিলা জয়ন্ত, "যুদ্ধ দেখ্ রে দানব,
ধর্ অস্ত্র শত যোধ,
এখনি পাইবে বোধ,
বাসবনন্দন তুল্য বিজয়ী বাসব।"
বলি কৈলা সিংহনাদ,
দৈত্যের শঙ্খের হ্রাদ,
অরণ্য আলোড়ি, শূন্য করিল বিদার,
শতযোদ্ধা একেবার,
কোদণ্ডে দিল টঙ্কার,
মেঘের নিনাদে ঘোর ছাড়িল হুঙ্কার।

অস্ত্র শব্দ সব স্তব্ধ,
দেবদৈত্যে যুদ্ধারব্ধ,
কেবল হুঙ্কারধ্বনি বাণের গর্জ্জন।
আন্দোলিত হয় সৃষ্টি,
সুরাসুরে শরবৃষ্টি,
শূলেতে শৈলেতে যেন সদা সংঘর্ষণ॥
ভূষুণ্ডী, মুষল শল্য, কুঠার,
প্রক্ষেড়ন, চক্র, তল্ল,
দৈত্যের নিক্ষিপ্ত অস্ত্র বরিষে কররকা।
জয়ন্তের শররাশি,
চমকে তমসা নাশি,
অন্তরীক্ষে ধায় যেন নিক্ষিপ্ত তারকা॥
কেশরী শার্দ্দূল-দল,
শুনিয়া সে কোলাহল,
ভ্রমে ভয়ে ছাড়ি বন, পর্ব্বত-গহ্বর।
বিহঙ্গ জড়ায়ে পাখা,
ত্রাসেতে ছাড়িয়া শাখা,
খসিয়া খসিয়া পড়ে ধরণী-উপর॥
ধূলিতে ধূলিতে ছন্ন,
অভেদ নিশি মধ্যাহ্ন,
উগারিল বিশ্বম্ভরা গর্ভস্থ অনল।
অসুর-জয়ন্ত-ক্ষিপ্ত,
শেল, শূল, শর দীপ্ত,
ঘাত-প্রতিঘাতে ছিন্ন হৈল নভঃস্থল॥

ধরাতল টলমল,
নদীকূল কল কল,
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া রোধ, করিল প্লাবন।
ঘূরিতে লাগিল শূন্য,
শৈলকুল হৈল ক্ষুণ্ণ,
চূর্ণ-চূর্ণ হয়ে দিগ্‌দিগন্তে পতন॥

হেন যুদ্ধ দেবাসুরে,
হয় অর্দ্ধ-দিন পূরে,
তখন জয়ন্ত-করতলে দীপ্ত-অসি,
ছুটে যেন নভস্বৎ,
কিংবা ক্ষিপ্ত গ্রহবৎ,
পড়িল বেগেতে দৈত্য-মণ্ডলী ঝলসি॥

যথা সে অতলবাসী,
তিমি তুলি জলরাশ
সাগর আলোড়ি করে পুচ্ছের প্রহার।
যবে যাদঃপতি জলে,
ভ্রমে ভীম ক্রীড়াচ্ছলে,
উত্তুঙ্গ-পর্ব্বত-প্রায় দেহের প্রসা ,
ক্রোশ যুড়ি শুষি বারি,
আবার ফেলে উগারি,
দূর-অন্তরীক্ষে বেগে ছাড়িয়া নিশ্বাস,
নাসিকায় উৎক্ষেপণ,
অম্বুরাশি অনুক্ষণ,
অস্থির অম্বুধিপতি ভাবিয়া সন্ত্রাস।
কিংবা গিরি-শৃঙ্গরাজি,
মধ্যে যথা তেজে সাজি,
ক্ষণপ্রভা খেলে রঙ্গে করি ঘোর ঘটা,
খেলে রঙ্গে ভীমভঙ্গী,
শিখর শিখর লঙ্ঘি,
শৈলে শৈলে আঘাতিয়া স্থূল তীক্ষ্ণ-ছটা।
নিমেষে নিমেষে ভঙ্গ,
দগ্ধ গিরি-চূড়া-অঙ্গ,
অদ্রিকুল ভয়াকুল ছাড়ে ঘোর রাব।
বেগে দীপ্ত গিরিকায়,
বিদ্যুৎ আবার ধায়,
ছড়ায়ে জলন্ত শিখা উল্লাসিত-ভাব

জয়ন্ত তেমতি বলে,
দানব-যোদ্ধার দলে,
রুদ্রপীড় সহ দৈত্যবর্গে ভীম দাপে
পূর্ণ দেব-দিনমান,
অস্তাচলে সূর্য্য যান,
বিস্মিত দানবগণ জয়ন্ত-প্রতাপে॥

তখন বৃত্র-তনয়,
জয়ন্তে সম্ভাষি কয়,
"ক্ষান্ত হও ক্ষণকাল যুদ্ধ পরিহরি।
সূর্য্য হের অস্তগত,
যুদ্ধ কৈলা অবিরত,
বিশ্রাম করহ এবে, আইল শর্ব্বরী।

প্রভাতে আবার শুন,
সমরে পশিব পুন,
না ধরিব প্রহরণ থাকিতে বৃত্তরু।
বীরবাক্য সুনিশ্চয়,
যুদ্ধে তব পরাজয়,
নহে যে অধিক, শচী থাকিতে অবনী।

জয়ন্ত কহিল ভাষ,
"যথা তব অভিলাষ,
আমার না হইলে শ্রান্তি, শ্রান্তি যদি তব,
কর হে বিশ্রাম লাভ,
আমার সমান ভাব,
দিবস-রজনী মম তুল্য অনুভব॥

ধর অস্ত্র নাহি ধর,
এ রজনী দৈত্যবর,
আমার সমর-বেশ থাকিবে এমনি,
যখন বাসনা হয়,
শুন হে বৃত্র-তনয়,
সমরে ডাকিও থাকে না থাকে রজনী।"
বলিয়া নৈমিষ-মাঝে,
আবরিত যুদ্ধ-সাজে,
বসিলা আসিয়া কোন তরুর তলায়।
মনে মনে আন্দোলন,
করে সুখে অনুক্ষণ,
দিবার যুদ্ধের কথা প্রগাঢ়চিন্তায়॥

প্রভাতে আবার রণ,
চিন্তা মনে সর্ব্বক্ষণ,
কত আশা হৃদয়েতে তরঙ্গ খেলায়—
রুদ্রপীড়-বিনাশন,
দৈত্যের দর্প-দমন,
জননী-বিপদ্-শান্তি খ্যাত অমরায়,
হিল্লোলে হিল্লোলে আসে;
কখন বা চিত্তে ভাসে,
সমর-আশঙ্কা—পাছে দানব হারায়;
বৃক্ষকাণ্ডে পৃষ্ঠ দিয়া,
হস্ত-পদ প্রসারিয়া,
চিন্তা করে কতক্ষণে রজনী পোহায়॥

গাঢ় ভাবনায় মগ্ন,
যেন বা সে নিদ্রাচ্ছন্ন,
বিশ্রান্ত নয়নদ্বয় মুদ্রিত অলসে;
পত্রের বিচ্ছেদ দিয়া,
চন্দ্ররশ্মি প্রবেশিয়া,
মৃদু মৃদু সুশোভিত ললাট পরশে;
শচী চপলার সনে,
আসিয়া অনন্যমনে,
হেরে তনয়ের মুখে কৌমুদী-প্রপাত।

কত চিন্তা ধরে প্রাণে,
কত আশা মনে মানে,
ভাবে যেন সে রজনী না হয় প্রভাত।
চপলার কানে কানে,
মৃদু পবনের স্বনে,
কহে "সখি, দেখ কিবা হয়েছে শোভন
মৃদু রশ্মি ক্লান্ত দেহে,
যেন পড়িয়াছে স্নেহে,
মন্দার-কুসুমে যেন চন্দ্রমা-কিরণ॥
এই সুষমার খেলা,
চাঁদেতে চাঁদের মেলা,
আহা আজি না দেখিল, সখি, পুরন্দর।
দেখা সে হইবে যবে,
কহিব তাঁহারে তবে,
দেখিলে সে কত তাঁর জুড়াত অন্তর॥

শুনে এ রণ-সংবাদ,
করিতেন কি আহ্লাদ,
দিতেন কতই সুখে পুত্রে আলিঙ্গন।
আশীর্ব্বাদ করি কত,
স্নিগ্ধ হয়ে অবিরত,
করিতেন স্নেহে অই বদন চুম্বন॥

যদি থাকিতাম আজ,
অমর-বৃন্দের মাঝ,
অমরাবতীতে, সখি, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী।
আজি কত মহোৎসবে,
তুষিতাম দেব সবে,
কতই আনন্দে আজি ভাসিত পরাণী॥

জয়ন্তে করিয়া সঙ্গে
ভাসিয়া সুখ-তরঙ্গে,
ভ্রমিতাম কতই আনন্দে ত্রিভুবন।
বিষ্ণুপ্রিয়া কমলারে,
ঈশান-প্রিয়া উমারে,
দেখাতাম ইন্দ্রপ্রিয়া শচীর নন্দন।
একা যে করিয়া রণ,
সহ দৈত্য শত জন;
সমরে করিলা ক্লান্ত রুদ্রপীড় শূরে,
সে আনন্দে বিসর্জ্জন—
ধরাতে নৈমিষ-বন—
অরণ্যবাসিনী শচী আজি মর্ত্ত্যপুরে!

আবার অন্তরে ভয়,
না জানি যে কিবা হয়,
কালযুদ্ধে, রাত্রি পুনঃ হইলে প্রভাত,
রুদ্রপীড় মহাবীর,
জয়ন্ত ক্লান্ত-শরীর,
অসুরের অস্ত্রবৃষ্টি যেন উল্কাপাত।"

হইয়া বিমর্ষ দুখে,
চাহি চপলার মুখে,
ফেলিয়া সুদীর্ঘশ্বাস কহে ইন্দ্রজায়া,
"তনয়ে স্মরি এখানে,
শৃঙ্খল বেঁধেছি প্রাণে,
সখি রে দুরন্ত সন্তানের মায়া।

পুত্র-মুখ যতক্ষণ,
না করিনু নিরীক্ষণ,
দানব-আশঙ্কা চিত্তে ছিল না তিলেক,
আগে না ভাবিয়া, সখি,
ও চারু-মুখ নিরখি,
বিমলা হয়েছে এবে হারায়ে বিবেক!
অন্তরে আশঙ্কা হেন,
বিপদ্ নিকট যেন,
সহসা আতঙ্কে কেন চিত্ত হৈল ভার?
সখি, অন্য কোন্ দেবে,
স্মরণ করিব এবে,
সহায় হইতে যুদ্ধে জয়ন্তে আমার?"
নিশি-শেষে নিদ্রাভঙ্গে,
অর্দ্ধ-চেতনের সঙ্গে,
অদূরে মুরলী-ধ্বনি বাজিলে যেমন,
স্বপ্ন সহ মিশাইয়া,
পরাণেতে জড়াইয়া,
জাগ্রত করিয়া চিত্ত পরশে শ্রবণ।
জয়ন্ত-শ্রুতি-কুহরে,
তেমনি প্রবেশ করে,
চীর সে সুমধুর কোমল বচন।
উন্মীলিত-নেত্রে বসি,
হেরি অস্তপ্রায় শশী,
ছিলা জননী-পদ করিয়া বন্দন,
"প্রভাত হইল নিশি,
প্রকাশিত পূর্ব্বদিশি,
খ মাতঃ, চারু কান্তি অরুণের রাগে।
পুত্রে আশীর্ব্বাদ কর,
না উঠিতে প্রভাকর,
প্রবেশি সংগ্রামস্থলে দানবের আগে॥"
শুনি শচী শতবার,
শিরোঘ্রাণ লয়ে তার,
যতনে অঙ্কেতে পুত্রে করিলা ধারণ।
কহিলা "বাছা জয়ন্ত,
আশীষ করি অনন্ত,
চিরজয়ী হও রণে শচীর জীবন॥

কিন্তু প্রাণে এত ভয়,
কেন রে হয় উদয়,
আতঙ্কে কি হেতু এত শরীর অস্থির!
যত চাই পূর্ব্বপানে,
ততই যেন পরাণে,
অরুণ-কিরণ বিন্ধে সুপ্রখর তীর।
না পারি সাহস ধরি,
নয়ন প্রসার করি,
যা হেরিতে যাই তাহে আতঙ্ক-উদয়,
বিবর্ণ যেন মিহির,
গগন মহী-শরীর,
সকলি বিবর্ণ হেরি, যেন মসীময়!
নিমেষে নিমেষে চিতে,
ইচ্ছা হয় নিরখিতে,
তোমার বদন আজি ভ্রান্তিতে যেমন!
কাছে আছ ভাবি এই,
ভাবি পুনঃ কাছে নেই,
কোল শূন্য হৈল যেন ভাবি বা কখন।

কখন সে শুনি ভুলে,
তুমি যেন শ্রুতিমূলে,
জননি জননি বলি করিছ নিনাদ,
কেন হেন হয় বল,
নেত্র-কোণে আসে জল,
কভু ত ছিল না হেন শচীর প্রমাদ!

একাকী যাইবে রণে,
ছাড়িতে না লয় মনে,
অন্য কোন্ দেবে এবে করিব স্মরণ,"
বলিয়া অধিক স্নেহ,
ভুজেতে বান্ধিয়া দেহ,
হৃদয়ের কাছে আনি করিলা ধারণ॥

জয়ন্ত কহিল "মাতঃ,
হবে না বিপৎপাত,
স্নেহেতে ভাবিছ এত, আশঙ্কা বৃথায়।
একাকী এ যুদ্ধে যাব,
নহে বড় লজ্জা পাব,
দেব-দৈত্য উপহাস করিবে আমায়॥

বৃত্রসুতে কি ভাবনা,
আমিও জানি আপনা,
কালি সে বুঝেছি যত দৈত্যের বিক্রম।
স্মরি অস্ত্র কোন দেবে,
জননি না করি এবে,
বৃথা কৈনু গত কল্য যত পরিশ্রম।
দেখ মাতঃ সূর্য্যোদয়,
বিলম্ব উচিত নয়,"
বলিয়া বন্দিয়া শচী-যুগল চরণ।
যুদ্ধস্থানে কৈলা গতি,
ইন্দ্রাণী দিলা সম্মতি,
অপাঙ্গে অশ্রুর বিন্দু, আকুল বচন॥

নিদ্রাভঙ্গে চিন্তান্বিত,
রুদ্রপীড় উৎকণ্ঠিত,
ভাবিছে কি হবে পুনঃ সমরে সে দিন।
ছিল সঙ্গে যোদ্ধা শত,
নবতি হইল হত,
জীবিত যে কয় জন, শ্রান্তিতে মলিন॥
কখন বা ভাবে ভ্রমে,
জয়ন্তের পরাক্রমে,
রুদ্রপীড় নাম বুঝি হয় বা নিষ্ফল;
ইন্দ্র-হস্তে হবে নাশ,
মিথ্যা বুঝি সে বিশ্বাস,
জেতৃ বুঝি নহে তার বাসব কেবল॥

এইরূপ চিন্তান্বিত,
যুদ্ধসাজে সুসজ্জিত,
প্রতিজ্ঞা করিছে দৃঢ় স্মরিয়া শঙ্কর।
হয় মৃত্যু নয় জয়,
নহিলে কভু নিশ্চয়,
ত্রিদিবে না যাবে আর বিদারি অম্বর॥
ভাবিতে ভাবিতে চায়,
জয়ন্তে দেখিতে পায়,
সত্বর লইয়া সঙ্গে দশ দৈত্য বীর,
অগ্রসর হৈল রণে,
রণ-শঙ্খ ঘনে ঘনে,
আবার নিনাদি শূন্য করিল অস্থির॥

দ্বিগুণ বিক্রমে এবে,
দানব আক্রমে দেবে,
ছাড়িয়া বিকট দর্পে গর্জ্জন ভীষণ।
দেবদৈত্যে যুদ্ধারম্ভ,
আবার ভুবন স্তব্ধ,
শূন্যমার্গে অবিরত অস্ত্র-সংঘর্ষণ॥
আবার কাঁপিল ধরা,
মূর্ত্তি ধরি ভয়ঙ্করা,
তুমুল যুদ্ধ-সঙ্কুল, ক্ষুব্ধ জলস্থল।
দগ্ধ হইল তরুকুল,
বিচ্ছিন্ন পর্ব্বতমূল,
ভীষণ কর্কশ বেশে সাজে রণস্থল॥

জয়ন্ত দানব-মাঝে,
যুঝিছে তেমনি সাজে,
যুঝিলা যেমন পূর্ব্বে বিনতা-তনয়,
গরুত্মান্ মহাবীর,
ফণীন্দ্রে করি অস্থির,
প্রবেশি পাতালপুরে ভুজঙ্গমময়।

চারিদিকে আশীবিষ,
ফণা ধরি অহর্নিশ,
গাঢ় অন্ধকারে করে বিকট গর্জ্জন,
গরুড় দুর্জ্জয় দর্পে,
ঝাপটে ঝাপটে সর্পে,
প্রসারি বিশাল পক্ষ করায় ঘূর্ণন;
এরূপে পূর্ব্বাহ্ণ গত,
জয়ন্ত-শরে নিহত,
আবার দানব পঞ্চ পড়িল ভূতলে—
পড়ে যথা ধরাধর,
শৃঙ্গ ভাঙ্গি ভূমিপর,
ভূকম্পনে চলে জল উছলে উছলে।
তখন আক্রুদ্ধ-বেশ,
আকুঞ্চিত ভুরু-কেশ,
রুদ্রপীড় মুহূর্ত্তেক জয়ন্তে নিরখি,
ভীষণ হুঙ্কার রবে,
শূন্যেতে তুলিয়া তবে,
প্রকাণ্ড ক্ষেপণ এক মুষ্টিতে থমকি।

ঘুরায়ে ঘুরায়ে বেগে,
ঘোর শব্দ যেন মেঘে,
দুর্জ্জয় প্রচণ্ড তেজে করিল প্রহার।
না করিতে সংবরণ,
জয়ন্ত-অঙ্গে পতন,
হইল প্রকাণ্ড মূর্ত্তি শৈলের আকার॥

না সহি দুর্ব্বহ ভার,
অচল বিজলী হার,
বিচ্ছিন্ন হইল যেন, পড়িল তেমন!
কিংবা যেন রাশীকৃত,
চন্দ্ররশ্মি আভা-হৃত,
খসিয়া পৃথিবী-অঙ্গে হইল পতন।

শিরীষকুসুমস্তর,
যেন বা অবনীপর,
পড়িয়া রহিল মহী করিয়া শোভন,
দেখিতে দেখিতে দ্যুতি,
নিমেষে মিশে তেমতি,
ভস্মেতে অঙ্গার-দীপ্তি মিশায় যেমন!
মৃত্যুহীন দেবকায়া,
মূর্চ্ছাই মৃত্যুর ছায়া,
জয়ন্তে আচ্ছন্ন করি চেতনা হরিল,
নিদ্রিত মানব যথা,
নিশ্চল হইল তথা,
রেণু-ধূসরিত তনু পড়িয়া রহিল

উল্লাসে দানবদল,
জয়শব্দ কোলাহল,
নিনাদে অবনী শূন্য কৈল বিদার
শিহরে যেমন প্রাণী,
শববাহী হরিধ্বনি,
গভীর নিশীথকালে করিয়া শ্রবণ,
তেমতি সে ভয়ঙ্কর,
দানবের জয়-স্বর,
শুনিয়া শিহরে শচী অন্তরে পীড়িয়া,
চঞ্চল দামিনী যথা,
ইন্দ্রপ্রিয়া বেগে তথা,
হেরে আসি পুত্রতনু ধরাতে পড়িয়া।
"হা বৎস জয়ন্ত" বলি,
স্খলিত চরণে চলি,
ধাইয়া আসিয়া পার্শ্বে ধরিল তনয়;

কোলেতে করিয়া তনু,
ছিলাশূন্য যেন ধনু,
বদনে স্থাপিয়া দৃষ্টি স্পন্দহীন হয়।
না বহে শ্বাস-প্রশ্বাস,
কণ্ঠে রুদ্ধ গাঢ় ভাষ,
কঠোর অশ্রুর বিন্দু নেত্রে নাহি খসে,
নয়নে নিবদ্ধ হেন,
শিশিরের বিন্দু যেন,
কমল পলাশে বদ্ধ হিমের পরশে।

অন্তরে প্রবাহ ধায়,
হৃদয় ভাঙ্গিতে চায়,
নির্গত হইতে নারে সে শোক-নির্ঝর;
যেন কল কল করি,
গহ্বর সলিলে ভরি,
পর্ব্বত-নির্ঝর ভ্রমে বেষ্টিত প্রস্তর।
না পড়ে চক্ষের পাতা,
যেন ধরাতলে গাঁথা,
মলিন প্রস্তর-মূর্ত্তি অর্দ্ধ-অচেতন!
পুত্রতনু কোলে ধরি,
নিরখি নয়ন ভরি,
হৃদয়ে শোকের সিন্ধু হয় বিলোড়ন!

যত দেখে পুত্র-মুখ,
তত বিস্ফারিত বুক,
ক্রমে তেজোরাশি তত প্রকাশে বদন;
বারি-ভারাক্রান্ত মেঘ,
ভেদিলে কিরণ-বেগ,
প্রকাশয়ে সূর্য্য যথা, দেখিতে তেমন!
নিকটে চপলা সখী,
শচীর মুখ নিরখি,
স্তব্ধভাব উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে না পায়,
নয়নে অশ্রুর ধার,
গলিত যেন তুষার,
বদন উরস বহি দর দর ধায়।

ভাবে দৈত্যসুত মনে,
চাহিয়া শচী-বদনে,
"পরশিতে এ শরীর প্রাণে যেন বাধে;
ধরিতে না উঠে কর,
চরণ হয় অচর,
এর চেয়ে নাহি কেন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে?

বুঝি বা নিষ্ফল যায়,
জনকের অভিপ্রায়,
সময়ের এত ক্লেশ এত যে আয়াস!
জয়ন্ত সমরে হত,
শুধু সে সুখ্যাতি কত?
বুঝি পূর্ণ না হইল চিত্ত-অভিলাষ।"

চিন্তা করি ক্ষণকাল,
নিকটে ডাকে করাল,
অনুচর দৈত্য এক নিকবন্ধ নাম;
চিত্তে নাহি দয়ালেশ,
খল পামরের শেষ,
তারে আজ্ঞা দিল পুরাইতে মনস্কাম।
উল্লাসে দানব ক্রূর,
সর্প যেন ছাড়ি দূর,
শচীর পশ্চাতে দ্রুত করিয়া গমন;
ভুজঙ্গ জড়ায় যেন,
করেতে কুন্তল হেন,
জড়ায়ে তুলিলা কেশে করি আকর্ষণ।

হায় মতঙ্গজ যথা,
ছিঁড়িয়া মৃণাল-লতা,
শুণ্ডেতে ঝুলায়ে তুলে শতদল-থর;
দানব-করেতে তথা,
নিবদ্ধ কুন্তল-লতা,
দুলিতে লাগিল শূন্যে শচী-কলেবর।
করিয়া উল্লাসধ্বনি,
মুহূর্ত্তে ছাড়ি অবনী,
উঠিল অচল-পথে দানবের দল,
শিখরে শিখরে পদ,
এড়ায়ে কন্দর নদ,
শূন্যমার্গে চলে দৈত্য কাঁপায়ে অচল।

সংহতি চলে চপলা,
আকাশ করি উজলা,
ক্রন্দন-নিনাদে পূরি অন্তরীক্ষদেশ,
ছাড়িয়া উদয়গিরি,
নানা শৈলশিরে ফিরি,
স্বর্গের নিকটে আসি উত্তরিল শেষ।
রুদ্রপীড় অগ্রসর,
শঙ্খে ঘন ঘন স্বর,
অমরা কম্পিত করি বাজায় তখন,

শুনিয়া দনুজ যত,
প্রাচীরে প্রাচীরে শত,
শত কম্বুনাদ করে নিস্বন ভীষণ।
সে নাদ পশিল কানে,
বাজিল শচীর প্রাণে,
সহসা ঘুচিল স্তব্ধ, চেতনা আসিল;
স্মৃতি-পথে আচম্বিতে,
উত্থিত হইয়া চিতে,
চিন্তা-সরিতের স্রোত উথলি চলিল।

"কোথায় জয়ন্ত হায়!"
বলি চারিদিকে চায়,
"কে করিল শূন্য কোলে, কে হরিল তোরে,
বিপদে রাখিতে মায়,
আসিয়া ফেলিলি তায়,
অকূল আঁধারময় শোকসিন্ধু-ঘোরে!
কি দেখিতে আসি হেথা,
হে ইন্দ্র, সূর্য্য, প্রচেতা,
কই কোথা আমার সে জিনি পারিজাত,
জয়ন্ত কুমার কই?
শচীর নন্দন কই?
দেবরাজ-পুত্র কই? হায় রে বিধাতঃ!

হা শঙ্কর উমাপতি!
হা বিষ্ণু কমলাপতি!
হায় গৌরি, হায় রমা, হায় বাগ্বাণি—
শুষ্ক আজি অকস্মাৎ,
শচীর হৃদি-পারিজাত,
কি আর দেখাবে স্বর্গে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী!
এসে সে দেখিবে এবে,
দানবের পদ সেবে,
দুঃখিনী সহায়হীনা শচী ইন্দ্রজায়া!
কোথায় ত্রিদশকুল!
কোথা আদ্যাশক্তি মূল!
দনুজ-পরশে শচী—কলুষিত-কায়া!"

বলি কাঁদে ইন্দ্রপ্রিয়া,
ঘৃণাতাপে দগ্ধ হিয়া,
প্রজ্বলিত শোকানল-শিখায় অস্থির,
"হা জয়ন্ত" বলি চায়,
নাসাপথে বেগে ধায়
উত্তপ্ত ভীষণ শ্বাস-প্রশ্বাস গভীর।

বামচক্ষে জলধারা—
যথা সে ত্রিলোকতারা
ত্রিপথগা গঙ্গা যবে বিষ্ণুর চরণে
বহিলা অনন্ত স্বেদি,
ব্যোমকেশ-জটা ভেদি,
বিপুল তরঙ্গে ভাসাইয়া ঐরাবণে।
শচীর ক্রন্দন-নাদে,
ত্রিলোকের জীব কাঁদে,
ব্যাকুলিত কৈলাস, বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মপুরী;
ব্যাকুলিত রসাতল,
ব্যাকুলিত অবনীতল,
শচীর আক্ষেপ ধায় ত্রিজগৎ পূরি।
যথা মহাবাত্যা যবে,
ধ্বনি করে ঘোর রবে,
ঘন-বেগে ঘন-ধারা, মারুত-গর্জ্জন;
কখন বা হয় শান্ত,
কখন দাপে দুর্দ্দান্ত,
ভীষণ প্রচণ্ড বায়ু, প্রচণ্ড বর্ষণ।

শচী কান্দে সেই বেশ,
শূন্যে আকর্ষিত কেশ,
বৃত্রাসুর-দূত আসি রুদ্রপীড় কয়,
"প্রবেশ অমরাবতী,
দেখ সে দেব-দুর্গতি,
সমরে অমর সহ দানবের জয়!
রুদ্রপীড় দেখে চেয়ে,
আছে শৈলরাজি ছেয়ে,
চারিদিকে দেব-তনু কিরণ প্রকাশি।
দিনান্তে নদীর জল,
ঈষৎ-বায়ু চঞ্চল,
তাহে যেন ভাসিতেছে ভানু রশ্মিরাশি।
দেখিতে দেখিতে চলে,
বৃত্রাসুর সভাতলে,
নিকস্কর শচীদেহ সেখানে রাখিল;
শচীমূর্ত্তি দৈত্যপতি,
নেহারি অনন্যগতি,
চমকি সম্ভ্রমে শীঘ্র উঠি দাঁড়াইল।

দশম সর্গ।

হেথায় সুমেরু-শৈল ছাড়িয়া বাসব
ইন্দ্রায়ুধ অস্ত্রাদিতে হয়ে সুসজ্জিত—
চলিল কৈলাসধামে নিয়তি-আদেশে,
নিত্য বিরাজিত যেথা উমা উমাপতি।
উঠিতে লাগিলা শূন্যে, নিম্নে ধরাতল—
জলধি পর্ব্বত-মাল, তরুতে সজ্জিত—
দেখাইছে একেবারে আলেখ্য যেমন
বিভূষিত বেশভূষা চারু অবয়ব।
নীলবর্ণ শোভা-পূর্ণ বিশাল শরীর
কোন স্থানে প্রকাশিছে শান্ত জলনিধি;
অরণ্যানী শত শত কত শোভাময়,
কোনখানে বিরাজিত বিটপমণ্ডলী।
কত বেগবতী নদী শাখা প্রসারিয়া
ঢালিছে ধরণী-অঙ্গে তরঙ্গ বিমল,
ঘেরিয়া কানন, গিরি, নগরী, সুন্দর
সহস্র প্রবাহমালা দীপ্ত প্রভাকরে।
স্তরে স্তরে মেঘাকারে শোভে কোনখানে,
সজ্জিত শৈলের শ্রেণী কুঞ্জ-ঝাটি-আবৃত,
সুদৃশ্য ধরণী-অঙ্গে কিবা সুললিত;
মণ্ডিত শিখর চারু ভাস্কর ছটায়!
হিমাদ্রির উচ্চ শৃঙ্গ দূর অন্তরীক্ষে
দেখিলা কাঞ্চনতুল্য কিরণ-মণ্ডিত,
দেবগণ লীলাচ্ছলে শিখরে যাহার
প্রকাশিলা কোন কালে পবিত্র ভারতে—
দেখিলা শৃঙ্গেতে তার গোমুখীগহ্বরে
ধায় ভাগীরথী-ধারা, দেখিলা নিকটে
কালিন্দী-সরিত-স্রোত বহিছে কল্লোলে,
সাজাইতে পুণ্যভূমি আর্য্য-প্রিয় দেশ।
ক্রমে ব্যোমগর্ভে যত প্রবেশে বাসব,
স্তরে স্তরে পরস্পরে করি প্রদক্ষিণ
নিরখিলা সুসজ্জিত অন্তরীক্ষ-মাঝে
জ্যোতিঃ-বিমণ্ডিত কোটি গ্রহের উদয়।

দেখিলা ভ্রমিছে শূন্যে শশাঙ্কমণ্ডল
ধরা সঙ্গে ধরা-অঙ্গ করি প্রদক্ষিণ,
প্রকাশিয়া চারুদীপ্তি সূর্য্য চারিধারে.
শীতল কিরণে পূর্ণ করি নভস্তল।
ভ্রমিছে সে সুধাকর পৃথিবী ছাড়িয়া
আরো দূর শূন্যপথে অতি দ্রুতবেগে,
চন্দ্রমাবেষ্টিত চারি চারু শোভাময়,
দীপ্ত বৃহস্পতিতনু ঘেরিয়া ভাস্করে।
সে সকল দূরে রাখি গ্রহ শনৈশ্চর,
ভাতি-উপবীত অঙ্গে চলেছে ছুটিয়া
ভয়ঙ্কর বেগে শূন্য ঘেরিয়া ভাস্করে
অষ্ট কলানিধি সঙ্গে কি শোভা সুন্দর।
দেখিলা সে কত গ্রহ উপগ্রহ হেন
অন্তরীক্ষে ভ্রমে সদা নিজ নিজ পথে
বিবিধ বরণ-ছটা অঙ্গে প্রকাশিয়া,
আনন্দিত করি শূন্য অপূর্ব্বধ্বনিতে।
দেখিতে দেখিতে বেগে চলিলা বাসব
ঊর্দ্ধ ঊর্দ্ধ বায়ুস্তর করি অতিক্রম—
ধরাতল ক্রমে সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর অতি
সুদূর নক্ষত্র তুল্য লাগিল ভাতিতে।
ক্রমে ক্ষীণ—লীনপ্রায়-মসীবিন্দুবৎ
হইল ধরণী-অঙ্গ, বাসব ক্রমশঃ
উঠিতে লাগিলা যত অনন্ত অয়নে,
চন্দ্র শুক্র শনৈশ্চর ছাড়ি নিম্নদেশ।
অদৃশ্য ধরণী শেষ—বাসব যখন
ছাড়িয়া সুদূর নিম্নে এ সৌরজগৎ
বায়ু-বিরহিত ঘোর অনন্তের মাঝে
উত্তরিলা আসি ভীম কৈলাসপুরীতে।
শব্দশূন্য, বর্ণশূন্য, প্রশান্ত, গম্ভীর,
ব্যাপৃত সে ব্যোমদেশ,ব্যাস-অন্তহীন,
বিকীর্ণ তাহার মাঝে ছায়ার আকার,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডমূর্ত্তি কোটি কোটি কত
বিশ্বপ্রতিবিম্ব হেন দশ দিক্ যুড়ি
বিরাজিছে সে গগনে দেখিলা বাসব—
ফুটিতেছে, মিশিতেছে অনন্ত শরীরে,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, কোটি জলবিম্ববৎ।
বসিয়া তাহার মাঝে শম্ভু ব্যোমকেশ
ঐশ্বর্য্য-ভূষিত অষ্ট, সংযত মূরতি,
প্রকাশিত বক্ত্র, ভালে প্রগাঢ় ভাবনা;
শুভ্র মনোহর যেন রজতের গিরি।

গাঙ্গেয় সলিল কণা কণা পরিমাণে
ঝরিতেছে জটাজূটে—ঝরিছে তেমতি,
হিমাদ্রি-অচল-অঙ্গে উত্তুঙ্গ শিখর,
ধবলগিরিতে যথা হিম-বরিষণে।
বাসিয়া নিমগ্ন-চিত্ত গভীর কথনে;
গভীর কথনে মগ্ন উমা বামদেশে;
একে একে বিশ্বনাথ বিশ্ববিম্ব যত
দেখায়ে গৌরীরে তত্ত্ব কহেন বুঝায়ে,—
কি হেতু হইল সৃষ্টি, সৃষ্টি কি প্রকারে,
পঞ্চভূত, আত্মা, মনঃ, প্রকৃতি প্রথমা,
পরমাণু, পরমায়ু, উৎপত্তি, বিনাশ,
কাল, পরকাল, ভাগ্য, বিধি-সংস্থাপনা।
পুরুষ-প্রকৃতিভেদ হৈল কিবা হেতু,
হইল বা কতকাল কিরূপ সে ভেদ,
ছিল কিংবা নাহি ছিল সে ভেদ আদিতে,
হইবে কি না হইবে পুনঃ সে অভেদ।
কত কাল কোন্ বিশ্ব বিরাজে কি ভাবে,
সৃষ্টির প্রারম্ভে মূর্ত্তি স্থিতি কি প্রকারে;
কেন বা জগৎ-গর্ভে সকলি অস্থায়ী,
সদা পরিবর্ত্তশীল জড় কি চেতন।
কিরূপে অতুল সৃষ্টি জীবের অঙ্কুর,
হইল আদি মুহূর্ত্তে, বিনাশন যবে
কোথায় কি ভাবে রবে পরমাণুকুল;
জীবাত্মা অনিত্য কিবা নিত্য চিরদিন।
এই বিশ্ব সুপ্রত্যক্ষ—এ সৌর-জগৎ—
বর্ত্তমান কত কাল থাকিবে এ আর;
নরদেহধারী প্রাণী মনুজ আখ্যাত
ধরিবে কি মূর্ত্তি পুনঃ কল্লান্তর পরে।
পাপ পুণ্য কিসে হয়; দুষ্কৃতি, সুকৃতি,
অদৃষ্ট-অধীনগণে ঘটে কি প্রকারে;
সুখ হৈতে মানবের দুঃখ-পরিমাণ
গুরুতর কেন এত জগতীমণ্ডলে।
অন্য জীব-আত্মা আর নরের আত্মায়
কি ভেদ, কি ভেদ দেব মানবসন্তানে,
দুঃখ সুখ ভোগাভোগ, মুক্তি বা নির্ব্বাণ,
দেবতা মানব দৈত্য ভিতরে কি ভেদ।
এইরূপ দেব নর চিন্তার অতীত
নিগূঢ় তত্ত্ব নির্ণীত করি ব্যোমকেশ
কহিছেন ভবানীরে ব্রহ্মাণ্ড দেখায়ে;
শুনিছেন কাত্যায়নী চিত্ত প্রফুল্লিত।

এরূপে ব্যাপৃত হৈমবতী; মহেশ্বর
মহা ঘোর শূন্যগর্ভ কৈলাস-ভিতরে;
হেনকালে সুরপতি আসিয়া সেথায়
সম্ভ্রমে বন্দিলা উমা উমাপতি হরে।
বাসবে দেখিয়া দুর্গা মধুর-বচনে
কুশল জিজ্ঞাসি তায় কৈলা সম্ভাষণ,
জিজ্ঞাসিলা "কি কারণে গত এত কাল,
না আইলা পুরন্দর কৈলাসপুরীতে ?
কি হেতু মলিন দেহ, বদন বিরস ?
সর্ব্বাঙ্গ বিমর্ষ শুষ্ক সমাধিতে যেন,
কিংবা যেন রণস্থলে ছিলে কতকাল,—
কি বিপদ্ উপস্থিত আবার ত্রিদিবে ?"
কহিলা মেঘবাহন—"হে আদ্যা প্রকৃতি,
ভুলিলা কি সর্ব্বকথা—দেবের দুর্দ্দশা ?
কি করিলা বৃত্রাসুর মহেশ্বর-বরে,
কেমনে অমরাবতী জিনিলা প্রতাপে ?
দেবগণ স্বর্গচ্যুত, জ্যোতিঃ-শূন্য দেহ,
শিবদত্ত মহাশূল-আঘাতে তাড়িত,
প্রাণ পায় কোনমতে পাতালে পশিয়া;
সুরভোগ্য স্বর্গ এবে দৈত্যের আবাস।
শচী বৈজয়ন্তহারা ভ্রমিছে ধরায়,
অরণ্যে নিবাসে নিত্য অহর্নিশিকাল;
অন্য দেবীগণ যত স্বর্গচ্যুত সবে,
না জানি কি ভাবে কোথা আছে লুকাইয়া,
ত্রিদিব-বিজয়াবধি নিয়তি-পূজায়
নিমগ্ন ছিলাম আমি কুমেরু-জঠরে,
পরাজিত, পরাশ্রিত, শত্রু-তিরস্কৃত—
বিপদ্ ইহার হ'তে কি আর ভবানি ?
ভুলিলা কি মহেশ্বরি, মহেশের মত,
সুরবৃন্দে একেবারে ? ভুলিলা বাসবে ?
ভুলিলা কি ইন্দ্রাণীরে ? পর্ব্বতনন্দিনি,
পার্ব্বতি, ভুলিলা কি গো পুত্র ষড়াননে
জানি নাই ভাবি নাই বিপদ্ নূতন
হৈল কি না উপস্থিত অন্য রিছু আর—
নিয়তি-আদেশে নিত্য অন্তরীক্ষপথে
চলেছি ক্রমশঃ এই কৈলাস উদ্দেশে।"
ভবানী কহিলা "সত্য ওহে ভগবান্,
ভ্রান্ত হয়ে এত দিন তত্ত্ব-আলাপনে
ছিলাম ঈশান সঙ্গে রত এইরূপে ;—
জান ত আনন্দ কত সে তত্ত্ব শ্রবণে।

কি কব মৃত্যুঞ্জয়ে সদা আশুতোষ,
যে যাহা বাসনা করে না ভাবি পশ্চাৎ
দেন তারে অচিরাৎ বর আকাঙ্ক্ষিত,
আপনি নিমগ্ন সদা এই চিন্তাসুখে।
এতক্ষণ, ইন্দ্র, তুমি উপস্থিত হেথা,
কথোপকথন এত তোমায় আমায়,
হের সে নিবিষ্টচিত্ত তথাপি তেমতি
উমাপতি সমভাব,—সংজ্ঞা-বিরহিত।
অমরে যন্ত্রণা এত দিলা বৃত্রাসুর!
আহা ইন্দ্র, এত কষ্ট ভুঞ্জিলা হে তুমি!
শচীর ধরায় বাস অরণ্য-ভিতরে !
কার্ত্তিকের মহামূর্চ্ছা যাতনা-পীড়িত!
ইন্দ্র, আমি এইক্ষণে কহিব শঙ্করে,
তাঁর আশীর্ব্বাদ-পুষ্ট দৈত্য দুরাচার
উচ্ছিন্ন করিল স্বর্গ দেবে তিরস্কারি,
করেন এখনি দৈত্য-নিধন-উপায়।"
এত কহি কাত্যায়নী চাহি মহাদেবে।
কহিলা—"শঙ্কর, হের আইলা বাসব
কৈলাসভুবনে, দেব, তোমার আশ্রয়ে,
তব বরপুষ্ট বৃত্র দৈত্যের পীড়নে।
হে শূলিন্, সদা তুমি এরূপে বিভ্রাট্
ঘটাও অমরবৃন্দে দৈত্য আশ্বাসিয়া,
দেখ স্বর্গরাজ্য এবে হয় ছারখার—
দানব-দৌরাত্ম্যে দেব না পারে তিষ্ঠিতে।
মায়া নাই, দয়া নাই, স্নেহ-বিরহিত,
দেব-দেবীগণে সবে নিক্ষেপি বিপদে,
ভুলিয়া আপন পুত্র পার্ব্বতীতনয়ে,
আছ নিত্য এই ধ্যান-সুখে নিমীলিত!
বুঝিতে না পার যদি সৃষ্টির নিয়ম,
আশু তুষ্ট হয়ে তবে কেন দুষ্ট জনে
বর দিয়া পাড় এত বিষম উৎপাত ?
উমাপতি, কর বৃত্র-নিধন-উপায়।"
ত্রিপুর-অন্তক শম্ভু শিবানীরে চাহি
কহিলা—"হে হৈমবতি, বৃত্রের সংহার
এখন (ও) কি না হইল ? পাপিষ্ঠ দনুজ
এখন (ও) কি সুরবৃন্দে করে নিপীড়ন ?
রহ গৌরি, ক্ষণকাল" বলি চিন্তা করি,
কহিলেন শূলপাণি—"শুন হে বাসব,
দুঃখ অবসান তব হইবে সত্বর,
বৃত্রের নিধন ব্রহ্মদিবা-অবসানে।"

ইন্দ্র কহে—"দেবদেব, জানি সে সংবাদ,
অদৃষ্ট পূজিয়া বহু কষ্টে বহুকাল,
আদেশে তাঁহার এবে এসেছি কৈলাসে,
বৃত্র-বিনাশের প্রথা জানিতে বিশেষ।
ইন্দ্রের যাতনা, দেব, পারিবে বুঝিতে,
বৃত্রভুজদর্পে রণে হয়ে পরাজিত,
বাসবের বলবীর্য্য নহে অবিদিত,
ত্র্যম্বক, তোমার আর উমার নিকটে।
আপন মহিমা ব্যক্ত করিতে আপনি
না পারি—নাহি সম্ভবে আখণ্ডলে কভু—
ত্রিপুরারি, তবু চিত্ত-বেদনার বেগ
দমন করিতে নারি চেতনা থাকিতে।
ছিলাম স্বর্গের পতি সুরেন্দ্র বিখ্যাত,
অসুরের রণে কভু নহে পরাভব,
আজি সে ইন্দ্রত্ব মম বৃত্রাসুরে দিয়া,
ভ্রমি হের নানাস্থানে ভিক্ষুক সদৃশ।
এ কোদণ্ড-তেজে দৈত্য না বধেছি কারে,
বৃত্র কি সে অস্ত্রাঘাত সহিত আমার?
কি কব, করিলা যুদ্ধে অজেয় তাহারে,
আপনি ত্রিশূল দৈত্যে দিয়া শূলপাণি!"
কহিতে কহিতে ইন্দ্র কৈলা আকর্ষণ
ভীমতেজে আপনার ভীষণ কার্ম্মুক,
ইন্দ্রের পরশে গাঢ় চমকে চমকে,
জ্বলিতে লাগিল তাহে জ্যোতিঃ অপরূপ!
সামান্য মানবকুলে বীর যেবা হয়,
অরাতির দম্ভ তার চিত্তের গরল;
পতঙ্গ-কীটের তুল্য নহে সে পরাণী,
শত্রু-নির্যাতনে মৃত্যু সেও চাহে কভু।
মহাবীর্য্যবান্ ইন্দ্র দেবের প্রধান—
দনুজ-বিজিত হয়ে, দুতি-প্রজ্বলিত
বহ্নিতুল্য চিত্ত-তাপে দগ্ধ নিরন্তর,
হৃদয়ের দীপ্ত জ্বালা বাক্যেতে প্রকাশে।
শুনে উমা, উমাপতি আকৃষ্ট হইয়া;
ইন্দ্রের কাতর-উক্তি চিত্তে তীব্র বেগ;
হেনকালে অকস্মাৎ ব্যোমকেশ-জটা
সঘনে কাঁপিল শীর্ষে শঙ্করে চেতায়ে।
খসিয়া পড়িল ধনু আখণ্ডল-করে,
দুয়ার অশ্রুর বিন্দু গণ্ডেতে ঝরিল,
সহসা উদ্বেগ চিত্তে হইল সবার,
বিপদে স্মরিছে যেন অনুগত কেহ।

জিজ্ঞাসিল মহেশ্বর চাহিয়া উমারে—
"কেন হৈমবতি, হেন হয় অকস্মাৎ?
বিপদে স্মরণ শিবে করিছে কেহ বা?
সহসা নতুবা জটা কাঁপিছে কি হেতু?"
না ফুরাতে শিববাক্য কহিলা পার্ব্বতী-
"হে উমেশ, শচী আজ করিছে স্মরণ,
বিপদে পড়িয়া ঘোর দৈত্যের পীড়নে,
নৈমিষ হইতে দৈত্য করিছে হরণ।"
ভবানীর বাক্যারম্ভে দেবেন্দ্র বাসব
জানিতে পারিয়া সর্ব্ব, ছাড়ি হুহুঙ্কার,
তুলিয়া কার্ম্মুক শূন্যে—দিব্য জ্যোতির্ম্ময়
স্বর্গ-অভিমুখে শীঘ্র হইলা ধাবিত।
"তিষ্ঠ, ইন্দ্র, ক্ষণকাল" বলিয়া মহেশ
হস্ত প্রসারিয়া তারে কৈলা নিবারণ।
শিব-করে আকর্ষিত হয়ে আখণ্ডল,
গর্জ্জিতে লাগিলা যেন ক্রোধিত অর্ণব—
যবে বাত্যা-উত্তেজিত মেদিনী গ্রাসিয়া,
ধায় ক্রোধে যাদঃপতি, অবরোধে যদি
সে বেগ নিবারি অঙ্গে উচ্চ শৈলকুল,
বেষ্টি চতুর্দ্দিক্ দৃঢ় পাষাণ-ভিত্তিতে।
গর্জ্জি হেন ক্ষণকাল শান্তভাব কিছু,
কহিলা "ধূর্জ্জটি, তৃপ্ত নহ কি অদ্যাপি?
যা ছিল ইন্দ্রের শেষ তাহাও দনুজে
সমর্পিলা এত দিনে, মৃত্যুঞ্জয়ী দেব?
পুত্র মূর্চ্ছাগত, পত্নী দৈত্য-অপহৃত,
রক্ষা হেতু যাই তারে করহ নিষেধ?
বাসনা কি, শিব, তব ইন্দ্রের লাঞ্ছনা
না থাকিতে বাকি কিছু বৃত্রাসুর-কাছে,
কেন তব সৃষ্টিমাঝে রেখেছ অমর?
কেন এ ব্রহ্মাণ্ড যত বিধি-বিরচিত
নাহি চূর্ণ কর তবে?—কেন হে বিধাতঃ,
করিলে দেবের সৃষ্টি যন্ত্রণা ভুগিতে?
শিবের শিবত্ব শুধু এই কি কারণে?
অমরে অপ্রীতি সদা সম্প্রীতি অসুরে?
এই কি সে সর্ব্বজন-পূজিত শঙ্কর?
স্বজনের অশ্রু যার ছিন্ন-আচরিত?
নাহি চাহি কোন ভিক্ষা, নাহি চাহি জানিতে
বৃত্রবধ কি উপায়ে, ছাড়হ আমায়,
দেখ পশুপতি, এবে কোদণ্ড সহায়ে
একা ইন্দ্র কি সাধিতে পারে স্বর্গপরে।"

ইন্দ্রের ভৎর্সনা শুনি ত্রিপুর-অন্তক
কহিলা আনিতে শূল বীরভদ্রে চাহি,
কহিলা বাসবে, "শান্ত হও, সুরপতি,
শচীর স্মরণে চিত্ত হয়েছে ব্যাকুল।
এত দর্প দনুজের অমরা হরিয়া,
অমরাবতীর শোভা—শচী পুলোমজা—
পরশে শরীর তার ?—হা রে বৃত্রাসুর !
শিবের প্রদত্ত বর ঘৃণিত করিলি ?"
বলিতে বলিতে ক্রোধ হইল মহেশে,
ব্রহ্মাণ্ডের বিশ্ব যত শূন্যে মিশাইল,
পরশিল জটাজূট অনন্ত আকাশে,
গরজিল শিরে গঙ্গা বিভীষণ নাদে।
গর্জ্জিলা তেমতি যথা হিমাদ্রি বিদারি
ভাগীরথী ধায় মর্ত্ত্যে গোমুখী-গহ্বরে ;
জ্বলিল ললাট-বহ্নি প্রদীপ্ত শিখায়,
বহ্নিময় হৈল সেই শূন্যব্যাপী দেশ,
ধরিল সংহারমূর্ত্তি, রুদ্র ব্যোমকেশ,
গর্জ্জিয়া সংহার-শূল করিয়া ধারণ,
তুলিলা বিষাণ তুণ্ডে দীপ্তি শ্বেত-তনু,
অনলসমুদ্রে যেন ভাসিল মৈনাক।
ভয়ে পুরন্দর শীঘ্র সম্মুখ ছাড়িয়া
ঈশানী-পশ্চাতে আসি কৈলা অধিষ্ঠান ;
বীরভদ্র সন্ত্রাসিত দাঁড়াইলা দূরে,
পার্ব্বতী ঈশানে উচ্চ করিলা সম্ভাষ—
"সংবর সংবর, দেব, সংহার-ত্রিশূল,
না কর বিষাণে ঘোর প্রলয়ের ধ্বনি,
অকালে হইবে সর্ব্ব সৃষ্টি বিনাশন,
সংবরণ কর শীঘ্র সংহার-মূরতি।
কি দোষ করিলা কহ বিশ্ববাসিগণ ?
কি দোষ করিলা অন্য প্রাণী যে সকল ?
কোন্ দোষে দোষী, দেব, দেবতা, মানব,
একা বৃত্রে বিনাশিতে বিশ্ব ধ্বংস কর ?
কহ ইন্দ্রে বৃত্রনাশ-বিধি, ত্রিপুরারি,
নিক্ষেপে সংহারশূল সৃষ্টিনাশ হবে ;
ভবিতব্য-লিপি দেব, না কর খণ্ডন
সংবর সংহার-মূর্ত্তি ঈশ উমাপতি !"
পার্ব্বতী-বাক্যেত রুদ্র ত্যজি উগ্রবে
ধরিলা আবার পূর্ব্ব প্রশান্ত-মূরতি
রজতগিরি-সন্নিভ ধবল অচল
ভূষিয়া বরষে যথা হিমানীর কণা।
সহাস্য-বদনে ইন্দ্রে সম্ভাষি কহিলা-
"আখণ্ডল, বৃত্রবধ অনুচিত মম,
পার্ব্বতী কহিলা সত্য এ শূল-নিক্ষেপে
সমূহ ব্রহ্মাণ্ড নষ্ট হবে অকস্মাৎ।
পুরন্দর, ভাগ্যে তার মৃত্যু তব হাতে
যাও শীঘ্র দধীচি মুনির সন্নিধানে,
মহাতেজঃপুঞ্জ ঋষি দেব-উপকারে
ত্যজিবে আপন দেহ পবিত্র-হৃদয়।
দধীচির পূত অস্থি বিশ্বকর্ম্মা-করে
হইবে অদ্ভুত অস্ত্র অমোঘসন্ধান ;
সংহার-ত্রিশূল তুল্য তেজঃ সে আয়ুধে
প্রলয়বিষাণ,শব্দে নিনাদিবে সদা ;
অব্যর্থ হবে সে অস্ত্র তীব্র বহ্নিময়
সর্ব্বত্র সকল কালে সর্ব্বসংহারক।
ত্রিদিবে না রবে আর দানব-উৎপাত
বজ্র নামে সেই অস্ত্র হবে অভিহিত।
ব্রহ্মার দিবার অন্তে সায়াহ্নে যখন
সূর্য্যরথ অস্তাচল-চূড়া পরশিবে,
নিক্ষেপ করিবে তাহা বৃত্র-বক্ষঃস্থলে,
যাও শচী উদ্ধারিতে, সত্বরে বাসব !
বদরী-আশ্রমে ঋষি দধীচি এক্ষণে
তপস্যা করিছে বিষ্ণু-আরাধন ধরি,
সেইখানে, সুরপতি ইন্দ্র, কর গতি,
অস্থি লভি বৃত্রাসুরে বিনাশ বজ্রেতে।
শুনিয়া শঙ্কর-বাক্য সহর্ষ বাসব,
বিশ্বমাতা উমারে বন্দিয়া ভক্তিভাবে
বন্দি গাঢ় ভক্তিসহ দেব উমাপতি,
চলিলা দধীচি-পার্শ্বে শূন্যেতে মিশায়ে !

একাদশ সর্গ।

সমরে অমর পুনঃ হৈল পরাভব,
অমরাবতীতে দৈত্য করে মহোৎসব।
জয়ধ্বনি, কোলাহল, পথে, পথে, পথে,
ভ্রমিছে দানববৃন্দ পূর্ণ-মনোরথে।
রথব্রজ সুসজ্জিত সুসজ্জিত হয়,
সজ্জনাশোভিত শান্ত কুঞ্জর-নিচয়।
আরূঢ় সৈনিকবৃন্দ উৎসবে নিরত,
সমূহ অমরা ব্যাপি ভ্রমে অবিরত।
পুষ্পমাল্যে পরিপূর্ণ গৃহ হর্ম্ম্যরাজি;
বর্ত্ম-পাশে শোভে দিব্য পতাকায় সাজি।
সিঞ্চিত সুগন্ধি স্নিগ্ধ বারি পথিকুল।
চতুষ্পথ পথ ঊর্দ্ধে বিন্যাসিত ফুল।
বাজিছে প্রাচীরে, শৈল-শিখরে শিখরে
বিজয়দুন্দুভি, মৃদুজলদের স্বরে;
ভাসিছে আনন্দে দৈত্য-রমণীমণ্ডলী,
সংগ্রামনিবৃত্ত পুত্র পতি বক্ষে দলি;
মার্জ্জিত পুষ্পের হার গ্রথিত যতনে
পরাইতে পতি পুত্রে প্রফুল্লিত মনে;
মঙ্গল-সূচনা নানা মঙ্গল-বাদন;
আলয়ে আলয়ে সদা সঙ্গীত নর্ত্তন।
পদব্রজে গীতজীবী চিত্ত উৎসাহিত,
গাইয়া ভ্রমিছে সুখে বিজয়সঙ্গীত।
অসীম আনন্দ মনে, দিতিসুতগণে
সুখে নিরখিছে আস্য আশার দর্পণে,—
সমরে অমরজয়—স্বর্গপুরে শচী
জড়াইছে চিত্তে নানা বাসনা বিরচি।
ছুটিছে দেখিতে শচী দৈত্যবালাগণ,
বিচলিত কেশ-বেশ স্খলিত বসন;
অঞ্চল লুটায় ভূমে কঞ্চুলিকা খসে,
বাসনা ত্যজিয়া শ্রোণী নিতম্ব পরশে।
বক্ষঃ ছাড়ি ভুজশিরে উঠে একাবলী;
কুণ্ডল চঞ্চল ভয়ে ধরে কেশাবলী;
মঞ্জীর ছাড়িয়া পদে পড়ে ক্ষিতিতলে;
চরণ অলক্ত-লুপ্ত পৃক্ত রেণুদলে।

ছুটিছে আনন্দস্রোত ত্রিদিব পূরিয়া,
ভ্রমিছে দানববৃন্দ জয়ধ্বনি দিয়া;
রুদ্রপীড়-যশোগীত সর্ব্বজন-মুখে,
বৃত্রের বিক্রম সর্ব্বজন ভাবে সুখে;
বৈজয়ন্ত-মাঝে ঐন্দ্রিলার নৃত্যাগারে,
দৈত্যপতি পুত্রমুখ আনন্দে নেহারে।
ঐন্দ্রিলা বসিয়া বামপার্শ্বে হাস্যমুখ;
শচীর হরণবার্ত্তা শুনিতে উৎসুক।
রুদ্রপীড়ে সম্বোধন করি দৈত্যরাজ,
কহিলা "তনয়, দীপ্ত দৈত্যের সমাজ,
তোমার যশঃ-প্রভায়, তোমার বিক্রমে
কিরূপে আনিলা শচী কহ অনুক্রমে।"
রুদ্রপীড়—বৃত্রপুত্র—বাক্য সুবিনীত
কহিলা পিতারে চাহি "সামান্য সে পিতঃ,
সামান্য বারতা তুচ্ছ কহিব কি আর,
দেখিলাম স্বর্গে আসি যেবা চমৎকার,
সে কথা অগ্রেতে, তাত, শুনাও তনয়ে—
নির্জ্জীব নিরখি কেন অমর-নিচয়ে?
কবে হৈল কিবা যুদ্ধ কে যুদ্ধ করিল?
কোন্ বীর বাহুবলে বিপক্ষে মথিল?
বড়ই রহিল ক্ষোভ—আমি সে সমরে
না লভিনু কোন যশ যুঝিয়া অমরে।
না জানি যে ভাগ্যধর কত সুসৈনিক,
আমার পূর্ব্বের যশ করিল অলীক।
কি সামান্য খ্যাতি লভি জয়ন্তে জিনিয়া?
কিবা কীর্ত্তি করি লাভ, শচীরে আনিয়া?
অস্ত্র না থাকিত কীর্ত্তি হইত অক্ষয়,
এ যুদ্ধে অমরবৃন্দে কৈলে পরাজয়।
বৃথা সে জল্পনা, তাত, কহিয়া সংবাদ,
প্রীতি দান কর পুত্রে—শুনিতে আহ্লাদ।"
রুদ্রপীড়-বাক্যে তবে দনুজের পতি
কহিলা—"তনয়, নাহি হও ক্ষুণ্ণমতি।
যশোভাগ্য বড় তব জানিহ নিশ্চয়,
ছিলে না এ দেবাসুর-যুদ্ধে সে সময়;

থাকিলে সুখ্যাতিভাগ বৃদ্ধি না পাইত,
অথবা পূর্ব্বের যশে মালিন্য ধরিত।
মহাপরাক্রান্ত যত সেনাপতি মম,
সর্ব্বজনে এ সমরে হৈলা অসম্ভ্রম।
শুন তবে চিত্তে যদি এতই আক্ষেপ,
সংগ্রামের সমাচার কহি সে সংক্ষেপ।
নৈমিষ-কাননে গতি করিলা যখন,
কিঞ্চিৎ বিলম্বে তার যত সুরগণ
চারিধারে একেবারে বিষম সাহসে
আক্রমণ কৈলা পুরী সহসা হরষে।
পাইল কি না পাইল ইন্দ্র সমাচার,
কহিতে না পারি, কিন্তু বিক্রমে দুর্ব্বার,
পশিতে লাগিল দ্বার করিয়া উচ্ছেদ,
লঙ্ঘিয়া প্রাচীরচূড়া, ভিত্তি করি ভেদ,
তিন অহোরাত্র দৃষ্টি-শ্রুতিপথ রোধে,
অম্বরে অস্ত্রের বৃষ্টি উভ পক্ষে যোধে।
দেবতা দৈত্যের জান সমরের প্রথা,
জান ত কি দুর্নিবার সংক্রুদ্ধ দেবতা,
বৈশ্বানর অরুণের জান ত প্রতাপ,
একে একে যুদ্ধে যদি ধরিলা উত্তাপ;
বরুণের তীব্রবেগ, প্রভঞ্জন-বল,
পার্ব্বতী-পুত্রের বীর্য্য সমর-কৌশল,
অবগত আছ সর্ব্ব; একত্র সে সবে,
একেবারে প্রজ্বলিত করিলা আহবে।—
অগ্নি প্রবেশিলা তেজে পশ্চিম-তোরণে,
সূর্য্য দেখা দিল পূর্ব্বে সহস্র-কিরণে,
উত্তর-তোরণে দোঁহে বরুণ পবন,
পুরদ্বার নৈলা নিজে পার্ব্বতী-নন্দন।
অসংখ্য অমর-সৈন্য সংহতি সবার
একেবারে ভেদ কৈলা পুরীচারিদ্বার।
পরাক্রান্ত সেনাধ্যক্ষ বীরবর্গ যত,
রণক্ষেত্র আচ্ছাদিয়া পড়ে অবিরত,
তুমুলরণসঙ্কুল উভয় সেনায়,
পরাজয় দৈত্যদলে জয় দেবতায়।
অসহ্য দুর্দ্ধর্ষ বেগে একান্ত অস্থির,
ভঙ্গ দিলা যুদ্ধ ত্যজি দৈত্যপক্ষ বীর।
পুরীমধ্যে প্রবেশিলা আদিত্য সকল,
ত্রস্ত অসুর-সেনা আতঙ্কে বিহ্বল।
তখন একাকী যুদ্ধে হইয়া নিয়ত
আদিতেয়গণে করি পুরী-বহির্গত।

পূর্ব্ব-রণে ত্রিদশ পলায় রসাতলে,
এবার রহিল সবে সংগামের স্থলে:
করিল অদ্ভুত যুদ্ধ অদ্ভুত বিক্রম,
সম্প্রহারে আমারও হৈল বহু শ্রম
তখন সে শিবদত্ত ত্রিশূল-প্রহারে,
একেবারে বিলুণ্ঠিত কৈনু সবাকারে।
দেবের যে মৃত্যু সবে এবে সে মূর্চ্ছায়—
কত কাল না ভুগিব আর সে জ্বালায়।"
শুনিতে শুনিতে রুদ্রপীড়-সর্ব্বকায়
লোমহর্ষ দেখা দিল উৎসাহ-ছটায়;
বিস্ফারিত নেত্র, উরঃস্থল বিস্ফারিত—
গুণ ছিন্ন হৈলে যথা ধনুঃ প্রসারিত,
অথবা ক্রোধিত ফণী যথা ফণা ধরে,
ব্যালগ্রাহী-কোলাহল শুনিলে অন্তরে—
সেই ভাবে রুদ্রপীড় চাহিয়া জনকে,
ছাড়িল নিশ্বাস দীর্ঘ হলকে হলকে।
কহিলা "হা পিতঃ, মম না ঘটিল ভাগে,
যুঝিতে সে দেবাসুর-যুদ্ধে অনুরাগে;
সুযোগ তাদৃশ আর ঘটন দুষ্কর—
চির-আশা এত দিনে হইল অন্তর।"
বৃত্রাসুর কহে,"পুত্র, না ভাব বিষাদ,
কহ এবে শুনি তব নৈমিষ-সংবাদ।
বহু খ্যাতি কৈলা লাভ সে কার্য্যসাধনে,
পুরিছে অমরা তব যশের কীর্ত্তনে।"
পিতার আদেশে রুদ্রপীড় আদি-অন্ত
প্রকাশ করিলা জিনে যেরূপে জয়ন্ত;
কহিলা জিনিতে যত পাইলা আয়াস,
আনিলা যেরূপে শচী করিলা প্রকাশ।
শুনিয়া ঐন্দ্রিলা মহা আনন্দে মগন,
মুখঘ্রাণ লয়ে শীর্ষ করিলা চুম্বন;—
কেমন দেখিতে শচী, কিরূপ বরণ,
কিরূপ আকৃতি, কিবা অঙ্গের গঠন,
কিরূপ বসন, ভূষা, চলন, কিরূপ,
কত বয়ঃ কার মত, কিবা তার রূপ;
হাব, ভাব, হাসি, ভঙ্গী, নাসা, ওষ্ঠাধর,
বক্ষ, বাহু, কটি, উরু, অঙ্গুলী, নখর,
দেখিতে কিরূপ—জিজ্ঞাসয়ে শতবার;
জিজ্ঞাসয়ে কেশপাশ ভুরু কি প্রকার;
তিল তিল করি শচীরূপের বর্ণন,
শতবার শত ছলে করিলা শ্রবণ

রুদ্রপীড় কহে "শচী অতি রূপবতী,
বর্ণিতে সে রূপ নাহি আইসে ভারতী,
রূপ হ'তে গাম্ভীর্য্য গভীর অতিশয়,
ক্ষণিক আমার (ই) চিত্তে সম্ভ্রম উদয় ;
বসিল নৈমিষে যবে পুত্র কোলে করি,
দেখিয়া সে মূর্ত্তি চিত্ত উঠিল শিহরি ;
দেবী বটে, বটে শচী শক্রর বনিতা,
তথাপি সে মূর্ত্তি চিত্তে আছে আভাষিতা ।"
শুনিয়া উথলে ঐন্দ্রিলার চিত্তবেগ ;
বদন ঢাকিল যেন ঘোরতর মেঘ ।
বহুদিন হ'তে শচী-রূপের গরিমা,
বহুদিন হ'তে তার গর্ব্বের মহিমা,
শুনিত ঐন্দ্রিলা পূর্ব্বে কখন কদাচ,
আঁচে শুনা, আঁচে জানা, কটুতার আঁচ,
পরাণে আছিল অগ্রে ; শুনিত ভুলিত ;
শচীও না ছিল কাছে ধরাতে থাকিত ।
এবে নিত্য নিত্য তার শুনি রূপ-গুণ,
হৃদয়ে জ্বলিল যেন জ্বলন্ত আগুন ।
হিংসার ভাজন যদি থাকে বহুদূরে,
হিংসকের চিত্ত তবু কালকূটে পূরে,
নিকটে আসিলে বিষ উথলে তখন,
অসহ্য হৃদয়ে জ্বলে চিতার দহন ।
আছিল বিশ্বাস অগ্রে, গরবে কেবল,
শচীর সুখ্যাতি ব্যাপ্ত ত্রিলোকমণ্ডল ;
সৌরভ যে এত তার মাধুর্য্য নির্ম্মল,
না জানিত, এবে শুনি হইল পাগল ।
তাহে পুত্র-মুখে তার রূপের বাখানি—
জ্বলন্ত গরলে যেন পূরিল পরাণী ।
লুকাইতে ঈর্ষাবেগ না পারিয়া আর,
তনয়েরে কহে দর্পে নখে ছিঁড়ি হার—
"যে আইসে সেই কহে এমন তেমন,
রতি কহে নাহি শচীরূপের তুলন ।
সত্যই কি শচী তবে এতই রূপসী ?
আমার অঙ্গের বর্ণ তার অঙ্গে মসী ?
আমার এ কেশ, তার কুন্তল-তুলায়,
চারুতায়, মৃদুতায় শুনি লজ্জা পায় ?
এ শরীরে নাহি তার দেহের গরিমা ?
এ শরীরে নাহি সেই গ্রীবার ভঙ্গিমা ?
জানে না চরণ মম চলন-প্রণালী ?
সিংহীর চলন তার আমি সে শৃগালী ?
শুন হে দানবপতি, শুন তোমা কহি,
আর সে তিলার্দ্ধকাল বিলম্ব না সহি,
এখনি আনহ শচী কিঙ্করীর বেশে,
দাঁড়াক আসিয়া পার্শ্বে, রূপব্যাখ্যা শেষে ;
রূপ আছে, আছে তার, রূপ কেবা চায়,
দেখি আগে কেমন সে চামর ঢুলায় ;
দেখি আগে হাতে দিয়ে তাম্বুল-আধার,
দেখি সে কেমন জানে অঙ্গের সংস্কার
কেমনে পরায় বাস, সাজায় ভূষণ,
জানে কি না ভালরূপে কবরী-রচন ;
জানে যদি ভালমত হাব-ভাব হাস,
রাখিব নিকটে তারে শিখাবে বিলাস,
নতুবা যেমন সিংহী—সিংহীর আচারে
থাকিবে পিঞ্জরাগারে চতুষ্পথ-ধারে ;
দেখাইতে আছে রূপ, দেখাইবে সবে,
পাবে সুখ, রূপব্যাখ্যা পথিকের রবে,
আন তারে, দৈত্যপতি, বিলম্ব না কর,
মাতুক যে মহোৎসবে সুমেরু-শিখর ;
পশ্চাতে চলুক মম শচী গরবিণী,
হইয়া বসন-ভূষা-তাম্বুলবাহিনী ;
দেখুক দানব সবে গৌরব কাহার—
পুলোম-দুহিতা কিবা দৈত্য-মহিলার ?'
শুনিয়া জননী-বাক্য, বিনীত-বচনে
রুদ্রপীড় কহে, "মাতঃ, কষ্ট কি কারণে ?
দাসী হ'তে আসিয়াছে, হইবে সে দাসী
মহত্ত্ব হারাও কেন লঘুত্ব প্রকাশি ?"
পুত্রের বচনে চাহি ব্যাঘ্রীর সদৃশ,
কটাক্ষ করিয়া কূট, নেত্র অনিমিষ,
ঐন্দ্রিলা কহিলা, "পুত্র, তুমি শিশু অতি,
কি জানিবে আমার এ চিত্তের যে গতি
বামন কি পারে কভু শিখর পরশে ?
গরুড়ের নীড়ে সাধ করে কি বায়সে ?
নারীমাঝে আমা হ'তে অন্য যদি কেহ
অধিক গৌরব ধরে দহে যেন দেহ—
হৃদে জ্বলে হলাহল—সে যদি না মম
কাছে থাকি সেবা করে কিঙ্করীর সম ;
শুন কহি ঐন্দ্রিলার সুদৃঢ় বচন—
অলক্তে রঞ্জিবে শচী আজি এ চরণ ।"
কৈলাসে ঐন্দ্রিলাবাক্য শুনিলা ঈশানী ;
[illegible]

কহিলা মহেশে, মহেশের ক্রোধানল
জ্বলিল প্রদীপ্ত করি গগনমণ্ডল,
বাজিল প্রলয়-শৃঙ্গ শ্রুতি-বিদারণ ;
বহিল ঘন হুঙ্কারে ভীষণ পবন ;
সংহার-ত্রিশূলাকৃতি জ্যোতিঃ বায়ুস্তরে
ভ্রমিতে লাগিল দীপ্ত বৈজয়ন্তপরে।
চমকিত ব্যোমমার্গে ভাস্করের রথ ;
অতল ছাড়িয়া কূর্ম্ম উঠে অদ্রিবৎ ;
বাসুকি গুটায় ফণা, মেদিনী কম্পিত ;
উত্তাল কল্লোলময় সিন্ধু বিধূনিত ;
ভয়েতে ভুজঙ্গকুল পাতালে গর্জ্জয় ;
সদ্যোজাত শিশু মাতৃস্তন ছাড়ি রয়,
বিদীর্ণ বিমানমার্গ গিরিশৃঙ্গ পড়ে ;
চেতনে জড়ের গতি,
গতিপ্রাপ্ত জড়ে ;
টলমল টলমল ত্রিদশ-আলয়,
মূর্চ্ছিত দেবতা-দেহে চেতনা-উদয় ;
দোদুল্য সঘনে শৃঙ্গ সুমেরু-শিখর ;
ঘোর-বেগে বৈজয়ন্ত কাঁপে থর থর।
ঐন্দ্রিলার হস্ত হ'তে খসিল কঙ্কণ ;
রুদ্রপীড়-অঙ্গে হৈল লোম-হরষণ,
নিঃশঙ্ক বৃত্রের নেত্রে পলক পড়িল,
"রুদ্রের ক্রোধাগ্নি-চিহ্ন"
জ্বলিয়া উঠিল॥

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

বৃত্র-সংহার

দ্বিতীয় খণ্ড।

দ্বাদশ সর্গ।

কহ মাতঃ শ্বেতভুজে, স্বয়ম্ভুনন্দিনি,
কি হইলা অতঃপর বৈজয়ন্তধামে?
শিবের ক্রোধাগ্নি-শিখা, ব্যাপি ব্যোমদেশ,
ত্রাসিত করিলা যবে ত্রৈলোক্যমণ্ডল।
কি করিলা বৃত্রাসুর, কি ভাবিয়া চিতে,
শুনিয়া সে ভয়ঙ্কর প্রলয়-বিষাণ?
দাম্ভিকা গন্ধর্ব্ব-বালা দৈত্যেন্দ্র-মহিষী,
সে দৈব উৎপাতে কহ, চিত্তে কি ভাবিলা?
ইন্দ্রপুরী প্রবেশিয়া পুলোমনন্দিনী
যাপিলা কিরূপে কাল রিপুদল-মাঝে?
কি করিলা দেবগণ দানবে দণ্ডিতে?
কিরূপে যুঝিলা স্বর্গ, শচী উদ্ধারিতে?
কেমনে দেবেন্দ্র ইন্দ্র, অভীষ্ট সাধিতে,
লভিলা দধীচি-অস্থি? বিশ্বকর্ম্মা তায়,
কিরূপে গঠিলা বজ্র ভীম প্রহরণ?
বধিলা কিরূপে ইন্দ্র বৃত্র মহাসুরে?
কহ, মাতঃ, অমরার কোন্ স্থানে এবে
শিবশক্তিধর বৃত্র?—কি চিন্তা-পীড়িত?
শূন্য কেন বৈজয়ন্ত-সভাগৃহ আজি?
হে দেবি, করিয়া দয়া কহ সে ভারতী।
উত্তুঙ্গ সুমেরু-শৃঙ্গ উঠেছে যেখানে
অনন্ত গগনমার্গে—স্বর্গ-শোভা করি,
মস্তকে বিশাল শৃঙ্গ ধরি যেন সুখে,
হর্ষে হাসিতেছে নিজ সামর্থ্য নিরখি,
শূল-হস্তে দৈত্যপতি একাকী সেখানে
দাঁড়ায়ে ভূধর-অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া,
একদৃষ্টি শূন্যদেশে কটাক্ষ হানিছে—
যেখানে শিবের ক্রোধ-বহ্নি দেখা দিল।
অপূর্ব্ব দেখিতে চিত্র! সুমেরু-অচলে
বৃত্রের বিশাল বপুঃ, গিরি যেন কোন
অন্য কোন গিরি-অঙ্গে পড়েছে হেলিয়া,
পরীক্ষা করিছে শক্তি দেহে কার কত!
ভীমদৃষ্টি, ভয়ানক কুঞ্চিত ভ্রূভাগ,
তিমিরে আচ্ছন্ন মুখ তিন চক্ষু জ্বলে,
মেঘেতে আচ্ছন্ন যেন গগন গম্ভীর
বিদ্যুতের ছটা ধরি! ভাবে বৃত্রাসুর,—
"শিবের ক্রোধাগ্নি কি এ? শিবের বিষাণ
গর্জ্জিল কি ঐখানে ত্রৈলোক্য কাঁপায়ে?
জাগাতে নিদ্রিত বৃত্রে—জানাতে তাহারে
তাহার দিবস-অন্ত! কৃতান্ত-শর্ব্বরী
আসিছে তমসা-জালে ঢাকিতে দানবে?
দর্পে যার প্রকম্পিত পল্লবের প্রায়,
ভূলোক, দ্যুলোক, শূন্য! ভুজবলে যার
স্বর্গে মর্ত্ত্যে দৈত্যনাম নিত্য পূজনীয়!
মুণ্ড কাটি করি তপ কত কল্পকাল,
গঙ্গাধরে তুষ্ট করি অভীষ্ট লভিনু!
সিদ্ধ হৈনু শিব-বরে খ্যাতি ত্রিভুবনে—
সে সৌভাগ্য-শিখা এবে হবে কি নির্ব্বাণ?

পণ্ড শিব-আরাধনা ! সামর্থ্য নিষ্ফল ?
অবিশ্রান্ত রণ-ক্লেশ অশেষ যাতন,
দুর্ব্বার সংহার-শূল শঙ্কর-অর্পিত,
সব ব্যর্থ ?—দৈব-বহ্নি ঘোষিল কি ইহা ?
অথবা উন্মত্ত আমি, অলীক আতঙ্কে
ভ্রান্ত হয়ে ভাবি মনে ?—তবে কি কারণ
সহসা ত্রিনেত্রে মম পলক পড়িল ?
শিব-ক্রোধানল ভিন্ন বৃত্র ভীত কিসে ?
তবে বা দয়ার্দ্রচিত্ত দেব আশুতোষ
ক্রুদ্ধ হৈলা ইন্দ্রজায়া শচী কারাবাসে ?
জানাইলা রোষ তাঁর—ভক্তপ্রিয় দেব
জ্বালাইল ক্রোধানল গগনমণ্ডলে।"
এত ভাবি, দৈতপতি নিশ্বাসি গভীর
কটাক্ষ হানিলা তীব্র শূন্যেতে আবার ;
নমিলা উদ্দেশে রুদ্রে, শিবদত্ত শূলে
সম্ভ্রমে পূজিয়া যত্নে ফিরিলা আলয়ে।
ইন্দ্রপুরী দ্বারে দৈত্যা ঐন্দ্রিলা সুন্দরী,
দ্রুত কৈলা আলিঙ্গন দানবে দেখিয়া,
সাদর-সম্ভাষ মুখে, নেত্রে প্রেমশিখা,
যতনে ধরিলা হস্ত অপাঙ্গ হেলায়ে।
দৈত্যনাথ চিন্তা-মগ্ন, না কৈল উত্তর।
চতুরা ঐন্দ্রিলা ভাব বুঝিয়া ভঙ্গীতে,
ধরিলা গম্ভীর মূর্ত্তি ; ধীর পাদক্ষেপে,
হস্ত ধরি, ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশিলা।
বসাইল রত্নাসনে,—হায়, যে আসনে
ইন্দ্র, ইন্দ্রজায়া পূর্ব্বে লভিত বিশ্রাম,
ত্রিদিবে যখন দেব মাতিত উৎসবে,
দৈত্য-রণে জয়ী হয়ে, যত্নে আজি তায়
বসাইল বৃত্রাসুরে, গন্ধর্ব্ব নন্দিনী
বসিলা নিকটে বার্ত্তা সুধাইল কত ;
করিলা কতই যত্ন দানবে তুষিতে।
কুঞ্জরপালক যথা মত্ত করিরাজে
তোষে নানা শ্লোক-বাক্যে, যবে করিরাজ
পাদক্ষেপে পরাঙ্মুখ উর্দ্ধে শুণ্ড তুলি।
তখন দনুজেশ্বর বৃত্র বলবান্
চাহিয়া ঐন্দ্রিলা-মুখ কটাক্ষ হানিলা ;
কহিলা গম্ভীর-স্বরে, নগেন্দ্র-গহ্বরে
গর্জ্জিল পবন যেন ভীষণ নিস্বনে—
"ঐন্দ্রিলে—ঐন্দ্রিলে, জান না কি হেমকুম্ভ
ভাঙ্গিলে দ্বিখণ্ড করি চরণ-আঘাতে।

বিশাল সাম্রাজ্য এই ;—ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া
বৃত্রের দোর্দ্দণ্ড-দাপ, হেথা কই সুখ,—
এই স্বর্গে, ইন্দ্রধামে, অমরবাঞ্ছিত
ঐশ্বর্য্য অপরিসীম খ্যাতি চরাচরে
বৃত্রের সম্বল—চন্দ্রশেখরের দয়া
চিরদীপ্ত চিরন্তন প্রাক্তনবিভাস ;
সকলি হইল ব্যর্থ তোমা হ'তে বামা—
দানবি, দৈত্যের কুল উন্মূল তো হ'তে।
ক্রোধান্বিত বিশ্বনাথ, শচী-অপমানে,
জানাইল রুদ্র-রোষ বিষাণে নিনাদি,
জাগাতে নিদ্রিত বৃত্রে—দণ্ডিতে, ঐন্দ্রিলে,
গন্ধর্ব্ব-কন্যার দর্প দনুজে আঘাতি।
চেয়ে দেখ অন্তরীক্ষে সে বহ্নির রেখা
এখন (ও) ভাতিছে মৃদু সুমেরু-উপরে—
দীপ্ত অন্ধকার যথা" বলিয়া নীরব
দনুজ-ঈশ্বর, শিবভক্ত মহাসুর।
ঐন্দ্রিলা তখন—"দেব ! দৈত্যকুলনাথ,
ঐন্দ্রিলা-বল্লভ, দম্ভী, শম্ভু-শূলধারী,
হেন অসম্ভব দ্বিধা অন্তরে তোমার ?
অম্বুনিধি আন্দোলিত শুশুকফুৎকারে ?
নগেন্দ্র-ভূধর-কম্প পতঙ্গ-নিশ্বাসে !
খগেন্দ্রে ভুজঙ্গ-ভয় ! কি প্রমাদ হায় !
কি দেখিলা—কোথা রুদ্রক্রোধ-হুতাশন ?
কোথা বা বিষাণশব্দ—উন্মাদ কল্পনা !
কে কহিল তোমারে এ, হে দনুজেশ্বর,
হাস্যকর উপন্যাস—রোগীর প্রলাপ ?
জান না কি শূর—স্বর্গে নিসর্গের খেলা,
অনন্ত-মাঝারে হয় নিত্য কত রূপ ?
কিবা জ্বালা চক্ষু ধাঁধি জ্বলে শূন্যদেশে,
যখন প্রকাণ্ড কোন গ্রহের মণ্ডল
খণ্ড খণ্ড হয়ে ছোটে ব্রহ্মাণ্ড ঝলসি ?
কিবা ভয়ঙ্কর ধ্বনি শ্রবণ বিদারি
ভ্রমণ করয়ে শূন্যে নক্ষত্রে যখন
নক্ষত্র আঘাতি ধায় গম্ভীর অম্বরে,
দৈব আকর্ষণ-বলে ? হে দনুজনাথ,
দেখেছ শুনেছ পূর্ব্বে কত দৈব হেন।
অথবা মায়াবী দেব দনুজে ছলিতে,
সকলে একত্র এবে যুদ্ধ-আড়ম্বরে,
ইন্দ্রজাল ইন্দ্রপুরে দেখায়ে অদ্ভুত,
দুর্ব্বল করিতে ছলে দৈত্যভুজবল।

শিবভক্ত শিবপ্রিয় তুমি দৈত্যরাজ,
তোমাকে বিমুখ শম্ভু ? চিত্তে দেহ স্থান
হেন কাল্পনিক চিন্তা ? কলঙ্ক তোমার,
কলঙ্ক হে শিবভক্ত ধূর্জ্জটির নামে।
আমি যদি, দৈত্যপতি, তোমার আসনে,
হতেম, দেখিতে তবে আমার কি পণ।
ভয় চিন্তা দ্বিধা দয়া আমার হৃদয়ে,
স্থান না পাইত পণ অসিদ্ধ থাকিতে!
প্রতিজ্ঞা করিলে—দানবের পণ, প্রভু,
মনে যেন থাকে দেব সেনাপতিবৃন্দে
জিনিয়া সমরে বান্ধি আনি অমরায়,
ইন্দ্রের মন্দিরে বসি বন্দনা শুনিবে।
সে প্রতিজ্ঞা নহে সিদ্ধ হাসে দেবগণ,
আপনি হইলা বন্দী আপন সংশয়ে;
বৃথা নিন্দ ঐন্দ্রিলারে, দনুজ-ঈশ্বর,
অলীক স্বপনে মুগ্ধ তুমি সে আপনি।"
"বামা তুমি" বলি দৈত্য তুলিলা নয়ন।
হেরিলা ঐন্দ্রিলা-মুখ গর্ব্বিত, গম্ভীর,
দন্তে ওষ্ঠ প্রস্ফুটিত, চারু বিম্বাধর
বিস্ফারিত ঘন ঘন, প্রদীপ্ত নয়ন।
সে চিত্র নিরখি বৃত্র আবার নীরব
লাবণ্য-মণ্ডিত গণ্ড—দন্তের ছটায়
চিত্ত-প্রতিবিম্ব যেন প্রজ্বলিত এবে
সর্ব্ব-অঙ্গে, অবয়বে, ললাটে, গ্রীবায়
যেন বা কি দৈববাণী অন্তের অশ্রুত,
গোপনে শুনেছে বামা তাই সে প্রত্যয়
দৃঢ়তর এত মনে,—তাই উপহাস
করিছে দনুজবাক্যে দনুজ-মহিষী।
দেখিয়া দৈত্যের মনে দর্প উপজিল;
ঐন্দ্রিলার গর্ব্বে যেন চিত্তে ক্ষণকাল
জন্মিল প্রত্যয় হেন—তাঁহারি সে ভ্রম!
ঐন্দ্রিলা কহিলা তবে কটাক্ষ হানিয়া—
"বামা আমি"—বলি দন্তে সম্ভাষি গভীর
দাঁড়াইল মহাদর্পে শির উচ্চ করি,
ভুজঙ্গী ঘাতকে লক্ষি দংশিবার আগে
সঘন গর্জ্জিয়া যেন প্রসারয়ে ফণা
কিংবা যেন রাজহংসী পদ্মবন লুঠি,
মৃণাল আহারে তুষ্ট স্বচ্ছ সরোবরে,
চক্ষুতে পঙ্কজ-শোভা পক্ষ সাপটিয়া
মধ্যাহ্নে স্থির হয়ে গ্রীবা উচ্চ করে।

"বামা আমি দনুজেন্দ্র! রমণী কি হেয়?
তুচ্ছ কীট-পতঙ্গ সদৃশ কি হে বামা?
পুরুষের বন্ধু বামা—মন্ত্রী পুরুষের,
বীরের একই মাত্র সহায় রমণী।
শুন, ওহে দৈত্যনাথ, বামা সত্য আমি,
ঐন্দ্রিলা ত্রিলোকখ্যাত গন্ধর্ব্ব-দুহিতা,
সামান্যা অবলা নহে দানবী ঐন্দ্রিলা,
ঐন্দ্রিলা তোমার ভার্য্যা, শুন হে দানব!
সত্যই যদ্যপি শচী-হরণে ত্র্যম্বক
ক্রুদ্ধ হয়ে ক্রোধানল জ্বালিলা গগনে,
সত্যই যদ্যপি হয় উচ্চ নিনাদ
প্রলয়-বিষাণ-শব্দ—স্তব্ধ কেন তায়?
খণ্ডন অসাধ্য এবে সংঘটন যাহা।
ক্রুদ্ধ যদি উমাপতি, সে ক্রোধ নির্ব্বাণ
হবে না, জানিহ, পুনঃ ভাবনা কি তবে?
ভাবনা কার্য্যের আগে, সাধন এখন।
স্খলিত হিমানীস্তূপ কম্পিত ভূধরে
ঘর্ঘর নিনাদি চূর্ণ করি শৃঙ্গমালা;
ধায় যবে ধরাতলে অরণ্য উজাড়ি,
কে নিবারে গতি তার—কার সাধ্য হেন?
সেমতি জানিও ইহা; নতুবা দৈত্যেশ,
দানবেন্দ্র নামে ঘোর কলঙ্ক লেপিতে
বাসনা যদ্যপি থাকে, স্বর্গজয়ী নাম
ঘুচাইতে চাও যদি—শচী ফিরে দাও!
ফিরে দাও শচী তার পতির নিকটে,
নিজে ভেটবাহী হয়ে, নিঃশঙ্ক দানব!
নহে কহ, আমি তার দাসী হয়ে যাই,
করযোড়ে ইন্দ্রাণীরে সঁপি ইন্দ্রকরে।"
দেখিলা দানবরাজ গরিমার ছটা
ঐন্দ্রিলার মুখপদ্মে—যথা সে পঙ্কজে
সূর্য্যের কিরণমালা, অরুণ যখন
অরুণ-স্যন্দনে চাপি নীলাম্বরপথে
আনন্দে চালায় রথ; মৃদু কলস্বরে—
জাগায় মানবে সুখে বিহঙ্গম-ব্রজ।
নিরখি পূর্ণেন্দুমুখ, দৈত্যরাজ-মুখে
ভাতিল অতুল জ্যোতিঃ - শশাঙ্ক-কিরণ
চূর্ণ মেঘস্তরে যথা ঢাকিল আবার
(ঢাকে যথা মেঘচূর্ণ পূর্ণশশধরে)
দনুজের মুখকান্তি চিন্তার ছায়াতে।
কহিলা মহাদানব চিন্তি ক্ষণকাল,—

"বামা তুমি, ইন্দ্রমুখি! গন্ধর্বনন্দিনি,
এ নহে নিসর্গখেলা—তা হ'লে কি কভু
আতঙ্কে আমার নেত্রে পলক পড়িত?
নিসর্গ-ক্রীড়ার রঙ্গ দেখেছি সে কত।
কহিলা এ মহেশের ক্রোধই যদি হয়,
কি চিন্তা এখন তাহে? জান না, ঐন্দ্রিলে,
মৃত্যুঞ্জয় আশুতোষ—ক্রোধ নাহি রয়!
শচীরে ছাড়িব আমি তুষিতে মহেশ।"
এত কহি রতিরে কহিলা দৈত্যপতি,
"শীঘ্র যাও, মদনমোহনি, শচী-পাশে,
কহ তারে আসিতে হেথায়; কারাক্লেশ
ঘুচাইব তাহার অচিরাৎ।" দ্রুতগতি
দৈত্যপতি হইলা বাহির; মহাবেগে
উঠিলা প্রাচীরে, চাহি দেখিল চৌদিকে—
দৈত্যদৃষ্টি যতদূর—দূরপ্রান্তে তার,
অধিত্যকা, উপত্যকা আচ্ছাদন করি
জ্বলিছে দেবের তনু গম্ভীর নিশীথে।
স্থানে স্থানে রাশি রাশি—কোথাও বিরল,
কোথা অবিরল শ্রেণী—দু একটা কোথা
দগন্ত ব্যাপিয়া শোভা। দেখিতে তেমতি
হে কাশী, তোমার তটে—জাহ্নবী সলিলে
ভাসে যথা দীপমালা তরঙ্গে নাচিয়া
কার্ত্তিকের অমানিশা অন্ধকার হরি,
মত্ত যবে কাশীবাসী দেওয়ালী-উৎসবে,
অথবা দেখিতে আহা নক্ষত্র যেমন—
নক্ষত্র নিশীথ-পুষ্প—নীলাম্বর-মাঝে
শোভে যবে অন্ধকারে গগন আবরি।
দীপ্ত সে আলোকে নানা বর্ম্ম, প্রহরণ,
খড়্গ, অসি, শূল, ভল্ল, নারাচ, পরশু,
ও বিশাল মূর্ত্তি, গদা ভয়ঙ্কর,
জ্যোতির্ম্ময় দীপ্ত তনু তূণীর ফলক,
তোমর, মার্গণ, টাঙ্গী, ভীম খরশাণ,
কোন খানে স্তূপাকার জ্বলিছে তিমিরে
বিবিধ অস্ত্রের রাশি, কোথাও উঠিছে
রথের ঘর্ঘর-শব্দ নেমি দীপ্তিময়;
কোথা শ্রেণীবদ্ধ রথ, কোথাও মণ্ডলে
তুরঙ্গের হ্রেষারব করীর বৃংহিত,
মহিষের ঘোরনাদ উঠিছে কোথাও,
গাঢ়তর রজনীর নিঃশব্দতা হরি;—
কোথাও মাধুর্য্যপূর্ণ অমরের বাণী।
কোন বা শিবিরপরে শিখিপুচ্ছ শোভে;
কোন শিবিরের চূড়ে মৃগাঙ্ক অঙ্কিত;
হেমকুম্ভ কার ধ্বজে কার ধ্বজে তারা,
কোন বা শিবির-ধ্বজে জ্বলন্ত পাবক।
কত স্থানে স্তূপাকার মেঘের বরণ
বিশাল শরীর, মুণ্ড, ভুজদণ্ড, উরু,
রুধিরাক্ত দৈত্যবপুঃ দেখিতে ভীষণ,
ভয়ঙ্কর করিয়াছে দেব-রণস্থল।
দেখিতে দেখিতে নিশি প্রভাত হইল,
স্বর্গের দিবার জ্যোতি উদিল পূর্ব্বেতে,
দন্ত কড়মড়ি দৈত্য, নিশ্বাসে হুঙ্কারি,
ফিরিল আকুল-চিত্ত মন্ত্র-সভাতলে!
উছলিত হৃদিতল অশুভ চিন্তায়,
ক্রোধে তাপে প্রজ্বলিত রণক্ষেত্র হেরি,
ভুলিতে চিত্তের ব্যথা সমর-প্রাঙ্গণে
প্রতিজ্ঞা করিলা দৈত্য; সুমিত্রে ডাকিয়
আজ্ঞা দিলা সেনাবৃন্দে সমরে সাজিতে।
অমরা-উত্তর-দ্বারে যথা মহারথ
অমর-সেনানীগণ কার্ত্তিকেয় আদি—
সাজিতে লাগিল সৈন্য ভীম-কোলাহলে

ত্রয়োদশ সর্গ।

...গন্ত্র অঞ্চলে—যেথা নগেন্দ্র-সম্ভবা
...নী অলকনন্দা কলকল স্বরে
...ছে, অটবী-অঙ্গ ধীরে প্রক্ষালিয়া,
...মোণি অস্তগত, উরিলা সুরেশ,
ছাড়িয়া অম্বরপথ। বিশাল বিস্তৃত,
রম্য সে অরণ্য-দেশ! সন্ধ্যার তিমির,
গাঢ়তর স্নেহে যেন দিয়া আলিঙ্গন,
আদরে ধরেছে সুখে অটবী সর্ব্বাঙ্গে।

অরণ্য-ভিতরে কত মহীরুহরাজি—
পলাশ, শিরীষ, বট, অশ্বত্থ, শাল্মলী,
জটে জটে, স্কন্ধে স্কন্ধে জড়ায়ে জড়ায়ে
নিঃশব্দে ভাবিছে যেন ভীম বাত্যাতেজ।
বিরাজিছে অরণ্যানী দেখিতে তেমতি,
হাসি, কান্না, ক্রোধ যেন একত্র মিশ্রিত।
কোথা শান্ত স্থির ভাব, কোথা ভয়ঙ্কর,
কোথা বা তমসা-পূর্ণ বিবর্ণ মলিন!
বীরপদে শর্ব্বরীর ঘোর অন্ধকারে
চলিলা বাসব বক্র অরণ্য-বর্ত্মে'তে,
শুনিতে শুনিতে কত ফেরু-ঝিল্লীরব,
বিকট-তক্ষকনাদ, ভল্লুক-চীৎকার,
পেচকের ঘোর ধ্বনি, কেশরি-গর্জ্জন,
ভয়াতুর বিহঙ্গের পক্ষের নিস্বন,
শাখাচ্যুত পল্লবের শব্দ মৃদুতর,
পবনের স্বন্ স্বন্ সুঘোর নিশ্বাস!
নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন পল্লব-রাজিতে
দেখিলা খদ্যোত-দ্যুতি শোভিছে কোথাও
সাজাইয়া তরুরাজি অপরূপ-রূপে
কোটি মণিখণ্ড যেন অটবী-মস্তকে!
কোথাও আবার শাখা জটা ভয়ঙ্কর
নিশাচর যেন ঘোর ঘন অন্ধকারে
প্রসারণ করে কর! দেখিতে দেখিতে
চলিলা অমরনাথ কৌতুকে মগন।
নিরখিলা এক স্থানে আসি কিছু দূরে
রমণী-মণ্ডলী-শোভা বন-অন্ধকারে,
রজনী-সীমন্তে যথা তারকার দাম
শোভে শূন্য শোভা করি মৃদুল রশ্মিতে!
আলিঙ্গন পরস্পরে মধুর সম্ভাষ
জিনি কলকণ্ঠধ্বনি—সুখের মিলনে
প্রবাসী ভাসয়ে যথা স্বদেশী লভিয়া!
নির্ব্বাসিত কিংবা যথা ফিরি নিজালয়ে!
দেখিতে লাগিলা ইন্দ্র পৌলোমী-বল্লভ
সে সুদৃশ্য মনোহর অদৃষ্ট-ভাবেতে,
মহাকুতূহল-মগ্ন; দেখিলা বিস্ময়ে,
কেহ বা শিখণ্ডি-মূর্ত্তি ছাড়িয়া বিস্ময়ে,
ধরিছে সুন্দরতর সুর-বিমোহন
অপূর্ব্ব অঙ্গনারূপ লাবণ্য-মণ্ডিত!
কেহ সুখে কুহু-কণ্ঠ-রূপ পরিহরি
নিন্দিছে শশাঙ্ক-জ্যোতি রূপের ছটায়;
কুরঙ্গিণী-তনু ত্যজি কোন মনোরমা
কুরঙ্গলাঞ্ছন নেত্রে তরঙ্গ তুলিছে,
তাপসের চিত্তহর! কোন সীমন্তিনী
ছাড়িয়া শার্দ্দূল-বেশ প্রকাশিছে
অনুপম চারু কান্তি রতিকান্তি জিনি!
কহিছে কোন ললনা,—সুচামর-কেশ
লুটিছে চরণ-পার্শ্বে ভ্রমিছে যেমন
মধুকর-কুল রক্ত-কমল-উপরে।
কহিছে, "হা, কত কাল অদৃষ্ট রে আর,
সুরাঙ্গনা এ দুর্গতি ভুঞ্জিবে ধরায়!
ধিক্ দেবগণে দৈত্য-রণে পরাজিত!
ধিক্ ইন্দ্র—জিষ্ণুনামে কলঙ্ক তাঁহার।"
হেন কালে অগ্রসরি সুরেন্দ্র বাসব
রমণী-মণ্ডলী-পার্শ্বে দিলা দরশন;
পৃষ্ঠেতে কার্ম্মুক দীপ্ত রত্ন-বিভাময়,
জ্বলিছে উজ্জ্বল করি অরণ্য বিশাল।
হরষিত হংসীকুল নিরখিলে যথা
মরালে মণ্ডল-মাঝে, হরষিত তথা
দেবাঙ্গনাগণ ইন্দ্রে ঘেরিলা চৌদিকে,
দ্রুত সুধাইল স্বর্গ-উদ্ধার কিরূপে?
কহিলা, "হে শচীনাথ, দারুণ যন্ত্রণা
এত দিনে অবসান; আর না হইবে
সহিতে প্রবাস-ক্লেশ হৃদয়ের দাহ,
পশুপক্ষি-রূপে ছদ্মবেশে ধরাবাসে
ত্রিদিবে অসুরদল প্রবেশ অবধি
পলাইনু মোরা সবে—দাবাগ্নি যেমন
প্রবেশিলে বনে ধায় কুরঙ্গিণীদল—
তদবধি অনন্ত যাতনা, হে সুরেশ,
কেহ বিহঙ্গিনী-রূপে বৃক্ষের আশ্রয়ে,
কেহ বা কুরঙ্গী, কেহ ক্রৌঞ্চীবেশ ধরি,
মাতঙ্গী শার্দ্দূলী কেহ, কেহ বা মহিষী,
হা অদৃষ্ট—কেহ রূপে বরাহী জম্বুকী!
সে দুর্দ্দৈব অবসান এত দিনে, দেব,
অমরা-উদ্দেশে আ(ই)লা স্বর্গ উদ্ধারিয়া
হে সুরেন্দ্র শচীপতি, আইস এইখানে,
অভিষেক করি তোমা অমর-উৎসবে।"
বলিয়া ধাইলা কেহ পুষ্প অন্বেষণে
গাঁথি মালা সাজাইতে মহেন্দ্র-শীর্ষক,
ঝুলাইতে পুষ্পহার সুরেশ-গলায়—
অমর-সঙ্গীতে বন পুলকিত করি;

ক্ষুব্ধ-চিত্ত পুরন্দর—যথা বলহীন্।
কেশরী পিঞ্জরমাঝে—ছাড়িয়া নিশ্বাস
গভীর প্রবল বেগে! হায় রে ভূতলে
দেবেন্দ্র ভিক্ষুক আজি দৈত্য-ভুজতাপে;
আশ্বাসি করিলা শান্ত সুরকন্যাদলে;
সুমন্দ গভীর স্বরে কহিলা প্রকাশি
কি হেতু ধরায় গতি; কহিল যে হেতু
গতি তাঁর দধীচি-আশ্রমে শিবাদেশে;
যে বারতা দিলা তাঁরে সুমেরু-শিখরে
ইন্দ্রবাক্যে হরষ বিষাদে ভাগ্যদেব॥
কহিলা অঙ্গনাদল "হে পৌলোমী-নাথ,
কিছু অগ্রে দধীচির পবিত্র আশ্রম।
দয়ার সাগর ঋষি ঋষিকুলচূড়া,
অদ্বিতীয় সুরলোকে! জেনেছি আমরা
যে অবধি ভূমণ্ডলে বাস, হে সুরেশ,—
জীব-উপকারে ঋষি জগতে অতুল।
ব্রত—পর-উপকারে স্বার্থ পরিহরি;
কল্পনা, কামনা, চিন্তা পরের মঙ্গল,
কিবা কাটে কি পতঙ্গে সদা দয়াশীল
মুনীন্দ্র কৃপার সিন্ধু—জীব-চূড়ামণি।
জীবন দিবেন তিনি দেবের কল্যাণে,
না চিন্ত, অমরপতি!" দেখাইলা পথ।
চলিলা সুরেশ ধীরগতি। কতক্ষণে
দেখিলা গগন-প্রান্তে তরুণ কিরণ,
চারুমূর্ত্তি প্রভাকর শূন্যে সাম্যভাব,
খেলিছে কুরঙ্গরাজি; অজিন-রঞ্জিত
শোভিছে কুটীর-দ্বার; শ্রুতি-সুখকর
স্তুতিধ্বনি চারিদিকে উচ্চে উচ্চারিত;
কোথাও ভাস্কর-স্তোত্রে ললিতলহরী;
গায়ত্রী-বন্দনা কোথা, সন্ধ্যা-আরাধনা,
বিষদ সুরেতে বেদ-সঙ্গীত কোথাও,
কোনখানে মহিমনঃ মহা স্তব পাঠ!
শিষ্যবৃন্দ আনন্দে ঘেরিয়া তপোধনে,
শুনিছে মহর্ষিবাক্য—অনন্যমানস;
হায় রে যেমতি বাগীশ্বরী-বীণাধ্বনি
শুনিতে উৎসুক-চিত্ত অমরমণ্ডলী—
সৃষ্টির উৎসবদিনে—পদ্মাসনা যবে
দেব-চিত্ত-মোহকর শুনান ভারতী।
কহিছেন মহা ঋষি কিরূপে কলহ,
সর্ব্ব-জীব-দুঃখ-মূল আইল ধরায়!

"এক দিন—হায়! কেন উদিল সে দিন—
জলধি-সম্ভবা বিষ্ণু-জায়া স্বর্গধামে
চাহিলা বিরিঞ্চি-পাশে, সৃষ্টিতে অতুল,
অপরূপ রত্ন কোন সৃজি দিতে তাঁরে।
বিধাতা সৃজিলা ফল অতুল ভুবনে—
কান্তি, চন্দ্র-শোভা জিনি—ভ্রান্তি নিরখিলে
সৌরভ জিনিয়া চারু সুরভি পীযূষ,
অমর-দনুজে ঘোর দ্বন্দ্ব যার লাগি,
ফিরে যবে দেবাসুর অম্বুনিধি মথি
শ্রান্তদেহে অমরায়—দগ্ধ হলাহলে!
অনন্ত যৌবন ফলে পরশিলে বামা
পুরুষের করস্পর্শে অক্ষয় প্রতাপ।
ব্রহ্মাণী মোহিলা হেরি চাহিলা সে ফল;
ক্রোধান্ধ কেশবজায়া; দেবীবৃন্দ-মাঝে
উপজিল ঘোর দ্বন্দ্ব; না চিন্তি বিধাতা
নিক্ষেপিলা বিষময় ফল ধরাতলে;
তদবধি ঈর্ষা, দ্বেষ, হত্যা এ জগতে।
নররক্তে নিমজ্জিত এ ধরণীতল!
রণস্রোত প্রবাহিত সে অবধি ভবে—
মানব-নিধনে যাহা নিত্য মহামারী!
কত দিনে বুঝিবে রে মনুজ-সন্তান
কি কুটিল ব্যাধি লোভ! কি কূট গরল
নরকুল-দেহে দ্বন্দ্ব! কবে সে বুঝিবে
আত্মার পশুত্বলাভ সমর-প্রাঙ্গণে।
কুটিল, কূট-কটাক্ষা হত্যা ভয়ঙ্করী
সাধিতে যে পারে তবে, নারে কি রে তাহা
অমর-নন্দিনী দয়া সরলা সুন্দরী?
কবে নরকুল— অবনী-সীমন্ত-রত্ন—
মিলি সখ্যভাবে সুখে নিত্য ছড়াইবে
ভ্রাতৃত্বের সুখ-ধারা; যথা সে সুখদা
বিমল-তরঙ্গা গঙ্গা পুণ্যভূমি-মাঝে
ছড়ান সলিল-ধারা মানবে রক্ষিতে!
হা দেব কমলাপতি, দেব বিশ্বম্ভর!
হর বিশ্বভার শীঘ্র এ ভ্রান্তি ঘুচায়ে—
ভ্রান্ত নরকুলে দেব, কর চিরসুখী!
হৃষীকেশ, হও, প্রভো, মানবে সদয়!"
পৌলোমী-ভরসা ইন্দ্র, মুগ্ধ ঋষিভাবে,
অলক্ষ্যে অদৃশ্যভাবে ছিলা এতক্ষণ,
পূর্ণজ্যোতিঃ দেবকান্তি এবে প্রকাশিলা,
নীরদ-লাঞ্ছন কেশ প্লাবিত কিরণে,

বক্ষেতে বিশাল বর্ম—ভাস্কর যেমন
প্রভাতে অরুণোদয়ে কুহেলি-আবৃত।
শোভিছে অতুল তূণ, সুন্দর কার্ম্মুক—
কাদম্বিনী-কোলে যাহা চির-শোভাময়!
জ্বলিছে সহস্র অক্ষি, যথা তারাদল
নিশীথে শর্ব্বরী-কোলে। উঠি তপোধন
সশিষ্যে সম্ভ্রমে, সুখে অতিথি সম্ভাষি,
যোগাইলা মৃগচর্ম্ম—পবিত্র আসন;
জিজ্ঞাসিলা সুশীতল গম্ভীর বচনে—
"আশ্রমে কি হেতু গতি? কিবা অভিলাষ?"
ভগ্নচিত্ত আখণ্ডল নেহারি নির্ম্মল
কৃপালু ঋষির মুখ—ভগ্নচিত্ত যথা
দয়ালু দর্শকবৃন্দ নবমীর দিনে,
যূপকাষ্ঠে বান্ধে যবে নির্দ্দয় কামার,
মহিষমর্দ্দিনী দশভুজা-মূর্ত্তি-আগে,
অসহায় ছাগ মেষ পূজায় অর্পিতে!
কে পারে আনিতে মুখে, সে নিষ্ঠুর বাণী—
কে পারে চাহিতে অন্যে প্রাণভিক্ষাদান,
না পেয়ে হৃদয়ে ব্যথা? কে হেন দারুণ
প্রাণীমাঝে?—নিস্পন্দ নিস্তব্ধ পুরন্দর।
হেরি ঋষি ক্ষণকালে, ধ্যানেতে জানিলা
অতিথির অভিলাষ; গদগদ-স্বরে
মহানন্দে তপোধন কহিলা তখন,
"পুরন্দর শচীকান্ত, কি সৌভাগ্য মম,
জীবন সার্থক আজি—পবিত্র আশ্রম!
এ জীর্ণ-পঞ্জর-অস্থি পঞ্চভূতে ছার
না হয়ে অমরোদ্ধারে নিয়োজিত আজি!
হা দেব, এ ভাগ্য মম স্বপ্নের (ও) অতীত!"
এতেক কহিয়া ধীরে মহাতপোধন—
শুদ্ধচিত্তে পট্টবস্ত্র, উত্তরীয় ধরি,
গায়ত্রী গম্ভীর-স্বরে উচ্চারি সঘনে,
আইলা অঙ্গন-মাঝে, কৈলা অধিষ্ঠান
সুনিবিড় সুশীতল, পল্লব-শোভিত,
শতবাহু বটমূলে। আনি যোগাইলা
সাশ্রুনেত্রে শিষ্যবৃন্দ, আকুল হৃদয়,
যোগাসন, গাঙ্গেয় সলিল সুবাসিত।
জ্বলিল চৌদিকে ধূপ, অগুরু, গুগ্‌গুল,
সর্জ্জরস, সুগন্ধিত কুসুমের স্তর
চর্চ্চিত চন্দনরসে রাখিলা চৌদিকে,
মুনীন্দ্রে তাপসবৃন্দ মাল্যে সাজাইলা।

তেজঃপুঞ্জ তনুকান্তি, জ্যোতিঃ সুবিমল,
নির্ম্মল নয়নদ্বয়ে, গণ্ড, ওষ্ঠাধরে!
সুললাটে আভা নিরুপম, বিলম্বিত
চারুশ্মশ্রু, পুণ্ডরীক-মালা বক্ষঃস্থলে!
বসিলা ধীমান্—আহা, ললিত-মূরতিতে
দয়ার্দ্র হৃদয় যেন প্রবাহে বহিছে!
চাহি শিষ্যকুল-মুখ মধুর সম্ভাষে
কহিলেন অশ্রুধারা মুছায়ে সবার,
সুধাপূর্ণ বাণী ধীরে ধীরে;—"কি কারণ
হে বৎসমণ্ডলী, হেন সৌভাগ্যে আমার
কর সবে অশ্রুপাত? এ ভবমণ্ডলে
পরহিতে প্রাণ দিতে পায় কত জন?
হিতব্রত-সাধনেতে হৃদয়ে বেদনা?
হায় রে অবোধ প্রাণী, এ নশ্বর দেহ
না ত্যজিলে পরহিতে কিসে নিয়োজিব;
লভি জন্ম নরকুলে কি ফল, হে তবে?
অনুক্ষণ জীবনের স্রোতোধারা-ক্ষয়,
হায়, সে কতই রূপে! কেন তবে হেন
ঘটে যদি কার ভাগ্যে সে দুর্ল্লভ যোগ,
কাতর নরের চিত্ত সে ব্রত-সাধনে?
হে ক্ষুব্ধ তাপসবৃন্দ, হে শিষ্যমণ্ডলী,
জগত-কল্যাণ হেতু নরের সৃজন,
নরের কল্যাণ নিত্য সে ধর্ম্মপালনে;
নিঃস্বার্থ মোক্ষের পথ এ জগতীতলে।"
ঋষিবৃন্দে আলিঙ্গন দিলা এত বলি,
আশীষিলা শিষ্যগণে; কহিলা বাসবে—
"হে দেবেন্দ্র, কৃপা করি অন্তিমে আমার
কর শুচি, দেহ মম বারেক পরশি।"
অগ্রসরি শচীপতি সহস্র-লোচন
তপোধন-শিরঃ স্পর্শি সুকর-কমলে,
কহিলা আকুল-স্বরে—শুনি ঋষিকুল
হরষ-বিষাদে মুগ্ধ—কহিলা বাসব—
"সাধু শিরোরত্ন ঋষি তুমিই সাত্ত্বিক!
তুমিই বুঝিলা সার জীবের সাধন!
তুমিই সাধিলা ব্রত এ জগতীতলে
চির-মোক্ষফলপ্রদ—নিত্য হিতকর!
জীবময় নররূপী—অকূল জলধি,
ভাসিছে মিশিছে তায় জলবিম্বপ্রায়
জীবদেহ অনুদিন! এ ভবমণ্ডলে
অক্ষয় তরঙ্গময় জীবন-প্রবাহ।

ক্ষুদ্র প্রাণি-দেহ-ক্ষয়ে এ সিন্ধু-সলিল
হ্রাস বৃদ্ধি নাহি জানে নিয়ত গভীর
স্রোতোময়! অহিত জগতে নহে তায়,
অহিত নিষ্ফলে প্রাণী দেহের নিধনে!
প্রাণি-মাত্রে কি মহৎ কিবা ক্ষুদ্রতম—
সাধিতে পারয়ে নিত্য মানবের হিত,
সাধিতে পারয়ে নিত্য অহিত নরের,
আপন আপন কার্য্যে জীবন-ধারণে।
বালিবৃন্দ যথা নিত্য রেণু-পরিমাণে
বাড়ে দিবা-বিভাবরী, সাগরগর্ভেতে,
ক্রমে স্তূপ—দ্বীপাকার—ক্রমশঃ বিস্তৃত
বৃহৎ বিপুল দেশ তরু গিরিময়,
তেমতি এ নরকুল উন্নত সদাই,
সাধু-কার্য্যে মানবের প্রতি অহরহ।
কর্ত্তব্য নরের নিত্য স্বার্থ-পরিহার,
জীবকুল-কল্যাণ সাধন অনুদিন।
পরহিত-ব্রত ঋষি ধর্ম্ম যে পরম,
তুমিই বুঝিয়াছিলে উদ্‌যাপিলে আজ।
মুছ অশ্রু ঋষিবৃন্দ, ঋষিকুল-চূড়া
দধীচি পরম পুণ্য লভিলা জগতে।
কি বর অর্পিব আমি, নিষ্কাম তাপস,
না চাহিলা কোন বর, এ সুকীর্ত্তি তব
প্রাতঃস্মরণীয় নিত্য হবে নরকুলে!
তব বংশে জনমি মহর্ষি দ্বৈপায়ন
করিবে জগতে খ্যাত এ আশ্রম তব—
পুণ্য বদরিকাশ্রম পুণ্যভূমিমাঝে!"
বলিয়া রোমাঞ্চতনু হইলা বাসব,
নিরখি মুনীন্দ্র-মুখে শোভা নিরমল!
আরম্ভিলা তারস্বরে চতুর্ব্বেদ গান,
উচ্চে হরিসংকীর্ত্তন মধুর গম্ভীর—
বাষ্পাকুল শিষ্যবৃন্দ—ধ্যানে মগ্ন ঋষি
মুদিলা নয়নদ্বয় বিপুল উল্লাসে।
মুনিশোকে অকস্মাৎ অচল পবন,
তপনে মৃদুল রশ্মি, স্নিগ্ধ নভস্থল,
সমূহ অরণ্য ভেদি সৌরভ-উচ্ছ্বাস,
বন-লতা তরুকুল শোক-অবনত!
দেখিতে দেখিতে নেত্র হইল নিশ্চল,
নাসিকা নিশ্বাসশূন্য নিস্পন্দ ধমনী,
বাহিরিল ব্রহ্মতেজ ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটি
নিরুপম জ্যোতিঃপূর্ণ—ক্ষণে শূন্যে উ
মিশাইল শূন্যদেশে। বাজিল গম্ভীর
পাঞ্চজন্য—হরিশঙ্খ; শূন্যদেশ যুড়ি
পুষ্পাসার বরষিল মুনীন্দ্রে আচ্ছাদি।
দধীচি ত্যজিলা তনু দেবের মঙ্গলে।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

অমরার প্রান্তভাগে মন্দাকিনী-তীরে
মন্দির পাষাণময় নিভৃত আলয়,
অনুতপ্ত অমরের চির-চিন্তাধাম;—
বন্দী এবে ইন্দ্রজায়া সে তপোমন্দিরে!
চতুর্দ্দিকে সেই সব নিকুঞ্জ-কানন,
স্বর্গজাত তরুরাজি সৌরভ-পূরিত,
সেই পারিজাত-পুষ্প—শোভা ঘ্রাণে যার
উন্মাদিত দেবচিত্ত। শোভিছে আলোকে
দূরে বৈজয়ন্তপুরী—ইন্দ্র-অট্টালিকা—
চারু কারুকার্য্যে যার সৃষ্টিতে অতুল
করিলা অমরশিল্পী শিল্পিকুলরাজ
বিশ্বকৃত; সুখিত অমর-বাসগৃহ।
দূরে সে নন্দনবন শোভিছে তেমতি
প্রমোদ-বিশ্রাম-সুখ চিরদিন যায়,
লভিলা বাসবজায়া; শোভিছে তেমতি
চির-পরিচিত যত অমর-বিভব।
শচী পেয়ে পুনরায় অমরার মাঝে
অমরা হাসিছে আজি। নব-কুসুমিত
নন্দনে কুসুমদল সুগন্ধ ছড়ায়ে
ভাসিছে অপূর্ব্ব সুখে; উন্মাদিত প্রাণ
পারিজাত-পরিমল করি বিতরণ
খুলিছে হৃদয়দ্বার! নির্ম্মল মলয়-
গন্ধে মুগ্ধ করি স্বর্গে আনন্দে ছুটিছে
হরিতে শচীর শ্রান্তি! হরষে অধীর

ছুটিছে তরঙ্গময়ী মন্দাকিনী-ধারা
প্রক্ষালি পবিত্র জলে শৈল-নিকেতন—
শচী-নিকেতন আজি! মনঃশিলাতল
আরো মনোরম মূর্ত্তি শচীসমাগমে!
কে আছে ত্রিলোকমাঝে প্রাণী হেন জন
সুদূর প্রবাস ছাড়ি স্বদেশে ফিরিয়া
(কি পঙ্কিল, কিবা মরু, কিবা গিরিময়,
সে জনম-ভূমি তার) নিরখি পূর্ব্বের
পরিচিত গৃহ, মাঠ,তরু, সরোবর,
নদী, খাত, তরঙ্গ, পর্ব্বত, প্রাণিকুল,
নাহি ভাসে উল্লাসে, না বলে মত্ত হয়ে
"এই জন্মভূমি মম!" কে আছে রে, হায়,
ফিরিয়া স্বদেশে পুনঃ না কাঁদে পরাণে
হেরে শত্রু-পদাঘাতে পীড়িত সে দেশ!
বিজেতা-চরণতলে নিত্য বিদলিত,
বলিতে আপন যাহা—প্রিয় এ জগতে!
বিজন অরণ্যভূমি বনের (ও) কুসুম
ভুঞ্জিতে পরাণে ভয়! শত্রুর অর্চ্চনা
দেব-অর্চ্চনার আগে, ত্রিসন্ধ্যা যেখানে
কে না ভোগে নরকের যন্ত্রণা সে দেশে?
চিত্তময়ী ইন্দ্রপ্রিয়া শচীর হৃদয়ে
সে পীড়া-দহন আজি। উচ্ছ্বাসে
বহিছে হৃদয়তলে চিন্তার হিল্লোল!
নয়ন ফিরাতে চিত্তে বিন্ধে তীক্ষ্ণ শলা!
চপলা তরলমতি সে শোভা হেরিয়া
ধরিতে নারিলা ধৈর্য্য, সুরেশ-জায়ারে,
সম্বোধন করি ধীরে কহিতে লাগিলা,
দেখাইয়া অমরার শোভা চারিদিকে;—
"দেব, সুরেশ্বরি,হের চারিধারে কত
অমরের কীর্ত্তিস্তম্ভ। অহা কি সুন্দর,
জৃম্ভভেদী প্রতিমূর্ত্তি বিরাজে ওখানে,
ভগ্ন ডানি ভুজ এবে— তবু কি সুন্দর,
নমুচিসূদন নাম যা হ'তে ইন্দ্রের,
হের, ইন্দ্ররমা, সেই নমুচি-নিধন
হতেছে বাসব-হস্তে!—
পাষাণে রচিত
কি সুচারু মূর্ত্তি, অহা, দেব বাসবের!
অই পাপ দৈত্য পড়ে সুরেন্দ্রের শরে!
অই বলাসুর বীর রুধির উদগারি
ত্যজিছে বিশাল বপু বিশকর্ম্মা-করে,
রচিত বিচিত্র আরো দেবকীর্ত্তি কত!
অই হের মনোহর সে শোভা-মণ্ডপ,
রত্নাগার নাম যার, পদ্মযোনি যায়
করিতেন অধিষ্ঠান ইন্দ্রপুরে আসি।
তেমতি উজ্জ্বল শোভা এখন (ও) তাহাতে
অই সেই কমলার কমল-আসন
মণিময় পদ্মে গাঁথা! দৈত্য দুরাচার
হরেছে কতই দেখ মণিখণ্ড তার!
বিষ্ণু-রত্নাসন-শোভা দেখ তার পাশে,
কি বিচিত্র, আহা মরি বেদী নিরুপম
ত্রিভুবন-মোহকর—ত্রিদিবে অতুল,
বসিতেন আসি যায় জগতজননী
কাত্যায়নী ত্রিনয়না—শূলপাণি সহ!
অই বিরাজিছে সেই বাণীর মন্দির,
শ্বেতভুজা আনন্দে বিহ্বল যার মাঝে
সপ্তবার বীণা ধরি গাইতেন সুখে
অমর-সৃজন-বার্ত্তা। পড়ে কি স্মরণে
যে দেবেন্দ্র মনোরমা, কি আনন্দ-স্রোতে
ভাসিত অমর-মাঝে? মহর্ষি নারদ
উন্মত্ত সে গীত শুনি নাচিত হরষে।
পঞ্চতালে তাল সুখে দিতেন মহেশ
হে সুরেশ প্রণয়িনি, কি চিন্তা মধুর
হেরে পুনঃ এই সব। কত যে স্মরণ
হয় পুরাগত কথা! অনন্ত হিল্লোল
উথলিত চিত্ত-মাঝে যেন অকস্মাৎ!
আহা প্রবাসের পরে, কিবা মনোহর
স্মৃতি-রশ্মি চিন্তা-পথে খেলে মৃদুতর
অস্ত সূর্য্যরেখা যথা কাদম্বিনী-কোলে
খেলায় সন্ধ্যার মুখে উজলি গগন!"
বিষাদ-হরষ-মাখা মধুর বচনে
কহিলা সুরেশকান্তা "হে চারুহাসিনি
কোথা বল অমরার সে শোভা এখন
কেন আর চিত্ত দাহ করিস্, চপলে,
কোথা সে অতুল স্বর্গ ইন্দ্র রমণীয়!
শুনায়ে ও সব কথা? শিখিব যখন
সেবিতে ঐন্দ্রিলা-পদ শুনিব আহ্লাদে
স্বর্গ নহে, চপলা এ—ইন্দ্রাণীর কারা
"কি কহিলা ইন্দ্রজায়', কারা এ তোমা
কহিলা চপলা দুঃখে অন্তরে আকুল
"চারিধারে এই সব অমর-বিভব

হাসিছে না আজ (ও) কি সে তেমতি গৌরবে,
বলিছে না অই শোভা-মণ্ডিত সুমেরু,
শিখর উঠেছে যার অনন্ত বিদারি,
তোমার(ই) চরণ তার সেবিতে বাসনা ?
বলিছে না এ দেব-দেউল উচ্চশিরে
বৈজয়ন্ত শচীধাম ?' এই মন্দাকিনী
কার পদ প্রক্ষালিতে মহা গর্ব্বে হেন
চলেছে তরঙ্গ তুলি ? ভ্রমিছে হরষে
আবর্ত্ত পুষ্কর আদি ওই যে অম্বরে
কারে পৃষ্ঠাসন দিতে ? অই যে বিজলী
কার রথচক্রনেমি ভাতিতে ছুটিছে ?
শচী ঐন্দ্রিলার দাসী বলে কি উহারা ?
কেবা বলে সুরেশ্বরী মহিষী তাদের ?"
উৎসুক-উৎফুল্ল মুখ হেরি চপলার,
অধরে হাসির রেখা সুরেন্দ্র-রমণী
আলিঙ্গন দিলা তায়, কহিলা "চপলা,
অই শুনি সুখকর সে শুভ সংবাদ,
রতি শুনাইলা যাহা সে দিন আমায়—
জয়ন্ত-চেতন-প্রাপ্তি বারতা মধুর !
না মিটে পিপাসা মম সে কথা শুনিয়া !
সখি রে, ধরার মাঝে নৈমিষ-বিপিনে
থাকিতাম মনসুখে পুত্র কোলে করি,
দেখিতাম যদ্যপি নিত্য তায় ! কি আহ্লাদ,
আহা সখি, ভুঞ্জিনু সে দিন মর্ত্ত্যধামে
পুত্র-কোলে বসিনু যখন সে নৈমিষে !
কোথা স্বর্গ তার কাছে, হায় লো, চপলে !
ক্ষিপ্ত হয়ে ভাবিলাম তা হ'তে অধিক
সুখ এ অমরালয়ে ! পুত্র পেলে কোলে
জননীর স্বর্গসুখ—সর্ব্বত্র সমান !
কত দিনে, চপলা রে, সে সুখ আবার
ভুঞ্জিতে পাইব চিতে ? কত দিনে বল,
জয়ন্তে করিয়া কোলে ভুলি এ দুর্দ্দশা—
দৈত্য-করে আমার এ কেশ আকর্ষণ।"
হেন কালে কামপ্রিয়া আসিয়া নিকটে
বন্দিলা শচীর পদ ! আশীষি ইন্দ্রাণী
কহিলা—"মন্মথপ্রিয়ে, সদা সুখী আমি
হেরি তোরে—ভুলিব না মমতা তোমার !
কি সুখী করিলা হায় শুনায়ে সে দিন
জয়ন্ত-চেতন-বার্ত্তা মধুর-সংবাদ !
কহিতেছিলাম এই চপলারে পুনঃ
শুনাতে সে সুসংবাদ ! হও চিরসুখী।
কি বারতা কহ আজি ? কহ ইন্দুবালা
চারুমতি দৈত্যবধূ—কি কহিলা শুনি
সে উত্তর ? ভাবিলা নিদয়া বুঝি মোরে—
নিদয়া যেমন দৈত্য-মহিষী ঐন্দ্রিলা ?
কত সাধ, কামবধূ, শুনি তোর মুখে
ইন্দুবালা-বিবরণ দেখিতে তাহারে !
কিন্তু ভাবি, পাছে তার বসনা পূরালে,
পাপীয়সী ঐন্দ্রিলা পীড়য়ে সে বালায়।"
উত্তরিলা মন্মথরমণী—হাস্যছটা ধরি
বিম্বাধরে সদা মনোহর !—"হে বাসব-
মনোরমে, বাসনা পূরিল এত দিনে।
মনোবাঞ্ছা পূরাইল বিধি ! দিলা মোরে,
সুরেশ্বরি, শুনাতে তোমায় এ সংবাদ !
মৃত্যুঞ্জয় এত দিনে সদয় তোমায়।
এত দিনে হৈমবতী হেরম্ব-জননী
চাহিলা তোমার মুখ ! শিব-ক্রোধানলে
(জ্বলিল রে ক্রোধানল সে দিন অম্বরে)
ত্রাসিত ত্রিদিবজয়ী দনুজ ঈশ্বরী।
ভাবিলা ছাড়িবে তোমা মহেশে তুষিতে।
হে সুরেশ-রমা, দৈত্যনাথ কহিলা আমায়,
'শীঘ্র যাও, মদনমোহিনি, শচীপাশে,
কহ তারে আসিতে হেথায় অচিরাৎ,
কারাবাস শেষ তব, সতি' !" নীরবিলা
কামকান্তা মধুরহাসিনী প্রিয়ংবদা।
ঝটিকার আগে যথা গভীর আকাশ,
পুলোম-ঋষির কন্যা পুরন্দর-জায়া
তেমতি গম্ভীর ভাব। ভাবিতে লাগিলা,
অনঙ্গ-মহিলা-বাক্যে চিন্তিত অন্তর !
কতক্ষণ পরে—"না রতি" কহিলা ধীরে
"মায়াবী অসুর ছলে ছলিল তোমায় !
না বুঝিলে, কামবধূ, কালভুজঙ্গিনী
ঐন্দ্রিলার কূটখেলা। ছাড়িবে আমায় ?
হে অনঙ্গ-সহচরি, এ কথা কিরূপে
হৃদয়ে আশ্রয় দিলে ? যার তরে চর
ধরা-মাঝে পাঠাইয়া কেশে ধরাইয়া
আমায় আনিল হেথা, তার বাক্য হেলি,
দৈত্যপতি ছাড়িবে শচীরে ? কহ শুনি,
কি ছলনে ভুলিলে এ ছলে ? সত্য যদি
ভাবিলে তা, বল বা কিরূপে—সুসংবাদ

ভাবিলে ইহায় ? রতি, শুভ সমাচার
শুনাতে আমায় যদি শুনাইতে আজ,
তাপিত শচীর নাথ বাসব আপনি
প্রবেশিলা অমরায়—স্বহস্তে মোচন
করিতে ভার্য্যার দুঃখ। কিংবা পুত্র মম
জয়ন্ত, জননী-ক্লেশ করিয়া নিঃশেষ
আসিছে বসিতে কোলে ! হে অনঙ্গরমে,
শচী কি সে দানবের আজ্ঞাবহ দাসী,
আদেশে ছুটিবে তার বলিবে যেখানে ?
মোচন করিতে আমা নাহি কি সে কেহ,
অকুল অমরকুল থাকিতে এখানে ?
না রতি, কহ গে দৈত্যে চাহি না উদ্ধার,
সহিব এ কারাবাসে অশেষ যন্ত্রণা
পতি-হস্তে যতদিন মুক্তি নহে মম !"
এত কহি স্থির-নেত্রে শূন্যদেশে চাহি
উচ্ছ্বাসিলা চিত্তবেগ—"হে শিবে শৈলজে,
জীবদুঃখবিনাশিনি, শচী নিজালয়ে
সেবিবে ঐন্দ্রিলা-পদ দেখিবে তা তুমি ?
নীরবিলা বাসব-বাসনা সুরেশ্বরী।
স্থলপদ্ম তুল্য, মরি, উৎফুল্ল-বদনে
শোভা দিল অপরূপ ! প্রভাতিল যেন
তাড়িত কিরণ স্থির তুষার-রাশিতে
আভাময়,—আভাময় করি দশ দিক্ !
শিহরিলা অনঙ্গ-মোহিনী হেরি শোভা,
ভাবি মনে অসুরের ক্রোধন-মূরতি,
কাঁদিয়া চলিলা ধীরে ঐন্দ্রিলা-আগারে

পঞ্চদশ সর্গ।

গেলা যবে দৈত্যপতি উত্তরতোরণে
দণ্ডিতে অমরদর্প—দণ্ডিতে সমরে
মহাবল বায়ুকুলপতি প্রভঞ্জনে,
দণ্ডিতে দুর্জ্জয় পাশী জলকুলেশ্বরে,
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডদেবে, শাসিতে সংগ্রামে
ভীম শিখিধ্বজ শিব-সুতে—গেলা বরি
রুদ্রপীড়ে সেনাপতিপদে। দম্ভ ছাড়ি
দ্বারে দ্বারে ফিরিতে লাগিলা দৈত্য-সুত।
পূর্ব্বদ্বারে ঘোর-রণ দেবতা-অসুরে—
ভীমরঙ্গে যুঝিছে অনল, যুঝে সঙ্গে
ইন্দ্রসুত জয়ন্ত কুমার, ধনুর্দ্ধর !
বাজিছে অমর-বাদ্য সমর-উল্লাসে,
দৈত্যরণবাদ্য বাজে অম্বুনিধি-নাদে
ভয়ঙ্কর কোলাহল বিদারে অম্বর।
অগ্রসরি চমূমুখে কোদণ্ড টঙ্কারি
দাঁড়াইল রুদ্রপীড়—বাজে ঘোর-রণ,
ছুটিল অমর-ঠাট ত্রিদিব আকুলি,
ছুটিল দানব গর্জ্জি জলদ-গর্জ্জনে ;
ঘন ঘন টলে স্বর্গ বীরপদভরে।
কভু ক্ষণকাল দেবসৈন্য অগ্রসর
বিমথি দনুজে—কভু নিন্দি দৈত্যসেনা
অমরবৃন্দেরে, ধায় ঘোর কোলাহলে ;
ঝটিকা-তাড়নে যথা তরঙ্গ উত্তাল
হেলে রঙ্গে বেলা-সঙ্গে সাগরের কূলে—
কভু জলরাশি দম্ভে ছুটে উঠে তীরে,
আবার পালটি ধায় সিন্ধুর গর্ভেতে—
তেমতি সমর-রঙ্গ অমর-দানবে।
লঙ্ঘিয়া প্রাচীর ক্রমে উঠিতে লাগিলা
অমর-বাহিনী ; অগ্নি অগ্নিময় তনু,
জয়ন্ত ভীষণ, দেব-সেনাদল আগে
ছুটিছে উৎসাহে, সিংহনাদে সুরকুল
করি উৎসাহিত। পড়ে দেব-অস্ত্রাঘাতে
দৈত্য-অনীকিনী, পড়ে শিলাখণ্ড যথা
আছাড়ি আছাড়ি ছাড়ি উচ্চ গিরিশৃঙ্গ,
কিংবা যথা দ্রুমরাজি ঝড়ে মড়মড়ি
ঘোর উচ্চস্বরে, বহ্নি—"হে অমরচমূ,
আর ক্ষণকাল বীর্য্য দেখাও অমনি,
দেবহস্তগত তবে হয় এ নগরী।
ঐ স্থান, হে বীরেন্দ্র বাসবতনয়,
লঙ্ঘিলে, দানবশূন্য নিমেষে এ দ্বার !

দেখিবে অচিরে সে চির-আনন্দধাম,
যেথা নাই দেবচক্ষে বহুকল্প যাহা,
অমরার চির-রত্ন নন্দন উদ্যান।"
বলি অগ্নি স্ফুলিঙ্গ-মণ্ডিত কলেবর
লম্ফে লম্ফে সর্ব্ব-অগ্রে উঠিলা প্রাচীরে,
ছুটিলা জয়ন্ত দ্রুত সসৈন্য পশ্চাতে।
নারে রুদ্রপীড়-সেনা সে বেগ ধরিতে,
বৃত্রসুত যুঝিলা অদ্ভুত পরাক্রমে,
নারিলা ফিরাতে নিজদলে, ভঙ্গ দিলা
সেনা সঙ্গে সর্ব্ব-অঙ্গে শোণিতের ধারা।
এথায় উত্তর দ্বারে অমর সুরথী
যুঝিছে দানব সঙ্গে, সমরে মাতিয়া
দেখাইছে সুরবৃন্দ অমর-বিক্রম,
নিবারি দৈত্যেন্দ্র-ভুজবল ভয়ঙ্কর।
দূরক্ষিপ্ত শররাশি ঝলসি গগন
ছুটিছে আকুল দিক্—বিদারি যেমন
বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ধায় অনঙ্গ শরীরে—
উগারি অনলরাশি বিভীষণ শিখা।
পড়ে ভীম জটাসুর (সঙ্গে ফিরে যার
দ্বিকোটি দানব নিত্য) দৈত্য মহাকায়,
দন্ত কড়মড়ি ভীম গদার প্রহারে
ঘুরায়ে ঘর্ঘরে যাহা বায়ুকুলপতি,
হানিছে চৌদিকে নাশি দনুজের দল,
একা লণ্ডভণ্ড করি দ্বিকোটি দানবে;
কালাগ্নি জ্বলিছে অঙ্গে ধাইছে মার্ত্তণ্ড
উজলি সমরসিন্ধু—উজলি যেমন
বাড়বাগ্নি ধায় জ্বালি সিন্ধু শতক্রোশ—
ঘুরায়ে প্রচণ্ড চক্র অসুর নাশিছে।
পলাইছে দন্তবক্র দানব দুর্ম্মতি,
(অমর জর্জ্জর-তনু দন্তাঘাতে যার,
ভয়ে যার লবণ-সমুদ্র প্রকম্পিত)
পলাইছে স্বদল সহিত ভীমবেগে,
লক্ষ লক্ষ দৈত্যসেনা ছুটিছে পশ্চাতে—
যথা ঘোর রঙ্গে ধায় ঘুরিতে ঘুরিতে
ঘূর্ণবায়ু সঙ্গে বৃক্ষ, লতা, পত্রকুল।
শত খণ্ডে খণ্ড করি মুণ্ড দানবের
ফেলিলা মার্ত্তণ্ড দেব, নিমিষে নাশিলা!
সহস্র দনুজ বীর, শূন্যে ঘুরাইয়া,
দীপ্ত চক্র-ভয়ঙ্কর। পড়িল সমরে,
দুরন্ত বরুণ-হস্তে দানব দুর্জ্জয়
সিংহতুণ্ড—সিংহের সদৃশ মুণ্ড গ্রীবা!
কাঁপিত নাবিকবৃন্দ সদা যার ভয়ে
পশিতে পিঙ্গলার্ণবে—পশিতে যেমনি
কৃতান্ত-ভবনে পাপী। কেশরি-গর্জ্জনে
বরুণে নেহারি দৈত্য প্রসারি দ্বিভুজ
(উন্নত বিশালতরুকাণ্ড যথা)
ছুটিলা বিকট বেগে গগন আঁধারি।
দিলা রড বরুণের অনুচর সেনা
দেখিয়া অদ্ভুত কাণ্ড। গর্জ্জিলা বরুণ—
গর্জ্জিলা যেরূপ পূর্ব্বে, যবে অহিরাজ
উগারিলা কালকূট নীলকণ্ঠ-পেয়।
কহিলা—"যা পলায়ে, রে ভীরু ফেরুপাল!
লুকা গিয়া নরকান্ধকারে সুরাধম।
অমরকুল-কলঙ্ক। ভঙ্গ দিলি রণে,
পৃষ্ঠদেশে থাকিতে বরুণ? হা পামর!
দেখ্ দেব-কুলাঙ্গার, দেখ্ দূরে থাকি
সে সাহসও থাকে যদি—পাশীর কি তেজঃ।
বলি হুঙ্কারিলা, যথা হুঙ্কারি প্রলয়ে
আন্দোলি অতলতল তরঙ্গ ছুটান।
ধরিলা সাপটি মহাপাশ—দিলা ছাড়ি।
মেঘমন্দ্র মন্দ্রিল অম্বরে পড়ে, দৈত্য
ভীম নাদে, নখে দন্তে মনঃশিলা ঘাতি,—
ছাইল সমরাঙ্গন দৈত্য-শব দেহ।
যুঝিছে অমরসৈন্য প্রাচীর-শিখরে,
নিম্নদেশে হীনবল দনুজবাহিনী,
নিরখি মহাদানব গর্জ্জিলা ভীষণ—
বাসুকি-গর্জ্জন ভীম যথা, মহাদম্ভে
হানিলা প্রাচীরমূলে ঘোর পদাঘাত,
টলিল অটল ভিত্তি বিশাই-নির্ম্মিত,
পড়িল ভাঙ্গিয়া শত খণ্ড খণ্ড হয়ে,
ভূকম্পনে ভাঙ্গে যথা ভূধর-শরীর।
তুলিলা তখন মহা খড়্গ—ভিন্দিপাল—
বিশাল জলন্ত প্রান্ত সে খড়্গ ভীষণ।
আক্রুদ্ধ বৃষভ তুল্য বিক্রমে দৈত্যেশ
খণ্ড খণ্ড করি শূন্য ভীম ভিন্দিপালে,
মথিতে লাগিলা বেগে দেব-চমূরাশি।
উড়িল অমর-তনু আচ্ছাদি অম্বর,
যথা সে কার্পাসরাশি উড়ায় ধুনারি
টঙ্কারি ধুনন-যন্ত্র ক্ষিপ্র দাণ্ডাঘাতে।
প্রবাহিল শ্বেত স্বচ্ছ অমর-শোণিত;

দেব-অঙ্গে বহিল তরঙ্গাকারে-ধারা
মনোহর—সৌরভে পূরিয়া অপরূপ।
অক্ষত দেবের তনু অস্ত্রের আঘাতে,
(অশরীরী মরুত যেমন) ছিন্ন নহে
ক্ষণকাল সে ভীম প্রহারে—কিন্তু দেহ
দহে অস্ত্রদাহে, দহে যথা নরদেহ
কূট হলাহলে ঘোরতর। সুরবৃন্দ
জ্বলনে অস্থির, অস্ত্র-প্রহারে আকুল,
ছাড়ি স্বর্গতল শাঘ্র উঠিল বিমানে;
শূন্যে কোটি ব্যোমযান
আভাময়—দেব-অঙ্গ-শোভা অঙ্গে ধরি।
অযুত নক্ষত্র যেন উদিল সহসা
নীলাম্বরে! অপূর্ব্ব কিরণ অভ্রময়
ছুটিতে লাগিল শূন্যে শতাঙ্গ-লহরী
নিনাদি মধুর নাদে; ছুটিল চকিতে
শিখিধ্বজ মহারথ ইরম্মদগতি,
উত্তাপে ঝলসি নভশ্চর প্রাণিকুল;
অপূর্ব্ব নিনাদে, পাশী বরুণ-স্যন্দন
ছুটিতে লাগিল চক্রে চূর্ণি মেঘদল;
মনোরথ-গতি বায়ু-রথ দ্রুতবেগে
আকুল করিল ব্যোমদেশ। বৃষ্টিধারে
দেবপুরী অমরা-উপরে বরষিল
শরজাল—দৈত্যচমূ মুণ্ড, গ্রীবা, বক্ষঃ,
বাহু ভেদি; চমকে উজলি অভ্রতনু—
তাড়িত নির্ঝর যথা। দনুজবাহিনী
অনুপায়! দূর-শূন্যে অমর-সুরথা,
না পারে স্পর্শিতে অস্ত্রে কিংবা ভুজপাশে
লাগিল পড়িতে, পলকে পলকে দৈত্য-
সেনা অগণন! নিরখিলা বৃত্রাসুর—
ত্রিনেত্র ঘুরিল, ঘন বহ্নি চক্রপ্রায়
উজলি বিশাল ভাল; দন্তে হুহুঙ্কারি
বাড়ায়ে বিপুল বপুঃ করিলা দীঘল—
দীঘল ভূধর মেরু যথা; কিংবা যথা
ফণীন্দ্র বাসুকি সিন্ধু-মন্থন প্রলয়ে;
দাঁড়াইলা রণস্থলে দনুজেন্দ্র শূর,
প্রসারি সঘনে বাহু ঘন লম্ফ ছাড়ি
প্রচণ্ড চীৎকার-ধ্বনি হুঙ্কারি নাসায়,
দূর-শূন্যে দেবযান ধরিতে লাগিলা,
আছাড়ি আছাড়ি চূর্ণ কৈলা ক্ষণকালে
রথ অশ্ব অস্ত্রকুল সুদূরে নিক্ষেপি।

দেবসেনাপতিবৃন্দ ত্রাসিত তখন
আরো দূরতর ঘোর অন্তরীক্ষ-পথে
চালাইল দিব্য যান, দিব্য অস্ত্রকুল
চাপে বসাইলা দ্রুত, শিঞ্জিনী টঙ্কারি
ঘোর নাদে; মহাতেজে ছুটিল সঘনে
অস্ত্রকুল, বিশ্বহর প্রলয়-পবন
ছুটে যথা ভাঙ্গি গিরি শৃঙ্গরাজি—ভাঙ্গি
দ্রুম-কাণ্ড-শাখা বেগে; মুহূর্ত্তে উড়িল
দশ দিকে, লক্ষ লক্ষ দৈত্য মহাকায়
লণ্ডভণ্ড দৈত্যব্যূহ! ভয়ঙ্কর বেগে
ছুটিল বারীশ-অস্ত্র মহা প্রহরণ;
ত্রিভুবন স্তম্ভিত কম্পিত চরাচর;
প্রলয়-প্লাবন রঙ্গে টলিল ভূধর;
আসিল দনুজদল উত্তাল হিল্লোলে;
শূন্য ঘুড়ি পড়িতে লাগিল ঊর্দ্ধপদ
অযুত দনুজ-তনু দূর-নিম্নে বেগে—
পর্ব্বত, ভূতল, সিন্ধু, অতল আচ্ছাদি।
ঘন হাহাকার শব্দ দৈত্যমণ্ডলীতে!
বিকট মৃত্যু-আরাব দণ্ডের ঘর্ষণ!
দহিছে দিতিজগণে প্রচণ্ড ভাস্কর
বরষি প্রখর কর—কালানল যেন—
রণক্ষেত্রে অন্য দিকে।
যুঝিছে কৌশলী
সমর-পণ্ডিত ধীর শূর উমাসুত।
দেখি বৃত্রে অন্য শরে অভেদ্য শরীর
হানিছে সুতীক্ষ্ণতর শর চমৎকার;
শূন্য ব্যাপি একেবারে বাহিরিছে যেন
কোটি ভুজঙ্গমমালা; মালার আকারে
ঘেরিছে অসুর-অঙ্গ বিন্ধি খরতর,
বিন্ধে যথা বিষদন্ত বিষাক্ত তক্ষক
যমদূত। শরদাহে আকুল অসুর,
লক্ষ্য করি শিবসুতে ধরিলা সাপটি
সংহারীর শেষশূল—দিলা শূন্যে ছাড়ি।
চলিলা সে অস্ত্রবর অম্বর উজলি,
জ্বলিল দুর্জ্জয় শিখা ঝলকে ঝলকে;
ব্রহ্মাণ্ড পূরিল শূল-গর্জ্জনে ভৈরব।
ঘোর-রঙ্গে ভ্রমে অস্ত্র—গ্রহপিণ্ড যেন
হইলে স্বস্থানচ্যুত ভ্রমে শূন্যদেশে—
কভু বক্র চক্রগতি, কভু স্থির-ভাব,
কখন নক্ষত্র তুল্য গতি অদ্ভুত!

স্তম্ভিত দনুজ দেব, অস্থির আকাশ,
নেহারি শম্ভুশূল। কুমার-আদেশে
অদৃশ্য হইলা সূর্য্য আদি ক্ষণকালে—
লুকাইয়া তনু-আভা গভীর তিমিরে!
ডুবিল যদি রে যেন আঁধারি গগন
কোটি তারকার বৃন্দ! হরিল দেবতা
দেবতেজে গগনের তেজোরাশি যত—
না রহিল শর-লক্ষ্য অন্তরীক্ষে আর,
একমাত্র প্রজ্বলিত শূলের কিরণ
জ্বলিতে লাগিল শূন্যদেশে ক্ষণে ক্ষণে।
প্রান্তে প্রান্তে গগনের ভ্রমিলা ত্রিশূল,
ঘুরি অন্তরীক্ষময় লক্ষ্য না হেরিয়া
ফিরিলা দৈত্যেন্দ্র-করে অভিমানে নত।
দেখিলা দনুজপতি সে অস্ত্র-আলোকে
রণস্থল ভীম শবস্থল এবে! একা
সে প্রাঙ্গণমাঝে! যথা নগরাজচূড়া
মৈনাক, মীনেন্দ্র-তিমি-বেষ্টিত সাগরে
গজকূর্ম্ম-রণে যবে উড়ে বৈনতেয়।
দেখিলা অদূরে, হায়, ধূলি-বিলুণ্ঠিত
দনুজবিজয় কেতু! নেহারি দুঃখেতে
দৈত্যনাথ স্বহস্তে ধরিলা সে পতাকা,
ধীরগতি আলয়ে ফিরিলা চিন্তাকুল।

ষোড়শ স্বর্গ।

নিকুঞ্জ সুন্দর, নন্দন-ভিতর,
চারু শোভাময় মুনি-মোহকর,
নবীন পল্লবে ঝর ঝর ঝর,
নিনাদ মধুর; থর থর থর
মঞ্জরী দোলে।
সুগন্ধ-মোদিত নিকুঞ্জ-কাননে
সুমন্দ মরুৎ আনন্দিত মনে
ঢলিয়া ঢলিয়া মধু-নিস্বনে
ছুটিছে চৌদিকে—পড়িছে সঘনে
কুসুম কোলে॥
হাসে ফুলকুল তরুণ সুন্দর;
সুললিত শোভা. রসে ভর ভর
শ্বেত রক্ত নীল পীত কলেবর
থরে থরে থরে—হাসি মনোহর
মুকুল-মুখে।
ঝরে সুধাকণা তনু স্নিগ্ধ করি
ঝরে হিম যথা নিশিগন্ধাপরি;
ছোটে কুঞ্জময় মধুর লহরী
সঙ্গীত-বাদন শ্রুতিমূল ভরি
অতুল সুখে॥
ডালে ডালে ডালে ডাকে পাখিকুল;
স্বরগ-বিহঙ্গ আনন্দে আকুল;
কেলি করে সুখে খুঁটিয়া মুকুল
উড়ি ডালে ডালে; কুরঙ্গ ব্যাকুল
বেড়ায় লুটে।
ভ্রমে পঞ্চবাণ, পিঠে পুষ্পধনু,
হাতে পুষ্পশর, সুমোহন-তনু,
অরুণ অধরে প্রভাতয়ে জনু
সুহাসি বিজলী; নেত্র-কোণে ভানু
তরঙ্গে লুটে॥
ঐন্দ্রিলা কহিছে "শুন হে মদন,
রচিলা নিকুঞ্জ বাসনা যেমন।
আশার (ও) অধিক এ সুরভি বন
ত্রিদিবে অতুল—সফল সাধন
তোমার স্মর।
দৈত্যপতি হেরি এ কুঞ্জ সুন্দর,
বাখানিবে তোমা, শুন, গুণধর,
রণশ্রান্ত যবে মহাদৈত্যবর,
ফিরিবে এখানে; রতি-মনোহর,
সুখে বিহর!"
বলি কুঞ্জে পশি, ঐন্দ্রিলা সুন্দরী
হাসে চারু হাসি সুদর্পণ ধরি;
হাসে চারু হাসি পীন-পয়োধরী
হেরি বিম্বাধর,—অপাঙ্গ-লহরী
নয়নে খেলা।
"বামা আমি, ওহে দৈত্যকুলেশ্বর"
কহে দৈত্যরামা অর্দ্ধ-মৃদু স্বর,
"শচী ছাড়ি নাথ, আমায় কাতর
করিবে ভেবেছ—ইচ্ছায় আমার,
এতই হেলা॥

আমি, দৈত্যনাথ, রমণী তোমার,
বাসনা পূরাতে আছে অধিকার
তোমার (ও) যেমন তেমতি আমার,
হে দনুজপতি, দেখিবে এবার
বামা কেমন।"

হেনকালে শুনি ভূষণের ধ্বনি
ফিরিলা ঐন্দ্রিলা—যেন ভুজঙ্গিনী
ডমরুর রবে ফিরয়ে তখনি
ফণা তুলাইয়া—ভাবিয়া ইন্দ্রাণী
করে গমন॥

দেখিলা একাকী অনঙ্গমোহিনী
রতি আসে ধীরে বাজিছে কিঙ্কিণী,
চিন্তা-অবনত চারু-চন্দ্রাননী
যথা সূর্য্যমুখী, যবে সে যামিনী
হয় আগত।

জিজ্ঞাসে ঐন্দ্রিলা, "মদন-মহিলা,
ইন্দ্রপ্রিয়া শচী কোথায় রাখিলা?
বাসব-বনিতা, কহ, কি কহিলা
শুনে সে বারতা, শিরোপা কি দিল
মনের মত॥"

"দৈত্যেশ-মহিষি, আমি তব দাসী,
কেন ব্যঙ্গ কর, মুখে নাহি হাসি,
ইন্দ্রের কামিনী যে অভিমানিনী,
জান ত সকলি—গন্ধর্ব্ব-নন্দিনি,
শচী না আসে।

না চাহে মোচন, চির-কারাবাসে
রবে ইন্দ্রজায়া—এ স্বর্গ-নিবাসে,
শচী নাহি চাহে আপন মঙ্গল
দনুজ-প্রসাদে—সহিবে সকল
না ভাবে ত্রাসে॥"

প্রফুল্ল-আনন গন্ধর্ব্ব-কুমারী
নয়ন-কোণেতে রতিরে নেহারি,
খেলায়ে অপাঙ্গে তাড়িত-তরঙ্গ
দংশিলা অধর—করি গ্রীবা-ভঙ্গ
ক্ষণেক থাকি।

কহিলা, "কি রতি, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী
না আসিবে হেথা? সাবাস্ মানিনী!
বৃথা কি হবে সে অসুরের রাণী
'শচীর উদ্ধার'?—যাব লো আপনি
এ সব রাখি॥

সাজা দেখি, রতি, ভাল ক'রে মোরে,
কেশ-বেশন্যাস আসে ভাল তোরে;
সাজা লো তেমতি যেন হাসি জোরে
বাঁধি দৈত্যরাজে—রতি, রস তোরে
সাজা আমার

জিনিয়া সমর ফিরিলে অসুর,
রণশ্রান্তি তাঁর করিব লো দূর
এ নিকুঞ্জ-বনে!—মরি কি মধুর
মদন-কৌশল! মরি কি প্রচুর
সুগন্ধ বায়!

সাজাইল রতি গন্ধর্ব্ব কুমারী,
(ধন্য রতি, তোর গুণে বলি হারি।)
নীলোৎপল যথা ধু'লে ধারাবারি
ঐন্দ্রিলার মুখ, অলকার সারি
ভ্রমর তায়।

সাজিল ঐন্দ্রিলা; মধুর মাধুরী
বসন-ভূষণে পড়ে যেন ঝুরি,
পড়ে যেন ঝুরি চারু-পয়োধরে!
লাবণ্য-তরঙ্গ থরে থরে থরে
নাচিল পায়!

বসন্ত-সময়ে কিবা সাজে রতি
ভুলাতে কন্দর্পে—রূপকুলপতি?
শিবের সমাধি ভাঙ্গিতে পার্ব্বতী
সাজিলা বা কিবা? মোহিনী যুবতী
সুধা-তুমুলে?

নিন্দিলা সে সব ঐন্দ্রিলা রূপসী
সাজিলা সুন্দর, বাসে কটি কসি,
কুন্তলে রতন ঝলিছে ঝলসি
তারকার মালা—মন্মথপ্রেয়সী
আপনি ভুলে॥

অসুর-মোহিনী নেহারে মুকুরে
সে বেশ-লাবণ্য, গরবেতে পূরে;
শচীরে পাইবে ভুলায়ে অসুরে
ভাবিল নিশ্চিত, কোকিলা-কুহরে
কহে "লো রতি,

সাজা এইখানে যত অলঙ্কার,
যত বেশভূষা আছে লো আমার,
রতন-মুকুট, মণিময় হার,
জয়লব্ধধন—ধনেশ-ভাণ্ডার
ঢাল যুবতি॥

আন যান পুষ্পরথ, অশ্ব, গজ,
নেতের পতাকা, হেমময় ধ্বজ ;
আন বীণা, বেণু, মন্দিরা, মুরজ,
আমার যা কিছু ;—মানস-পঙ্কজ,
ফুটাব আজ।

বল চেড়ীদলে সশস্ত্র সাজিয়া,
দাঁড়াক্ সকলে এখানে আসিয়া—
ত্রিজটা, ত্রিগুণা, কপালী, কালিকা,
যে যেথা আছে লো গন্ধর্ব্ব-বালিকা,
দানবী সাজ।

যাও, হে অনঙ্গ, ফিরিলে অসুর,
জানাইও বার্ত্তা, নিকুঞ্জে মধুর
ভ্রমি কিছুকাল।"—বাজিল ঘুঙ্ঘুর
নাচিয়া কটিতে, চরণে নূপুর
মধুর তায়।

"ঐন্দ্রিলার গতি কে ফিরাতে পারে?"
কহিল দানবী মৃদুল ঝঙ্কারে—
"হে দনুজনাথ, ঐন্দ্রিলা হে নারে
বাসনা ছাড়িতে—বাসব-প্রিয়ারে
ধরাব পায়।"

হেনকালে কাম কহিলা সংবাদ,
ফিরিছে দৈত্যেন্দ্র সাধি নিজ সাধ
জিনিয়া সমরে—যথা সে নিষাদ
উজাড়ি অরণ্য পুরাইয়া সাধ
কুটীরে যায়॥

সুগম্ভীর গতি, অতি ধীর ভাব,
ভাবে দৈত্য মনে "এ জয়ে কি লাভ?
সমূহ বাহিনী সংগ্রামে অভাব
করিল অমর—এরূপে দানব
কদিন রবে?

আমি যেন রণে লভিনু বিজয়,
আমারি যেন এ শরীর অক্ষয়,
প্রতি রণে যদি দৈত্যকুলক্ষয়
হয় হেন রূপে, কারে লয়ে জয়
ভুঞ্জিব তবে?"

চলিলা ঐন্দ্রিলা আশু বাড়াইয়া,
বসন্ত-সখারে সংহতি লইয়া,
চলনভঙ্গীতে তরঙ্গ তুলিয়া
ভুলায়ে কন্দর্প মধুর অমিয়া
হাসিতে ঢালি।

দিলা আলিঙ্গন প্রফুল্ল লোচন ;
নেহারি অসুর দানবী-বদন
ভুলিলা সকল ভাবনা-বেদন
যা ছিল অন্তরে নিমিষে ক্ষালন
মনের কালী॥

কহিলা, "ঐন্দ্রিলে, এ কি মনোহর
শোভা হেরি আজ মরি কি সুন্দর,
রুধিরে ফুটিছে সু-ওষ্ঠ অধর
অরুণের রাগে! তনু-স্নিগ্ধকর
এ ভুজলতা!"

"রণশ্রান্তি, নাথ, ঘুচাতে তোমার,
আমার আদেশে বিরচিলা মার
মধুর নিকুঞ্জ ; শোভা হেরি তার
সাজিনু আপনি! রণচিন্তা-ভার
ঘুচাব চল।"

রুণু রুণু ধ্বনি কিঙ্কিণী নূপুরে,
আশু হইলা ধনী ধীরে ধীরে ধীরে,
অদীঘল-তনু ভরে দৈত্যবরে
বাঁধি ভুজপাশে—চারু অঙ্গে ঝরে
শশাঙ্ক-আলো!

প্রবেশি নিকুঞ্জে শিহরে দানব!
চারিদিকে মৃদু মধুর সুরব,
যেন উথলিছে মধুর-অর্ণব
ঢালিয়া চৌদিকে! মুকুল পল্লব,
অনঙ্গ-শর।

অচেতন দৈত্য ভুঞ্জিয়া মাধুরী!
জাগাইলা হাসি ঐন্দ্রিলা সুন্দরী,
রণশ্রান্ত শূরে সুরে শান্ত করি,
চলিলা ভ্রমণে ভুজপাশে ধরি
অসুরবর॥

কিছু দূরে গিয়া কহে দৈত্যরাজ,
"এ কি হেরি, প্রিয়ে, তব ভূষা, সাজ!
কেন এ সকলে কেন হেথা আজ
পড়িয়া এ ভাবে? চেড়ীর সমাজ?
এ কি সমর?"

"কোথা তবে আর রাখিব এ সব,
কহ শুনি, ওহে হৃদয়-বলভ!
কার গৃহ হায় ভবন ও সব,
দেখিছ ওখানে? অমর-বিভব!
শচী-ভবন!

অমরার রাণী! ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী!
কহিলা রতিরে, কহিলা বাখানি,
এ ভুবন তার! কহিলা কি জানি
তস্কর আমরা?—চাহে না সে ধনী
কারা-মোচন।

'দৈত্য-বাক্য ছার' কহিলা আবার
'কারামুক্তি, হায়, কে করে রে কার?'
শুন হে দানব, পুলোম-কন্যার
এ সুখ-ঐশ্বর্য্য। তার(ই)অধিকার
হেথা সকলি!

কি জানি কখন্ আসিবে সে ধনী
মনোদুখে তাই আইনু আপনি
লতার নিকুঞ্জে! ছাড়িব যখনি
শচী আজ্ঞা দিবে।"—নীরব রমণী
এতেক বলি।

শুনিতে শুনিতে ক্রোধেতে অধীর
বাড়িতে লাগিল অসুর-শরীর
পর্ব্বত-আকার; নিশ্বাস-সমীর
বহিল সবেগে কহিল গম্ভীর
"রতি কোথায়?"

রতি কাঁপি কাঁপি আসি দৈত্যপাশে
কহে "ইন্দ্রপ্রিয়া রবে কারাবাসে;
নাহি চাহে শচী আপন মঙ্গল
দৈত্যেশ-প্রসাদে সহিবে সকল
থাকি এথায়।"

রক্তবর্ণ আঁখি ঘূরিল সঘনে,
ফুলিল অধর ভীষণ বদনে,
কড় কড় ধ্বনি রদনে রদনে
উঠিল বিকট—কহিল গর্জ্জনে
ভীম অসুর—

"আমার আদেশ হেলিলি, ইন্দ্রাণি?
বিফল করিলি দৈত্যরাজ-বাণী?"
বলি ছিঁড়ি কেশ দুই হস্তে টানি
ছুটিল হুঙ্কারি—হেরি দৈত্যরাণী
বামা চতুর—

নিল ফুলধনু আপনার হাতে;
বাঁকাইল চাপ (ফুলবাণ তাতে)
আকর্ণ পূরিয়া; বসি হাঁটুগাড়ি;
(সাবাস্ সুন্দরি!) বাণ দিল ছাড়ি
ঈষৎ হাসি।

অব্যর্থ সন্ধান! মদনের বাণ
আকুল করিল দনুজ-পরাণ
ফিরিয়া দেখিল স্থির সৌদামিনী
হাসিছে ঐন্দ্রিলা—দানব-কামিনী
লাবণ্যরাশি।

দাঁড়াইলা শূর। আসিয়া নিকটে,
ঐন্দ্রিলা কহিলা মধুর কপটে,
"এ নহে উচিত, হে দনুজনাথ,
তুমি যাবে সেথা করিতে সাক্ষাৎ
শচীর সনে।

তবে গর্ব্ব তার হবে যে সফল,
সেই স্বর্গরাণী! হবে কি বিফল
দাসীর আদেশে দৈত্যরাজ বল?
ঐন্দ্রিলা-বাসনা জান ত সকল,
আছে ত মনে!

কহে দৈত্যপতি তোমায়, সুন্দরি,
দিলাম সঁপিয়া ইন্দ্রসহচরী;
যে বাসনা তব তার দর্প হরি,
পূরাও, মহিষি;—ফণা চূর্ণ করি
আন ফণিনী।"

হরষে উন্মত্ত হাসিলা ঐন্দ্রিলা;
সুখে দৈত্যবরে আলিঙ্গন দিলা;
চেড়ীদল সঙ্গে হরষে চলিলা
গজেন্দ্র-গমনে; কটাক্ষে হানিলা
ঘোরদামিনী।

সপ্তদশ স্বর্গ।

দেবারি দনুজনাথ দৈত্য-সভামাঝে
বেষ্টিত অমাত্যবর্গ; সমর-কুশল
মহাবল সেনাপতি-বৃন্দ চারিধারে।
নিকটে বসিয়া ধীরে সুমিত্র ধীমান
কহিছে গম্ভীর-স্বরে "দৈত্যকুলেশ্বর,
দিন দিন মরে দৈত্য দেবের উৎপাতে,
মরি লাজে কত হায়, না হয় গণনা—
বীরবংশ ধ্বংস-প্রায় দেবতার তেজে।

ক্রমে দর্প, সাহস বাড়িছে দেবতার
বাড়ি বরিষায় যথা তরঙ্গিণী-ধারা
ধায় রঙ্গে ভাঙ্গি বাঁধ দুকূল উছলি,
গৃহ, শস্য, পশু, প্রাণী নাশি অগণন।
হের দুর্ণিবার তেজে জয়ন্ত, অনল,
সমরে অসুরে জিনি অসম-সাহসে
প্রবেশিলা পূর্ব্বদ্বারে, লঙ্ঘিলা প্রাচীর
অসংখ্য অমর-সৈন্য; হে দৈত্যশেখর,
অর্দ্ধেক অমরাবতী ভুজবলে দেব
অধিকার কৈলা। এবে উত্তর-তোরণে,
আবার সাজিছে রণে দেবসেনাপতি
মহারথী কুমার, সূর্য্য, বরুণ, বায়ু।
ভাবিলা, হে দনুজেন্দ্র, পলাইলা তারা
লুকাতে ত্রিশূল-ভয়ে পাতালে আবার,
সে আশা নিষ্ফল, প্রভু, ইন্দ্রজালে ছলি
করিছে কপট-রণ অমর মায়াবী।
হৈল দেব অসুর-কণ্টক! কি উপায়ে,
বুঝিতে না পারি, হায়, এ সুবর্ণপুরী
হবে সুরথী-শূন্য—দুঃসহ সমর
সহিবে ক'দিন আর এরূপে দানব?"
দানবকুল-ঈশ্বর বৃত্রাসুর তবে—
"সত্য যা কহিলা, মন্ত্রি, কিন্তু কহ সুধি,
কি ফল বাঁচিয়া স্বর্গ ছাড়ি?—যার লাগি,
কত তপ কৈনু কত যুগে নিরাহারে;
জিনিতে সমরে যায় কত মহারথী
দৈত্যবীরকুল-শ্রেষ্ঠ ত্যজিলা পরাণ;
যার লাগি অসংখ্য অসংখ্য দৈত্যসেনা
পড়ে রণে, বীরদর্পে শমনে না ডরি।
জনম বীরের কুলে—মরণ (ই) সফল
শত্রু ঘাতি রণস্থলে! হে সচিবোত্তম,
কে কোথা রাজত্ব ভুঞ্জে বিনা যুদ্ধ-পণে—
মৃত্যুভয়ে সমরে বিরত কবে শূর?
কবে সে বীরের চিত্তে কৃতান্তের ভয়
হানিতে সমরে শত্রু? ত্যজিতে পরাণ
বুঝি রঙ্গে রিপুসঙ্গে সমর-প্রাঙ্গণে?
শুন, মন্ত্রি, যত দিন এ দনুজকুলে
একমাত্র অস্ত্রধারী থাকিবে জীবিত,
পারিব ধরিতে অস্ত্র এ প্রচণ্ড ভুজে,
বহিবে রুধির-স্রোত এ দেহে আমার—
নাহি ক্ষান্ত তত দিন এ দুরন্ত রণে।"

হেন কালে রুদ্রপীড় বীর-চূড়ামণি,
মণ্ডিত সমরসাজে আসি দাঁড়াইলা
নতশির, পিতার সম্মুখে কর যুড়ি।
শীর্ষক উজ্জ্বল শিরে, অঙ্গে সু-কবচ,
রত্নময় অসিমুষ্টি ঝলসে কটিতে—
সারসনে; পৃষ্ঠদেশে নিষঙ্গ ঝলসে।
কহিলা "হে তাত, তোমা দেখাতে মুখ
পাই লাজ, হে বীরেন্দ্র, তব পুত্র আমি
চির-অরিন্দম রণে—সমরে হারিনু,
নারিনু রক্ষিতে পুরী তিন দিন কাল।
নারিনু অনল-হস্তে। জয়ন্ত বালক
অধিকার কৈল দ্বার রক্ষিত আমার!
রণে ভঙ্গ দিল, পিতঃ, দনুজ-বাহিনী—
আমি যার সেনাপতি। জীবিত থাকিয়া
তাহা চক্ষে নিরখিনু। এ নিন্দা ঘুচাব,
ত্রিলোকবিজয়ী দৈত্যপতি রণস্থলে;
সমর-বহ্নিতে—যথা দাবাগ্নিতে বন—
দহিব অমর-সৈন্য; সমর-কুশল
জিনিব অনল-দেবে—জয়ন্তে জিনিব;
নতুবা, হে তাত, এই শেষ দরশন
ও চরণ-অরবিন্দ। আজ্ঞা দেহ সুতে।"
বলি পিতৃপদধূলা ধরিলা মস্তকে।
শুনিয়া পুত্রের বাণী বৃত্রের নয়নে
দেখা দিল বাষ্পবিন্দু, দ্বিভুজ প্রসারি
পুত্রে দিয়া আলিঙ্গন কহিলা দৈত্যেশ—
"এ প্রতিজ্ঞা, বীরশ্রেষ্ঠ, উচিত(ই) তোমার
দনুজকুলতিলক পুত্র রুদ্রপীড়,
চির-অরিন্দম তুমি—কিন্তু শুনি পুনঃ
সুরেন্দ্র আসিছে রণে, পশিবে সত্বর
অমরায়—সুরনাথ দুর্জ্জয় সমরে;
না পারে যুঝিতে তারে ত্রিভুবনে কেহ
মৃত্যুঞ্জয়ী বৃত্র বিনা, রক্ষঃ-সুরাসুরে।
তার সনে সমরে পশিবি একা তুই?
রে সুধন্বি, একমাত্র পুত্র তুই মম।"
বলি পুনঃ গাঢ়তর দিলা আলিঙ্গন
রুদ্রপীড়ে বক্ষে ধরি দনুজশেখর।
কহিলা আবার ছাড়ি ঘন দীর্ঘশ্বাস—
"কিন্তু বীর তুই—বীরপুত্র মহারথী
কেমনে নিবারি তোরে? কেমনে বা বলি,
যাও বৎস, দৈত্যকুল-রবি অস্তে যাও।"

"হে পিতঃ" কহিলা বৃত্রনন্দন তখন,
"কি ফল জীবনে, হেন কলঙ্ক থাকিতে,
কি ফল তোমার(ই) তাত, হেন বংশধরে,
নিন্দা যার আজীবন ত্রিলোকে ঘুষিবে
হাসিবে অসুর সুর যক্ষ যার নামে?
জীবনে জীবন-অন্তে জগতে ঘৃণিত।
ত্রিলোকবিজয়ী পিতঃ, কহিবে সকলে,
কুলাঙ্গার কাপুরুষ তনয় তাহার
পলাইলা প্রাণভয়ে না ফিরিলা রণে,
পুনর্ব্বার এ কলঙ্ক না হ'লে মোচন
জীবন নিষ্ফল মম! হে দনুজনাথ,
মরিব বীরের মৃত্যু সমরে পশিয়া।"
উৎসাহ-প্রফুল্লনেত্রে আনন্দে অসুর,
নিরখিলা পুত্রমুখ ছটাবিমণ্ডিত
ভানু-বিমণ্ডিত যথা কনক-অচল
সহস্র-কিরণমালী উদিলে শিখরে!
কহিলা সংবরি বেগ "না নিবারি তোমা,
যাও রণে অরিন্দম, পুত্র রণজয়ী;
পাল বীরধর্ম্ম, ভাগ্যে যা থাকে আমার।"
বলি কৈলা আশীর্ব্বাদ অশ্রুবিন্দু মুছি।
বন্দি পদ জনকের আনন্দে চলিলা
রুদ্রপীড়। জননী-নিকটে গেলা দ্রুত।
দেখিলা ঐন্দ্রিলা চেড়ীদলে সুসজ্জিতা
চলে মন্দাকিনী-তীরে শচীরে বান্ধিতে।
আনন্দে জননী-পদ বন্দিলা বীরেশ;
কহিলা "জননি, সুতে দেহ পদধূলি,
দিলা আশীর্ব্বাদ পিতা, প্রতিজ্ঞা আমার
নির্দ্দেব করিব স্বর্গপুরী। কিন্তু মাতঃ,
কে কহিতে পারে ক্রূর সমরের গতি,
না হেরি যদ্যপি আর ও পদযুগল,
ও পদযুগলে, মাতঃ, এ মিনতি মম,
রেখো মা চরণে ইন্দুবালা সরলারে
পতিগতপ্রাণা সতী স্নেহেতে পালিতা,
রক্ষা করো, জননি গো, স্নেহদানে তারে।"
হায় রে, ঝরিল অশ্রু বীরেন্দ্র-নয়নে
স্মরি সে হৃদয়-ইন্দু—ইন্দুবালা-মুখ,
এ বিদায়ে কার হায়, না আর্দ্রয়ে হিয়া?
ঐন্দ্রিলার(ও) শিলাময় হৃদয় তিতিল;
বাষ্প-বিন্দু নেত্রকোণে, কহিলা দানবী
তনয়ের মুখভ্রাণ লয়ে ঘন ঘন,

"এ অশুভ কথা, বৎস, কেন রে শুনালি?
কাজ কি সমরে মোর? একা দৈত্যনাথ
নাশিবে অমরকুল শঙ্কর-ত্রিশূলে।
দৈত্যকুল-পঙ্কজ, সমরে নাহি যাও।"
"না মাতঃ, অন্তর জলে অনন্ত শিখায়।
সুর-হস্তে হারি রণে, নির্ব্বাণ আহুতি
সমর্পিব এবে তায় অমরে দণ্ডিয়া;
তনয়ের শেষ ভিক্ষা মনে রেখো, মাতঃ!
পেয়েছি চরণধূলি জনকের ঠাঁই,
দেহ পদধূলি তব।" এতেক কহিয়া
ভক্তিভাবে প্রণমিলা জননী-চরণে।
পুত্র কোলে করি স্নেহে দানব মহিষী
বান্ধিলা শীর্ষক চূড়ে বিল্ব সচন্দন,
কহিলা আশ্বাসি "বৎস, এ অর্ঘ্য সতত
অলক্ষ্যে রক্ষিবে তোরে—এ মম আশীষ;
যাও রণে রণজয়ী অরিন্দম বীর!"
হেথা চারু ইন্দুবালা কল্পতরুমূলে,
(শুভ্র কুসুমের মালা লুটিছে উরসে)
বসি শ্বেত শিলাতলে, সখীদলে মেলি,
শুনিছে রণসংবাদ ভাসি অশ্রুনীরে।
আহা, সুমলিন মুখ, হৃদয় কাতর!
যেন রে নিদয় কেহ বিহঙ্গ ধরিয়া
হেমন্তের দেশ হ'তে আনিলা গ্রীষ্মেতে।
ভাবিছে দানববালা তেমনি আকুল।
কে পারে কহিতে, প্রাণ সুকোমল যার,
সমরের ঘোরশিখা—জ্বলিছে চৌদিকে?
অহরহ দিবানিশি রণ-কোলাহল?
করুণ ক্রন্দনাঘাত নিত্য শ্রুতিমূলে?
কহিতে লাগিলা শেষে ব্যাকুল হইয়া—
"কত দিনে, হায় সখি, এ সমরস্রোত
শুকায়ে নিঃশেষ হবে? কত দিনে, পুনঃ
ধরিবে পূর্ব্বের ভাব এ অমরাবতী?
পুত্র শোকাতুরা, আহা, মাতার রোদন,
সখি রে, বিদরে হিয়া!—বিদরে লো প্রাণ!
স্বামীহীনা রমণীর করুণ ক্রন্দন।
ভগিনীর খেদস্বর, ভ্রাতার বিয়োগ।
হায়, সখি, বল্ তোরা বল্, কি উপায়ে
দনুজের এ দুর্দ্দশা ঘুচাইতে পারি?
এ দেহ করিলে দান হয় যদি বল্,
নিবাই সমরানল তনু সমর্পিয়া।

সখি রে, বুঝিতে নারি কিরূপে এ সব
অসুর-অমরকুলে মহাবীর যত
নিদয় নহে লো তারা আপনা পাসরি
জীবন-ঘাতক অস্ত্র হানে পরস্পরে ?
না ভাবে মমতা-লেশ নাহি ভাবে দয়া,
সদাই উন্মত্ত-প্রায় নিঠুর সমরে ;
হানি অস্ত্র বধে প্রাণী, ভাবে না অন্তরে
কত যে যাতনা জীবে জীবন-নিধনে।
সমর-সুরাতে হায়, অমর দানব,
হয় কি এতই সখি, উন্মত্ত অজ্ঞান ?
কিংবা কি সে পরাণীর (ই) প্রকৃতি স্বিভাব
কুটিল কপটাচারী প্রাণিমাত্র সবে ?
কেমনে বা ভাবি তাহা ? হৃদয়বল্লভ
আমার যিনি, লো সই, কপটতা তাঁরে
না পরশে কোন কালে, তবু কি কারণ
সমরে নাশিতে প্রাণী না হন বিমুখ ?
দিব না দিব না নাথে সমর-প্রাঙ্গণে
প্রবেশিতে পুনরায় ; রাখিব বাঁধিয়া
হৃদয়-উপরে এই ভুজলতা পাশে,
নিদারুণ হ'তে তাঁরে দিব না লো আর।"
হেনকালে রুদ্রপীড় বৃত্রের তনয়,
সজ্জিত সমর-সাজে, সুধীর গমন,
অধোমুখে ধীরে ধীরে উদ্যানে প্রবেশি,
অগ্রসর ক্রমে সেই কল্পতরুমূলে।
দূর হ'তে দেখি পতি, উঠিয়া শিহরি,
ছুটিলা উতলা হয়ে ইন্দুবালা বামা ;
পড়িলা বক্ষেতে তাঁর বাহু জড়াইয়া,
তরুলতা তরুদেহ ঘেরে যথা সুখে।
কহিলা—কোকিলাধ্বনি কণ্ঠে কুহরিল,
(হায় যবে ভগ্নস্বরে ডাকে পিকবধূ)
কহিলা, "হে নাথ, কেন দেখি হেন সাজ ?
রণসাজে কেন পুনঃ সাজালে সুতনু ?
এখন (ও) সমরক্লেশ দূর নহে তব ;
এখন (ও) নিশিতে, নাথ,নিদ্রা নাহি যাও।
কত স্বপ্ন সারানিশি শুনাও প্রাণেশ,
আবার এ বেশ কেন দহিতে আমায় ?
ছলিতে আমায় বুঝি সাধ ছিল মনে—
ইন্দুবালা ভাবে ভয় সমরের বেশে,
তাই ভয় দেখাইতে আইলে, প্রাণেশ !
খোল, প্রভু, রণসাজ না পারি সহিতে !
নিষ্ঠুর দারুণ, তুমি ললনা হৃদয়
মথিতে আইলে প্রিয় ছলনা করিয়া !
ত্যজ রণসাজ শীঘ্র দেখাই(ও)না আর
বিভীষিকা তরুণীর হৃদয় তাপিতে।"
"প্রেয়সি, নিষ্ঠুর আমি সত্যই কহিলা ;
পালিতে বীরের ধর্ম্ম দিলাম বেদনা
তোমার হৃদয়ে, প্রিয়ে, লভিতে বিদায়
এসেছি, বিদায় দেহ যাই রণস্থলে।"
"যাবে নাথ ?" বলি, ধীরে চারু চন্দ্রানন
তুলিলা বদন-ইন্দু পতিমুখতলে,
প্রদোষ-কমল যথা মুদিতে মুদিতে,
নেহারে শিশিরে ভিজি অস্তগত ভানু।
"যাবে নাথ, যাবে কি হে ছিঁড়িয়া এ লতা,
বেঁধেছি তোমায় যাহে কত সাধ করি ?
ছিঁড়ে কি হে তরুবর, ঘেরে যদি তায়,
তরুলতা ধীরে ধীরে আশ্রয় লভিয়া ?
ছিঁড়িলে তবুও নাথ লতিকা ছাড়ে না।
গতি তার কোথা আর বিনা সে পাদপ ?
কোথা নাথ বল বল তরঙ্গের গতি
বিনা সে সাগরগর্ভ ? হে সখে, নির্ঝর
খেলিতে না বাসে ভাল শৈল-অঙ্গ বিনা,
শত ফেরে ঘেরি তারে করয়ে ভ্রমণ
ঝর ঝর নাদে সদা—তেমতি হে আমি,
থাকিব তোমার এই হৃদয়ে জড়ায়ে।"
শুনি, স্নেহভরে বীর ধরিলা তরুণী,
চারু চন্দ্রানন চুম্বি ফেলি অশ্রুধারা।
শুকাইল ইন্দুবালা, নিদাঘে যেমন
শুকায় কুসুমলতা ভানুর পরশে !
কহিলা সরলা বালা —নয়নের জলে
ভিজিল বীরের বর্ম্ম, হৈল সারসন
"যাবে যদি, নাথ, আগে এই লতাকুল
পালিনু যে সবে দোঁহে যত্নে এতদিন ;
এই পুষ্প তরুরাজি কিসলয়ে ঢাকা
দেখ দেখ কত পুষ্প দুলি ডালে ডালে
অধোমুখে ভাবে যেন দুঃখিনীর কথা ;
স্বহস্তে অর্জ্জিনু যায় কতই আদরে !
নাশ আগে সেই সব বিহঙ্গমরাজি
রঞ্জিত বিবিধ বর্ণে—নয়ন-রঞ্জন !
প্রতিদিন পালিলা যে সবে দুগ্ধদানে ;
ক্ষুধার্ত্ত দেখিলে যায় হইতে কাতর,

নাশ এই সখীগণে, আজীবন যারা
সুখের সঙ্গিনী মম, আজীবনকাল
সম্প্রীতে পালিলা সদা,—সে বলা প্রাণেশ
প্রাণ, মন, দেহ স্নেহ-রসে মিশাইয়া।
নাশ পরে এ দাসীরে—জীবন নাশিতে
নাহি ত তোমার মায়া, বীর তুমি, নাথ!
পাতিয়া দিলাম বক্ষঃ, হান এ হৃদয়ে
সে রক্ত-পিপাসু অসি,—রণে যাও বীর!"
বলি মূর্চ্ছাগত ইন্দুবালা ইন্দুমুখী;
সখীরা যতনে পুনঃ করায় চেতন,
রুদ্রপীড় স্নেহে চুম্বি অধর, ললাট
শিবিরে চলিলা দ্রুত চঞ্চল-গতিতে!
নীরবে চাহিয়া পথ থাকি কতক্ষণ
কহিলা দানবকন্যা চারু ইন্দুবালা—
"হায়, সখি, সংগ্রামের মাদকতা হেন,
শিখিব সংগ্রাম আমি ফিরিলে প্রাণেশ!"
হায় ইন্দুবালা, তুমি কি জানিবে বল,
জীবের হৃদয়ার্ণবে কি অদ্ভুত খেলা?
মূর্ত্তিমতী সরলতা তুমি জীবকুলে।
দানব-কুলের চারু কোমল নলিনী।
আকুল সরলা বালা ব্যথিত চঞ্চল,
থাকিতে নারিলা স্থির স্নিগ্ধ শিলাতলে,
স্নিগ্ধ কুসুমের দাম অন্তরে নিক্ষেপি
তরু-ছায়া ত্যজি গৃহে করিলে প্রবেশ।
পতিগতপ্রাণা সত্য ভাবিলা তখন,
করিবে শিবের পূজা—পতির মঙ্গল,
কামনা করিয়ে চিত্তে; লভি সিদ্ধ বর
নিবারিবে চিত্তবেগ শান্তির সলিলে।
আজ্ঞা দিলা সখীগণে পূজা-আয়োজন
করিতে বিধানমত, পবিত্র আগারে;
পরিলা সুপট্ট-বাস স্নানে শুচি-তনু,
প্রবেশিলা পূজাগারে সাধ্বী শুদ্ধমতি;
সুবিল্ব, চন্দন, পুষ্পমাল্য, সুবসন,
অর্পি শিবমূর্ত্তিপরে স্থির-ভক্তি সহ
ধ্যানে শিবমূর্ত্তি ভাবি জপি শিবনাম,
বর মাগিবার আশে উঠিলা সুন্দরী;
উঠিলা সবিল্বজল ঢালিতে মস্তকে;
ধরিলা মঙ্গল-ঘট ভক্তির উল্লাসে,
হায় রে, বিমুখ যারে বিধাতা যখন
কোন সে কামনা সিদ্ধ নাহি হয় তার,
সহসা কাঁপিল হস্ত দানববালার,
কাঞ্চন-মঙ্গল-ঘট পড়িল খসিয়া
মহাদেবমূর্ত্তিপরে খণ্ড খণ্ড হয়ে,
বিল্বপত্র, জল, পুষ্প ছুটিল চৌদিকে।
অধীর হইলা দেখি ইন্দুবালা সতী,
দর দর দু'নয়নে ঝরিল সলিল;
শিহরিল শীর্ণ তনু; হে শম্ভু বলিয়া
ভূতলে পড়িলা রামা স্বামি-মুখ স্মরি।
সখীগণে মেলি সবে করি কোলাকুলি
পূজা-গৃহ-বাহিরে লইলা ইন্দুবালা;
পতি আসি নানামতে বুঝাইলা তারে,
সান্ত্বনা করিয়া কিছু করিলা সুস্থির।
চেতনা পাইয়া ঘন ফেলি দীর্ঘশ্বাস,
কহে দৈত্যরাজবধূ দারুণ আক্ষেপে—
"হে শঙ্কর উমাপতি, দাসীর কপালে
এই কি আছিল শেষে? রতি লো, আমার
পতি-আরাধনা-ভার এত কি মহেশে?
কি দোষে দোষী লো দাসী প্রমথেশ-কাছে?
পাব না কি রতি আর হৃদয়েশে মম?
জানি না সে পাদপদ্ম বিনা ত্রিভুবনে।"
কহিলা মদন-পত্নী, "হে দানববধূ,
ভাবিতে কি আছে কভু এ অশুভ কথা?
বদনে এনো না, সাত, ইথে অকুশল—
প্রিয়জন-অকুশল অশুভ চিন্তায়,
নাহি কি ভাবিতে অন্ত? হৃদয়-বেদনা
জুড়াতে নাহি কি আর উপায়, সরলে?
সমদুঃখী পরাণীর যাতনা সকলি
ভুলিলে কি, চারুমতি?- ভুলিলে শচীরে?
অমরায় ফিরে যবে আইলা তব প্রিয়
নৈমিষ অরণ্য হৈতে শচীরে বান্ধিয়া,
হে ইন্দু-বদনা, তুমি কাঁদিলা কতই,
শচী-দুঃখে কত দুঃখ করিলা তখন!
সে পুলোমকন্যা এবে নিভৃত মন্দিরে
নিরানন্দ দিবানিশি! ভুলি দুঃখ তার,
বৃথা ভয়ে হেন ভাবে ভাবিছ আপনি?
আপন হৃদয়-ব্যথা এতই কি, সতি?"
রতি-বাক্যে ইন্দুবালা সলজ্জবদনা
স্মরি মনে মনে পতি, স্মরি শচীকথা,
অধোমুখে ভাবিতে লাগিলা অশ্রুমুখী;
হিম-বিন্দুসিক্ত যেন শশাঙ্ক মলিন!

অষ্টাদশ সর্গ।

কুলু কুলু ধ্বনি!—চলে মন্দাকিনী;
দেবকুলপ্রিয় পবিত্র তটিনী
লতায়ে লুটিছে সুর-মনোহর
মন্দার দুকূলে দুকূল সুন্দর
সুরভি বিমল ফুল-শোভায়।
যে ফুলের দলে সুরবালাগণে
হেলাইত তনু বিহ্বলিত মনে;
না হেলিত ফুল সুর-তনু ধরি,
খেলিত যখন অমর অমরী
শীতপুষ্পরেণু মাখিয়া গায়॥
যখন অমরা ছিল অমরের,
সুরধামে দম্ভ না ছিল দৈত্যের;
সুরবালা-কণ্ঠে সঙ্গীত ঝরিত,
যে গীত শুনিয়া কিন্নরী মোহিত,
কন্দর্প অনঙ্গ যে গীত শুনে।
যখন পৌলোমী আখণ্ডল-বামে,
বসিত আনন্দে চিরানন্দধামে,
দেবঋষিগণ আনি পুণ্ডরীক
অমৃত-হ্রদের—বাক্যে অমায়িক,
দিত শচী-করে গরিমা-গুণে॥

সেই মন্দাকিনী-তীরে ম্রিয়মাণা,
মন্দির-অলিন্দে শচী সুলোচনা;
কাছে সুহাসিনী চপলা সুন্দরী,
রতি চারুবেশে বসি শোভা করি—
ঘেরেছে মাধুর্য্য অমরা-রাণী।

প্রভাতের শশী চারু ইন্দুবালা
শচী-পদতলে বসি কুতূহলা
হেরিছে শচীর বিমল বদন
শুনিছে কৌতুকে—বালিকা যেমন—
ইন্দ্রাণীর মৃদু মধুর বাণী॥

কহিছে পৌলোমী কোথা ব্রহ্মলোক,
দেখিতে কিরূপ, কিরূপ আলোক
প্রকাশে সেখানে কিরূপ উজ্জ্বল
কনক-নির্ম্মিত ব্রহ্মার কমল,
সতত চঞ্চল কারণজলে!
কিবা অদভুত সে রেণু-সমুদ্র;
বীচিমালা তার কি বিপুল ক্ষুদ্র;
কত অপরূপ সৃজনের লীলা
প্রকাশ তাহাতে কিরূপ চঞ্চলা
পরমাণুময়ী মহী সে জলে।
কোথা বিষ্ণুলোক বৈকুণ্ঠ-ভুবন;
ভকত-বৎসল কিবা জনার্দ্দন;
কিবা সে লক্ষ্মীর অক্ষয় ভাণ্ডার,
কতই অনন্ত দান কমলার;
কিবা শ্রীপতির পালন-প্রথা!
দেখিতে কিরূপ শ্রীবৎসলাঞ্ছন;
কি শোভা কৌস্তুভে—কেশব-ভূষণ;
কমলা-লাবণ্যে কি চারু মাধুরী,
ক্ষীরোদ মধুর যে মাধুর্য্যে পুরি;
কিবা সুধাময় রমার কথা॥
কৈলাস-ভুবন কিরূপ ভৈরব;
ভৈরব কিরূপ জটাধারী ভব;
কিরূপে ত্রিশূলী করেন প্রলয়—
ত্রিলোকব্রহ্মাণ্ড যবে রেণুময়—
প্রলয়-বিষাণ কিবা সে ঘোর!
কিবা দয়াময়ী শঙ্কর-গৃহিণী,
ভবে শুভঙ্করী দুর্গতিহারিণী,
কি দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, নর,
জীবদুঃখে উমা কতই কাতর,
ভক্তজন-স্নেহে সদাই ভোর॥
আগে সে কিরূপে বাসবে তুষিতে
বিধি, হরি, হর অমরপুরীতে
আসিতেন সুখে, আসিতেন উমা,
রাগ-মাতা বাণী পদ্মাসনা রমা
ইন্দ্রত্ব-উৎসব যে দিন স্বরে।
ঘুচাইতে ইন্দুবালা-মনোব্যথা
শুনাইলা শচী সে অপূর্ব্ব কথা,
হরষে ত্রিদিব মাতিত যখন,
ধরি পঞ্চতাল নিজে পঞ্চানন
গাহিতেন যোগী গম্ভীর-স্বরে॥
গণপতি জ্ঞানী সে গীত শুনিয়া,
ছাড়ি যোগধ্যান ভাবেতে ডুবিয়া
মিশাতেন স্বর সে স্বর সহিত;
কমলা উতলা, বিধি রোমাঞ্চিত,
আনন্দে অধীর ভবেশ-জায়া

শুনি গূঢ় তত্ত্ব হরিগান ভুলি,
ছাড়ি তুম্ব যন্ত্র উর্দ্ধে বাহু তুলি,
পঞ্চতালে ঘন ঘাতি করতল,
নাচিত নারদ—হরষে বিহ্বল
আনন্দ-সলিলে ভিজায়ে কায়া॥

শুনাইলা শচী দনুজবালায়—
ত্রিদিবে আসিয়া থাকিত কোথায়
মনুষ্য-জীবনে সফল সাধন
সাধু পুণ্যশীল প্রাণী যত জন—
আত্মসুখ-ভোগ কিবা সেথায়।

কহিলা ইন্দ্রাণী "শুন রে সকলে,
এই স্বর্গধামে আছে কত স্থলে,
সুপবিত্র ঋষি-আত্মা মোহকর
কত নিরুপম মাধুরী সুন্দর
দিতিসুতগণ না জানে যায়।"

শুনি ইন্দুমুখী ইন্দুবালা বলে
"হে অমর-রাণি, আমি সে সকলে,
শুনাইলে যাহা মধুমাখা স্বরে,
পাব কি দেখিতে?—শুনিয়া অন্তরে
কত কুতূহল উথলে, হায়!"

কাতর-হৃদয়ে কহে ইন্দ্রপ্রিয়া,
চারু ইন্দুবালা-চিবুক ধরিয়া,
মৃদুল-মধুর অধর স্ফুরিত,
বাষ্পবিন্দু ধীরে নয়নে ধায়।

"রহিল এ খেদ শচীর অন্তরে
অনুগত জনে মনে আশা করে,
না পাইল ফল তাহার নিকটে।
বল ইন্দুবালা, বল অকপটে
কি দিয়া এখন তুষি তোমায়।"

কহিলা সরলা সুশীলা দানবী,
(যেন নিরমল সরলতা-ছবি)
"ইন্দ্রপ্রিয়ে, মম চিত্তে অভিলাষ
চিরদিন তব কাছে করি বাস,
বচনে তোমার সুখেতে ভাসি।

চল, দেবি, চল আমার আলয়ে,
আমি নিত্য তোমা গন্ধ-পুষ্প লয়ে
করিব শুশ্রূষা; হৃদয়ের সুখে
হেরিব সতত, শুনিব ও মুখে
বীণা-বিনোদন বচন-রাশি॥

কেন, ইন্দ্রপ্রিয়ে, এ কারা-মন্দিরে
দুঃখে কর বাস, আমি মহিষীরে
করি অনুনয়, রাখিব তোমারে
আপন আলয়ে, অশেষ প্রকারে
করিব যতন তোমার লাগি।

স্বামী গেলা রণে কাতর হৃদয়,
তোমা কাছে পেলে তবু স্নিগ্ধ হয়
এ দগ্ধ অন্তর—চল, সুরেশ্বরি,
আমার আলয়ে; হে সুর-সুন্দরি,
নিকটে তোমার ইহাই মাগি।

শুনি ইন্দ্রজায়া বাক্যেতে মৃদুল,
"হায় রে সরলে তুই দৈত্যকুল
করিলি উজ্জ্বল" কহিলা বিস্ময়ে,
নেহারি সঘনে ব্যথিত হৃদয়ে
তরুণীর আর্দ্র নয়নদ্বয়।

হেনকালে রতি চকিত চঞ্চল,
(হরিণী যেমন কিরাতের দল
হেরিলে নিকটে) বলে, "ইন্দ্রপ্রিয়া,
হের—দেখ অই চেড়ীদল নিয়া
ঐন্দ্রিলা আসিছে বাঘিনী-প্রায়;

ইন্দুবালা, হায় লুকা কোন স্থানে,
এখনি দানবী বধিবে পরাণে;
না জানি ললাটে আমার (ই) কি ঘটে
মহেন্দ্র-রমণি, এ ঘোর সঙ্কটে
কি করি, সত্বর কহ উপায়?"

ইন্দুবালা ভয়ে, কাতর-বচনে,
চাহি শচীমুখ কহে "কি কারণে
লুকাইব আমি? কেন সুরেশ্বরি,
বধিবে আমায় দৈত্যেশ-সুন্দরী?
কোন্ দোষে আমি দোষী গো তাঁর?"

উত্তর করিলা সুরেশ-রমণী,
(তানপূরাতারে যেন তারধ্বনি)
"মীনকেতু-জায়া, কি হেতু এ ভয়,
ইন্দ্রপ্রিয়া শচী অমরী কি নয়?
নারিবে রক্ষিতে আশ্রিতে তার?

যাও, লো চপলে, যেখানে অনল,
রণজয়ী সুর কহিও সকল,
কৈও তাঁরে মম আশীষ-বচন,
সত্বর হেথায় করি আগমন
করুন দনুজ-বালা-উদ্ধার॥

থাক, অইখানে থাক ইন্দুবালা,
কি ভয় তোমার কপটীর ছলা
শিখ না কখন মেখ না হৃদয়ে
পাপপঙ্ক হেন কোন প্রাণী-ভয়ে,
কপট-আচারে অনন্ত জ্বালা ;
যাও কামবধু, প্রাণে যদি ভয়,
লুকাইয়া থাক ; শচী রতি নয়,
দানবী-ঝঙ্কারে নহেক অস্থির,
আছে সে সাহস এখন (ও) শচীর,
পারিবে রক্ষিতে এ চারুবালা।"
লুকাইল রতি হেরে ইন্দ্রজায়া,
হেরে ইন্দুবালা (যেন প্রাণী-ছায়া)
আসিছে সাজিয়া চেড়ীরা করাল,
কিরণে জ্বলিছে প্রহরণজাল,
ভানু মাখি যেন তরঙ্গ থর।
চলেছে কালিকা ঘন-নিতম্বিনী
মৃদু-মন্দগতি যেন কাদম্বিনী
বিজলী পরিয়া করিছে নর্ত্তন
জ্বলিছে কবচ ভীম-দরশন,
তাতে প্রভাম্বিত শাণিত শর।
চলেছে ত্রিজটা বিশাল-লোচনা
সিন্দূরের ফোঁটা ভালে বিভীষণা,
ভীম ভল্ল হাতে—মদ-মত্ত করী
ধায় যেন রঙ্গে শুণ্ড উচ্চে ধরি
দুলিছে ত্রিবেণী চলিছে বামা।
প্রচণ্ডা কপালী চলে খড়্গ তুলি,
পৃষ্ঠদেশে কেশ পড়িয়াছে খুলি ;
চামুণ্ডা-করেতে অসি খরশাণ,
বামলী-পৃষ্ঠেতে নিষঙ্গেতে বাণ,
চলে মহা দম্ভে শতেক রামা॥
চেড়ীদল সঙ্গে চলেছে রে রঙ্গে
ঐন্দ্রিলা সুন্দরী, লাবণ্য-তরঙ্গে
সুবর্ণ উজলি ; ঝরে যেন অঙ্গে
বিদ্যুৎ-লহরী—নয়ন-অপাঙ্গে
খেলে কালকূট গরল-শিখা।
নিকটে আসিয়া চিত্ত চমকিত,
নেহারে ঐন্দ্রিলা হইয়া স্তম্ভিত,
অমরার রাণী ইন্দ্রাণী-বদন ;
চারুদীপ্তিময় অতুল কিরণ
সুচিত্রে যেমন স্বপনে লিখা॥

কোথা রে ঐন্দ্রিলে তোর বেশভূষা ?
অভূষিত তনু জিনি চারু উষা
ভাতিছে আপনি ; প্রকাশিয়া বিভা
তনু-শোভাকর, মনের প্রতিভা
উছলি হৃদয় জ্বলিছে মুখে।
হায় রে মলিন শশাঙ্ক যেমন
হেরি দিনমণি, দানবী তখন
মলিন তেমনি শচীর উদয়ে,
ঈর্ষা-বিষদাহ জ্বলিল হৃদয়ে
শচীরে নেহারি অধীর দুখে।
ক্ষণে ধৈর্য্য পেয়ে, চাহি ইন্দুবালা,
ঢালি নেত্রকোণে অনলের জ্বালা
কহিল—"দানবকুল-কলঙ্কিনি,
বধূ-বেশে তুই কালভুজঙ্গিনী,
বসিলি রিপুর চরণতলে ?
আমার কিঙ্করী,—তার পদতলে
স্থান নিলি তুই ? অসুর-মণ্ডলে
অশ্রাব্য করিলি ঐন্দ্রিলার নাম,
পুরাইলি হায়, শচী-মনস্কাম ?
কি কব হৃদয়ে গরল জ্বলে।
এখনি মুছায়ে এ কলঙ্কমসী,
ভিজাতাম তোর শোণিতে এ অসি,
কি বলিব, হায়, পুত্র-অনুরোধ
না দিলা লইতে সেই প্রতিশোধ
চেড়ী-হস্তে তোর বধিব প্রাণ।"
পরে ব্যঙ্গ-স্বরে বলিলা—"ইন্দ্রাণি,
জানিতাম তুমি অমরার রাণী,
বালিকা ছলিতে শিখিলা সে কবে ?
ঐন্দ্রজাল শিক্ষা স্বর্গে আছে তবে ?
হায়, এ ত্রিদিব অপূর্ব্ব স্থান।"
বলি, ক্রোধে ভীমা তুলিলা চরণ
শচী-বক্ষঃস্থল করে নিরীক্ষণ ;
বন্ধন ছিঁড়িয়া ছুটিল কুন্তল,
যেন ফণা তুলি দোলে ফণিদল ;
সুন্দরী-রমণী-ক্রোধ কি কটু!
চেড়ীদলে আজ্ঞা করিলা নিদয়া,
বান্ধি আনি দিতে রুদ্রপীড়-জায়া,
বান্ধিতে শৃঙ্খলে ইন্দ্রের অঙ্গনা ;—
ছুটিল কিঙ্করী করাল-বদনা,
ভীমাজ্ঞা পালিতে সতত পটু॥

হেনকালে রণবেশে বৈশ্বানর,
চপলার সনে, আসিয়া সত্বর
বন্দিলা শচীরে ; জয়ন্ত কুমার,
করতলে অসি ধরি খরধার,
নমিলা আসিয়া জননী-পদে।
পুত্রে কোলে করি শচী সুলোচনা,
বহ্নিরে তুষিলা, পীযূষ-তুলনা
বচনে মধুর ; চাহি ইন্দুবালা
অনলে কহিলা—"সত্বর এ বালা
লয়ে কোন স্থানে রাখ বিপদে ;
বধিতে উহারে দানব-মহিলা
দেখ দাঁড়াইয়া," বলি, সুধাইলা
চাহি পুত্রমুখ, কুশল-সংবাদ,
কোলে পেয়ে পুনঃ অসীম আহ্লাদ
যতনে নয়নে হৃদয়ে ধরে।
ইন্দ্রজায়া-বাক্যে হয়ে অগ্রসর
ইন্দুবালা-পার্শ্বে উগ্র বৈশ্বানর
চলিলা তখনি ; সতৃষ্ণ-নয়নে,
হেরি দৈত্যবধূ শচীর বদনে,
কপোল বাহিয়া সলিল ঝরে।
দেখি ইন্দুবালা বদন-মুকুল—
হায় রে যেমন নিদাঘের ফুল
নব তরুশিরে কিরণ-তাপিত—
পুরন্দর-জায়া শচী ব্যাকুলিত,
হৃদয়ের বেগ ধরিতে নারে ;
ভাবিতে লাগিলা বুঝি আকিঞ্চন,
"কিরূপে একাকী করিবে গমন
চারু ইন্দুবালা ? এ চারুলতায়
স্নেহনীরদানে কে পালিবে, হায় !
কে জুড়াবে তপ্ত হৃদয় তার ?
অয়ি নিরুপমা সুরেশ-রমণি,
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড মানসের মণি,
তব চিত্তে বিনা হেন মধুরতা
কার চিত্তে শোভে, এ স্নেহ-মমতা
বিপক্ষবধূরে কে করে আর ?
জয়ন্ত শচীরে করি অনুনয়
বুঝাইলা কত—ত্যজি সে আলয়
জুড়াতে সন্তপ্ত হৃদয়ের তাপ ;
কহিলা "হা মাতঃ, এ দাসের পাপ
ঘুচাও আদেশ করিয়া দাসে,
নারিনু রক্ষিতে নৈমিষে তোমায়,
সে মনোবেদনা, জননি গো, যায়
এ কারাবন্ধন ঘুচালে তোমার ;
আজ্ঞা কর, মাতঃ, দনুজ-বামার
দর্প চূর্ণ করি বাঁধিয়া পাশে।
দনুজ-রাজেন্দ্র-বনিতা ঐন্দ্রিলা,
যথা বিস্ফারিত ধনুকের ছিলা,
ছিলা এতক্ষণ ; সহসা তখন
সাপটি ধরিয়া তুলিলা ভীষণ
চামুণ্ডার দীপ্ত খর কৃপাণ।
মনঃশিলাতলে শচী-তনু-ভাতি
প্রভান্বিত যেথা চরণে আঘাতি
সঘনে তাহায়, দাঁড়াইল বামা ;—
নিশুম্ভ-সমরে যেন দন্তে শ্যামা
দাঁড়ায় নিনাদি বিকট স্বান।
হেরি ক্রোধে বহ্নি জ্বলিতে লাগিলা,
জয়ন্ত টঙ্কারে কোদণ্ডের ছিলা,
লজ্জিত আবার ভাবে দুই জনে
বামা-অঙ্গে শর হানিবে কেমনে,
কিরূপে দমন করে ভীমায়।
আসি হেনকালে দাঁড়ায় সম্মুখে
বীরভদ্র বীর, ব্যোমশব্দ মুখে
হাতে মহাশূল, শিরে বহ্নি জ্বলে,
শিব-আজ্ঞা শুনায়ে জয়ন্ত, অনলে,
সত্বরে দোঁহারে করে বিদায়।
সঙ্গে করি পরে ইন্দ্র-রমণীরে
চলে শিবদূত চলে ধীরে ধীরে,
শচী সুলোচনা জননীর স্নেহে,
জড়াইয়া বাহু ইন্দুবালা-দেহে,
কনক-ভূধর সুমেরু যেথা
হাসিল ত্রিদিব শচীপদতলে
ত্রিদিব-কুসুম দলে দলে দলে
লুটিতে লাগিল ফুটিয়া ফুটিয়া
যেন মনে সাধ সে পদ ধরিয়া
চিরদিন তারে রাখিবে সেথা
বীরভদ্র বীর কহে ঘোর বাণী
চাহি ঐন্দ্রিলারে "শুন রে দৈত্যানি,
রবে ইন্দ্রপ্রিয়া সুমেরু-শিখরে
যত দিন বৃত্র সমরে না মরে—
অসুরনিধন নিকট অতি।

মহোরগ যথা মহামন্ত্রে বশ,
শুনি শিবদূত-নির্ঘোষ কর্কশ
তেমতি ঐন্দ্রিলা—রহিলা স্তম্ভিত,
কে যেন চরণযুগলে জড়িত,
করিয়া শৃঙ্খল নিবারে গতি

ঊনবিংশ সর্গ

গভীর ধরণীগর্ভ, গূঢ় তমোময়
নির্জ্জন দুর্গম স্থান বিশাল বিস্তৃত,
বিশ্বকর্ম্মা শিল্পশাল ; ভীম শব্দ তায়
উঠিছে নিয়ত কত বিদারি শ্রবণ.
প্রকাণ্ড মুদ্গর-ধ্বনি, কোটি কোটি যেন
পড়িছে আঘাতি শূর্ম্মী ; নিনাদি বিকট—
সহস্র বাসুকি-গর্জ্জ ভয়ঙ্কর যথা—
দগ্ধ ধাতু-স্রোত বেগে ছুটিছে সলিলে।
ধূম-বাষ্প-পরিপূর্ণ গভীর সে দেশ,
সপ্তদ্বীপ শিল্পশালা একত্রিত যেন
হইলা গহ্বরে আসি ; গাঢ়তর ধূম,
ভস্মরাশি ; বাষ্পরাশি দগ্ধ বায়ুস্তর
উঠিছে নিশ্বাস রোধি তীব্র ঘ্রাণসহ,
প্রবেশিলা পুরন্দর সে কেন্দ্র-গহ্বরে
লইয়া দধীচি-অস্থি। উচ্চ-স্তম্ভপরে
দেখিলা জ্বলিছে ঊর্দ্ধে, জিনি সূর্য্য-আভা,
তড়িৎ-পিণ্ডের শিখা দীপের আকারে—
উজলি ভূমধ্যদেশ। দেখিলা আলোকে
ভীমবলী আখণ্ডল ধাতুস্তর-মালা,
পাংশুল, পাটল, শুভ্র, কৃষ্ণ, রক্ত, পীত,
বক্রগতি সর্পাকৃতি চৌদিকে ভেদিছে
মহী-দেহ ; নানাবর্ণে রঞ্জিত তেমতি
যথা ঘনস্তরদল নানা আভাময়
পশ্চিম-গগনপ্রান্তে ভানুরশ্মি ধরি।
কোনখানে ধূমবর্ণ লৌহ-ধাতুরাশি
পশিছে পৃথিবী-গর্ভে—শত শত যেন
মহাকায় অজগর পুচ্ছে পুচ্ছ বাঁধি
ছুটিছে মহী-জঠরে ; কোনখানে শোভে
শুভ্র খড়ীকের স্তর তাড়িত আলোকে
আভাময় ; রক্তবর্ণ তাম্রের স্তবক
কোনস্থানে—রুধিরাক্ত তরঙ্গ-আকৃতি ;
রজত-সুবর্ণরাজি অন্য ধাতুসহ
নিরখিলা আখণ্ডল সে মহী-জঠরে,
শোভাকর—শোভাকর যথা অন্ধকারে
বিজলী উজ্জ্বল আভা কাদম্বিনী-কোলে !
জ্বলিছে ভূমি অঙ্গারস্তর কত দিকে,
কোথাও বা শিখাময়, কোথা গুমি গুমি,
ছড়ায়ে বিকট জ্যোতিঃ ; যথা ধূমধ্বজ
গৃহদাহে, কভু দীপ্ত কভু গুপ্ত বেশ !
পীতবর্ণ হরিতাল-স্তূপ কোন স্থানে
ধরে শিখা নীলবর্ণ—দীপ্তি খরতর ;
কোথাও পারদরাশি হ্রদের আকারে !
কোথা স্রোতে তরঙ্গিত ছুটিছে ধরায়।
অগ্রসরি কিছু দূরে দেখিলা বাসব
অগ্নি-প্রজ্বালন—যন্ত্র যেন বা আগ্নেয়
শৈলশ্রেণী সারি সারি বদন প্রসারি
উগারে অনলরাশি ধাতুরাশি সহ।
মিশেছে সে সব যন্ত্রে বায়ু-প্রবাহক
বিশাল লৌহের নল শতদিক্ হ'তে—
জরায়ু সহিত যথা গর্ভিণী-জঠরে
গর্ভস্থ শিশুর নাড়ী মিলিত কৌশলে।
নলরাজি অন্যমুখে প্রকাণ্ড ভীষণ
উঠিছে পড়িছে জাঁতা, ধাতু-বিনির্গত,
ভয়ঙ্কর শব্দ করি ছুটিছে পবন
কভু ধীরগতি কভু ঘোরতর বেগে।
যন্ত্রমণ্ডলীর মাঝে বিপুল শরীর,
প্রসারিত বক্ষদেশে, বাহু লৌহবৎ
দেবশিল্পী ঘুরাইছে চক্র লৌহময় ;
ঘর্ম্মাক্ত ললাট-ঘর্ম্ম মুছি বাম-করে !
ঘুরিতেছে একবারে শিল্পশাল যুড়ি,
সংযোজিত পরস্পরে অদ্ভুত কৌশলে,
লক্ষ লক্ষ লৌহযন্ত্র সে চক্রের সহ,
শূর্ম্মী ঘাতি পড়ে কোটি ভীষণ মুদ্গর,
ছুটিছে শূর্ম্মীর পৃষ্ঠে শত শত স্রোতে

বাহির হইছে নিত্য কত স্তম্ভরাজি
স্ফটিক-লাঞ্ছন আভা—শোভে চারিদিকে,
কখন বা বিশ্বকৃৎ লৌহচক্র ছাড়ি
শর্ব্বলা ধরিয়া হস্তে প্রচণ্ড আঘাতে
ভেদিছে ভূধর-অঙ্গ, তখনি সে ঘাতে
শত ধ্বনি প্রতিধ্বনি ছাড়িতে ছাড়িতে
বিদীর্ণ গিরির অঙ্গে তরঙ্গ ছুটিছে
শিল্পশালে, বারিকুণ্ড পূর্ণ করি নীরে।
কখন বা সুরশিল্পী খুলিছেন ধীরে
ধরা-অঙ্গে আগ্নেয় পর্ব্বত আচ্ছাদন,
শিল্পশাল বহ্নি ধূম বাষ্প নিবারিত,—
গর্জ্জিয়া গভীর মন্দ্রে তখনি ভূধর
উগারিছে অগ্নিরাশি পাংশু ধাতু-ক্লেদ
কাঁপিতে কাঁপিতে ঘন ; শূন্য ভয়ঙ্কর
পরিপূর্ণ ধূমাশ্রিত বহ্নির শিখায় ;
শিলাপূর্ণ ধাতুস্রাব ভস্ম-বরিষণে
ভস্মীভূত কত দেশ অবনী-পৃষ্ঠেতে
শত শত নগরী নিমগ্ন রেণুস্তরে।
গঠে শিল্পী কত সেতু কত অট্টালিকা,
প্রাচীর, দেউল, দুর্গপ্রকরণ কত,
সুতৈজস অস্ত্রবর্ম্ম দেখিতে অদ্ভুত
নিরখি চলিলা ইন্দ্র, সত্বর আসিয়া
দাঁড়াইলা শিল্পি-পাশে, বিশ্বকর্ম্মা হেরি
দেবেন্দ্র বাসবে সেথা ক্ষান্ত দিয়া শ্রমে,
মুছি ঘর্ম্ম আসি কাছে হইয়া প্রণত
কহে সুরশিল্পিরাজ, "কি ভাগ্য আমার,
আমার এ ধূম্রশালে দেবেন্দ্র আপনি ?
সফল আয়াস মম এত দিনে দেব!"
এতেক কহিয়া শচীনাথে আগে আগে
দেখায়ে চলিলা পথ, খুলিলা অপূর্ব্ব
অন্যের অদৃশ্য দ্বার রত্ন-গিরিদেহে,
প্রবেশিলা ইন্দ্রসহ সুরম্য আলয়ে
রজত-নির্ম্মিত গৃহ-কারুকার্য্য চারু
গলিত কাঞ্চন, লৌহ, তাম্র আদি ধাতু,
মুহূর্ত্ত-ভিতরে তাম্র শলাকা বৃহৎ
সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর তার ধাতু পত্র নানা
গঠিত আপনা হ'তে গঠিত নিমেষে
কত মূর্ত্তি—সুবলনি গঠন সুন্দর।
শ্বেত কৃষ্ণ শিলাখণ্ডে কত স্থান সেথা
বিচিত্র সুন্দর মূর্ত্তি চারু অবয়ব,
প্রাচীর-পটল-অঙ্গে দিব্য বাতায়নে ;
খচিত কাঞ্চন, মণি, হীরক, প্রবাল,
চারি ধারে স্তম্ভরাজি ; চারু শোভাময়,
চারু মূর্ত্তি চারিদিকে সুন্দর ঝলসি
কমনীয় বামাতনু পুরুষ সুঠাম,
নিরুপম হেম-মণি-রজত-নির্ম্মিত
চলিতেছে, বসিতেছে, নর্ত্তক-বাদনে
রত সদা ; অচেতন যেন বা সকলি।
কত রঙ্গে কত দিকে বাজিছে বাজনা
ললিত মধুর স্বরে। কত অদ্ভুত
রহস্য বিস্ময়কর সে হর্ম্ম্য-ভিতরে ;
কে বর্ণিতে পারে, হায়, দেব-শিল্পিখেলা!
মণ্ডিত হীরকখণ্ড সুবর্ণ-আসনে
বসাইলা আখণ্ডলে—পার্শ্বে দাঁড়াইলা।
শিল্পিগুরু ; সুধাইলা কি হেতু দেবেন্দ্র
সে গহ্বরে ? কি মহৎ কার্য্য হেন তাঁর
সুরেন্দ্র আপনি যাহা আসেন সাধিতে,
উদ্দেশে স্মরিলে আজ্ঞা সুসিদ্ধ যাঁহার ?
"হে বিশাই, দেবশিল্পি, শিল্পি-কুলেশ্বর
সুনিপুণ!"—কহিলা সুরেশ স্বর্গপতি,
"কোথা স্বর্গ ? কোথা বসি স্মরিব তোমায় ?
বৃত্রাসুর পাপমতি এখনও ধ্বংসিছে
সুরপুরী। উদ্ধারিতে তায়, শিবাদেশে
এ ধরণী-গর্ভে গতি মম ; না মরিবে
দনুজ-ঈশ্বর অন্য শরে, বজ্রবাণ,
হে কৌশলি, করহ নির্ম্মাণ ত্বরা করি ;
এই অস্থি,—মহর্ষি দধীচি দিল যাহা
দেবের মঙ্গলে তনু ত্যজি আপনার।
লহ বিশ্বকৃৎ, অস্ত্র গঠ অচিরাৎ,
কহিলা পিনাকী ইথে যে অস্ত্র গঠিবে,
সংহার-ত্রিশূলতুল্য তেজঃ সে আয়ুধে,
প্রলয়-বিষাণ-শব্দে হুঙ্কারিবে সদা
ত্রিদিবে না রবে আর দানব-উৎপাত,
বজ্র নামে সেই অস্ত্র হবে অভিহিত।"
শুনি দুঃখে দেবশিল্পী কহিলা "সুরেশ,
ত্রিদিব উদ্ধার নহে আজও হের দেখ!
সাজাইতে সে সুবর্ণময়ী অমরায়
করিয়া কতই যত্ন কতই গঠিনু
সুভূষণ। এখনও দনুজ দগ্ধ করে
সে নগরী ? এত শ্রম বিফল আমার ?

পালিব আদেশ তব, সুরকুলপতি,
ক্ষমা কর ক্ষণকাল।" বলিয়া প্রাচীরে
বসাইলা অতি ক্ষুদ্র রজতকুক্ষিকা,
অমনি সুহেম-ঘট পূর্ণ হিমজলে,
পূর্ণ থালে সুরস অমর-খাদ্য আহা!
কে পারে বর্ণিতে কোথা আম্র সুধাফল
ক্ষিতিতলে। রাখিলা বাসব-সন্নিধানে,
কহিলা বিশাই—"তব অভ্যর্থনা, দেখ,
কি আতিথ্য সম্ভবে আমার? দীন আমি,
ভোগবতী-বারি—এই স্বাদু সুশীতল।"
সম্প্রীত আতিথ্যে স্বরীশ্বর শচীনাথ
কহিলেন, "হে শিল্পিশেখর বিশ্বকৃৎ,
সংকল্প করেছি আমি না ছুঁইব কিছু
পেয় ভোজ্য ত্রিজগতে ত্রিদিব উদ্ধার
না হইলে,—নহিলে এখনি সুখে আমি
পুরাতাম অভিলাষ তব; পূর্ণপ্রীতি
আতিথ্যে তোমার।" শুনি আখণ্ডল-ব্রত
অস্থি লয়ে কর্ম্মশালে ফিরিলা সত্বর
শিল্পিরাজ, পুরন্দর ফিরিলা পশ্চাতে,
দিলা ঘুরাইয়া চক্র,—স্বান্ স্বান্ ডাকি
পড়িতে লাগিল জাঁতা, প্রবেশিল বায়ু
অগ্নি-প্রজ্বালন-যন্ত্রে, খরতর তেজে
যন্ত্রগর্ভ শিখাময়, মুহূর্ত্ত-ভিতরে
অষ্ট জ্বালাযন্ত্রে অষ্ট কটাহ বৃহৎ
বসাইলা সুরশিল্পী ভীম ভুজবলে,
দিলা অষ্ট ধাতু তায়—লৌহাদি কাঞ্চন,
দাঁড়াইলা শূর্ম্মী-পাশে সাপটি মুদ্গর।
ছুটিল ধাতুর স্রোত কটাহ হইতে
অধাধারে একেবারে—দৃশ্য ভয়ঙ্কর,
ঘন ঘন মুদ্গরে প্রচণ্ড আঘাত
পড়িতে লাগিল তায় বধিরি শ্রবণ।
এইরূপে ধাতুস্রাব একত্র মিশায়ে,
করি ভীম পিণ্ডাকৃতি, শিল্পিকুলরাজ
নিষ্কাশিল মহাধাতু অদ্ভুত প্রকৃতি,
গলিত না হয় তাহা অত্যুষ্ণ অনলে,
সে ধাতু, দধীচি-অস্থি একপাত্রে রাখি
উত্তাপিলা বিশ্বকর্ম্মা দুরন্ত উত্তাপে
ধরি তাড়ত্তাপ-যন্ত্র, দুই কেন্দ্র ছাড়ি
ছুটিল বিদ্যুৎ-স্রোত বিপুল তরঙ্গে,
মহাতেজে তেজোময় করি সে গহ্বর;
কাঁপিতে লাগিল ধরা ঘন ভূকম্পনে,
মাটীতে ছুটিল ঢেউ উন্নত ভূধর
ডুবিয়া হইল হ্রদ ধরণী-অঙ্গেতে,—
সে ঘোর উত্তাপে ধাতু গলিল নিমিষে।
অষ্ট ধাতু পিণ্ড সহ সে পিণ্ড মিশায়ে
মহাশিল্পী আরম্ভিলা বজ্রের গঠন,
প্রকাশে কৌশলে যত নিপুণতা তাঁর।
সুবিশাল দণ্ডাকৃতি গঠিলা প্রথমে;
পরে মধ্যগত স্থূলকোণে বাঁকইলা-
পিটিয়া গঠিলা ফলা অপূর্ব্ব মূরতি
দুই মুখ দ্বিবিধ আকৃতি বিভীষণ,
পশাইলা অস্ত্র-অঙ্গে ভীম যন্ত্রযোগে
প্রদীপ্ত প্রচণ্ড তেজঃ, বিদ্যুৎ-অনল
জ্বলিতে লাগিল পৃষ্ঠে, ফলা ভুজদ্বয়ে।
গঠিলা হরিচন্দন-ত্বকে করত্রাণ,
নহে দগ্ধ যে পাদপ তাড়িত-উত্তাপে,
অগ্নিকোষ গঠিলা তাহাতে মনোহর।
বিবিধ বিচিত্র চিত্র দিব্য শোভাকর।
যন্ত্রযোগে দেবশিল্পী সহর্ষ অন্তরে,
আঁকিলা অস্ত্রের দেহ, মূর্ত্তি নানাবিধ
(চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, গ্রহ, সাগর, সুমেরু)
অনল-রেখায় দীপ্ত—জ্বলিতে লাগিল!
আঁকিলা অমরোৎসব এক ফলাদেহে,
পারিজাত-মাল্য পরি অমর-অঙ্গনা
রত নৃত্য-গীত-বাদ্যে, দেবতামণ্ডলী
দেখিছে সহর্ষচিত্ত দাঁড়ায়ে অন্তরে।
আঁকিলা অন্য ফলকে কৃতান্ত-নগরী;
ভীষণ নরককুণ্ড, পার্শ্বে যমদূত
দণ্ড হাতে দাঁড়াইয়া ভীম আঘাতিছে
নারকী প্রাণীর মুণ্ডে, আঁকিলা কোথাও
কুম্ভীপাক ঘোর হ্রদ, কোথাও ভীষণ
উচ্ছ্বাস নরককুণ্ডে প্রাণি-কলরব,
বহিছে রুধিরহ্রদে তরঙ্গ কোথাও,
কোথাও শীতোষ্ণ কুণ্ডে কাঁপিছে পাতকী।
সপ্ত দিবা নিশাভাগ ব্যাপিত এরূপে
শিল্পশালে দেবশিল্পী—অষ্টম দিবসে
পূর্ণ-অবয়ব বজ্রসৃষ্টি সমাধিলা।
অস্ত্র গড়ি বিশ্বকর্ম্মা সহাস্য-বদনে
কহিলা সুরেশে চাহি "নিক্ষেপের প্রথা
নিবেদি চরণে, দেব, কর অবধান;

মধ্যভাগে এইরূপে দৃষ্টি আকর্ষিয়া,
করত্রাণে ঢাকি কর ঘুরায়ে ঘুরায়ে
ছাড়িতে হইবে দ্রুত, তখনি দম্ভোলি
রিপু-দম্ভবিনাশন দ্বিতীয় এ নাম
শত্রু নাশি ক্ষণকালে ফিরিবে নিকটে।"
হেন কালে অকস্মাৎ তিন দিক্ হ'তে
দীপ্ত করি শিল্পশালা তিন মহাতেজঃ
লোহিত শ্যামল শ্বেত বরণ সুন্দর,
জ্বলিতে জ্বলিতে অস্ত্র-অঙ্গে প্রবেশিলা।
প্রণমিলা পুরন্দর তিন তেজঃ হেরি
স্মরি বিধি, বিষ্ণু, হরে, তখনি গভীর
গরজিল ভীমনাদে দম্ভোলি ভীষণ।
দেবশিল্পী দগ্ধপ্রায় সে প্রখর তেজে
না পারি ধরিতে অস্ত্র এবে গুরুভার
ছাড়ি দিল অকস্মাৎ, ঘন ঘন ঘন
কাঁপিল ধরণী-কেন্দ্র প্রচণ্ড আঘাতে।
মহানন্দে শচীনাথ নিরখি দম্ভোলি
তুলিলা দক্ষিণ হস্তে, করিলা উদ্যম
পরখিতে অস্ত্রবরে, বিশ্বকর্ম্মা ভয়ে
করযোড়ে পুরন্দরে নিবারি কহিলা—
"না নিক্ষেপ অস্ত্র, দেব, এ মম আলয়ে,
এখনি উৎসন্ন হবে এ বিশাল পুরী,
বহু পরিশ্রমে, প্রভু, করেছি সঞ্চয়
এ সকল, হবে ভস্ম বজ্রের নিক্ষেপে।"
নিরস্ত বিশাই-বাক্যে, দেবকুলপতি
স্বরীশ্বর, আশীর্ব্বাদ করিলা তাঁহারে
সানন্দ অন্তরে শীঘ্র ছাড়ি কেন্দ্র-গুহ
বজ্র লয়ে শূন্যপথে আরোহিলা পুনঃ।

বিংশ সর্গ।

বাজিল দুন্দুভি রণ-নাদে,
অসুর অমর উন্মত্ত সে নাদে;
ছাড়ে সিংহনাদ ছাড়ে হুহুঙ্কার,
চলে দৈত্যসেনা দল অনিবার,
তরঙ্গ যেমন তরঙ্গ-কাছে।
ঘনস্তর যথা গগনমণ্ডলে
বায়ুমুখে গর্জ্জি মহাবেগে চলে,
চলে দৈত্যসেনা যোজন বিস্তার;
দুই পক্ষে দুই বাহিনী প্রসার,
মধ্যে অক্ষৌহিণী প্রধান বল।
সুসজ্জ সমরসাজে বীরবর
চলে রুদ্রপীড় মহা ধনুর্দ্ধর,
চলে ভীম ধনু সঘনে টঙ্কারি,
দুই পক্ষ-নেতা দুই অমরারি—
কালভদ্র-বীর সুন্দনাসুর।
চলেছে বাহিনী অগ্রবর্ত্তী সেনা,
অস্ত্রমুখে ঘন অনলের ফেনা,
হতেছে নির্গত, ঝলকে ঝলকে,
বহ্নি তাল তাল পলকে পলকে
ছুটিছে নিক্ষিপ্ত নক্ষত্রপ্রায়।
হেরি দেবদল ভাঙ্গি দুই দলে
জয়ন্ত অনল আদেশেতে চলে,
ঘন ধনুর্ঘোষ, ঘোর সিংহনাদ,
দেবতনু দীপ্ত কিরণের বাঁধ
তিমির-তরঙ্গে যেন ভেটিতে।
অগ্নি অগ্নিময় চাপ ধরি করে,
দৈত্যসেনা'পরে শরবৃষ্টি করে;
বহ্নি-বৃষ্টি দেখিতে ভীষণ,
জয়ন্ত-কার্ম্মুকে বাণ-বরিষণ
যেন শিলাপাত দনুজে ঘাতি।
ক্রমে অগ্রসর দুই মহাবল,
মহাশব্দে যেন ধায় জলদল,
বরুণ যখন আপনি সারথি,
মহাসিন্ধু-বারি শতচক্রে মথি,
শতচক্র রথ চালান বেগে।
মিলিল দুদল,—দুই মহানদ
মিলে যেন রঙ্গে ফুটিয়া উন্মদ,
ফেন রাশি রাশি তরঙ্গে তরঙ্গে
ছুটে কোলাহলি দুই নদ অঙ্গে
দু'নদ বিস্তার সমূহ জুড়ি।

শিঞ্জিনী নির্ঘোষ ঘন ঘন ঘন ;
অস্ত্রে অস্ত্রাঘাত শব্দ বিভীষণ ;
সেনার গর্জ্জন, তূরী-শঙ্খ-নাদ,
রথচক্রধ্বনি, অশ্ব-হ্রেষা-নাদ ;
বিপুল তুমুল সমর-স্রোতে।
ধূলি-ধূমজালে গগন আচ্ছন্ন
রথচক্র অশ্ব-ক্ষুরেতে উৎসন্ন
অমরা নগরী ; ঘোর অন্ধকার
দৃষ্টি নাহি চলে দীপ্ত-অস্ত্রধার
চমকে চমকে নয়ন ধাঁধে।
ছোটে রুদ্রপীড়-রথ ভয়ঙ্কর,
ভীমরুদ্রমূর্ত্তি ভীম তেজোধর
ছোটে জয়ন্তের অরুণ স্যন্দন,
ছোটে বহ্নিরথ ঘোরদরশন
স্ফুলিঙ্গ ছড়ায়ে যোজন পথ।
কালভদ্র কৃষ্ণ-তুরঙ্গ-উপরে
মহাগর্ব্ব ক'রে ফিরিছে সমরে ;
সুন্দন অসুর ভীষণ করাল ;
ঘোর গদা হাতে জিনি তরু শাল,
ফিরিছে উন্মত্ত মাতঙ্গবৎ।
পড়ে সৈন্যগণ সংখ্যা অগণন,
শস্যস্তম্ভরাশি আঘ্রাণে যেমন
কৃষকের অস্ত্র-আঘাতে লুটিয়া
পড়ে শস্যক্ষেত্রে ভূতল ছাইয়া
খেলাইয়া ঢেউ ধরণী-অঙ্গে ;
শালবনে কিংবা যথা পত্রকুল,
উড়িয়া পবনে উত্তাপে আকুল,
নিদাঘ-আরম্ভে পড়ে রাশি রাশি
নীরস, পিঙ্গল বরণ প্রকাশি
যোজনবিস্তার অরণ্য ঢাকি।
পড়ে দেবসেনা থরে থরে থরে—
পুষ্পরাশি যেন রণস্থল'পরে
কিংবা বহ্নিগর্ভ বাজি শূন্যে উঠি
শূন্যপথে যেন ভাঙ্গি পড়ে লুটি
ছড়ায়ে সহস্রকিরণকণা ;
ভীষণ সমরহুতাশন জ্বলে
অমরা-ভিতরে, স্থলে স্থলে স্থলে
যোঝে দলে দলে দেবতা অসুর ;
রণতেজে ঘন কাঁপে সুরপুর,
ঘোর আড়ম্বর বীর-আরাব।

সুমেরু-শিখরে চপলা চাহিয়া
দেখাইছে শচী অঙ্গুলি তুলিয়া
"হের, লো চপলে, কিবা ভয়ঙ্কর
রণ অইখানে—কি ঘোর ঘর্ঘর—
একাদশ রুদ্র যোঝে ওখানে!
ভৈরব-বিক্রমে যুঝিছে দানব,
মহাগর্ব্ব ধরি—মুখে ভীমরব—
হানিছে চৌদিকে, পড়িছে অমর,
কোন্ বীর, রতি, অই গর্ব্বধর,
ক্রোধিত বৃষভ ছুটিছে যে ?
সর্ব্ব-অঙ্গে ঝরে রুধির-প্রবাহ,
সর্ব্ব-অঙ্গে জ্বলে প্রহরণ-দাহ,
তবু যুঝে একা একাদশ সনে
মত্তহস্তী যেন ভাঙ্গে নলবনে—
অমর-বাহিনী দে'খে পলায়।"
চারু ইন্দুবালা সরলা সুন্দরী
সুধিলা—"ইন্দ্রাণি, বল গো কি করি,
এ ঘোর আঁধার শর ধূমময়
শূন্যপথে দৃষ্টি কিরূপেতে হয়,
কিরূপে দেখিতে পাও এ দূরে ?
আমি ত কিছুই নারি নিরখিতে,
শুধু মাঝে মাঝে চকিতে চকিতে
হেরি অস্ত্রজ্বালা, শুনি কোলাহল
বহুদূরে যেন চলে সিন্ধুজল
উথলি হিল্লোলে অনন্ত পথে।"
শচী বুঝাইলা দানববালায়,
দেবচক্ষু বিনা দেখিতে না পায়
ধূমাচ্ছন্ন দেশে, কিবা তমসায়,
ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পায় দেবতায়,
দানব-মানব-নয়ন স্থূল।
কহিছে শচীরে মদনের প্রিয়া
কালভদ্র দৈত্য-বীর্য্য বাখানিয়া,
হেন কালে রৌদ্র অজ রুদ্র শর
দ্বিখণ্ড করিয়া থর্ব্ব খরতর
বিন্ধে বক্ষোদেশে আঘাতি তায় ;
অস্থির ব্যথায় পড়িল অসুর,—
একাদশ রথচক্র অশ্বক্ষুর
ক্ষুব্ধ করি স্বর্গ তখনি ছুটিল,
খেদায়ে দনুজ-বাহিনী চলিল,
কালভদ্রে বধি শাণিত শরে।

হেরি রুদ্রপীড় ভগ্ন নিজ দল
চালাইল রথ—অমরা চঞ্চল,
মহাঘোর শব্দে কোদণ্ডে টঙ্কার,
বাণে বাণে বাণে সাজাইল হার
ভুজঙ্গের শ্রেণী যেন আকাশে।
সুন্দনে কহিলা পশ্চাতে থাকিতে,
চলিলা বিশিখ ছাড়িতে ছাড়িতে,
রুদ্রগণে গিয়া আগে আগুলিলা,
মুহুর্ম্মুহুঃ গুণে বাণ বসাইলা—
যেন লক্ষ শর একত্র ছাড়ে।
কাটিলা নিমিষে রথের ধ্বজিনী,
রথচক্র, নেমি, অশ্বের বন্ধনী,
একাদশ রুদ্র নিমিষে নীরথ,
ফিরিতে সুন্দন নিবারিলা পথ,
পড়ে রুদ্রগণ ঘোর বিপদে;
মুখে বাণবৃষ্টি বাণবৃষ্টি পিঠে,
শূন্য অন্ধকার নাহি চলে দিঠে,
বহে শতধারে অমর-শোণিত,
অপূর্ব্ব সুগন্ধি সৌরভ-পূরিত,
অস্ত্রের দাহনে দহে শরীর।
জয়ন্ত কহিলা "হের বৈশ্বানর,
বৃত্রসুত-শরে দেহ জরজর,
রুদ্র একাদশ পশ্চাতে সুন্দন,
না পারে দানবে করিতে দমন,
অস্থির শরীর অসুর-তেজে।"
শুনি অগ্নি বেগে চালাইলা রথ,
চক্রের ঘর্ষণে অগ্নিময় পথ,
সর্ব্ব-অঙ্গে দীপ্ত স্ফুলিঙ্গ ছুটিল,
নলবনে যেন দাবাগ্নি পশিল,
তেমতি ক্রোধিত অনল-বেশ!
চারিদিকে দৈত্য-সেনা ঝরি ঝরি
পড়ে তীক্ষ্ণ শরে সুতীক্ষ্ণ কর্ত্তরী-
আঘাতে যেমন পড়ে নলবন,
দনুজ-চমূতে অনল তেমন
করিছে নিধন দনুজ-রাশি;
দেখিতে দেখিতে ভীম হুতাশন
দৈত্য-চমূ দলি নিবারি সুন্দন,
দাঁড়াইলা গিয়া রুদ্রগণ-আগে
কালাগ্নির তেজে; ভয়ঙ্কর রাগে
বহ্নি-রুদ্রপীড়ে তুমুল রণ।

কহিলা হুঙ্কারি দনুজকুমার,
"বৈশ্বানর, শিক্ষা দেখিব এবার,
বুঝিবে এবার বৃত্রের তনয়
সমরে না জানে জীবনের ভয়,
এ ভুজদণ্ডের সামর্থ্য কত।"
বলি শরে শরে কৈল অন্ধকার,
ছাড়িতে লাগিলা বিকট হুঙ্কার;
কোদণ্ড-টঙ্কার নিমিষে নিমিষে,
বাণের গর্জ্জন স্তব্ধ করি দিশে
বধির করিল শ্রবণমূল।
অনল তৎপর সে আশুগজাল
এড়াইলা, রথ রাখি ক্ষণকাল
শর-লক্ষ্য-স্থান অন্তরে আসিয়া,
আবার ঘর্ঘর নির্ঘোষে ঘুরিয়া
বিজলী-গতিতে অতি নিকটে,
ফিরিলা নিমিষে ক্রোধে হুতাশন,
না করিতে লক্ষ্য দনুজ-নন্দন
দীপ্ত অসি ধরি, লম্ফে ছাড়ি রথ,
রুদ্রপীড়-রথ অশ্বে জালাবৎ
হানি দীপ্ত অসি করিলা নাশ,
শতখণ্ড করি ফেলিল শতাঙ্গ—
নেমি, নাভি, ধুর, ধ্বজ, রথ-অঙ্গ,
ভীম অসি-ঘাতে—বিনাশিয়া সূত,
উঠি ভগ্ন রথে লম্ফ দিয়া দ্রুত,
রুদ্রপীড়-ধনু দ্বিখণ্ড করি;
হানিবারে যায় বক্ষঃস্থলে তার
মহা জ্যোতির্ম্ময় তীব্র তরবার,
হেনকালে দৈত্যসুত সুচতুর
ছাড়ি নিজ রথ রথেতে শত্রুর
উঠিল বেগেতে প্রলম্ফ ছাড়ি।
পদাঘাতে সূতে ফেলিয়া অন্তরে,
নিজে রশ্মি ধরি ঘোর বেগভরে
চালাইলা রথ—কিছু দূরে গিয়া
রাখিলা স্যন্দন চরণে চাপিয়া
ধরিলা অশ্বের রশ্মি-ডোর;
নিলা অনলের ধনুর্ব্বাণ তূণ
কার্ম্মুকে বসায়ে দিব্য নব্য গুণ,
গর্জ্জিতে লাগিলা ভুজঙ্গের প্রায়
লক্ষ লক্ষ শর অনলের গায়
ক্ষিপ্রহস্তে ক্ষণে নিমিষে ফেলি।

"সাধু রুদ্রপীড়—ধন্য মহাবল"
ছাড়িল হুঙ্কার দানবের দল ;
শরেতে অস্থির শূর বৈশ্বানর,
ভগ্নরথ'পরে ক্রোধে থর থর
না পারে রোধিতে অরাতি-বাণ।
ছুটাইল রথ অনলে রক্ষিতে
জয়ন্ত-সারথি পল না পড়িতে,
ছুটাইল রথ কুবের দুর্ব্বার,
ছুটাইল রথ অশ্বিনীকুমার,
অনল-সহায়ে বিজলী-বেগে।
হেনকালে বৃত্রসুত সুনিপুণ
মহাধনুর্দ্ধর কর্ণে টানি গুণ,
হানে ভয়ঙ্কর সুশাণিত বাণ,
হুতাশন-কণ্ঠ করিয়া সন্ধান,
বিন্ধিল সে শর করিয়া লক্ষ্য।
জয়ন্ত, কুবের, অশ্বিনীকুমার,
ঘেরি বহ্নিরে কাছে আসি তাঁর,
বিশিখ-জ্বলনে অস্থির অনল
কহিল—"বীরেশ ঐন্দ্রি মহাবল,
দেও তব রথ জানাই দৈত্যে।
বহ্নির কি তেজ! প্রবোধিলা সবে
"এস মহাভাগ ক্ষণ শান্তি লভে ;
এ যাতনা তব হ'লে কিছু দূর
রণে এস পুনঃ ; বৃত্রসুত ক্রূর
বুঝি বা অমরা রোধিবে রণে।"
বলি ইন্দ্রাত্মজ রথে বৈশ্বানরে
তুলিলা সকলে রাখিয়া অন্তরে,
সমরে ফিরিলা—জয়ন্ত সুধীর
কুবেরের রথে দুই মহাবীর
অশ্বিনীকুমার অশ্বেতে চলে।
দনুজনন্দন বহ্নিরে বিমুখি
মহাদর্পে ছাড়ি—অন্তরেতে সুখী—
তীব্র শরজাল দেবসেনাপরে ;
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিন্ধিছে সে শরে
অমরবাহিনী দহি যাতনে।
জয়ন্ত, কুবের, অশ্বিনীকুমার,
রুদ্রপীড়-রথ ঘেরিল আবার ;
আবার বাজিল সমর তুমুল
ভীম অস্ত্রাঘাতে ক্ষুব্ধ সৈন্যকুল,
শরে হুলস্থূল সমরস্থল।

বেগে লম্ফ দিয়া কুবের তখন
গদা ঘুরাইয়া করিল গমন,
উড়াইয়া শরে শুষ্কপত্রাকারে
ঘূর্ণবায়ুগতি গদার প্রহারে,
পদভরে ঘন কাঁপে ত্রিদিব।
সমরকুশল অসুর-কুমার
ছাড়ি ধনুর্ব্বাণ, ছাড়ি হুহুঙ্কার,
দাঁড়াইলা রথে ভীম শেল ধরি,
কুবেরের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করি
বেগে ছাড়ি দিলা বিপুল তেজে।
বিন্ধিল ভীষণ শেল বক্ষঃস্থলে,
দারুণ প্রহারে শ্বাস নাহি চলে,
পড়িল ধনেশ হায় হতচিত,
জয়ন্ত-স্যন্দন ছুটিল ত্বরিত,
ধনেশেরে ঐন্দ্রি তুলিলা রথে।
শিঞ্জিনী টানিয়া আকর্ষিল বাণ,
দনুজনন্দনে করিয়া সন্ধান ;
শচী নিরখিয়া আতঙ্কে উতলা,
কহে ভীতস্বরে "হের লো চপলা,
যাও শীঘ্রগতি নিবার সুতে ;
না প্রবেশে রণে রুদ্রপীড়-সনে ;
মহাধনুর্দ্ধর দনুজ-নন্দনে
নারিবে সংগ্রামে করিতে বারণ,
যার হাতে হারে দেব হুতাশন,
তার সনে একা যুঝিতে ধায়।
নিবার নিবার নিবার চপলে,
যাও শীঘ্রগতি যাও রণস্থলে,
বাজিল হৃদয়ে শেলসম ব্যথা,
পড়ে যদি পত্র পড়েছিল যথা
নৈমিষ-অরণ্যে দানবাঘাতে।"
চপলা চলিলা সুচপল-গতি
দেবদূত-বেশে যথা দেবরথী,
কহে ইন্দুবালা "হায়, ইন্দ্রপ্রিয়া,
তব বাক্যে, সখি, কাঁদে মম হিয়া,
কেন প্রাণনাথ হেন নিরদয় ?
কহ চপলারে আনিতে এখানে,
ঘুচাতে এ ভয় তোমার পরাণে,
পুত্র আনি কাছে পুরন্দরজায়া,
বুঝিবারে পারি তব চিত্তমায়া,
আমার (ই) হৃদয় বেদনা-বেগে।

হায় নাথ, যেন ব্যথিলে আমায়,
ব্যথা দেও কেন অন্যে পুনরায়?"
বলি অশ্রুজলে বক্ষঃ ভিজাইলা
দেবদূতবেশে এখানে চপলা
বাসব-কুমারে সম্ভাষি কয়।
"রণে ক্ষান্ত হও, সুরেশ-নন্দন,
সহিতে নারিবে ভীম প্রহরণ,
রুদ্রপীড়-হাতে জননী-আদেশ,
একাকী সমরে করো না প্রবেশ,
বিঁধো না তাঁহার হৃদয়ে শেল।
একাকী যে বীর নিবারে সমরে,
একাদশ রুদ্র যক্ষ বৈশ্বানরে,
তারে কি সংগ্রামে পারিবে জিনিতে?
লও অন্যস্থানে এ রথ ত্বরিতে;
কুবের অনলে সুসুস্থ কর।"
বলিয়া তখনি হৈলা অদর্শন,
শুনি দূতমুখে জননী-বচন,
জয়ন্ত দুখেতে ফিরাইল রথ
ত্যজি ধনুর্ব্বাণ—ধরি অন্য পথ
কুবেরে লইলা অনল-পাশে।
জয়ন্তে বিমুখ দেখি বৃত্রসুত,
ঘোর সিংহনাদে—শিক্ষা অদভুত,
অযুত অযুত শর নিক্ষেপিলা,
দেবচমূ ঘাতি রথে তুলি নিলা
আপন সারথি, নিষঙ্গ, ধনু।
মথিতে লাগিলা সুরসেনাদল—
বাড়বাগ্নি যেন দহি রসাতল
জলজন্তুকুল আকুল করিয়া
ভ্রমে সিন্ধুগর্ভে ছুটিয়া ছুটিয়া
দুরন্ত প্রচণ্ড ভীষণ দাপে—
অদূরে দেখিলা অশ্বিনীকুমার
যুঝিছে অবাধে বিক্রমে দুর্ব্বার,
দিব্য অশ্বপরে দেব দুই জন
হানিছে কৃপাণ সুতীক্ষ্ণ ভীষণ
লণ্ডভণ্ড করি দনুজদল।
তখনি দৈত্যেশসুত মহাবলী
আদেশে সারথি সুরাসুরে দলি
চালাইলা রথ ঘর্ঘর নিনাদে
বেগে সেই দিকে,—রুদ্রপীড় সাধে
ধরিলা কার্ম্মুক টঙ্কারি গুণ।

চক্ষের পলকে লক্ষ্য করি স্থির,
দুই তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপিলা বীর,
নিক্ষেপিল পুনঃ আর দুই শর,
নিমেষ না ফেলি কাঁপি থর থর
পড়ে দেব-অশ্ব আরোহী সহ।
ভীষণ হুঙ্কার ছাড়ে দৈত্যদল,
ভঙ্গ দিল রণে অমরের বল,
পশ্চাতে চলিল দানবের সেনা
(বন্যা যেন চলে বুকে করি ফেনা।)
দনুজনন্দন সুন্দন বীর।
ধায় রণমত্ত কেশরী যেমন
ছাড়ি সিংহতুল্য ভীষণ গর্জ্জন;
দেখিতে দেখিতে অমরবাহিনী
প্রাচীর-বাহিরে তাড়িত তখনি,
লতা-পত্র যথা ঝটিকা-মুখে।
দেবব্যূহ ভেদ করি মত্তগতি
চলে দৈত্য-সেনা চলে দৈত্য রথী;
রণক্ষেত্র দূরে ছাড়িয়া চলিল,
যথা চলে বেগে তটিনী-সলিল
তরঙ্গ-আঘাতে ভাঙ্গিলে কূল।
শচী সুমেরুর শিখর-উপরে,
হেরে সেনাভঙ্গ কাতর অন্তরে;
রুদ্রপীড়-বীর্য্য হেরে চমকিত
চাহে দৈত্যবধূ-বদনে তড়িত,
বুঝিতে তাহার হৃদয়ভাব।
তেমতি বিমর্ষ-ভাবেতে সরলা
দেখিলা ভাবিছে তেমতি উতলা,
কহিলা ইন্দ্রাণী "এ কি দেখি ভাব,
চারু ইন্দুবালা পতির প্রভাব
দেখিয়া তবুও প্রসন্ন নহ।
আমার তনয় হইলে এখনি
ভাবিতাম ওরে জগতের মণি;
কি বীর্য্য সাহস, কি শিক্ষা-কৌশল?
একা হারাইল ত্রিদশের দল,
শক্র বটে, ধন্য বীর বাখানি।"
ইন্দুবালা অশ্রু ফেলি দর দর
কহে "সুরেশ্বরি, কাঁদিছে অন্তর,
নাহি চাহি আমি প্রভাব প্রতাপ,
পরাণে না সহে এ ঘোর উত্তাপ,
ইন্দ্রপ্রিয়া, হায়, অভয় দেহ—

না দিবে ঘটিতে কোন অমঙ্গল
প্রিয়ের আমার—হে শচি, সম্বল
একমাত্র অই এ দুখিনীর!
আমার(ই) অদৃষ্ট-দোষে হেন বীর,
না জানি কপালে কি আছে শেষে।"

কহে ইন্দ্রজায়া "ললাট-লিখন
অরে ইন্দুবালা, কে করে খণ্ডন?
চিন্তা নাহি কর, কি আশঙ্কা তব?
ইন্দ্র নাহি হেথা, সতি, তব ধব
বাসব-অভাবে অমরপ্রায়।"

হেথা রুদ্রপীড় গর্জ্জিছে ভীষণ,
সমর-প্রাঙ্গণে দেবরথিগণ
দূর হ'তে তার কৈলা দরশন,
কার্ত্তিকেয় সূর্য্য বরুণ পবন,
দেখিলা অগ্নির শতাঙ্গ ধ্বজ।

বুঝিলা তখন(ই) পূর্ব্বদ্বারে রণ
হইলা কিরূপ, জয়ন্ত তখন
অশ্বিনীকুমারে কুবেরে অনলে
সংহতি লইয়া আইলা সে স্থলে,
বিবরিলা রণ-বারতা যত।

সুররথিগণ শুনি চিন্তাকুল—
বৃত্র, বৃত্রসুত করিলা আকুল
অমর-সেনানী, কিরূপে উদ্ধার
সে দোঁহার হাতে হইতে আবার,
পিতাপুত্র দোঁহে অজেয় রণে।

কহিলা ভাস্কর "শুন দেবগণ,
বিনা ইন্দ্র যদি সমরে নিধন
না হবে ইহারা—কি হেতু হে তবে
এ দারুণ ক্লেশ এ ঘোর আহবে?
ইন্দ্র লাগি সবে বিরত হও।

নতুবা যদ্যপি রাখ মম কথা,
করহ সমর ধরি অন্য প্রথা,
ত্যজি ধনুর্ব্বাণ, বাহন, স্যন্দন,
নিজ নিজ তেজ করহ ধারণ
প্রলয়ের মূর্ত্তি যেরূপ যায়।

দ্বাদশ প্রচণ্ডরূপে জ্বলি আমি,
অনুন কালাগ্নি-বেশে বহ্নিস্বামী,
প্রলয়-প্লাবন ছুটান বারীশ,
পবন উড়ান ঝড়ে দশ দিশ,
দেখি কি না দৈত্য-নিধন হয়।"

সূর্য্য-বাক্যে বায়ু ছুটিতে উদ্যত,
সিন্ধুপতি তারে করিলা বিরত,
কহিলা "কি কহ, ওহে প্রভাকর,
দনুজে নাশিতে তেজ বিশ্বহর
প্রকাশি ব্রহ্মাণ্ড করিবে লয়?

নাশিবে নিখিল পবাণীর প্রাণ
নাশিতে দুজনে? করিবে শশ্মান
বিশ্ব-চরাচর? কহ কি উচিত
দেবের এ কাজ?" "না জানি কি হিত,
জানি কেহ দগ্ধ" কহিলা রবি।

হেন কালে শূন্যে ভৈরব-নির্ঘোষ
কোদণ্ডটঙ্কারে যুড়ি শত ক্রোশ
ঘন সিংহনাদে পূরে শূন্য দূর
ঘন সিংহনাদে পূরে সুরপুর,
অমর দানব শূন্যেতে চায়,

দেখে ইন্দ্রধনু গগন যুড়িয়া,
শোভে মেঘশিরে দুলিয়া দুলিয়া,
নামে ধীরে ধীরে দেব আখণ্ডল,
মস্তক বেড়িয়ে কিরণমণ্ডল,
চির-পরিচিত সুনীল তনু।

পরশিলা ইন্দ্র অমরা আবার
কত কল্প পরে করিতে সংহার
বৃত্র মহাসুর, দিলা আলিঙ্গন
সুররথিগণে পুলকিত মন,
দেব শচীপতি অমরনাথ।

হর্ষে সিংহনাদ দেবসৈন্যদলে,
অমরনগরী শুদ্ধ কোলাহলে;
সহর্ষ বদন চাহিয়া চপলা
কহে শচী "সখি, গেল চিন্তমলা,
জুড়াল হৃদয় নয়ন মন।"

বলি অকস্মাৎ চাহি ইন্দুবালা
মলিন-বদনে শচী শিহরিলা,
সে অশ্রু নয়ন ফিরায়ে তখন
চপলার সনে বিবিধ কথন
কহিতে লাগিলা সুরেশ-রমা।

একবিংশ সর্গ ।

কৈলাসে নগেন্দ্রবালা জানিলা যখন
পুরন্দরজায়া শচী-বক্ষঃ লক্ষ্য করি
ঐন্দ্রিলা তুলিলা পদ,—দলিলা চরণে
পৌলোমীর প্রতিবিম্ব চারু আভাময়
কিরণে অঙ্কিত স্বর্গ মনঃশিলাতলে,
বাষ্পবিন্দু নেত্রকোণে, জয়ারে সম্বোধি
কহিতে লাগিলা মহামায়া মৃদুস্বরে ;
"জয়া রে, কি হেতু বল্ জগতীমণ্ডলে
পর-চিত্তে পীড়া দিতে প্রাণিবৃন্দ হেন
তিলার্দ্ধ না ভাবে দুখ না চিন্তে মানসে
কি দারুণ ব্যথা প্রাণে তার, পরদত্তে
পীড়িত যে জন ! হায়, সখি, মনস্তাপ
কতই এখন ভুঞ্জে শচী—মনস্বিনী
চেতনরূপিণী চিন্তাময়ী ? শুন জয়া,
হেন চিত্তজ্বালা নিত্য ভুঞ্জে যে পরাণী,
সেই বুঝে নররক্তে কেন নিরন্তর
আর্দ্রতনু মহীতল ; কি মহা পীড়ন
ত্রিজগতে, দম্ভ, দ্বেষ, দর্প ভুজবলে ?
এত দিনে ইন্দ্রজায়া বুঝিল, রে জয়া,
বিজিতের হৃদিদাহ কিবা বিষময়,
কি বিষম কালকূট-জ্বালা অধীনতা !
হে সঙ্গিনি, তুমিও সে বুঝিলে এখন
ভয়ঙ্করী নাম ধরি কেন কালে কালে
করাল কালিকা-রূপে আবির্ভূতা উমা !"
কহিতে কহিতে চিত্ত ঈষৎ চঞ্চল,
কহিলেন ক্রোধস্বরে মহাকাল-জায়া
দৈবদম্ভ-সংহারিণী—"এ দম্ভ তাহার
থাকিত কি এতক্ষণ ? দানবী ঐন্দ্রিলা
এই দণ্ডে জানিত সে ভীম-ভামিনীর
বীর্য্য কিবা ! চণ্ডবিলাসিনী চণ্ডীরোষ !
রে ভৈরবি, কি কব সে ইন্দ্রে অগৌরব
আমি যদি বৃত্রে বধি দণ্ডি সে বামারে।"
এত কহি, ভবানী ভাবিয়া ক্ষণকাল
ত্যজিয়া কৈলাসপুরী শূন্যে প্রবেশিল ;
বিশ্ব-মধ্য-কেন্দ্র-মাঝে যথা ব্রহ্মলোক
উত্তরিলা ব্রহ্মময়ী ইরম্মদগতি,

দেখিলা সে মহাশূন্যে, অনন্ত ব্যাপিয়া,
কিরণমণ্ডলাকার বিপুল পরিধি,
ব্রহ্মার পুরীর প্রান্তরেখা—শোভাময়
অদ্ভুত আলোকে ! নীল অনন্তের কোলে
নিরন্তর খেলে যেন ভানুর হিল্লোল,
বিবিধ সুবর্ণ নীলবর্ণে মিশাইয়া !
দেখিলা ভৈরব-কান্তা। সে বিশ্ব-প্রদেশে
কর্ব্বুর, দানব কিংবা সিদ্ধ দেবযোনি
ব্যোমচর প্রাণী যেবা আইসে সেখানে,
ভ্রমে ভুলি শূন্যপথ, প্রণমি তথান
যায় দূরে, উচ্চেতে উচ্চারি ধাতা-নাম,
ভক্তি-পুলকিত কলেবর ! চারিদিকে
ঘেরি সে মহামণ্ডল কিরণপূরিত—
পার্শ্বে নিম্ন উর্দ্ধদেশে অপূর্ব্ব মূরতি !
নবীন ব্রহ্মাণ্ডরাজি সতত নির্গত !
দেখিলেন জগদম্বা প্রফুল্ল অন্তরে
সে ব্রহ্মাণ্ডকুল গতি অকূল শূন্যেতে,
কত দিকে কতরূপে কত শোভাময়
ভেদি সে ভানুমণ্ডল, প্রবেশিলা সতী
বিশ্বমোহকর ব্রহ্মলোক-মধ্যভাগে ।
দেখিলা সেখানে, সীমাশূন্য মহাসিন্ধু
সদৃশ বিস্তার স্রোতঃ-পারাবার ঘোর
সদা তরঙ্গিত—ঘূর্ণ্যমান ঊর্ম্মিরাশি
নিঃশব্দে সতত ভীম আবর্ত্তে ঘুরিছে
বিধাতার আসন ঘেরিয়া ! নিরাকার,
নির্ঘ্রাণ, নির্জ্যোতিঃ, আভাহীন, তাপশূন্য,
সে স্রোতে ঊর্ম্মির সিন্ধু ; উর্দ্ধদেশে তার
বাষ্পরাশি সূক্ষ্মতম মণ্ডলে মণ্ডলে—
যথা শুভ্র মেঘরাশি গগনে সঞ্চার ;
ঘুরিছে অদ্ভুত বেগে—অচিন্ত্য মানসে,
অচিন্ত্য কবি-কল্পনে—সে বাষ্পমণ্ডলী
আবর্ত্ত-ভিতরে কোটি আবর্ত্ত যেন বা !
জনমি তাহার মৃদু আলোকমণ্ডল
ব্যাপিছে অনন্ত তনু—কেন্দ্র আভাময় ;
আভাময় সূক্ষ্মতর তরল কিরণ
সে কেন্দ্রের চারিধারে ; দূরতর যত,

কত গাঢ়তর দৃঢ় পরমাণুব্রজ—
বায়ু, বহ্নি, বারি, ধাতু পিণ্ডরূপে।
ছুটিছে অনন্তপথে সে পিণ্ড-কলাপ
সূর্য্য,চন্দ্র, ধূমকেতু, নক্ষত্র আকারে
নানা বর্ণ, নানা কায়—অপূর্ব্ব নিনাদে
পূরিয়া অম্বরদেশ, কোথাও ফুটিছে
মনোহর দনুজ-ভুবন মোহময়।
বিরাজে সে উর্ম্মিময় অকূল অর্ণবে
বিধির সৃজনাসন—অচিন্ত্য নির্গমে!
চারিধারে সে আসন ঘেরি নিরন্তর
ছুটিছে তরঙ্গমালা লুটিতে লুটিতে
উঠিছে আসনদণ্ডে আনন্দে খেলায়ে
হেন ক্রীড়ারঙ্গে রত সে তরঙ্গরাজি
খেলিছে আসন-পার্শ্বে, বিধি-পদাম্বুজ
যখনি পরশে তায়, তখনি সহসা
সে অপূর্ব্ব স্রোতোমালা জীবন-মণ্ডিত
পূর্ণ নিরমল রূপ জীবাত্মা সুন্দর—
পূর্ণব্রহ্ম জ্যোতীরেখা অঙ্গে পরকাশ।
পুলকিত পদ্মযোনি হেরেন হরষে
সে জীব-আত্মা-মণ্ডলী; হেরেন হরষে
সৃষ্টির ললাম-শ্রেষ্ঠ জীবের চেতন,
দেব-নর-প্রাণি-দেহে স্নেহ সুধাধার!
বিরিঞ্চি কারণসিন্ধু-গর্ভে হেনরূপে
গঠিছেন কত প্রাণী সকৌতুক মনে।
নবীন জীবনাস্বাদে মুগ্ধ জীবকুল
ভুঞ্জিছে অভূতপূর্ব্ব কতই উল্লাস—
সে মুহূর্ত্ত সুখ! আহা, কে পারে বর্ণিতে,
কে পারে চিন্তিতে, হায়! আভাস তাহার
(দীপভাতি যথা সূর্য্যকিরণ আভাস)
ভাব মনে, হে ভাবুক, শিশুর উল্লাস
যবে পয়ঃ-সিক্ত তুণ্ডে, অর্দ্ধস্ফুট স্বরে,
ধরি জননীর কণ্ঠ হাসে চিত্ত-সুখে,
প্রকাশি পীযুষপূর্ণ স্নেহ-ফুল্লাননে!
এ হেন আনন্দরসে হইয়া বিহ্বল
প্রথমে যখন হেরে সে প্রাণিমণ্ডলী
স্রোতোগর্ভ অর্ণবের উর্ম্মিকুল-ক্রীড়া
হেরে শূন্যে বায়ু, বাষ্প বিদ্যুৎ-আলোক
সৃজন-লীলা অদ্ভুত, তখনি সভয়ে
শুষ্ক শীর্ণ পুষ্পপ্রায় মুদিত নয়ন
ধায় বিধাতার অঙ্কে ভয়ে লুকাইতে,
ধায় ভয়ে শিশু যথা জননীর কোলে।
পশি বিধাতার ক্রোড়ে যখনি আবার
হেরে সে করুণাপূর্ণ নির্ম্মল আনন্দ,
তখনি নির্ভয় পুনঃ—পাসরি সকলি,
তখনি আপন হ'তে চিত্তের উচ্ছ্বাস!
সঙ্গীত-উচ্ছ্বাসে বহে অপূর্ব্ব ধ্বনিতে,
অপূর্ব্ব-ধ্বনিতে উচ্চে পরব্রহ্মনাম
ডাকিতে ডাকিতে উঠে যে যার ভুবনে,
জগৎ-সীমান্ত-রত্ন জীবরূপ ধরি।
আনন্দে আনন্দময়ী কারণ-সিন্ধুতে
হেরিলা কতই হেন সৃজনের লীলা,
পুঞ্জ পুঞ্জ জড়, জীব, ব্রহ্মাণ্ড, আকাশ,
সূর্য্য, তারা, শশধর, স্বর্গ, রসাতল,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সৃষ্টি অপূর্ব্ব দেখি ত,
দেখিতে দেখিতে সুখে শঙ্কর-ভামিনী
চলিলেন ধীরগতি—দাঁড়াইলা আসি
বিপুল কারণ-সিন্ধুতটে মহামায়া!
সহসা উদিল ছটা—অতুল শোভায়
উজলি মহা-অর্ণব। হেরি সে কিরণ,
সবিস্ময়ে পদ্মযোনি উন্মীলি নয়ন
চাহিলা, যে দিকে চারু শোভার উদয়!
সসম্ভ্রমে আইলা কাছে শঙ্করী, হেরিয়া
সম্ভাষি সুমিষ্ট স্বরে সুরজ্যেষ্ঠ বিধি
জিজ্ঞাসিলা "কি বারতা, হে ত্র্যম্বকজায়া,
কি কারণে গতি এথা? কোথা বিশ্বনাথ?
কি হেতু বিধিরে আজি হেন অনুকূল?"
"হে বিরিঞ্চি, তুমি ভিন্ন," কহিলা অম্বিকা
"দেবকুলকন্যা মান কে রাখিবে আর?
ভয়ে নারি কহিতে মহেশে এ সংবাদ,
শুনি পাছে করেন প্রলয় বামদেব!
দুষ্টা বৃত্রাসুর-জায়া দানবী দাম্ভিকা
তুলিলা হানিতে পদ শচী-বক্ষঃস্থলে,
হে কমলযোনি, ব্যথিলা শচীর হৃদি,
কে আর হে তবে পরচিত্তে পীড়া দিতে
হইবে শঙ্কিত, ইন্দ্রজায়া পৌলোমীর
এ দশা যদ্যপি? দর্প চূর্ণ কর, দেব,
দনুজবামার অচিরাৎ—কর বিধি,
হে বিধাতঃ, বৃত্র-বধ যাহে, বধি তারে
দানবীর দৌরাত্ম্য ঘুচাও স্বর্গধামে,
ঘুচাও, হে পদ্মাসন, উমা-মনস্তাপ।"

বিরিঞ্চি উমার বাক্যে চিন্তি কতক্ষণ,
নগেন্দ্রনন্দিনী সঙ্গে বৈকুণ্ঠভুবনে
গেলা যথা রমাপতি ; মাধব-সংহতি
ফিরিলা সত্বর পুনঃ ভুবন কৈলাসে।
বসিয়া ভবানীপতি ভাবে নিমগন।
কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিমূর্ত্তি চারিধারে,
হেরিছেন কুতূহলী যোগীন্দ্র মহেশ
ধ্বংসের অপূর্ব্বগতি!—বিশ্বচরাচরে,
কতরূপে কত জীব, কত জড়তনু
মুহূর্ত্তে হইছে লীন। নিগূঢ় রহস্য—
নিসর্গ বন্ধন-সূত্র—ছেদন প্রণালী।
বোধাতীত, চিন্তাতীত, অত'ত কল্পনা—
জড় জীব-ধ্বংসগতি—কাল-সংঘটন!
কিবা সূক্ষ্মতর ক্ষুদ্র সূত্রেতে জড়িত
জীবের জীবন, ভোগ, সম্পদ্, প্রতাপ।
কি সূক্ষ্ম মিলন, বিশ্ব-চরাচর-মাঝে
অচেতন সচেতন—ভূলোকে দ্যুলোকে,
প্রাণিকুলে, জড়জীবে, আত্মায়, শরীরে
কিবা মনোহর ক্ষুদ্র-শৃঙ্খল-মালায়
জড়িত ব্রহ্মাণ্ডবপু।—কেশাগ্র সদৃশ
সূত্রের রেখায় বদ্ধ আত্মা, মন, দেহ।
শিথিল হইলে ক্ষণে নিখিল বকল।
দেখিছেন মহাযোগী প্রগাঢ় কৌতুকে
সে লয়-প্রলয়-রঙ্গ ভুবনে ভুবনে।
দেখিছেন যোগিবর কালের প্রভাবে
জীবব্রজ কত মর্ত্ত্যে সৃষ্টি শোভাকর
জীবমূর্ত্তি পরিহরি, হতেছে বিলীন
গভীর কালের গর্ভে। কত জ্ঞানদীপ
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডমাঝারে ক্ষণে ক্ষণে
নিবিছে—ডুবিছে ঘোর অজ্ঞান-তিমিরে,
সুষমা কতই রূপ, কতই জগতে
হতেছে কলঙ্কময়—ভাতিছে কোথাও
অসীম লাবণ্যরাশি চক্ষের নিমিষে।
চতুর্দ্দশ লোকমাঝে আত্মা সুবিমল।
নির্ব্বাণ নক্ষত্রপ্রায় জ্যোতি হারাইয়া
পড়িতেছে কত দিকে কত শত, হায়,
পাপপঙ্ক-পরিপূর্ণ অন্ধতম কূপে—
পুড়িতে সন্তাপ-তাপে। দেখিছেন দেব
সে সবার অধোগতি ব্যথিত অন্তরে,—
যথা নরচিত্ত হেরি সূর্য্যের মণ্ডল—
রাহুর গভীর গ্রাসে যবে প্রভাকর।
কোন বা অবনী এই প্রাণিপুঞ্জময়
উদ্ভিদ-লতায় সুশোভিতা, ক্ষণপরে
হইছে পাষাণপিণ্ড মণ্ডিত হিমানী—
প্রাণিশূন্য তুষারের মরু ভয়ঙ্কর।
কোথাও আবার কোন বিপুল জগৎ
বিদীর্ণ হইয়া চূর্ণ—রেণুর আকারে
মিশিতেছে শূন্যদেশে। কত জনপদ
উন্নতি-সোপান ছাড়ি ডুবিছে কালেতে
অচিহ্ন হইয়া ভবে চিরদিন তরে।
দেখেন কোথাও কোন ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে
ভীষণ প্রলয়-রঙ্গ—জীব, জড় যত,
উদ্ভিদ্, ভূধর, বারি, ভূমণ্ডল, বায়ু,
কালানলে দগ্ধীভূত শূন্যেতে লুকায়
অণুরূপে ব্যোমগর্ভে—শূন্যময় করি
সে ধরামণ্ডল-ধাম ; কোথাও আবার
দেখিছেন ভূতনাথ যুগ-বিপর্য্যয়—
দুর্জ্জয় প্লাবনে মগ্ন বিশাল ধরণী,
পশু, পক্ষী, নরকুল, অদৃশ্য সকলি,
ভ্রমিছে বিমানমার্গে, ডাকিছে পবন
ভীষণ প্রবল শব্দে মিশি সে প্লাবনে।
সে ঘোর প্লাবনে বিশ্ব, ভুবন চকিত।
এইরূপ লয়প্রথা ভুবনে ভুবনে
কি দেব-মানব-বাস, কিবা সিদ্ধধামে
দেখিতেছেন যোগীন্দ্র নিমগ্ন গাঢ় ভাবে ;
মৃদুতর কখন ঈষৎ হাস্য মুখে!
হেনকালে মুরহর, স্বয়ম্ভু, ভবানী,
দাঁড়াইলা ব্যোমকেশ শঙ্করে সম্ভাষি,
সদানন্দ মহানন্দে কৈলা আলিঙ্গন
কেশব, হিরণ্যগর্ভে—উমারে চাহিয়া
তুষিলেন আশুতোষ মধুর হাসিতে ;
মাধব তখন সদা প্রিয়ংবদ দেব—
গম্ভীর-বদনে শুনাইলা বিশ্বনাথে
সকল বারতা,—শুনাইলা শচীদুঃখ,
শুনাইলা শিবে অম্বিকার মনস্তাপ।
শুনিতে শুনিতে জটা ধূর্জ্জটি-মস্তকে
কাঁপিতে লাগিল ধীরে—ললাট-ফলকে
শশধর খরতর আভা প্রকাশিল।
মহাকাল-ক্রোধমূর্ত্তি উদয় দেখিয়া
সান্ত্বনিলা হৃষীকেশ সত্বর শঙ্করে।

বিষ্ণুর বচনে মৃত্যুঞ্জয়ী মহেশ্বর
কহিলেন, "হে মাধব, উমার বাসনা,
পূর্ণ কর এই দণ্ডে,—হে কমলযোনি,
কর যাহে বৃত্রাসুর নাহি জীয়ে আর,
জানি আমি আমার(ই) বরেতে স্পর্দ্ধা তার,
কিন্তু কহ শুনি, কেশব কৈটভহারী,
স্বয়ম্ভু বিধাতা, কেবা সে নহ তোমরা
ভক্তির অধীন সদা—যথা ভক্তাধীন
ভ্রান্তিমান্ আশুতোষ ? ভ্রান্তি যদি তায়,
এই দণ্ডে সেই ভ্রান্তি ঘুচাতে বাসনা
দনুজের অদৃষ্ট খণ্ডিয়া, হের ইন্দ্র
সসজ্জ সমরক্ষেত্রে, বজ্র প্রহরণ
নির্ম্মাইলা বিশ্বকর্ম্মা, দিলা তোমা দোঁহে
নিজ নিজ তেজঃ অস্ত্রে অব্যর্থ করিয়া;
একমাত্র অন্তরায়—অন্ত নহে আজ (ও)
বিধাতার দিনমান—সে বাধা ঘুচাও
অকালে অসুরে নাশি হে বিধি কেশব।—
আপনার কর্ম্মদোষে মজে যে আপনি,
কে রক্ষিতে পারে তারে ?" বলি শূলপাণি
ভকত-বৎসল দেব বৃত্রে ভাবি মনে
ত্যজিয়া গভীর শ্বাস, বসিলা নীরবে!
হেরি মহেশের মূর্ত্তি দেব চক্রপাণি
মন্ত্রণা করিলা ক্ষণকাল ব্রহ্মসহ,
উত্তরিলা মহেশ্বরে—"হে অন্তকহারি,
কর্ম্মফলে প্রাণিবৃন্দে উন্নতি, পতন,
স্বতঃ পরিবর্ত্তশীল প্রাক্তন-প্রভাবে,
তথাপি, উমেশ, উমা-অনুরোধে আমি,
দেব প্রজাপতি,বৃত্র-ভাগ্যলিপি নাশে
হইনু সম্মত।" বলি, লুকাইলা তনু;
লুকাইলা প্রজাপতি মূর্ত্তি ক্ষণকাল,
অতনু হইলা মহাদেব,—গুণ তিন
একত্র মিলিয়া অকস্মাৎ, প্রকাশিলা
পরব্রহ্মরূপ নিরুপম!—অতুলিত
শোভাপূর্ণ কৈলাস-ভুবন ক্ষণমাঝে!
ক্ষণমাঝে ঘোরশূন্যে হৈল ঘোরধ্বনি—
"বৃত্রের অদৃষ্ট-লিপি অকালে খণ্ডিত।"
হেথা ভাগ্যদেব গাঢ় চিন্তা-নিমজ্জিত,
বসিয়া বৈকুণ্ঠ-প্রান্তে বিনত সম্মুখে
বিশাল প্রাক্তন-লিপি—দৃশ্য মনোহর।
ছায়া ইন্দ্রজালে যথা ধূর্ত্ত যাদুকর
দেখায় অদ্ভুত রঙ্গ—অদ্ভুত তেমতি
অনন্ত আলেখ্য অঙ্গে ক্রীড়া নিরন্তর!
কোনখানে ভূমণ্ডল-বিজয়ী বীরেশ
ছুটে চতুরঙ্গ দলে পর্ব্বত লঙ্ঘিয়া,
আবার মুহূর্ত্তকালে সেই বীর-কেশরী
মরুভূমে পদব্রজে ভ্রমে চিন্তাকুলে!
এই রাজ-অভিষেকে,—আনন্দ-হিল্লোল
খেলিছে ধরণী-অঙ্গে প্রবাহে প্রবাহে
কত গজ, তুরঙ্গম, কত প্রাণিকুল
সুসজ্জ প্রাঙ্গণমাঝে। তখনি আবার
আলেখ্য শ্মশান-ছায়া ভয়ঙ্কর বেশ!
রাজতনু চিতাপরে, অপত্য,বান্ধব,
বাষ্পাকুল-নেত্রে ঘেরি সবে! ক্ষণকালে
চিতা-পার্শ্বে কোথা আচম্বিতে অট্টালিকা
সুসজ্জিত—রঞ্জিত বসনাবৃত চারু—
বিবাহমণ্ডপে সুখে দম্পতি আসীন!
মুহূর্ত্তে আবার, মৃতপতি কোলে করি
কাঁদিছে যুবতী, ছিন্নভিন্ন কেশবেশ,
বসন, ভূষণ বিলুণ্ঠিত! ক্ষণে ক্ষণে
কতই যুবক—আহা, ভূষিত সুষমা,
প্রতি-অঙ্গে সুখে যেন স্বাস্থ্য মূর্ত্তিমান্—
হারাইছে সে লাবণ্য—যৌবনে স্থবির!
যৌবনে উচ্ছিন্ন কত বামারূপরাশি!
কোন চিত্র ঊর্ণনাভজালে পূর্ণ এই;
উজ্জ্বল নিমেষমধ্যে! কোন দীপ্ত ছবি,
প্রভান্বিত নিরন্তর—সহসা মলিন!
কোন সে আলেখ্য দৃশ্য—দারিদ্র্য-প্রতিমা
মূর্ত্তিমান্ এই যেন—দেখিতে দেখিতে
মনোহর চারুবেশ—মণি-মরকত-
ময় রত্ন-সুশোভিত! কত পর্ণশালা
ধরিছে সুহর্ম্ম্যরূপ চক্ষের পলকে!
কত সে আবার দিব্য স্বর্ণ-অট্টালিকা
ধরিছে কুটীর-বেশ—কালের কালিমা,
তৃণ-গুল্ম-লতা-আচ্ছাদিত কলেবর!
মিশাইছে কত চিত্র ফুটিতে ফুটিতে
যথা তরু শৈলকুল, প্রভাতে কুহেলি
আবরিলে মহীদেহ মিহিরে লুকাইয়ে!
কত দৃশ্য মিলাইছে চিরদিন তরে!
এইরূপে জগতের যে কোন প্রদেশে
কালধর্ম্মে, কর্ম্মাকর্ম্মে, সুযোগে-কুযোগে,

ঘটিছে যখন যাহা সুগতি অগতি,
কিবা জীব, কিবা জড়, কি উদ্ভিদ্‌কুলে,
তখন সে চিত্রপটে, নিত্য ক্রীড়াময়,
অঙ্কিত হইছে তাহা ;—নিমগ্ন মানসে
দেখিলেন ভাগ্যদেব নিশ্চল-নয়নে,
বৃত্রের বিশাল চিত্র সে আলেখ্যপরে,
কত শোভা-বিভূষিত, কত আভাময়,
জ্বলিছে উজ্জ্বল মূর্ত্তি—প্রদীপ্ত ছটায়
ত্রিভুবনে প্রজ্বলিত !—হেরিলেন ভাগ্য
কুতূহলে। হেনকালে অম্বর বিদারি
ধ্বনিল ভৈরব ধ্বনি—আকাশবাণীতে
প্রকাশিয়া, ব্রহ্মরূপী ত্রিমূর্ত্তি আদেশ।
সভয়ে প্রাক্তন শীঘ্র ফিরায়ে নয়ন
নিরখিলা চিত্রপটে,—দেখিলা সহসা
বৃত্রের বিশাল-চিত্র কালিমা-মণ্ডিত,
মিশাইছে ধীরে ধীরে—শোভা-বিরহিত।

দ্বাবিংশ সর্গ।

বসিয়া অসুর-পার্শ্বে অসুর-ভামিনী ;—
নবীন নীরদরাশি, লুকায়ে বিজলী হাসি,
বুকে ইন্দ্রধনু-রেখা, ঢাকিয়া মিহির,
পরশি ভূধর-অঙ্গে রহে যেন স্থির !
যেন ঢল ঢল জলে নীলোৎপলদল
প্রসারিত নেত্রদ্বয়,— দৈত্যমুখে চাহি রয়,
নিস্পন্দ শরীর ধীর, গম্ভীর বদন,—
না পড়িলে ধারাজল জলদ যেমন।
দেখিয়া দনুজনাথ সে মুখের ভাব,
বিস্ময় ভাবিয়া মনে, কর ধরি সযতনে,
করতলে চাপি ধীরে মধুর উল্লাসে,
কহিলা উৎসাহপূর্ণ মৃদুল সম্ভাষে ;—
"এ কি হেরি, দৈত্যরাণি, যামিনী উদয়
এ সুখ-মধ্যাহ্নকালে ? রুদ্রপীড় শরজালে
নির্দ্দেব করিলা পুরী অনলে জিনিয়া
পরিলা অতুল যশঃ কিরীট মণ্ডিয়া।
পলাইলা সুরসেনা শিবা যেন ভয়ে ;
জয়ন্ত শশকপ্রায় রথ লয়ে বেগে ধায়
পালটি না ফিরে চায় ; দৈত্যের তাড়নে,
অমরার প্রান্তে দেব ভাবে ক্ষুণ্ণ-মনে ;
ভাসে অসুরের দল আনন্দ উৎসাহে ;
পুত্রের সুযশোগান, ত্রিভুবনে দৈত্যমান
আজি প্রভাবিত কত !—সার্থক জীবন
আজি সে সফল, প্রিয়ে, সকল সাধন !
হেন পুত্রে গর্ভে ধরি, এ সুখের দিনে,
চিত্তে নাই সুখোচ্ছ্বাস, মুখে নাই প্রীতিভাব
পুত্রের কল্যাণে নাই মঙ্গল-কামনা,
এ ভাবে মনের খেদে কেন হে বিমনা ?
হের দেখ করতলে ধনের ভাণ্ডার !
ঘোষিতে পুত্রের জয়, কর যাহা চিত্তে লয়,
ভাসাও ত্রিদশালয় উৎসব-হিল্লোলে
এ দিন কখন যেন কেহ নাহি ভুলে।
কি অভাবে মনোদুখে, দনুজমহিষি ?
কি নাহি করিতে দান, কিবা স্থান কিবা মান,
কহ কিবা চাহে প্রাণ, কি আশা পুরাতে—
কোন্ রাজসিংহাসনে কাহারে বসাতে ?
আজন্ম দরিদ্র যেবা দনুজের কুলে
সেও আজ আশাবান্, আশায় জুড়ায় প্রাণ,
স্বপনে কল্পনা করি অসাধ্য কামনা !
ইচ্ছাময়ী ঐন্দ্রিলা হে মলিন-বদনা ?
জননীর মনস্তাপে পুত্রে অকল্যাণ—
সে কথা বিস্মৃতিজলে, ভাসায়ে হৃদয়-তলে,
বিষাদে আশ্রয় দিলে, কি হেন ভাবনা ?
ঐন্দ্রিলে, চিত্তের বেগে ভুলিলে আপনা ?"
উত্তরিলা দৈত্যরাজ-মহিষী তখন ;—
খলের চাতুরী মায়া, বহুরূপী দেহচ্ছায়া,
ধরে কত রূপ তাহা কে বুঝিতে পারে ?
রমণীর চাতুরীতে রমাপতি হারে !

উত্তরিলা "হে দনুজকুল-অধীশ্বর,
অভাগ্য যখন যায়, তখনি অদৃষ্টে তার
কত যে লাঞ্ছনা-ভোগ কে বর্ণিতে পারে ?
নহিলে নির্দ্দয় হেন কেন হে আমারে ?
ঐন্দ্রিলা পাষাণ প্রাণ !—তনয়ে ভুলিয়া,
আপনার তুচ্ছজ্বালা, ভেবে মুখ করি কালা,
আইলা পতির কাছে ?—হে হৃদয়নাথ,
হৃদয় ব্যথিতে আর পেলে না আঘাত ?
কবে যে কঠিন হেন দেখেছ আমায় ?
কারে বধিয়াছি প্রাণে, কাহার জীবন-দানে
নিদয়া হইয়া তোমা কৈনু নিবারণ ?
কি দেখিলে কবে বল নিষ্ঠুর তেমন ?
হায়, ঐন্দ্রিলার হৈলা তনয়ের প্রতি ;
ধিক্ ঐন্দ্রিলার নামে, এই ছিল পরিণামে,
শুনিতে হইল তারে এ পরুষ-বাণী !
পতির বদনে, হায় ! ধিক্ রে পরাণী !
কারে জানাইব আর মনের বেদনা ?
জন্মকাল যার সনে, নিদ্রাহার একাসনে,
তিনিই আমারে যদি ভাবিলা এমন—
কি জানাব কে জানিবে মনের যাতন!
থাক, হে দনুজ-নাথ তনয়-বৎসল,
কর ভোগ একা সুখে, যে খেদ আমার বুকে,
থাকুক তেমতি, দুঃখে পুড়ুক পরাণী !
থাক সুখে দয়াময়—চলিল পাষাণী।"
বলি ভাক্তক্রোধে বামা উঠি দাঁড়াইল ;
কত অনুরোধ করি, কত যত্নে করে ধরি,
বসাইলা মহিষীরে নিকটে আবার,
ঘুচাইলা কত যত্নে চিত্তের বিকার।
কহিলা তখন রামা মধুর কপটে—
"হে বীর সমরপ্রিয়, রণক্ষেত্রে অদ্বিতীয়,
জান তুমি সুধু রণ-রঙ্গ-ক্রীড়া যত,
তুমি কি জানিবে কহ বামা-স্নেহ কত ?
কি জানিবে জননীর প্রাণে কিবা হয় ?
সন্তানের মমতায়, কত ব্যথা চিন্তা তায়,
কত দিকে ধায় চিত্ত ? হে দৈত্যভূষণ,
পুরুষ বুঝে কি কভু রমণীর মন ?
বিজয়-উল্লাসে এবে তুমি সে উন্মাদ,
ভাবিছে আমার মন পুত্রে দিয়া দরশন
দেখাব কিরূপে তারে এ বদন ছার—
পাপীয়সী-কোলে যবে বসিবে কুমার।
সুধাবে যখন 'মাতা, ইন্দুবালা কোথা ?
দিয়াছিনু তব করে, পালিতে সোহাগভরে,
কোথা সে স্নেহের লতা রাখিলে আমার ?'
কি ব'লে হৃদয়ে শেল বিঁধিব তাহার ?
হারায়েছি, দৈত্যনাথ, পুত্রের মাণিক,
হারায়েছি, হৃদয়েশ, অঞ্চলের নিধি শেষ,
দনুজেন্দ্র, হারায়েছি সুশীলা তোমার ;
ইন্দুবালা বিনা এবে পুরী অন্ধকার !"
বলি বাষ্পাকুলনেত্র হইল নীরব।
অচল নগেন্দ্র প্রায়, দৈত্যপতি স্তব্ধকায়,
চাহি ঐন্দ্রিলার মুখ থাকি কতক্ষণ,
ছাড়িলা অরণ্য-শ্বাসে গভীর নিস্বন ;
"কি কহিলা, ঐন্দ্রিলা" বলিলা গাঢ়-স্বরে,
"ইন্দুবালা নাই মম, সে সুধাংশু নিরুপম,
ডুবেছে কি অস্তাচলে ?—পাব না কি আর
দেখিতে সে নিরমল পীযূষ আধার ?
আর কি সে স্নেহময়ী সরলার কথা
হৃদয় শীতল করি, চিন্তার উত্তাপ হরি,
জুড়াবে না এ শ্রবণ—জুড়াত যেমন
নিন্দিত বীণার ধ্বনি ঝরিত যখন ?
না ঐন্দ্রিলে, নিধনের নহে সে প্রতমা—
হরিতে সে সুষমায়, কৃতান্ত কাঁদিবে হায়,
চিরায়ু সে ইন্দুবালা অক্ষয় রতন,—
বিজয়ী বীরের যশঃ চিরায়ু যেমন।"
"হেন অমঙ্গল কথা, হে দনুজপতি !
কি হেতু আন হে মুখে" ঐন্দ্রিলা কৃত্রিম দুখে
কহিলা বিমর্ষভাবে চাহি দৈত্যপানে,
"এ বেদনা কেন দাও দুখিনীর প্রাণে ?
চির-আয়ুষ্মতী হ'ক বধূ সে আমার !
চিরায়তী থাক্ তার, পরশে না যেন তার
কেশের শতাংশ ভাগ শমন দুর্ম্মতি,
হে নাথ, শমন হ'তে নিদারুণ অতি।
ইন্দ্রের কামিনী শচী—সাপিনী কুটিলা ;
কপটে ছলিলা হায়, শিশুমতি বালিকায় ;
সাধিতে নারিল যাহা দেবতার বলে,
সুসিদ্ধ করিল তাহা কুহকীর ছলে !
হা ধিক্ ঐন্দ্রিলা-প্রাণে—ধিক্ দৈত্যরাজ,
তোমার কুলের বধূ, ভুলি দৈত্যস্নেহ-মধু,
ভুলি কুল-মান গর্ব্ব হেলিয়া সকল,
আশ্রয় করিল কি না শচী-পদতল ?

তব আজ্ঞা শিরে ধরি, দনুজকেশরি,
শচী আনিবারে যাই, হতভাগ্যে পোড়া ছাই,
নিরখিনু ইন্দুবালা সেবে শচীপদ !—
ব্রহ্মাণ্ডে রহিল, নাথ, এ কলঙ্ক হ্রদ !
অসহ্য হৃদয়বেগ না পারি ধরিতে,
শচীরে গঞ্জনা দিয়া, বধূরে আনিতে গিয়া,
ঘটিল যা ছিল শেষ কপালে আমার,—
যেমন দুরাশা হায়, পুরস্কার তার !
বলি নাই, ভাবি নাই, চাহি না বলিতে
সে দুঃখের কথা কভু, সহিতে হইল, প্রভু,
স্বর্গজয়ি-জায়া হয়ে শচী-পদাঘাত।
সে দুঃখ 'পাষাণ' প্রাণে সহেছে হে নাথ।
সহিতে না পারি কিন্তু এ অখ্যাতি তব ;
স্বামীর কুখ্যাতি যায়, নারীর কলঙ্ক তায়,
ভাবি তায় সে কলঙ্ক ঘুচাবে কেমনে—
ইন্দুবালা পড়ে মনে জাগ্রতে স্বপনে।
চল দেখাইব চল, স্বচক্ষে দেখিবে,
বুঝিবে সে কি কারণ, দহে 'পাষাণীর' মন,
কেন এ সুখের দিনে হয়েছি হতাশ !
নারীর বচনে, নাথ, কি কাজ বিশ্বাস ?"
ঈষৎ কম্পিত নাসা, কুঞ্চিত ললাট,
ঘনে নিশ্বাস ঘন, আরক্তিম ত্রিনয়ন,
চলিল দনুজপতি দানবী-সংহতি ;
চলিল দৈত্যেশ-বামা গর্ব্বিত মূরতি ;
ধন্য রে ঐন্দ্রিলা তোর পণে বলি হারি !
চলে নদীর বেগে, চাপি চিন্তা, চিত্তবেগে,
সাধন করিতে নিজ সাধের মনন ;
জান না হৃদয়ে কভু নিরাশা কেমন।
চলিলা অসুরপতি মহিষী সংহতি,
উঠিলা প্রাচীরপরে, নিরখিলা স্তরে স্তরে,
অকূল সাগর তুল্য সুরাসুরদল ;
নিরখিলা স্বর্ণময় সুমেরু অচল ॥
শোভিছে অমরা-প্রান্তে—সহস্র-শিখর
উঠেছে অনন্ত ভেদি, যেন কল্পনার বেদি,
সুর-বিমোহিনী মূর্ত্তি, সাজান রয়েছে !
নির্ম্মল কিরণমালা সর্ব্বাঙ্গে সেজেছে !
স্থান সে শিখরে তার,—আহা, কিবা শোভা তার,
ছায়া কিরণেতে মিলি, খেলিতেছে ঝিলি মিলি,
দেখায় তর্জ্জনী তুলি দনুজমহিষী—
বসিয়া সুরেশ-কান্তা উজলিছে দিশি,
পদতলে ইন্দুবালা মলিনবদনা—
শীর্ণালস কলেবর, অস্ফুট কুসুম-থর,
মধ্যাহ্নের সূর্য্যতাপে বিরস যেমন,
নিশ্চল, অলস, অর্দ্ধমুদিত নয়ন ;
কাছে রতি স্তব্ধমতি, চপলা অচলা,
হেরিছে সমরাঙ্গণে মুগ্ধচিত্ত কয়জনে—
চারু চিত্রপটে যেন তুলীর লিখন !
নিরখি দনুজরাজ বিস্ময়ে মগন।
বিস্ময়ে মগন দৈত্য কতক্ষণ থাকি
করিল নাসিকা-ধ্বনি, গরজিল যেন ফণী,
লম্ফ ছাড়ি লঙ্ঘিতে সুমেরু দেহ বাড়ে ;
হেন কালে সুরাসুরে সিংহনাদ ছাড়ে,—
পূরিয়া সমরক্ষেত্র সেনা-কোলাহল
সহসা শূন্যেতে উঠে, রথ অশ্ব বেগে ছুটে,
করিব্রজ শুণ্ড তুলি গর্জ্জিল ভীষণ,
বাজিল পটহ, ভেরী, দামা, অগণন।
নিমিষে পালটি নেত্র দেখিলা প্রাঙ্গণে
রুদ্রপীড় রথে রথী, যেন বিদ্যুতের গতি,
ছুটিছে বাহিনী-অগ্রে, উঠেছে পতাকা,
ভয়ঙ্কর রাহুরূপ কেতু-অঙ্গে আঁকা।
নিরখি ভুলিয়া দৈত্য সকল ভাবনা ;
স্থির-নেত্রে ধ্রুববৎ, একদৃষ্টে চাহি রথ,
দেখিতে লাগিলা বৃত্র অনন্যমানস
রথের তরঙ্গগতি, অশ্বের তরস।
সমর-আহ্লাদে চিত্ত সদাই বিহ্বল,
তাহে পুত্র যুদ্ধসাজে, প্রবেশিছে শত্রুমাঝে,
নিরখি অপূর্ব্বভাবে হৃদয় মথিল,
অদ্ভুত আনন্দস্রোত চিত্তে প্রবাহিল !
দেখিলা অসুর, সুর-মধ্যস্থলে আসি
স্থির হৈল রথগতি, অতুল আনন্দমতি
পুত্রের সমরসজ্জা হেরে বৃত্রাসুর—
রতন-সম্ভবা বিভা উজলিছে ধুর ;
শুভ্র সারসের পুচ্ছ মণিগুচ্ছে নত
দুলিছে শীর্ষকে বাঁকা, অঙ্গত্রাণে অঙ্গ ঢাকা,
হীরকমণ্ডিত অসিমুষ্টি কটিতটে,
সারসনে অসিকোষ দুলিছে দাপটে ;
বক্র ধনু বামকরে ; রথ-অঙ্গে শোভে
হেমময় নানা তূণ, নানাবর্ণ ধনুর্গুণ,
শাণিত কৃপাণশ্রেণী, গদা, প্রক্ষেড়ন,
ধনুর্দ্দণ্ড, বিবিধ আয়ুধ অগণন।

ধনুঃপৃষ্ঠে করতল উঠি মহেষাস
দাঁড়াইলা রথোপরে, গম্ভীর বিশদ স্বরে,
কহিলা সম্ভাষি সূতে, প্রফুল্ল নয়ন—
"হে সারথি, আজি মম সফল জীবন ;
দুর্জ্জয় ত্রিদশনাথে সমরে সম্ভাষি
পরিব অতুল যশ, উজ্জ্বল করি শিরস,
রাখিব অক্ষয় খ্যাতি অসুরমণ্ডলে,
দেখাব কার্ম্মুক-শিক্ষা সুররথি-দলে!
জানি মৃত্যু সুনিশ্চিত বাসবের হাতে,
আজি এ সমরাঙ্গনে, ত্যজিব অক্ষুণ্ণ-মনে,
এ দেহ, হে সুতবর—সৌভাগ্য আমার
ভালে না লিখিলা ভাগ্য অন্ত মৃত্যু ছার!
ত্রিলোক-অজেয় ইন্দ্র ত্রিদিবের পতি,
শরক্ষেপ-প্রথা যার, বীর-চক্ষে চমৎকার,
তার সনে আজি রণে যুঝিব হরষে,
এ মরণে কার মনে সুখ না পরশে?
সারথি, মৃত্যুর চিন্তা ঘুচেছে এখন,
আজি সুরাসুরগণ, দেখিবে অদ্ভুত রণ,
দেখিবে বীরের মৃত্যু অদ্ভুত কেমন ;
এক কথা, সারথি হে, রাখিও স্মরণ,—
অন্তিম-শয়নে যবে দেখিবে আমায়,
দেখো যেন শত্রু কেহ রণক্ষেত্রে এই দেহ,
ঘৃণিত চরণে নাহি করে পরশন,
রাক্ষস পিশাচে যেন না করে ভক্ষণ॥
এই অগ্নিচক্র রথ লভিনু যা রণে,
হারাইয়ে হুতাশনে, দিও হে পিতৃচরণে,
দিও পরে এই মম অঙ্গ-আচ্ছাদন,
বলো—রুদ্রপীড়-সাধ হয়েছে সাধন!
এই অর্ঘ্য, সূত-শ্রেষ্ঠ, দিলেন জননী
রক্ষিতে সমরক্ষেত্রে, তাঁর প্রাণাধিক পুত্রে,
দিও জননীরে পুনঃ, বলিও তাঁহায়,
মৃত্যুকালে এই অর্ঘ্য ধরিনু মাথায়।
দিও, সূত, এ সারসপুচ্ছ মণিময়,
উজ্জ্বল শীর্ষকপরে, আজি যাহা শোভা করে,
দিও ইন্দুবালা-করে করিতে স্মরণ
উন্মাদিনী-প্রেমে যার মুগ্ধ আজীবন ;
বলো তারে, সারথি হে" বলিতে বলিতে
কপোলে সলিলধারা, ঝরে হিমবিন্দু-ঝারা,
ভাবি সে হৃদয়ময়ী স্নেহের পুতুলী ;
ঘনশ্বাসে কণ্ঠরোধ—নীরবিলা বলী ;

বসিয়া সমরাসনে ভীম শঙ্খ নাদি,—
বাজিল দুন্দুভিধ্বনি, ঘন ঘন ঘন স্বনি,
বাজিল সমরতুরী যুড়িয়া প্রাঙ্গণ,
দানবের সিংহনাদে কাঁপিল গগন।
হেরি ষড়ানন শীঘ্র সেনা-অগ্রভাগে
আইলা নক্ষত্রগতি, স্বদল বিপক্ষ মথি,
দাঁড়াইল শিখিধ্বজ থর থর থরি ;
উড়িল বিশাল কেতু শূন্য শোভা করি।
কহিলা উমানন্দন জলদ-গর্জ্জনে,—
মুহূর্ত্তে নিস্তব্ধ সব, রণতূর্য্য ঘনরব,
রথের ঘর্ঘরশব্দ, হস্তীর গর্জ্জন,
হয়ব্রজ স্তব্ধভাব উন্নত শ্রবণ ;—
কহিলা জলদস্বনে—"রে দাম্ভিক শিশু,
বহিয়ে নিবারি রণে, উন্মত্ত হইলি মনে,
অমর-সেনানী-অগ্রে আ(ই)লি একা রথী—
ভুলিলি শমন-ভয়, আরে ছন্নমতি?
যে শিবিরে আদিতেয় মহারথিগণ,
এক একজন যার নিমিষে ব্রহ্মাণ্ড ছার
বিক্রমে করিতে পারে, অবহেলি তায়,
সমরে পশিলি একা অবোধের প্রায়?
না চিনিলি প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড গ্রহনাথে?
পবন ভীষণ বেগে, সিন্ধু যারে নিত্য সেবে,
আক্রুদ্ধ বরুণ পাশী? যম দণ্ডধরে?
ফণীন্দ্র বাসুকি ফণাধর-কুলেশ্বরে?
ভীম অঙ্গারক কুজ, সৌরি শনৈশ্চর,
বৈনতেয় খগেশ্বর, নৈঋত নৈঋতধর,
জয়ন্ত বাসবপুত্র অসীম সাহস,
আমি দেব-সেনাপতি ভবেশ-ঔরস।
এ বীরবৃন্দের মাঝে বল্ কার সনে
যুঝিবি সাহস করি? যুঝিবি রে ধনুঃ ধরি,
দেবের বিক্রম কত দাম্ভিক বালক—
সমুদ্র শুষিতে চাও হইয়া শুষক?"
"হে পার্ব্বতীসুত" দর্পে উত্তরি তখন,
কহিলা বৃত্রতনয়, "পাবে শীঘ্র পরিচয়,
শিশু কি প্রাচীন এই অসুর-আত্মজ—
রণে অগ্রসর শীঘ্র হও শিখিধ্বজ ;
কি ফল বিচারি কার সনে করি রণ—
করেছি অলঙ্ঘ্য পণ, পরাজিব সর্ব্বজন,
নির্দেব করিব স্বর্গ আজি এ সমরে,
নতুবা ত্যজিব প্রাণ ব্যাকুলি অমরে ;

যত জন, যেবা ইচ্ছা হও অগ্রসর,
নহিব বিমুখ আজ, সাধিতে বীরের কাজ—
আজি সমরের পণ উদ্‌যাপন মম,
ঘুচাব সমরে পশি দেব-চিত্তভ্রম।
ভেটিব সমরাঙ্গনে সুরনাথে আজি—
বীরচক্ষে চমৎকার, শিঞ্জিনীর ক্রীড়া তাঁর,
দেখিব সে জ্যার ভঙ্গী নাহি চাহি আন,
আশু পূর্ণ কর আশা ধর ধনুর্ব্বাণ।"
বলি সব্যসাচী বৃত্রসুত ধনুর্ধর,—
ধনুহস্তে খরশর, ফেলিল শতাঙ্গ' পর,
লক্ষ্য করি বরুণ, পবন, প্রভাকরে,
সেনাপতি শিখিধ্বজে বিন্ধি খরশরে।
বাজিল দুন্দুভিধ্বনি স্বর্গ কোলাহলি,
বাজিল সমর-শঙ্খ, ভীরুর প্রাণে আতঙ্ক,
ঝড়গতি চারি রথ ছুটিল সম্মুখে,
উড়িল ধূলির জাল গাঢ় অভ্রমুখে ;
চারি কোদণ্ডের ছিলা বধিরি শ্রবণ
ভীম শব্দে একেবারে, নিনাদিল চারিধারে,
ছুটিল কলম্বকুল তারারাশি হেন ;
ছুটে ঘনঘটা-কোলে তড়িল্লতা যেন।
ছুটিছে নৈঋত হ'তে ভাস্করের রথ,
তুরঙ্গম সাত হয়, নাসাতে পবন বয়
ক্ষুরে না পরশে ক্ষণে মনঃশিলাতল—
ক্রোধিত তপনতেজ স্যন্দন উজ্জ্বল ;
অগ্নিকোণে বরুণের শঙ্খময় রথ
ছুটিল মেঘের মন্দ্রে, ফেনরাশি নাসারন্ধ্রে,
চারি কৃষ্ণ হয় ফেনময় কলেবর,
শতচক্র বায়ুগতি ঘূরিছে ঘর্ঘর॥
ঈশানে পার্ব্বতীসুত-স্যন্দন ভীষণ—
বিশাল কেতন চূড়ে, উড়িছে আকাশ যুড়ে,
খেলে যেন ইন্দ্রধনু আভা ছড়াইয়া
অশ্বের তরলগতি তরঙ্গ জিনিয়া।
বায়ুকোণে পবনের শতাঙ্গের খেলা—
যেন কিরণের রেখা, যায় কি না যায় দেখা,
ছুটিছে মানসগতি জিনিয়া তরসে,—
কুরঙ্গ অঙ্কিত কেতু গগন পরশে।
দেখিয়া দনুজসুত সমর-কুশলী
আজ্ঞা দিলা সারথিরে, মণ্ডলে মণ্ডলে ফিরে,
বেগে চালাইতে অশ্ব—না হয় যেমন
শরলক্ষ্য ক্ষণকাল ঘোটক স্যন্দন।

বিজলীর বেগে যেন ঘুরিতে লাগিল
চক্রাকারে মহারথ, অনল-স্ফুলিঙ্গবৎ
ক্ষিপ্রহস্তে রুদ্রপীড় ভীম ধনু ধরি,
কিবা শিক্ষা অদভুত চারি রথোপরি
হানিতে লাগিল শর শিলাধারাবৎ ;
চাক্রাকারে শূন্যপর, একে ঘেরি অন্যতর—
মণ্ডল-আকারে বারি-লহরী যেমন,
ছুটিল তড়িৎগতি বিচিত্র মার্গণ,
পড়িল ভাস্কর-রথ-চূড়া আচম্বিতে :
কাঁপিল সূর্য্যস্যন্দন, শরাঘাতে ঘন ঘন ;
বরুণের তুরঙ্গম বাণেতে অস্থির,
ধারাকারে কৃষ্ণ-অঙ্গে ছুটিল রুধির।
অচল বায়ুর রথ-তরঙ্গ উধাও,
শতখণ্ড ধনুর্গুণ, বাণ-মুখে উড়ে তূণ,
ধনুশূন্য প্রভঞ্জন নিমিষে বিকল,
ছুটিতে লাগিল বেগে ভ্রমি রণস্থল।
অস্থির পার্ব্বতীসুত বৃত্রসুত-তেজে—
এই নিবারিছে শর, তখনি মুহূর্ত্তপর
সর্ব্ব-অঙ্গ কলেবর শরজালে ঢাকা,
সঘনে কাঁপিছে রথ—ভগ্ন চূড়া, পাখা।
চমকিত দেবগণ, ইন্দ্র চমকিত ;
উন্মত্ত অসুর-দল হেরি দৈত্যসুত-বল,
সুরাসুর দুই দলে ধ্বনি ঘন ঘন—
"সাধু রুদ্রপীড় সাধু বৃত্রের নন্দন!"
অধীর সে ধ্বনি শুনি তনু পুলকিত
উল্লাসে দনুজনাথ উচ্চৈঃস্বরে অকস্মাৎ
"সাধু রুদ্রপীড়" বলি নিস্বন ছাড়িল,
দূর শূন্যদেশে যেন জলদ গর্জ্জিল।
দেখিল অসুর-সুর প্রাচীর-শিখরে
গাঢ় ঘনরাশি প্রায় বৃত্রাসুর মহাকায়
দাঁড়ায়ে বিশাল হস্ত শূন্যে প্রসারিয়া,
আশীর্ব্বাদ করে যেন পুত্রে সঙ্কেতিয়া।
চঞ্চল নিবিড় কেশ উড়িছে পবনে,
বিশাল ললাটস্থল শ্রবণে বীর-কুণ্ডল,
তটিনী-বেষ্টিত কটি প্রসৃত উরস,
তিন নেত্রে অরুণের রক্তিমা পরশ।
বৃত্রে হেরি দেব-যোধ পদাতিকদল,
ভীত কুরঙ্গের প্রায়, বেগে শত দিকে ধায়,
রণক্ষেত্রে নিক্ষেপিয়া চর্ম্ম প্রহরণ ;
পালটি ফিরিয়া নাহি করে দরশন।

নিরখি উদ্দেশে বৃত্রে ধনু হেলাইয়া
রুদ্রপীড় প্রণমিলা, ক্ষণ ক্ষান্ত ধনু ছিলা,
আবার কোদণ্ড ঘাতি টানিয়া শিঞ্জিনী—
চমকিলা জা-নির্ঘোষে অমরবাহিনী।
অধৈর্য্য অমররথী; সুরোষে তখন
আজ্ঞা দিলা তিন জন, চালাইতে অনুক্ষণ,
রুদ্রপীড়-রথ-মুখে-নিজ নিজ যান,
সতর্কে কোদণ্ড ধরি করিল সন্ধান।
চলিল দৈত্যারি-রথ অব্যর্থ গতিতে,
না মানি শরের গতি, না মানি বিপথ পথি,
অবিচ্ছেদে ঋজু-গতি চলিল সম্মুখে—
দুর্ব্বার বিশিখ-স্রোতোবেগ ধরি বুকে!
তিন মুখে তিন দেব সুরথি নিপুণ
বরুণ বারিধীশ্বর, গ্রহপতি প্রভাকর,
তারক-সূদন শূর পার্ব্বতীনন্দন—
অন্যদিকে গদাহস্তে ভীম প্রভঞ্জন।
রুদ্রপীড়-রথগতি মন্দভূত ক্রমে,
ক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতর, চক্রে ভ্রমে রথবর,
শেষে স্থির মধ্যস্থলে নিবারি গমন;
হেরি সুররথিবৃন্দ ছাড়িল গর্জ্জন।
"মা ভৈ মা ভৈ" শব্দে ভীষণ নিনাদি
কহিল দনুজেশ্বর, "হের পুত্র ধনুর্দ্ধর,
ক্ষণকাল নিবার এ সুর-রথিগণে,
এখনি বাহিনী সঙ্গে প্রবেশিব রণে।
গোকর্ণ, শালিবাহন, গাধি, ঘটোৎকচ,
সোমধৃতি, তৃণগতি, হে দৈত্য রথিক-পতি,
বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠেতে শীঘ্র হও অগ্রসর"—
রণক্ষেত্রে চাহি উচ্চে ডাকি দৈত্যেশ্বর
নামিলা প্রাচীর হতে—এখানে ত্বরিত
মিলি সুর-রথিগণ, আরম্ভিলা মহারণ
ঘেরি রুদ্রপীড়-রথ বিষম হুঙ্কারি
দৈত্যসুত-শররাশি শরেতে নিবারি;
কাটিলা ভাস্কর অগ্নি স্যন্দনের চূড়া
কাটিলা রথের চক্র, তারকারি-শরে বক্র,
বরুণ শাণিত অস্ত্র হানিতে লাগিলা;
সদাগতি গদা ধরি ক্রোধেতে ছুটিলা—
লম্ফে লম্ফে প্রদক্ষিণ করি চারিদিকে
ঘন ঘন ঘোর ঘাতে, রথচক্র পাতে পাতে,
চূর্ণ কৈলা ক্ষণকালে অশ্বের বন্ধনী,
ছিঁড়িলা নিমিষে চূর্ণ যুগন্ধর অণি।

অচল দেখিয়া রথ দনুজকেশরী
লম্ফ দিয়া রণস্থলে, নামি মনঃশিলাতলে,
সিংহ যেন দাঁড়াইল কিরাত-বেষ্টিত,
দীপ্ত তরবারি বেগে মস্তকে ঘূর্ণিত:
শত খণ্ডে খণ্ড কৈল পবনের গদা;
নিমেষে কার্ম্মুক পুনঃ, লয়ে করে দিলা গুণ,
শিঞ্জিনী অপূর্ব্ব রঙ্গে খেলিতে লাগিল,
ক্ষণে ক্ষণে শরজাল গগনে ছুটিল।
আঘাতিল প্রভাকরে বরুণে আঘাতি,
আচ্ছাদি কুমার-অঙ্গ, শত দিকে হয়ে ভঙ্গ,
পড়িতে লাগিল, ঢাকী শতাঙ্গ গগন,
বিমুখি সংগ্রামে শরদগ্ধ প্রভঞ্জন।
তখন পার্ব্বতীপুত্র দেব-সেনাপতি
দিব্য অস্ত্র ধরি করে, দ্বিখণ্ড করিয়া শরে,
রুদ্রপীড়-শরাসন ভীষণ আঘাতে—
নিমেষে বীরেন্দ্র ধনুঃ নিলা অন্য হাতে;
না টানিতে শিঞ্জিনী প্রচণ্ড দিবাকর
খণ্ড করি থুরে থুরে, কোদণ্ড ফেলিলা দূরে,
বসাইলা চাপে অস্ত্র ঘোর আভাময়,
নিরখি তিলার্দ্ধ কালে বৃত্রের তনয়
ধূমদণ্ড—ধূমকেতু আকৃতি ভীষণ—
ধরিলা সাপটি করে, বাহিরিল থরে থরে,
কিরণের রেখাকারে গগনে বিস্তারি
তাম্রময় শলাকা সহস্র সারি সারি।
ঝাপটে ঝাপটে ঝাড়ি যে দিকে হেলায়ে
ধরিছে আকাশমুখে, সেদিকে শলাকা-মুখে,
শিলাকারে ধাতুর বর্ত্তুল বাহিরিছে,
ঘোর শব্দে শূন্যমার্গ ছিঁড়িয়া ছুটিছে;
ক্ষণকাল কভু যাহে পরশে বর্ত্তুল
ছিন্ন-ভিন্ন চূর্ণকায়, অদৃশ্য করি উড়ায়,
চিহ্ন নাহি রহে তার দেখিতে কোথায়।
ভীষণ বর্ত্তুল হেন কোটি কোটি ধায়!
লণ্ড-ভণ্ড দেব-রথী বিমান-মণ্ডলী।
প্রচণ্ড নিনাদ ঘন, শলা-মুখে বরিষণ,
ধাতুর বর্ত্তুল পিণ্ড ঝলকে ঝলকে,—
ভাঙ্গে রথ ধনু অস্ত্র পলকে পলকে;
ভাঙ্গে প্রভাকর-রথ ক্ষার-দগ্ধ যেন;
বরুণের দিব্য যান, ক্ষণমধ্যে খান খান,
কোটি খণ্ডে কার্ত্তিকের বিমান ভাঙ্গিল,
দেবরথি-কুল ভয়ে রণে ভঙ্গ দিল;

তখন দেবেন্দ্র ইন্দ্র সাপটি কার্ম্মুক
অগ্রসর হৈলা রণে, টঙ্কারি ভীষণ স্বনে,
দিব্য চাপে বসাইলা অস্ত্র খরশাণ,
টানিলা ধনুর ছিলা করিয়া সন্ধান—
ছুটিল বিদ্যুদ্‌গতি নিঃশব্দে অম্বরে
শোণিত মহাশর, পড়ে ধূমদণ্ড'পর,
কাঁপিতে কাঁপিতে খণ্ড তখনি নিমেষে,
হইল সে ধূমদণ্ড কাশতৃণবেশে।
উড়িল শলাকাকুল দণ্ডমুষ্টি ছাড়ি,
যাচ্ছাদি গগন-তনু, যেন পরমাণু-অণু,
অদৃশ্য হইলে শূন্যে কোটি পথে ছুটি ;—
রুদ্রপীড়-হাত হ'তে পড়ে দণ্ডমুঠি।
নিকটে আসিয়া ইন্দ্র প্রসন্নবদনে
ত সাধুবাদ দিয়া, বৃত্রসুতে বাখানিয়া,
কহিল "সুধন্বি, ধন্য শরশিক্ষা তব
দেখাইলে বীরবীর্য্য আজি অসম্ভব ;
এখন প্রস্থান কর রণস্থল ছাড়ি ;
গ্রাম না কর আর, মনোমত পুরস্কার,
পেয়েছ হে বৃত্রসুত লভ গে বিশ্রাম,
নহে দ্বন্দ্ব তব সনে না চাহি সংগ্রাম।"
কহিল দনুজনাথ-তনয় বাসবে—
হে ইন্দ্র মেঘবাহন, শুনিয়াছ মম পণ,
স্বর্গেতে থাকিতে দেব না ফিরিব রণে,
জীবিতে লঙ্ঘিয়া পণ ফিরিব কেমনে ?
বৃথা আকিঞ্চন ওই সুরেন্দ্র বাসব,
রেছি জীবনপণ, করিব তা উদ্‌যাপন,
আজি পুরাইব মম জীবনের আশা,
মরিতে যদ্যপি হয় মিটাব পিপাসা—
মিটাব পিপাসা যুদ্ধ করি তব সনে,
জি এ সমরক্ষেত্রে, দেখিব প্রফুল্ল-নেত্রে,
জ্যা-বিন্যাস তোমার কোদণ্ডে সুরেশ্বর,
ধর ধনু, যোধবাক্য রাখ ধনুর্দ্ধর।"
বুঝাইলা নানামত ইন্দ্র মহামতি
রে হইতে ক্ষান্ত, দৈত্যসুতে রণশ্রান্ত,
দ্বন্দ্বযুদ্ধে অসম বিপক্ষে সংঘাতিতে
সতত বিরাগ-ভাব দেবেন্দ্রের চিতে!
নারিলা বুঝাতে যদি, কহিলা তখন
য় রথে আরোহণ, শরবেগ সংবরণ
কর তবে পার যদি বেগ নিবারিতে।"
আজ্ঞা দিলা সারথিরে অস্ত্ররথ দিতে।

মাতলি অপূর্ব্ব যান যোগাইল ত্বরা—
বৃত্রসুত দ্রুতগতি, ক্ষণে আরোহিলা তথি,
বাছি বাছি প্রহরণ তুলিলা তাহায় ;
ছুটিল অমররথ অপূর্ব্ব প্রথায়।
বাজিল অদ্ভুত রণ দুই ধনুর্দ্ধরে ;
কে বর্ণিতে পারে তাহা, ভুবনে অতুল যাহা,
সুরেন্দ্র অমরপতি খ্যাত ত্রিভুবন—
মহাযোদ্ধা ধনুর্দ্ধর দনুজ-নন্দন।
কিবা কোদণ্ডের গতি—শিঞ্জিনীর ক্রীড়া
ফিরিছে বিমানদ্বয়, রণক্ষেত্রে সমুদয়
ক্ষণে দূরে—ক্ষণে কাছে—ঘেরি পরস্পরে,
সহসা সংঘাত যেন—আবার অন্তরে!
ফিরিছে বিপুলবেগে, না পরশে তবু
চূড়া-অঙ্গ কেহ কার, যেন রঙ্গে নৃত্যকার,
নর্ত্তকের সঙ্গে ফিরে প্রমোদ মন্দিরে—
না ঠেকে বাহুতে বাহু—শরীরে শরীরে।
কখন দৈত্য-বিমান পুষ্পকে লঙ্ঘিয়া
শূন্যে উঠি ক্ষণকাল, বিস্তারে বিশিখজাল,
সৌদামিনী খেলে যেন নির্ঝরে ভাঙ্গিয়া।
আবার ইন্দ্রের রথ নিকটে আসিয়া,
পবন বিদারি বেগে মহাশূন্যে ধায়,
দেখিয়া কপোতে দূরে, শূন্যে যেন ঘূরে ঘূরে,
দুই বাজপক্ষী ফিরে পক্ষ সাপটিয়া,
নখে খণ্ড খণ্ড দেহ, রুধিরে ভিজিয়া।
কখন বহু অন্তরে অচল সমান
দুই ব্যোমযান স্থির, ধনু ধরি দুই বীর,
খেলায় শর-তরঙ্গ দেখিতে অদ্ভুত।
নিঃশব্দে অনন্ত-দেহে অযুত অযুত
ঘুরয়ে মণ্ডলাকারে দুই শরশ্রেণী,
প্রান্ত-সীমা অনুমান, দূরস্থিত দুই যান,
তরঙ্গ আসিছে এক, ছোটে অন্য ঝারা—
দুই কেন্দ্র-মাঝে যেন বিদ্যুতের ধারা।
যুঝিল এ হেন রূপে সমর-নিপুণ
ধনুর্দ্ধর দুই জন, চমকিত ত্রিভুবন,
যতক্ষণ রুদ্রপীড়-অস্ত্র না ফুরায়—
নেহারে অসুর সুর অসাড়ের প্রায়।
যে মুহূর্ত্তে নিঃশেষ হইল তার তূণ,
তখনি ইন্দ্রের শরে, বীরেন্দ্র শতাঙ্গ'পরে
পড়িল সহস্র শরে জর্জ্জরিত তনু,
খসিল শীর্ষক শিরে, করতলে ধনুঃ ;

পড়িল ত্রিদিবতলে সারথি সহিত
শূন্য ছাড়ি ব্যোমযান, অচ্ছিদ্র নাহিক স্থান,
ত্রেতায় কর্ব্বুরপতি শরেতে অস্থির,
পড়িল গতায়ু যথা জটায়ু-শরীর।
উঠিল সমরক্ষেত্রে হাহাকার ধ্বনি।
আকুল দনুজদল, বক্ষঃ ভিজাইয়া জল
পড়িতে লাগিল স্রোতে, ভাসায়ে নয়ন;
নীরব অমরদল বিষণ্ণ-বদন।
উঠিল সে কোলাহল—ক্রন্দন-কল্লোল
কনক-সুমেরু-শিরে, নেত্রযুগে ধীরে ধীরে
শচীর শোকাশ্রুধারা বহিতে লাগিল,
সহসা বিবর্ণ-তনু—চপলা কাঁপিল।
জিজ্ঞাসিল ইন্দুবালা আতঙ্কে শিহরি,
"কে পড়িল রণস্থলে, কোন্ বামা-হৃদিতলে
আবার হৃদয়নাথ ঘাতিল আমার—
কার ভাগ্যে ভাঙ্গিল রে সুখের সংসার?"
চপলা অস্ফুট-স্বরে রুদ্রপীড় নাম
উচ্চারিল অকস্মাৎ হৃদে যেন বজ্রাঘাত,
না পশিতে সে বচন শ্রবণের মূলে—
পড়িল দানববধূ ইন্দ্রজায়া-কোলে!
শুকাইল ইন্দুবালা—নিদাঘের ফুল!
হায় রে সে রূপরাশি, যেন স্বপনের হাসি,
লুকাইল নিদ্রাকোলে—ফুটিবে না আর!
ছিন্ন যেন শচীকোলে লাবণ্যের হার!
"কেন রে, চপলা, হেন নিদারুণ হ'লি?
কেন সে দারুণ শ্বাস, ঘুচায়ে সুরভি বাস,
পরশিল এ কুসুমে?"—বলি হৃদে তুলি
ধরিলা ইন্দ্রের রামা সে স্নেহ-পুতলী!
এখানে সমরাঙ্গনে সুরেশ্বর-কাছে
যুড়িয়া যুগল কর, নয়নে শোকাশ্রু থর,
রুদ্রপীড়-সারথি কহিছে খেদস্বরে—
গহ্বরের মুখে যথা গিরি-ধারা ঝরে।

"পূরাও সদয় হয়ে হে অমরনাথ,
কুমার-বাসনা আজি, প্রভাতে সমরে সাজি,
আইলা যখন বীর কহিলা আমায়—
এক কথা, সারথি হে,'আদেশি তোমায়,
দেখিবে অন্তিমকাল যখন আমার,
দেখো যেন রণস্থলে মম দেহ শত্রুদলে
চরণে পরশি কেহ না করে হেলন—
রাক্ষস-পিশাচে যেন না করে ভক্ষণ।
এই অগ্নিচক্ররথ লভিনু যা রণে
হারাইয়ে হুতাশনে, দিও হে পিতৃচরণে,
দিও পদে এই মম অঙ্গ-আচ্ছাদন,
বলো—রুদ্রপীড় সাধ হয়েছে সাধন।'
সে রথ-উৎসব এবে, হে অমরনাথ,
আজ্ঞা দেহ বীরতনু, কবচ শীর্ষক ধনু,
লয়ে তাঁর পিতৃপদে সমর্পণ করি—
পূরাও বীরের সাধ, হে বীরকেশরি!"
বাসব ত্রিদশপতি সারথি-বচনে
কহিলা—"শুন রে সুত, দৈত্যসুর অদভুত
দেখাইলা রণে আজি সমর-কৌশল,
স্তব্ধ সুরাসুর তার হেরি ভুজবল।
এ হেন বীরের শব পবিত্র জগতে;
চিন্তা নাহি কর চিতে, আমি সে দিব বহিতে
এ বীরেন্দ্র-মৃতদেহ, নিজ পুষ্পরথ—
ইথে লয়ে পূর্ণ কর বীর-মনোরথ।"
সারথি সজলনেত্রে সুরেন্দ্র-আদেশে
সৈনিক সহায় করি, তুলিয়া পুষ্পকোপরি
রুদ্রপীড়-মৃততনু অস্ত্রাদি ভূষণ;
ইন্দ্রাদেশে শব সঙ্গে ফিরে দৈত্যগণ।
বাজিল সমরবাদ্য গম্ভীর নিনাদে;
রথ-পার্শ্বে সারি সারি, চলিল পতাকাধারী
পদাতি, মাতঙ্গ, অশ্ব পশ্চাতে চলিল—
ধীরে ধীরে অমরার দ্বারে প্রবেশিল।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

পুত্রে আশ্বাসিয়া বৃত্র, ফিরিয়া আলয়ে,
করিলা সমর-সজ্জা, রণক্ষেত্রে ত্বরা
প্রবেশিতে পুত্রের সহায়ে। আজ্ঞা দিলা
যোধবৃন্দে সমরে সাজিতে অচিরাৎ।

সহস্র কোদণ্ডধর শত যুদ্ধে যারা
যুঝি দেবরথি-সনে মথি সুরদল,
লভিলা বিপুল যশঃ অতুল উৎসাহে
সাজিতে লাগিলা দৈত্য আদেশে তখনি।

ফিরিলা সভামণ্ডপে বৃত্র মহাসুর।
মহাপাত্র সুমিত্রে চাহিয়া ধীরভাবে
কহিতে লাগিল বৃত্র, "কি কৌশল ধরি
যুঝিবে দানবগণ—রক্ষিবে নগরী?
কে রক্ষিবে পূর্ব্বদ্বার, কেবা সে দক্ষিণে
থাকিবে স্বদল সঙ্গে? কোন্ সেনাপতি
পশ্চিম তোরণ রক্ষা করিবে বিপদে?
কেবা সে উত্তর-দ্বারে প্রহরী নিয়ত?"
হেনকালে ঘোরতর ক্রন্দন-আরাব
উঠিল বিমানমার্গে; স্তব্ধ সে সভাজন
শুনি সে ক্রন্দনস্বর; সে নিনাদে
ইন্দ্রারি দনুজেশ্বর, চাহি অমাত্যেরে,
জিজ্ঞাসিলা "কোন্ বীর অবার পড়িলা
শরাঘাতে? কহ, হে সচিব, সহসা এ
কেন হাহাকার? কেন হেন কোলাহল
শুভক্ষণে, হে সুমিত্র, লভিলা জনম
দানবের কুলে পুত্র বীর রুদ্রপীড়!
ধন্য রণশিক্ষা তার—ধন্য বাহুবল!
সফল সাধন এত দিনে! ভুজ-বলে
সমূহ অমর-সৈন্য নিবারিলা একা;
জিনিলা সমরে বহ্নি দুর্নিবার দেব;
জিনিলা কুবের ভীম-বলী; বিমুখিলা
রুদ্রে একাদশ—রণে রৌদ্র তেজ যার;
ইন্দ্রের নন্দনে খেদাইলা ফেরু হেন।
নিঃশত্রু করিলা পুরী; প্রাচীর-বাহিরে
মথিছে সমরে এবে অমর-বাহিনী
দুরন্ত বিশিখজালে। স্বচক্ষে দেখিনু—
সে দুর্জ্জয় সাহস, সমর-নিপুণতা,
চারি মহারথী সঙ্গে যুঝিছে একাকী!
জানি, মন্ত্রি, জানি তার বীর্য্য-রণোল্লাস,
পারে সে যুঝিতে একা প্রচণ্ড ভাস্করে,
ভীমবলী প্রভঞ্জনে, কিংবা শক্তিধরে,
কিংবা মহাপাশধারী বারিকুলনাথে;
কিন্তু সুরপতি ইন্দ্রে, কি জানি উৎসাহে,
একাকী ভেটয়ে পাছে? মন্ত্রি হে, সত্বর
আজ্ঞা দেহ রথিবৃন্দে হইতে বাহির।"
হেনকালে রুদ্রপীড়-সারথি বহ্লিক
রাখিলা পুষ্পকরথ অঙ্গনের মাঝে!
নতমুখে সুপতাকি-বৃন্দ দাঁড়াইল;
মৃদুমন্দ রণ-বাদ্য বাজিল গম্ভীরে;
শিহরিল সভাসীন অসুরমণ্ডলী;
কাঁপিল বৃত্রের বক্ষঃস্থল ঘন বেগে;
বহ্লিক সজল-আঁখি রথ হ'তে নামি
কুমারের রণসজ্জা লয়ে ধীরে ধীরে
প্রবেশিল সভাতলে। হেঁটমুখে আসি
রাখিলা দনুজরাজ-চরণের তলে,
সুদিব্য কবচ, আভাময় সুমেখলা,
অসি—কোষ—নিসঙ্গ—কার্ম্মুক—চন্দ্রহাস
রাখিলা, হায়, ফেলি অশ্রুধারা, শীর্ষক
শোভিত সারসপুচ্ছগুচ্ছে মনোহর।
দৈত্যরাজে নমি, দাঁড়াইলা যোড়হস্তে;
কহিলা কাঁদিয়া—"প্রভু, কি আর কহিব?"
বৃত্রাসুর, পুত্রশোকে অধীর হৃদয়,
অশ্রুবিন্দু নেত্রকোণে সহসা ঝরিল,
কহিতে লাগিল সূতে—হায়, বায়ুস্বন
বনরাজি-মাঝে যথা—"হবে না বলিতে।
বার্ত্তা তোর, রে বাহ্লিক, জেনেছি সকলি,
দৈত্যকুলোজ্জ্বল রবি গেছে অস্তাচলে।"
দূরে নিক্ষেপিলা শূল এখন নিষ্ফল।
নীরবে বসিলা মহাসুর। ক্ষণ পরে
তুলিয়া লইয়া বক্ষে পুত্রতনুচ্ছদ;
চাপিয়া হৃদয়ে ধরি, পুত্রে পাইয়া যেন
আলিঙ্গন দিলা তায় করিয়া চুম্বন।
কবচ, শীর্ষক, নেত্রনীরে ভিজাইয়া।
উচ্ছ্বাসিল সভাস্থলে শোকের নিশ্বাস।
যথা মৃদু মৃদু স্বরে সাগর-হিল্লোল
উচ্ছ্বাসে বেলায় পড়ি, সিন্ধুগর্ভে যবে
ডোবে কোন নীরকন্যা, মৃদু-শ্বাসে তথা
উচ্ছ্বাসিল সভাজন রুদ্রপীড়-শোকে!
শোকাকুল বাহ্লিক তখন খেদস্বরে
কহিলা "হে দৈত্যরাজ, হে বীরমণ্ডলী,
হে মিত্র অমাত্যগণ, না দেখিলা, হায়,
কি বীরত্ব দেখাইলা অন্তিমে কুমার!
সূত আমি তাঁর, কত যুদ্ধে নিরখিনু
সে বীরের বীরদর্প—কিন্তু কভু হেন
অদ্ভুত অস্ত্রক্ষেপ চক্ষে না হেরিনু,
না শুনিনু এ শ্রবণে! বীরচূড়ামণি
মৃত্যুকালে দেখাইলা বীরত্বের শেষ।
সূত আমি কি বলিব, কি জানি বর্ণিতে,
সে কার্ম্মুক-ক্রীড়াভঙ্গী—সে ভুজচালন

বিজলী-তরঙ্গ-লীলা জিনি চমৎকার!
স্তব্ধ হেরি দেবকুল সুররথিগণ
সূর্য্য, বায়ু, বরুণ, পার্ব্বতীপুত্র বীর,
অস্থির আকুল বাণে নারিলা তিষ্ঠিতে,—
চারিজনে একেবারে যুঝিলা কুমার!
কি বলিব, দনুজেন্দ্র, চক্ষে না হেরিলা!
না শুনিলা সে বিস্ময়-প্লাবিত উল্লাস
সাধুবাদ ঘনধ্বনি কত শত বার
উঠিল সমরক্ষেত্রে কুমারে বাখানি।
বাসব আপনি—হায়, শরে যার বীর
গতজীব—বিস্মিত অদ্ভুত বীর্য্য হেরি,
দিলা নিজ পুষ্পরথ, ত্রিভুবনে খ্যাত,
বহিতে বীরেন্দ্র সজ্জা, অর্পিতে ও পদে।"
শুনিতে শুনিতে বৃত্র স্ফুরিত নাসিকা,
বিস্ফারিত বক্ষঃস্থল, দাপটে সাপটি
ভীষণ ভৈরব শূল, কহিলা উচ্চেতে
"সাজ রে দানববৃন্দ—সংহারের রণে।"
হেনকালে সেথা, শিশুহারা কেশরিণী
বন আন্দোলিয়া, ভ্রমে যথা গিরিমাঝে,
আইলা ঐন্দ্রিলা বামা—আলুলিত কেশ,
বিশৃঙ্খল বেশ-ভূষা, সুঘন নিশ্বাস
কম্পিত নাসিকারন্ধ্রে, অঙ্কিত কপোলে
শুষ্ক অশ্রু-জলধারা; কহিল দানবী
ঘোরস্বরে—উন্মত্তা করিণী যেন ভীমা—
"হে দৈত্যকুলপতি, দৈত্যকুল নির্ব্বংশ
জানিয়া এখনো স্থির আছে দগ্ধ হিয়া?
শোকে অবসন্ন তনু হতাশের প্রায়?
ধিক্ হে তোমারে, ব্যাধে না বধি এখন
নিরখিছ শূন্য নীড়, উচ্ছিন্ন অটবী
হের, দৈত্যপতি, হের তপ্ত অশ্রুজল
দহিছে এ গণ্ডতল! আরো উষ্ণতর
শোকদাহে দহে হৃদি। তুমি পিতা হয়ে
এখনো অসাড় দেহ—না সরে চরণ?
কি কব, হে দৈত্যনাথ, না শিখিলা কভু
সংগ্রামের প্রকরণ ঐন্দ্রিলা কামিনী।
নহিলে সে দেখাতাম কার সাধ্য হেন
ঐন্দ্রিলার পুত্রে বধি তিষ্ঠে ত্রিভুবনে!
জ্বালাতাম ঘোর শিখা, চিত্ত দহে যাহে,
সেই তস্করের চিত্তে—জায়া-চিত্তে তার
জ্বালা যে পুত্রশোক-চিতা ভয়ঙ্কর,
জানিত সে দানবীর প্রতিহিংসা কিবা।"
সহসা পড়িল দৃষ্টি দনুজবামার
রুদ্রপীড়-রণসাজে; হেরি পুত্র-সাজ
হৃদয়ে শোকের সিন্ধু বহিল আবার!
বহিল শোকাশ্রুধারা গণ্ড ভিজাইয়া!
"হা পুত্র! হা রুদ্রপীড়!" বলি উচ্চৈঃস্বরে
লইলা দনুজবামা যতনে তুলিয়া,
পুত্রের সমর-সজ্জা—দেখিলা শীর্ষকে
সেই মাঙ্গলিক অর্ঘ্য রয়েছে তেমতি!
জ্বলিল বিষম শোক সে অর্ঘ্য হেরিয়া;
কান্দিল মায়ের প্রাণ! হায় রে! পাষাণে
পশিল অনলদাহ যেন অকস্মাৎ!
উচ্চৈঃস্বরে কোলে করি পুত্র-রণসাজ,
"হা বীরেন্দ্র চূড়ামণি" বলিয়া উচ্ছ্বাসি,
কান্দিলা দারুণ নাদে ঐন্দ্রিলা দানবী।
"কে হরিল? কারে দিলে, অহে দৈত্যরাজ,
আমার অমূল্য নিধি—হৃদয়-রতন
আনি দেহ এই দণ্ডে তনয়ে আমার,
দৈত্যনাথ, আনি দেহ রুদ্রপীড়ে মম!
এমনি করিয়া বক্ষে ধরিব তাহায়,
এমনি করিয়া ভিজাইব অশ্রুনীরে
সেই চারু চন্দ্রানন! দৈত্যকুলমণি,
দেখিব হে একবার! জীবন-পীযূষে
জুড়াব তাপিত দেহ!—এ জগৎমাঝে
'মা' বলিতে ঐন্দ্রিলার কেবা আছে আর?
ধরাসনে নহ, বৎস, জননীর কোলে,
বলিব যখন তার মস্তক চুম্বিয়া,
নিদ্রা ত্যজি তখনি উঠিবে পুত্র মম—
দৈত্যপতি, এনে দাও সে ধন আমার।"
কহিলা দনুজপতি, "হে দৈত্যমহিষি,
জানি সে কঠোর বিধি করেছে নির্ম্মূল
বৃত্রের হৃদের আশা কুঠার-আঘাতে!
এ শোক-চিতার বহ্নি জ্বলিবে হৃদয়ে,
হা ঐন্দ্রিলে, যত দিন ভস্ম নহে দেহ!
কি হবে বিলাপে এবে? হা রে অভাগিনি,
বিলাপের বহুদিন পাইবে পশ্চাৎ,
আক্ষেপের এ নহে সময়। আগে ঘাতি
পুত্রঘাতী ইন্দ্রের হৃদয় এ ত্রিশূলে,
পরে বিলাপিব দোঁহে। হের যুদ্ধসাজে
সসজ্জ সুরথিবৃন্দ—সমর-প্রস্থানে

গমন-উন্মত্ত আমি, বিলাপি এখন
চিত্তের উৎসাহ-বেগ না হয়, মহিষি!"
দানবের তেজঃপূর্ণ বচনে ঐন্দ্রিলা
পাইলা স্বভাব পুনঃ ; অশ্রুধারা মুছি
কহিলা—"দনুজনাথ, প্রতিশ্রুত হও—
পুত্রঘাতি-পুত্রে বধি দিবে প্রতিশোধ—
তবে সে হৃদয়-জ্বালা ঘুচিবে কিঞ্চিৎ ;
তবে সে বুঝিব বীর শূলধারী তুমি!
তবে সে জগৎমাঝে এ মুখ আবার
দেখাব, দনুজ, কুলমহিলার কাছে।"
কহিলা দনুজেশ্বর উত্তরি বামায়—
"পূরাইব মনোবাঞ্ছা, মহিষি, তোমার—
এ শূল-আঘাতে পারি যদি পূরাইতে।"
"পারি যদি পূরাইতে ?—কি কহিলা হায়"
কহিলা-ভুজঙ্গশ্বাসে ঐন্দ্রিলা দানবী—
"হৃদয় শোণিত তব গেছে কি শুকায়ে ?
প্রতিহিংসা নাহি তায় ? নহ কি সে তুমি
সেই মহাসুর বৃত্র দেব-অন্তকারী ?
এখন(ও) তৃতীয় অংশ নহিল অতীত
ব্রহ্মার দিবসমানে, ভৈরব ত্রিশূল
এখন(ও) ধরেছ হস্তে তেমনি প্রতাপি,
'পারি যদি পূরাইতে,'—বলিলে,দৈত্যেশ ?"
বুঝাইলা বৃত্রাসুর সান্ত্বনিয়া তায়,
প্রতিজ্ঞা করিয়া পুনঃ মস্তক পরশি,
নাশিতে ইন্দ্রের সুতে।—স্থিরচিত্তে তবে
ধীরগতি ঐন্দ্রিলা ফিরিলা ইন্দ্রালয়ে।
তখন দনুজপতি সুমিত্রে সম্বোধি
কহিতে লাগিলা পুত্র-অন্ত্যেষ্টি যেরূপে
সমাধা হইবে অন্তে। হেন কালে সেথা
প্রবেশিল বীরভদ্র মহাকাল-দূত।
সম্ভ্রমে দনুজপতি প্রণতি করিয়া
সম্ভাষিলা শিবদূতে। কহিলা প্রথমে—
"বৃত্র, তব পুত্র-তনু সুমেরু-শিখরে
লইতে বাসনা মম। অন্ত্যেষ্টি-সংকার
সে বীরের করিবেন ইন্দ্রাণী আপনি।
ইন্দুবালা-তনু সঙ্গে অনন্ত-মিলনে
মিলায়ে সে বীরতনু সুমেরু-অঙ্গেতে
রাখিবেন সুরেশ্বরী ;—হে দনুজনাথ,
পতিশোকে পরাণ ত্যজেছে পতিপ্রাণা
ইন্দুবালা! দানবেন্দ্র, লুকাইছে, হায়,
সে সুষমা-রাশি আজি সুর-রমা-কোলে।
নিষেধ না কর, দৈত্যনাথ, পুত্রনাম
প্রতিষ্ঠিত করিতে ত্রিদিবে চিরদিন।"
নীরবিলা শিবদূত এতেক কহিয়া।
কহিলা দনুজনাথ—"শুকায়েছে, হায়,
সে চারু কোমল-লতা ইন্দুবালা মম ;
হের, মন্ত্রি, বিধাতার বিধি অদ্ভুত—
দৈত্যকুল-রবি সনে সে কুল-পঙ্কজ
ডুবিল হে এককালে! ছাড়িলা যখন
রুদ্রপীড় বৃত্রাসুরে, থাকে কি সে আর
দৈত্য-কুল-লক্ষ্মী তার ঘরে ? জানিলাম,
এত দিনে অসুরকুলের অবসান!
হা মাতঃ সুশীলে! তব অন্তিমকালেতে
চক্ষে না দেখিনু তোমা! সেবিলে মা কত
তনয়ার স্নেহে বৃত্রে—বৃত্র জীবমানে
মরিলে শত্রুর কোলে! মৃত্যুর সময়ে
না পাইলে স্ববান্ধবে স্বজনে দেখিতে!
হা বিধাতঃ, লীলা তব কে বুঝিতে পারে ?"
আক্ষেপি এরূপে বৃত্র নিশ্বাসি গভীর
কহিলা লইতে তনু মহেশের দূতে ;
বীরভদ্রে প্রণমিয়া করিলা বিদায়।
চাহি পরে মহাসুর সৈনিক-বৃন্দেরে
সাজিতে আদেশ দিলা—আদেশিলা শূর
সাজিতে দনুজকুলে। কি বৃদ্ধ তরুণ
চলিল দনুজবীর যে যার আলয়ে,
ঘোষিল অমরামাঝে সূর্য্যোদয়ে রণ!
হায় রে সে নিশি যেন গাঢ়তর বেশে
দেখা দিলা অমরায়! প্রতি গৃহে পথে
মৃদুল করুণ-স্বর! আলয়ে আলয়ে
গৃহীর হৃদয়োচ্ছ্বাস মধুর গভীর।
পিতাপুত্রে, মাতাসুতে, ভগিনী-ভ্রাতায়,
কত ধীর আলাপন, মধুর সম্ভাষ,
বিনয়, করুণা, স্নেহ, মমতা-পূরিত।
বনিতার সুললিত কতই বিলাপ!
পতির আশ্বাস প্রেমময় মোহকর!
কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্রে সাজাইছে মাতা
চুম্বি কতবার স্নেহে পুত্রের ললাট!
মুছি নেত্রনীর বীর অলীক আশ্বাসি
বুঝাইছে কত তায়! জননীর প্রাণ
ভুলে কি ছলনে, হায়! আরো গাঢ়তর

অন্তরে ছুটিছে বেগ পরাণে আঘাতি
কত শত বার খুলি তনুত্র কঠিন
তনয়ে ধরিছে বুকে ! কোন বা আলয়ে
সোদরের পরিচ্ছদ বাঁধিতে বাঁধিতে,
ভগিনী কাঁদিছে শোকাকুল অর্দ্ধভগ্ন,
অস্ফুট নিশ্বাস, নীরধারা দর দর
নয়ন-যুগলে। পতি-আজ্ঞা শিরে ধরি,
কোন বা রমণী বান্ধে পতি-কটিবন্ধ !
কোন বা রমণী ধীরে তুলি শিশু-কর,
কাঁদিতে কাঁদিতে জড়াইছে পতিকণ্ঠ
সে কোমল করে ! হায় ! কেহ বা ধরিছে
পতির অধরদেশে শিশুর অধর !
সুমধুর হাসি মুখে খলিছে বালক
কিরীটের গুচ্ছ তুলি—আনন্দে দুলায়ে !
অশ্রুতে মিশায়ে হাসি হেরিছে রমণী,
সজল নয়ন মরি এবে অবিচল !
চাহে কোন সীমন্তিনী স্বামীর বদনে,
করে তুলি খড়্গ-কোষ কোন বা বালক,
পিতার কবচ অঙ্গে, হাসিতে হাসিতে
আসিছে জননী-কাছে—কাঁদিছে জননী।
পুত্রে সাজাইছে পিতা, পিতার পৃষ্ঠেতে
কৌতূহলে পূর্ণ তূণ বান্ধিছে তনয় !
বুঝাইছে বধূকুলে বৃদ্ধা পুররমা !
মায়ে সান্ত্বনিছে সুতা, জননী কন্যায় !

শুকাইছে কত ফুল্ল প্রফুল্ল আনন,
গত নিশি প্রস্ফুটিত অরবিন্দ সম,
ছিল প্রস্ফুটিত যাহা ! হায়, কত আঁখি
দুঃখেতে মুদিছে আজি ! গত বিভাবরী
যে বদন দেখিবারে হৃদয় উৎসুক,
আজি নিশি নাহি চাহে নিরখিতে তায় !
যে হৃদয়-পরশনে শীতল পরাণে
সিঞ্চিত পীযূষ-ধারা, তপ্ত তাহা আজি—
পরশনে দগ্ধ হৃদিতল ! শ্রুতিমূলে
যে বচন কালি সুমধুর, আজি তাহে
বিন্ধিছে কণ্টক ! কত স্নেহ আশা আহা,
কত চিন্তা, ভয়, প্রতি দানবের ঘরে
একত্র তরঙ্গ তুলি ফিরিছে সে নিশি।
না হয় বর্ণন, হায়, সে হৃদি-প্লাবন !
পুড়িছে সবার বুক, কোলে করি কেহ
হেরিছে শিশুর মুখ—চুম্বনে বিহ্বল !
কেহ প্রিয়তমা-অশ্রু মুছিছে যতনে
হৃদয়ে চাপিয়া সুখে ! কেহ বা কাঁদিছে !
ভ্রাতায় ভ্রাতায়, আহা, সে কাল-নিশাতে
বিদায় কতই মত ! সখায় সখায়
শেষ প্রণয়ের দেখা কতই স্নেহেতে !
আলিঙ্গন পিতা-পুত্রে—জননী-আশীষ
সে তামসী অমরায় নিরখিলা কত !

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

অমরায় বিভাবরী হইল প্রভাত ;
খড়্গ, চর্ম্ম, বর্ম্ম, তূণ তরল কিরণে
প্রদীপ্ত হইল দশ দিকে। সিন্ধু যেন
সে ঘোর সমরভূমি—অকূল—গভীর !
দেব-দৈত্য-চমূদল উর্ম্মিকুলপ্রায়
ভাসিছে কিরণ মাখি সে রণ-সাগরে !
সে কিরণে প্রভাতিল ভীম শোভাময়
অপূর্ব্ব অমর-ব্যূহ বাসব-রচিত।
বহু দেশে যুড়িয়াছে বাহিনী-বিন্যাস,—
অস্তাচল, হেমকূট, তাম্রকূটগিরি,

পর্ব্বত-পারদ-গর্ভ প্রবালভূধর,
মনঃশিলা শৈলকুল আদি আচ্ছাদিয়া।
মণ্ডল-ভিতরে সৈন্য-মণ্ডল স্থাপিত—
অপূর্ব্ব শ্রবণাকৃতি। মধ্যস্থলে তার
যক্ষপতি আদি সুররথী—শরাহত
দেবগণ ; চৌদিকে স্তবকে সুরসেনা,
রক্ষিত সেনানীবৃন্দ রণে সুনিপুণ।
ব্যূহ নিরখিয়া ইন্দ্র অরুণ-উদয়ে
দেব-সেনাপতিগণে করিলা আহ্বান
আপনার পটগৃহে। বাসব-আদেশে

আ(ই)লা জলকুলপতি বরুণ সুধীর ;
বৃত্রসুতবাণে বিদ্ধ বাম-উরুদেশ,
পাশে রাখি দেহভার ধ্বজের গতিতে
আইলা ইন্দ্রের পার্শ্বে। সূর্য্য মহাবলা
তীক্ষ্ণ শরে দগ্ধতনু, আইলা সত্বর
ইন্দ্র-পটগৃহে বিদ্ধ বাম-ভুজ ধরি।
আইলা সে অগ্নিদেব অগ্নির দহনে ;
আ(ই)লা দেব প্রভঞ্জন চঞ্চল-গতিতে ;
আ(ই)লা দণ্ডধর যম করাল-মূরতি ;
জয়ন্ত বাসব-পুত্র দেব ষড়ানন।
যথাস্থানে যে যাহার কৈল অধিষ্ঠান।
সুরপতি চাহি সূর্য্যে, অনলে, বরুণে
কহিলেন "হে অমর-মহারথিগণ,
চিত্ত মম আকুলিত হেরি তোমা সবে
হেন শরদগ্ধ-তনু—না জানি এরূপে
দুর্গতি করিলা দেবে বৃত্রের তনয়।"
জিজ্ঞাসিলা "কোথা এবে যক্ষ ধনপতি ;
না আইলা কেন দুই অশ্বিনীকুমার ;
কোথা একাদশ রুদ্র অন্য বীর আর?"
উত্তরিলা বারীশ বরুণ পুরন্দরে,
"আমা সবা হ'তে শরদগ্ধ গুরুতর
সে সকলে। হে সুরেন্দ্র, গতিশক্তিহীন
কোন দেব, মূর্চ্ছাগত কেহ বৃত্রসুত-
শরাঘাতে।" শুনি ইন্দ্র আক্ষেপিলা কত!
কহিলা অমরপতি—"হে সেনানীগণ,
হত এবে সে অসুর ভীম ধনুর্দ্ধর!
কিন্তু দুষ্ট বৃত্রাসুর জীবিত এখন(ও) ;
দৈত্যপতি সমরে দুর্ব্বার! যার রণে
অমরা-বঞ্চিত দেবগণ! সে দুরাত্মা
সংগ্রামে পশিবে অচিরাৎ ; কি উপায়ে
নিবারিবে তায় এ সময়ে? কহ শুনি।
দধীচির অস্থিবলে, পিনাকী-আদেশে,
পেয়েছি অব্যর্থ অস্ত্র—বজ্র প্রহরণ ;
কিন্তু সে অসুর ইথে নহিবে নিপাত
না হইলে ব্রহ্মদিবা শেষ! কি উপায়ে,
কহ, দৈত্য দুরন্ত সমরে নিবারিবে ?"
বলি কোষ হ'তে খুলি ধরিলা দম্ভোলি
দৃঢ়করে পুরন্দর। ধক্ ধক্ জ্বালা
জ্বলিতে লাগিল অস্ত্র করি দীপ্তিময়
সে দেব-পটমণ্ডপ—অনন্ত শিবির ;
উত্তাপে অস্থির দেবকুল, দেখি ইন্দ্র
ভীম বজ্র রাখিলা আবার বজ্রাধারে।
ভীষণ দম্ভোলি-তেজ হেরি বৈশ্বানর,
আহ্লাদে অধীরে, অঙ্গে স্ফুলিঙ্গ ছুটিল,
কহিল অসহ্য কণ্ঠবেদনা উপেক্ষি,
"অমরেন্দ্র! শুন কহি মম অভিলাষ,
তিলার্দ্ধ নিমেষ আর বিলম্ব না কর,
অসুরে সংহার বজ্রে ; অদৃষ্ট-লিখন
কে বলে খণ্ডিত নয়? সুযোগে সকলি
শুভফল। না থাকিলে এ বেদনা মম,
এখনি, সুরেশ, বধিতাম বৃত্রাসুরে
এ অস্ত্র-আঘাতে।" শান্ত কৈলা সুরপতি
উগ্র হুতাশনে বুঝাইয়া নানামত।
তখন ভাস্কর—গ্রহকুলপতি দেব
তীব্রতর স্বরে উচ্চে নিনাদি কহিলা,
"হে সুরেন্দ্র, ভয় যদি দম্ভোলি-নিক্ষেপে,
দেহ তবে মম করে, দেখিবে এখনি
খণ্ড-মুণ্ড হয় কি না দুরন্ত অসুর?
প্রচণ্ড সূর্য্যের তেজে বজ্রের সহায়ে
লুটিবে অসুর-মুণ্ড—বিস্তীর্ণ শ্মশানে
শূন্য-কুম্ভ ঝড়ে যথা! না জানি, সুরেশ,
কি হেতু অসাধ তব হেন রিপু-নাশে
আপনি অক্ষত দেহ! জরজর-তনু
দেবকুল অস্ত্রাঘাতে! কি জানিবে কহ,
ছিলে লুকাইয়া দূর-কুমেরু-গহ্বরে!"
সূর্য্যের বচনে ক্রুদ্ধ জলদলপতি
কহিলা "হা ধিক্, ধিক্ দেব দিবাকর,
দেবেন্দ্রে এ ভাষা? সর্ব্বত্যাগী সুরপতি
দেবতার হিতে, লজ্জা ঘৃণা পরিহরি
বিশ্বদ্বারে ভ্রমিলেন ভিক্ষুকের বেশে!
তাঁরে এ পরুষ বাক্য? হে ধ্বান্তবিনাশী,
অন্ধ কি হইলা ক্লেশে? কহ সে কাহার
নহে শরদগ্ধ দেহ? একাকী সমরে
যুঝিলা কি দৈত্যসুতে? কি সাহসে হেন
অহঙ্কার, হে সবিতঃ—ভীরু অপবাদ
দিলা ইন্দ্রে এ সুরমণ্ডলে? লজ্জাহীন
ভীরু যে আপনি, অন্যে ভাবে সে তেমনি।"
এত কহি নীরবিলা সিন্ধুকুলপতি!
সুরেন্দ্র তখন শান্ত করি বারিনাথে,
কহিলা সুধীরভাবে গম্ভীর বচন—

"হে সূর্য্য, অসুর-নাশে অসাধ আমার—
দেব-দুঃখে নহি দুঃখী—নহি হে ব্যথিত
শরব্যথা বিহনে শরীরে? অকারণ
অরাতি নাশিতে করি হেলা?—হে দিনেশ,
সহস্রাংশু, ঘুচাও সে চিত্ত-ভ্রম তব,
নহ এ সংহার-অস্ত্র, বিনাশ অসুরে!"
এত কহি সূর্য্য-অগ্রে রাখিলা দম্ভোলি।
আগ্রহে ভাস্কর হেরি সে ভীম আয়ুধ
তুলিতে করিলা যত্ন দুই ভুজে ধরি;
প্রকাশিলা যত শক্তি ভুজদণ্ডে তার;
তুলিতে নারিল বজ্র—লজ্জানত-মুখে
দাঁড়াইলা দূরে গিয়া দেব-অন্তরালে।
হাসিলা অমরবৃন্দ উচ্চ অট্টহাসে
হেরি সূর্য্য-পরাভব ব্যঙ্গস্বরে কত
বিদ্রূপিলা কত জন কূট তিরস্কারে।
তখন বাসব শীঘ্র পীযূষ-তুলনা
বচনে শীতল করি চিত্ত সবাকার;
নিবারিলা সর্ব্বজনে—"হে দেবমণ্ডলী,"
কহিলা বিশদস্বরে—"গৃহ-বিসংবাদ
সদা অনর্থের হেতু ত্রিজগতীমাঝে;
বিপদের কালে মনোমিলন(ই) সম্পদ্!
কে না পারে সখ্যভাবে সম্পদ ভুঞ্জিতে?
দেবতার কত হীন মানবের জাতি,
তাদের (ও) সম্প্রীতি কত সোদরে সোদরে,
কতই সখ্যতা স্নেহ আত্মীয়-স্বজনে
সৌভাগ্য সে যত দিন! সৌভাগ্য ফুরালে
সুখের সংসার ছার—শার্দ্দূল-কলহ
আত্মীয়-কলহে গৃহে! ভ্রাতৃত্ব উচ্ছেদ!
সে প্রবাদ দেবকুলে করিতে প্রবল
চাহ কি অমরগণ? আত্ম-বিবরণ
বিপদে এতই দেবে, ওহে ত্রিদিবেশ।"
এতেক বলি। ইন্দ্র আবার নীরব,
ভাবিতে লাগিলা চিত্তে কিরূপে অসুরে
ভেটিবে সমরে পশি। পার্ব্বতীনন্দন
কার্ত্তিকেয় সেনাপতি, সমর-কুশল
কহিলা যুদ্ধের প্রথা ব্যূহমধ্যে থাকি,
রক্ষিতে স্বপক্ষবল; বরুণ বিচারি
রণে ক্ষান্তি ক্ষণকাল দিলা উপদেশ;
অন্য দেবগণ মত দিলা যে যাহার।
ভাবিত অমর-পতি অমর-শিবিরে,
হেনকালে মহাশূন্যে বিদারি বেগেতে
আ(ই)লা শিব-পারিষদ ভীম মহাকাল;
সুধিলা বাসব শিবদূতে শিবশিবা-
বারতা, কৈলাস-সুসংবাদ; শিবদ্বারী
নন্দী ইন্দ্রে বন্দিয়া তখন কহিলা "হে—
অমরেন্দ্র, উমেশগেহিনী পাঠাইলা,
শচী-দুঃখ হরিতে সতত 'চন্তা তাঁর;
পাঠাইলা, হে বাসব, জানাতে তোমায়
বৃত্রের খণ্ডিল ভাগ্য—অকালে অসুর
পড়িবে দম্ভোলি-ঘাতে! হে শচীবল্লভ,
বিলম্ব না কর আর, বজ্রে বিদারিয়া
বক্ষঃ চূর্ণ কর তার; ভৈরব আপনি
কুপিত ঐন্দ্রিলা-দম্ভে কৈলা এ বিধান।"
এত বলি শিবদূত ফিরিলা কৈলাসে
ধূমকেতু বেগে গতি, উজলি অম্বর।
মহানন্দে কোলাহল দেববৃন্দ-মাঝে।
ক্ষণকালে ত্রিভুবনে ঘোষিল সংবাদ—
ইন্দ্রবৃত্রাসুরে রণ বৃত্রের সংহার,
বজ্রাঘাতে বিহ্বলিত কৌতুক হরষে,
চতুর্দ্দশ লোকবাসী সিন্ধু-ব্যোমচর,
ছুটিল বিমানমার্গে। আইল যক্ষকুল;
বিদ্যাধর, অপ্সর, কিন্নরবর্গ যত;
আইল কর্ব্বুরগণ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ,
আইল সিদ্ধ, নাগকুল, প্রেত, পিতৃগণ,
দেবর্ষি, মহর্ষি, যতি, শুচি-আত্মা যত;
আইল ব্রহ্মাণ্ডবাসী প্রাণী শূন্যদেশে।
আকাশের দূরপ্রান্তে, শূন্যযানে চাপি
রহিলা সকলে ব্যগ্র। সে রণ দেখিতে
খুলিল ব্রহ্মাণ্ডদ্বার অম্বর সাজায়ে;
নানা বর্ণ হেম, মণি, প্রবাল, অয়স,
রচিত বিচিত্র কত গবাক্ষ, তোরণ,
কত দিব্য বাতায়ন খুলে চন্দ্রলোকে,
ছড়ায়ে বিমানপথে চন্দ্রলোক-শোভা!
সূর্য্যলোকে কত কোটি বাতায়ন, আহা,
খুলিল অতুলমূর্ত্তি লোমহর্ষকর
অদ্ভুত সৌন্দর্য্য-রশ্মি প্রকাশি গগনে!
প্রতি গ্রহে এইরূপে নক্ষত্রে নক্ষত্রে
খুলিল কতই দ্বার গবাক্ষ তোরণ
বিপুল অনন্ত কোলে অনন্ত শোভায়,
প্রতি বাতায়ন-পথে, গবাক্ষের দ্বারে,

প্রাণিবৃন্দ অগণন : শূন্য যেন আজি
প্রাণিময়,—পরিপূর্ণ জীবন-প্রবাহে !
সে শোভা হেরিতে রমা শ্রীপতি সহিত
খুলিলা বৈকুণ্ঠদ্বার। খুলে ব্রহ্মলোক
অতুল তোরণ, আজি ব্রহ্মলোকবাসী !
খুলে দ্বার মহাকাল কৈলাস ভুবনে !
অতুল সুরভি গন্ধে পূরিল জগৎ !
বিহ্বলিত চৌদ্দলোক প্রাণীর মণ্ডল
সে সৌরভঘ্রাণ লভি ! আকুলিত প্রাণ
দেখিতে লাগিল শূন্যে বৈকুণ্ঠ-ভুবন,
অতুল ব্রহ্মার পুরী, বিশাল কৈলাস,
মোহে অচেতন যেন ভুলি ক্ষণকাল
ইন্দ্র, বৃত্রাসুর, স্বর্গ, সমরপ্রাঙ্গণ !
হেথা ইন্দ্র ব্যূহমাঝে প্রবেশি তখন
নিরখিলা—একে একে দেবরথিগণে
সমরে আহত যত, কিংবা সে মূর্চ্ছিত !
ধনেশ্বর কুবের, অশ্বিনীসুতদ্বয়ে,
সান্ত্বনিলা মিষ্টস্বরে। রুদ্র একাদশে
স্নিগ্ধ করি, স্নিগ্ধ করি অন্যদেবে যত
আহত সমরক্ষেত্রে, ফিরিলা বাসব
করি ব্যূহ প্রদক্ষিণ ! আসি বহির্দেশে
আজ্ঞা দিলা মাতলিরে আনিতে পুষ্পক,
আজ্ঞা দিলা নিজ নিজ রথ সাজাইতে,
অন্য যত সুররথী শিবির যুড়িয়া
সাগর-কল্লোলধ্বনি উঠিল আরাবে।
সাজাইলা অরুণ সূর্য্যের সুবিমান
একচক্র রথবর অদ্ভুত দেখিতে !
গতি মনোহর অতি, প্রদীপ্ত চূড়াতে
সপ্ত স্বর্ণকুম্ভ-শোভা। নিয়োজিলা তায়
সপ্ত শ্বেত তুরঙ্গম বঙ্কিম বিশাল,
জিনি দুগ্ধফেনরাশি শুভ্র তনুরুহ,
ক্ষণে পারে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতে ! বৈনতেয়
উঠি শীঘ্র বসিলা স্যন্দনে। ভীমাদেশে
অনল-সারথি রথ সাজাইলা দ্রুত ;
সুলোহিত বিমান প্রচণ্ড শিখাময়,
রক্তবর্ণ দুই অশ্ব, নাসারন্ধ্রে, শ্বাসে
প্রশ্বাসে ছুটিছে ধূম ! আনি যোগাইলা
কৃষ্ণবর্ণ হয় কৃষ্ণবর্ণ শমন-স্যন্দন
কৃতান্ত-সারথি ভীম ! শঙ্খবিরচিত
শঙ্খচক্র শতাঙ্গ সুন্দর বরুণের,
বেগে যার রসাতল সদা বেগময়,
উত্তাল তরঙ্গপূর্ণ সিন্ধুর শরীর,
যবে বারিনাথ রঙ্গে, বারিধি-বিহারে,
ভ্রমেন বারুণী-সঙ্গে—সাজাইলা সূত।
কুমার-সারথি দ্রুতগতি সাজাইলা
শতচূড় শিখিধ্বজ স্কন্দের বিমান ;
কুরঙ্গ-বাহন বায়ু-বিমান সাজিল ;
সাজিল শতাঙ্গ অন্য যত অমরের !
হেনকালে মাতলি সারথি কৃতাঞ্জলি
নিবেদিলা পুরন্দরে "পুষ্পকবিমান
আসিল অসুর-পুত্র-শর তব দেশে,
কি বাহনে সুররাজ পশিবেন রণে ?"
চিন্তি ক্ষণে দেবেন্দ্র কহিলা আনিবারে
উচ্চৈঃশ্রবা মহা অশ্ব—অশ্বকুলপতি।
মাতলি ঘোটক আনি দিলা ইন্দ্রপাশে।
হেরিয়া বাসবে, উচ্চৈঃশ্রবা ঘন ঘন
ছাড়িল নাসিকাধ্বনি, দুলাইয়া সুখে
ফুলাইলা গ্রীবাদেশে কেশর সুন্দর—
ঘন হ্রেষাধ্বনি ঘ্রাণে, ঘন ক্ষুরাঘাতে
খুঁড়িতে লাগিলা মনঃশিলা স্বর্গতলে,
তরল পারদ জিনি চঞ্চল অধীর !
অভ্র জিনি তনুশোভা শুভ্র সুচিকণ,
ক্ষীরোদসমুদ্রজাত ঘোটক অদ্ভুত !
সাজাইলা আপনি সে অশ্বে সুররাজ ;
সুদিব্য আসন পৃষ্ঠে, রশ্মি তেজোময়
গলদেশে শোভিতে লাগিল— সৌদামিনী
বেড়িল যেমন গ্রীবাদেশ ! মহা হর্ষে
শচীনাথ ধরিয়া দম্ভোলি আরোহণে
করিলা উদ্যোগ। হেনকালে শূন্যপথে
সুমেরু হইতে দ্রুত নামিল পুষ্পক ;
চপলা সুন্দরী বসি তায়, তড়িল্লতা
হাস্যচ্ছটা মুখে ! হেরি ইন্দ্র দ্রুতগতি
নামিলা চপলা, নিবেদিলা শচীনাথে
শচীর কুশলবার্ত্তা, কহিলা যেরূপে
পাইলা পুষ্পকরথ হেমাদ্রি-শিখরে ;
ইন্দুবালা-বারতা সংক্ষেপে বিবরিয়া
দাঁড়াইলা নম্রমুখে। চপলারে হেরি
সুধাইলা যতনে কতই সংবাদ
সুরনাথ বার বার ; কত চিত্তসুখে
শুনিতে লাগিলা যত কহিলা চপলা।

সহর্ষ উৎসুক মনে আশীষি তখন,
কহিলা পৌলোমীনাথ, "হে চারুরঙ্গিণি,
চির-সহচরি ইন্দ্রাণীর, কহিও সে
স্বর্গসুখ-সুখিনীরে, স্বর্গরাজ্য তাঁর
উদ্ধারি আবার শীঘ্র অর্পিব তাঁহারে,
চিরতৃষ্ণা মিটাব চিত্তের। ফির এবে,
সুহাসিনি, সুমেরু-শিখরে নিরাপদে।"
এত কহি শচীনাথ চপলার পানে
চাহিলা প্রফুল্লমতি; হেরিলা রঙ্গিণী
দেখিছে নিশ্চল আঁখি বজ্রকলেবর,
দৃষ্টিপথে চিত্তহারা যেন! ইন্দ্রে হেরি
সলজ্জ-বদনে বামা মুদিল নয়ন;
রাঙ্গিল সুগণ্ডতল, কাঁপিল অধর।
বিস্ময়ে সুরেন্দ্র এবে দেখিলা এ দিকে
ভীমরূপ ত্যজি বজ্র দিব্য তেজোময়
ধরিছে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি বিধি-হরি-হর-
তেজে নিত্য সচেতন; হেরিছে সঘনে
স্থিরসৌদামিনী-শোভা অস্থির-নয়নে।
হাসিয়া বাসব, আজ্ঞা দিল মাতলিরে
আনিতে কুসুমদাম, কহিলা, "চপলে,
পুরাব বাসনা তোর—লাবণ্যে মিশাব,
আজি সুররণভূমে, ত্রিলোক-সাক্ষাতে,
তেজঃকুলেশ্বর বজ্রে, বিবাহ-উৎসব
হবে পরে।" মাতলি আনিয়া পুষ্পমালা
দিলা সুখে ইন্দ্র-করে, আনন্দে বাসব
অর্পিলা চপলা বজ্রে স কুসুমদাম!
স্বয়ংবরা হইলা চপলা মনসুখে,
বরিলা লাবণ্যরাণী তেজঃকুলরাজে,
অমর-সমরক্ষেত্রে—বৃত্রবধ-দিনে!
বাজিল সমরভেরী তূরী শঙ্খ কত;
উঠিল আনন্দধ্বনি ঘন ঘনোচ্ছ্বাসে
পূরিয়া সমরক্ষেত্র—অনন্ত যুড়িয়া
অবিশ্রান্ত পুষ্পধারা হৈল বরিষণ।
কোলাহলে পূর্ণ দশদিক্: দ্রুতগতি
ইন্দ্রপদে নমিলা চপলা, হাসি দেব
দিলেন বিদায়। ভীম অস্ত্রমূর্ত্তি পুনঃ
ধরিলা দম্ভোলি শক্রদম্ভ-সংহারক;
রচিয়াছে মহাব্যূহ বৃত্র মহাসুর
দিগন্ত অর্দ্ধেক যুড়ি উদয়-অচল,
পিঙ্গল, ত্রিকূটনাগ, গোত্র ধরাধর,
লোকালোক, ক্ষ্মাভৃৎ, অচল মাল্যবৎ
ভূধর, রজতকূট, হিমাঙ্গশিখর,
ছেয়েছে দানবসৈন্য। রচিয়াছে ব্যূহ
একাদশ মণ্ডলীতে বাহিনী সাজায়ে,
বিন্যাসিয়ে রথ অশ্ব গজ পদাতিক।
পক্ষীন্দ্র গরুড় যেন বিস্তারিয়ে পাখা
বসেছে নগেন্দ্রশিরে—দেখিতে তেমতি
দৈত্যচমূর গঠন। মধ্যে নিজবল,
বৃত্র ঐরাবতপরে, ঘেরিয়া তাহায়
পরাক্রান্ত দৈত্যসেনা; সৈনিক সুরথী
পর্ব্বতের শ্রেণী যেন নগেন্দ্রে বেষ্টিয়া।
হেনকালে দুই দলে বাজিল দুন্দুভি,
নাচিল বীরের হিয়া লহরে লহরে
সাগর-তরঙ্গ তুল্য বিপুল বিশাল
দুলিয়া ভাঙ্গিয়া পুনঃ মিলিয়া আবার
চলিল দনুজদল সেনানী-চালনে।
দৈত্যধ্বজা উড়িছে গগনে মেঘাকারে
ঝক ঝক কিরণ চমকে অম্বরে,
রথধ্বজ ঝলসে সূক্ষ্মে ধনুস্থলে,—
ঝকিছে কিরণোচ্ছ্বাসে দিগন্ত ব্যাপিয়া!
সেজেছেন মহাদেব দৈত্যকুলপতি
বৃত্রাসুর—বান্ধি কটি কটিবন্ধে দৃঢ়,
দুই খণ্ড গণ্ডারের দৃঢ় চর্ম্মপেটী
দুই উপবীতাকারে বান্ধিয়াছে ঘেরি
বক্ষোদেশ। বামকরে ধরেছে ফলক
সূর্য্যের মণ্ডলবৎ—প্রচণ্ড, বৃহৎ;
দক্ষিণে ভৈরবদন্ত শূল বিভীষণ;
ঐরাবত করিপৃষ্ঠে বসেছে অসুর
শৈল-পৃষ্ঠে শৈল যেন। করিকুলরাজ
গত রণে জিনি যায় লভিলা দানব,
চলিলা বৃংহিত করি—চলিলা পশ্চাতে
দনুজ-বাহিনী যেন তরঙ্গের মালা।
ছুটিল ইন্দ্রের রথ গগন আন্দোলি,
কভু শূন্যে, কভু নিম্নে, কভু পার্শ্বদেশে
বিজলীর বেগে গতি ছিন্নভিন্ন করি
দৈত্য-অনীকিনী পার্ষ্ণি, কক্ষ, বক্ষোদেশ,
ঘনদল, অম্বর, বিদীর্ণ চক্রাঘাতে
ইরম্মদে রথচক্রে জ্বলিতে লাগিল
তড়িদ্দাম;—জ্বলিল সহস্র অক্ষি তেজে
শরজাল ভয়ঙ্কর শূন্যে বরষিল,

মুষলের ধারে যেন বরিষার ধারা
অপূর্ব্ব শিঞ্জিনী-ভঙ্গ! মুহূর্ত্ত ভিতরে
দিগন্ত ব্যাপিয়া শর—সর্ব্বজনপরে
সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বদিকে রণস্থল ঢাকি
পড়িতে লাগিল প্রহরণে অশ্ব হস্তী
অসংখ্য পদাতি—মহাঝড়ে তরু যেন
কিংবা বজ্রাঘাতে যথা শৈলকুলচূড়া,
ব্যূহ ভেদি প্রবেশিল সুরেশ-স্যন্দন,
ভ্রমিতে লাগিল বেগে দাবাগ্নি যেমন
ভ্রমে বেগে ভীম রঙ্গে বন দগ্ধ করি;
কিংবা যথা উর্ম্মিকুল, সিন্ধু উথলিয়ে
ধায় রঙ্গে বেলাকূলে উপল বিছায়ে।
ছিন্ন হৈল দুই পক্ষ সুরেশের শরে
ব্যূহ-কলেবর ছাড়ি—যেথা বৃত্রাসুর
বেষ্টিত দানব বীরদলে। রক্তস্রোত
প্রবাহিত বিপুল তরঙ্গে চারিদিকে।
দেখি দৈত্য মহাভয়ে দম্ভে চালাইয়া
মহাহস্তী ঐরাবত, ছাড়িল মাতঙ্গ
কোটি শঙ্খনাদ শুণ্ডে গর্জ্জিল তখন
ভীম-শব্দে দৈত্যনাগ, গর্জ্জিল যেমন
অম্বরে জলদদল, কহিলা হুঙ্কারি—
"রে পাষণ্ড, এ প্রচণ্ড ভুজতেজ আগে
না নিবারি, বধিছ দনুজ পদাতিক?
তস্করের প্রায় বৃত্রে এড়ায়ে সমরে
ভ্রমিছ রে রণভূমে ভীরু হীনমতি!
তুল্যজনে সংগ্রামে না ভেটি, হস্তী, হয়
বধিছ নির্লজ্জ-প্রাণ! ধিক্ হে বাসব!
কি হেতু আইলে রণে তব (ই) যদি এত
অসুরের ভুজবলে? সে ভুজ-প্রতাপ
হের পুনঃ!" কহি শূন্যে তুলিলা অসুর
মহাকাল শূল ভয়ঙ্কর। না উত্তরি
সুরনাথ কোদণ্ড ধরিলা ভীমতেজে,
লক্ষ্য করি ঐরাবতে নিমেষ-ভিতরে
কর্ণমূলে নিক্ষেপিলা সুতীক্ষ্ণ বিশিখ,
অস্থির জ্বালায় মহাবারণ মাতিল,
ঘোর শব্দ শূন্যে ছাড়ি ছুটিল বেগেতে
না মানি অঙ্কুশাঘাত! ভীম লম্ফ ছাড়ি
দাঁড়াইলা মহাশূর মনঃশিলাতলে—
শূলহস্তে। লক্ষ্য করি ইন্দ্র বক্ষঃস্থল
ভাবিলা ছাড়িবে অস্ত্র—দূরে হেনকালে

দেখিলা দনুজপতি জয়ন্ত-পতাকা।
নিরখি ইন্দ্রের পুত্রে নিজ পুত্রশোক
জ্বলিলা হৃদয়তলে, স্মরিলা তখন
ঐন্দ্রিলার ভীমবাক্য—প্রতিজ্ঞা কঠোর,
হুঙ্কারিলা ঘোর স্বরে অসুর দুর্জ্জয়,
ছুটিলা উন্মত্ত যেন মথি সুররথী,
মথি অশ্ব, মাতঙ্গ, পদাতি অগণন।
লুক্কায়িত শার্দ্দূলেরে যথা বনমাঝে
খুঁজে ব্যাধ, বনরাজি আন্দোলন করি,
কিংবা পক্ষিরাজ বাজ কপোতে হেরিয়া
ধায় যথা শূন্যপথে—ছুটিলা দিতিজ।
হেথা ইন্দ্রে ঘোর-রণে দৈত্যবীর যত
ঘেরিল নিমেষকালে! তুমুল সংগ্রাম
বাজিল বাসবসঙ্গে, কম্বোজ, খড়ক,
খরখুর ধবলাক্ষ ঘেরিল পুষ্পকে
স্বদল সহিত এককালে। সুরপতি
যুঝিতে লাগিলা রণমদে! পশুরাজে
বনমাঝে নিষাদ ঘেরিলে, উন্মাদিত
পশুরাজ ভীম লম্ফ ছাড়ি, ভ্রমে যথা
দশদিকে লণ্ড-ভণ্ড করি ব্যাধকুলে,
তীক্ষ্ণ নখে, দন্তাঘাতে খণ্ড খণ্ড করি
নিক্ষিপ্ত তোমর, ভল্ল, কুঠার, মুদ্গর—
তেমতি সুরেন্দ্র-রথগতি! ক্ষণে পূর্ব্বে,
ক্ষণপরে উত্তরে আবার অকস্মাৎ
পশ্চিমে দক্ষিণে— যন খেলে তড়িদ্দাম
সর্ব্বস্থান দিগন্ত ব্যাপিয়া একেবারে!
যুঝিছে দনুজদল অসীম বিক্রমে,
ভিন্দিপাল, ভীষণ, পরশু, প্রক্ষ্বেড়ন,
নিমেষে নেমেষে ক্ষেপি ইন্দ্ররথোপরে;
কাটিছে সে অস্ত্রকুল ইন্দ্র মহাবল
ভুজদণ্ড মুণ্ড সহ শরে, উঠাইছে
খণ্ড উরু বিশিখে বিন্ধিয়া জঙ্ঘা, বাহু,
কক্ষ, বক্ষ, ললাট বিন্ধিছে লক্ষ বাণে!
নিরস্ত্র দনুজসৈন্য হৈল অচিরাৎ
পড়িল সমরক্ষেত্রে কোটি দৈত্যবীর।
ছাড়ি সিংহনাদ ক্রোধে দৈত্য-সেনা তবে
ধাইল উপাড়ি বৃক্ষ ছিঁড়ি শৈলচূড়—
ছুটিল সচল যেন অরণ্য ভূধর,
ছুটিল পুষ্পক শূন্যে মেঘমন্দ্রে ঢাকি
নিনাদিল ধনুর্গুণ ইন্দ্রের কার্ম্মুকে

ছাইল কলম্বকুল ঘনাম্বর-পথ,
সুরপুরী অন্ধকার হৈল ক্ষণকালে।
পড়িল কম্বোজ, হলায়ুধ মহাসুর
খরখুর, খড়ক, পিঙ্গল শ্বেতকেশ
সেনাধ্যক্ষ আরো শত শত। ভঙ্গ দিল
দৈত্যদল রণস্থল ছাড়ি — ফেলি অস্ত্র,
গিরিশৃঙ্গ, মহাদ্রুমরাজি ফেলি রথ,
অশ্ব, হস্তী। ছুটিল তেমতি রুদ্ধশ্বাসে—
বায়ুমুখে উড়ে যথা কাশ। কিংবা যথা
মহাঝড় উঠিলে ভূধরে ধায় রড়ে
পশুপাল পশুপাল সহ রুদ্ধশ্বাসে
প্রাণভয়ে পুচ্ছ তুলি করি ঘোর রব!
হেথা মহাশূর বৃত্র জয়ন্ত-উদ্দেশে
ছুটে ঝটিকার গতি—হেরি মহারথ
কার্ত্তিকেয় আদি সুর রক্ষিতে কুমারে,
চালাইলা দিব্য যান বেগে দ্রুততর ;
ছুটিলা অনল, দিবাকর, অম্বুপতি,
বায়ুকুলপতি প্রভঞ্জন ভীম দেব,
করাল অন্তকমূর্ত্তি যম দণ্ডধর
জ্বালাময় তিন চক্ষু ভীষণ হুঙ্কারি,
দাঁড়াইল দৈত্যরাজ সুররথিগণে
হেরি দূরে। হেরি দৈত্য দণ্ডধর
কালিম জলদবর্ণ ঘোর স্বরে ভাবি
কহিলা অমরবৃন্দে—"হে দেব-সেনানি,
শ্রান্ত সবে বহু রণে যুঝিলা তোমরা
ক্ষণকাল লভ হে বিশ্রাম, আমি যুঝি
দৈত্যরাজে ক্ষণকাল আজি।" চাহি তবে
সম্বোধিলা বৃত্রাসুরে—"হে দানবপতি,
পরেত-পতিরে আজি ভেট রণভূমে।"
প্রেতপতিবাক্যে বৃত্র দুর্জ্জয় হুঙ্কারি
কহিলা, "হে ধর্ম্মরাজ, এত যদি সাধ
যুঝিতে বৃত্রের সহ—ধর দণ্ড তবে,
হের দেখ রাখিনু ত্রিশূল আজি ইহা
না ধরিব অন্য দেবরণে, ইন্দ্রসুতে
কিবা ইন্দ্রে না আঘাতি আগে।" পার্শ্বদেশে
বিন্ধিলা ভৈরবশূল মনঃশিলাতলে
দৈত্যপতি ; ভীমগদা ধরিলা সাপটি
ঘুরাইলা ঘনস্বনে ; ঘুরাইলা যম
প্রচণ্ড করাল দণ্ড দুই করী যেন
বনমাঝে রণমদে করে করাঘাত,

তেমতি আঘাতে দোঁহে দোঁহা। দণ্ডগদা
প্রহারে বিদীর্ণ নভস্তল, ঘোর রব
উঠিল গগনে, ঘূর্ণ-পাকে ডাকে বায়ু,
চূর্ণ মনঃশিলা চারি চরণ-ঘর্ষণে।
দণ্ডযুদ্ধে বিশারদ দোঁহে, কেহ নারে
নিবারিতে কারে, ভ্রমে নিরন্তর ঘুরি
দুই ঘন মেঘ যেন শূন্যে ভয়ঙ্কর।
প্রেতরাজ কালদণ্ড ঘর্ঘরে ঘুরায়ে
আঘাতিলা ভীমাঘাত বৃত্র-মুষ্টিতলে
সে আঘাতে ফিরে দণ্ড—ফিরে বৃত্রগদা,
গজদন্ত-বিনির্ম্মিত। তখন অসুর
বামস্কন্ধে শমনের ভীষণ বেগেতে
করিলা প্রচণ্ডাঘাত গদা ঘুরাইয়া ;
যমরাজ বসিলা আঘাতে ভগ্নকটি,
দ্রুম যথা ছিন্নমূল পড়ে মড়মড়ি।
তুলিলা তখন দৈত্য ভয়ঙ্কর শূল
লক্ষ্য করি জয়ন্তের বিচিত্র পতাকা।
দিলা রড় দেবরথিগণ ঝড়বেগে
হেরি সে ভীষণ অস্ত্র। দূর হইতে হেরি
চালাইলা পুষ্পক বিমান ইন্দ্রাদেশে
মাতলি—ছুটিল রথ ঘনদলে দলি
ঘর্ঘর নিনাদে ঘোর ত্রিদিব চমকি ;
জয়ন্তের রথ-মুখে পথ আচ্ছাদিয়া
দাঁড়াইলা ক্ষণকালে। বিদ্যুতের গতি
বাসব অমরনাথ ছাড়ি সে স্যন্দন,
আরোহিলা উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বকুলেশ্বর।
শোভিল সুনাল তনু তনুচ্ছদ ভেদি,
শুভ্র অভ্র ভেদি যথা শোভে নীলাম্বর!
স্ফটিক জিনিয়া স্বচ্ছ সুদিব্য কবচ,
শিরস্ত্রাণ—দৃঢ় জিনি কঠিন অয়স ;
অপূর্ব্ব কিরণছটা কিরীট-আকারে
বেড়েছে নিবিড় কেশ—আভা ছড়াইয়া
স্বর্ণমেঘমালা যেন ঘেরেছে মস্তক!
জ্বলিছে সহস্র অক্ষি—ভীষণ দম্ভোলি
শূন্যে তুলি সুরনাথ অশ্বে আরোহিলা
উঠিলা নক্ষত্রগতি উচ্চৈঃশ্রবা হয়
মহাশূন্য ভেদ করি ; সুমেরু ছাড়িয়া
উচ্চ এবে দৈত্যবপু—নগেন্দ্র সদৃশ ;
বক্ষঃ সমসূত্রে তার পক্ষ প্রসারিয়া
স্থির হৈলা অশ্বপতি—ডাকিল দম্ভোলি

শত জীমূতের মন্দ্রে বাসবের করে।
হেরি ঘোর ঘন-স্বরে ভীষণ অসুর
কহিলা নিনাদি উচ্চে,—"হা, দম্ভী বাসব,
ভাবিলে রক্ষিবে সুতে বৃত্রের প্রহারে!
কর তবে এ শূল-আঘাত সংবরণ
পিতা পুত্র দুই জনে"—বেগে দিলা ছাড়ি।
ছুটিল ভৈরব শূল ভীম মূর্ত্তি ধরি
মহাশূন্য বিদারিয়া, কালাগ্নি জ্বলিল
প্রদীপ্ত ত্রিশূল-অঙ্গে! হেনকালে (হায়
বিধির বিধান গতি কে পারে বুঝিতে,)
বাহিরিল শ্বেতবাহু কৈলাসের পথে
সহসা বিমানমার্গ শূল-মধ্যস্থলে
আকর্ষি অদৃশ্য হৈল নিমেষ-ভিতরে!
অদৃশ্য হইল শূল মহাশূন্য-কোলে!
হেরিয়া দনুজপতি কাতর-হৃদয়
কহিলা কৈলাসে চাহি, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি,
"হা শম্ভু, তুমিও বাম।"—দনু হতশ্বাসে
ছুটিল উন্মত্তপ্রায় হুঙ্কারি ভীষণ,
ছিন্নমস্তা রাহু যেন! অগ্নি চক্রাকার
ঘুরিল ত্রিনেত্রে ঘোর—দন্তে কড় নাদ!
প্রলয়-ঝটিকা-গতি আসিয়া নিকটে
প্রসারি বিপুল ভুজ ধরিলা সাপটি
ইন্দ্র-করে ভীম বজ্র—উদ্বিগ্ন করিতে
অসুরবর বজ্রদেহে জ্বালা ধক্ ধক্
জ্বলিতে লাগিল ভয়ঙ্কর! সে দহন
মহাসুর না পারি সহিতে গেলা দূরে
ছাড়ি বজ্র; ঘোর বিকট চীৎকার,
লম্ফে লম্ফে মহাশূন্যে ভীম ভুজ তুলি
ছিঁড়িতে লাগিলা ক্রোধে নক্ষত্রমণ্ডলী
ছুড়িতে লাগিলা ক্রোধে—বাসবে আঘাতি,
আঘাতি বিষমাঘাতে উচ্চৈঃশ্রবা হয়।
ব্রহ্মাণ্ড উচ্ছিন্নপ্রায় কাঁপিল জগৎ,
উজাড় স্বর্গের বন উড়িল শূন্যেতে
স্বর্গজাত তরুকাণ্ড! গ্রহ, তারাদল,
খসিতে লাগিল যেন প্রলয়ের ঝড়ে!
উছলিল কত সিন্ধু কত ভূমণ্ডল,
খণ্ড খণ্ড হৈল বেগে চূর্ণ রেণু প্রায়!
সে চীৎকার, সে কম্পনে বিশ্ববাসী প্রাণী
চন্দ্র, সূর্য্য, শুক্র, গ্রহ, নক্ষত্র ছাড়িয়া,
ছুটিতে লাগিল ভয়ে, রোধিয়া শ্রবণ,
কৈলাস, বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মলোকে! সে প্রলয়ে
স্থির মাত্র এ তিন ভুবন!—মহাকাল
শিবদূত কৈলাস-দুয়ারে নন্দী দ্বারী
কাঁপিতে লাগিল ভয়ে! কাঁপিতে লাগিল
ব্রহ্মলোক ব্রহ্মার তোরণ ঘন বেগে!
কাঁপিল বৈকুণ্ঠ-দ্বার! ঘোর কোলাহল
সে তিন ভুবনমুখে, ঘন উচ্চৈঃস্বর—
"হে ইন্দ্র, হে সুরপতি, দম্ভোলি নিক্ষেপি
বধ বৃত্রে—বধ শীঘ্র—বিশ্ব লোপ হয়!"
এতক্ষণ সুরপতি ইন্দ্র সে দুর্যোগে
ছিলা হতচেত-প্রায়—বিশ্বকোলাহলে
স্বপনে জাগ্রত যেন বজ্র দিলা ছাড়ি;
না ভাবিলা না জানিলা ছাড়িলা কখন।
ছুটিল গর্জ্জিয়া বজ্র ঘোর শূন্যপথে,
উনপঞ্চাশৎ বায়ু সঙ্গে দিল যোগ,
ঘোর শব্দে ইরম্মদ অগ্নি অঙ্গে মাখি,
আবর্ত্ত পুষ্কর মেঘ ডাকিতে ডাকিতে
ছুটিতে লাগিল সঙ্গে সুমেরু উজলি
ক্ষণপ্রভা খেলাইল; দিঙ্মণ্ডল যেন
ঘোর রঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া চলিল!
ঘুরিতে ঘুরিতে বজ্র চলিল অম্বরে
যেখানে অসুর-পতি বিশাল-শরীর.
বিশাল নগেন্দ্র তুল্য ভীষণ আঘাতে
পড়িল বৃত্রের বক্ষে—পড়িল অসুর,
বিন্ধ্যধরাধর যেন পড়িল ভূতলে।
বহিল নিরুদ্ধ শ্বাস ত্রিভুবন যুড়ি।
বহিল বৃত্রের শ্বাসে প্রলয়ের ঝড়
"হা বৎস, হা রুদ্রপীড়" বলিতে বলিতে।
মুদিল নয়নদ্বয় দুর্জ্জয় দানব!
দহিল ঐন্দ্রিলা-চিত্ত প্রচণ্ড হুতাশে,
চিরদীপ্ত চিতা যথা! ব্রহ্মাণ্ড যুড়িয়া
ভ্রমিতে লাগিল বামা—উন্মাদিনী এবে!

সম্পূর্ণ।

(সাঙ্গ রূপক কাব্য)

প্রথম কল্পনা।

আশার সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয়, তাঁহার সঙ্গে আশাকাননে প্রবেশ। ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে কর্ম্মক্ষেত্রাভিমুখে প্রাণি-সংপ্রবাহ।

বঙ্গে সুবিখ্যাত দামোদর নদ
ক্ষীর সম স্বাদু নীর;
বৃক্ষ নানা জাতি বিবিধ লতায়
সুশোভিত উভয় তীর;
বিন্ধ্যগিরি-শিরে জনমি যে নদ
দেশ-দেশান্তরে চলে।
সিকতা-সজ্জিত সুন্দর সৈকত
সুধৌত নির্ম্মল জলে;
পবিত্র করিলা যে নদের কূল
সুকবি কঙ্কণ কবি,
ফুটায়ে কবিতা- কুসুম মধুর
বাণীর প্রসাদ লভি;
যে নদ-নিকটে রসবিহ্বলিত
ভারত অমৃতভাষী;
জনমি সুক্ষণে বাঁশীতে উন্মত্ত
করেছে গউড়বাসী।
সেই দামোদর- তীরে এক দিন
অরুণ-উদয়ে উঠি,
দেখি শূন্যমার্গে ধরণী-শরীরে
কিরণ পড়িছে ফুটি;
দশদিক্ ভাতি পড়িছে কিরণ
আকাশ মেঘের গায়,
হরিদ্রা লোহিত বরণ বিবিধ
গগনে চারু শোভায়;
গগন-ললাটে চূর্ণ-কায় মেঘ
স্তরে স্তরে স্তরে ফুটে,
কিরণ মাখিয়া পবনে উড়িয়া
দিগন্তে বেড়ায় ছুটে।
পড়ে সূর্য্যরশ্মি দামোদর-জলে
আলো করি দুই কূল;
পড়ে তরু-শিরে তৃণ-লতা-দলে
রঞ্জিত প্রভাতী ফুল।
হেরি চারু শোভা ভ্রমি ধীরে তীরে
পরশি মৃদু পবন,
সংসার-যাতনে হৃদয় পীড়িত
চিন্তায় আকুল মন;
ভ্রমি কত বার কত ভাবি মনে
শেষে শ্রান্তি-অভিভূত,
বসি চক্ষু মুদি কোন বৃক্ষতলে
ক্রমে তন্দ্রা আবির্ভূত;
ক্রমে নিদ্রাঘোরে অবসন্ন তনু
পরাণী আচ্ছন্ন হয়,
স্বপন-প্রসাদে সংসার-ভাবনা
পাসরিনু সমুদয়;
ভাবি যেন নব নবীন প্রদেশে
ক্রমশঃ কতই যাই,
আসি কত দূর ছাড়ি কত দেশ
কানন দেখিতে পাই;

অতি মনোহর কানন রুচির
যেন সে গগন-কোলে
কিরণে সজ্জিত ঈষৎ চঞ্চল
পবনে হেলিয়া দোলে,
বরণ হরিত বিটপে ভূষিত
সরল সুন্দর দেহ,
বৃক্ষ সারি সারি সাজায়ে তাহাতে
রোপিলা যেন বা কেহ।
শোভে বনমাঝে বিচিত্র তড়াগ
প্রসারি বিপুল কায় ;
মেঘের সদৃশ সলিল তাহাতে,
ঢুলিছে মৃদুল বায়।
বারি শোভা করি কমল কুমুদ
কত সে তড়াগে ভাসে ;
কত জলচর করি কলধ্বনি
নিয়ত খেলে উল্লাসে ;
ভ্রমে রাজহংস সুখে কণ্ঠ তুলি
মৃণাল উপাড়ি খায় ;
রৌদ্র সহ মেঘ তড়াগের নীরে
ডুবিয়া প্রকাশ পায় ;
তড়াগ-সলিলে প্রতিবিম্ব ফেলি
কত তরু পরকাশে ;
হেলিয়া হেলিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া ভাসে ;
ঢুলিয়া ঢুলিয়া বায়ুর হিল্লোলে
তটেতে সলিল চলে,
উড়িয়া উড়িয়া সুখে মধুকর
বেড়ায় কমলদলে ;
শ্যামা দেয় শীস্ বন হৃষ্ট করি
ভ্রমে সে ললিত তান,
প্রতিধ্বনি তার পূরি চারিদিক্
আনন্দে ছড়ায় গান ;
ঝরে সুমধুর কোকিল-ঝঙ্কার
সকল কাননময় ;
মধুবৃষ্টি যেন ঘন কুহুরবে
শ্রুতি বিমোহিত হয়।
তড়াগের তীরে হেরি এক প্রাণী
বসিয়া সুদিব্য-কায়া,
করেতে মুকুর হাসিতে হাসিতে
হেরিছে আপন ছায়া।

অপরূপ সেই মুকুরের শোভা
কত প্রতিবিম্ব তায়,
নেহারি মুকুর নিমিষে নিমিষে
আনন্দে যেন অধীর,
মনোহর-বেশ নিরখি সে প্রাণী
ক্ষণেক নহে সুস্থির,
পড়িছে ফুটিয়া হেরিছে সে প্রাণী
হইয়া বিহ্বল-প্রায়।
জিজ্ঞাসি তাহারে আসিয়া নিকটে
কিবা নাম কোথা ধাম,
বসিয়া এখানে কি হেতু সেরূপে
করি কিবা মনস্কাম।
হাসিয়া তখন কহিলা সে প্রাণী
"আমারে না জান তুমি,
আশা মম নাম স্বরগে নিবাস,
এবে সে নিবাস ভূমি ;
মানবের দুখে অমরের পতি
পাঠাইলা ভূমণ্ডলে ;
দেবরাজ দয়া করিয়া মানবে
আমায় আসিতে বলে ;
থাক চিরকাল সুখে স্বর্গপুরে
ধরাতে কিরূপে আসি,
মরতে কেমনে স্বর্গের বিরহ
সহিব তাঁরে জিজ্ঞাসি ;
শুনি শচীপতি করি আশীর্ব্বাদ
হাতে দিলা এ দর্পণ,
কহিলা 'দেখিবে ইথে যবে মুখ
পাবে সুখ ততক্ষণ ;
যে পরাণী ইথে দেখিবে বদন
পাইবে অতুল সুখ,
যাও ধরাতল তাপিলে হৃদয়
দর্পণে দেখিও মুখ ;
তদবধি আমি আছি ভূমণ্ডলে
পুরী সৃজি এই স্থানে ;
মানবের দুঃখ নিবারি জগতে
জুড়াই তাপিত প্রাণে ;
যখন হৃদয়ে স্বর্গের সৌন্দর্য্য
দেখিতে বাসনা হয়,
নিরখি দর্পণ তুষি সে বাসনা,
শীতল করি হৃদয়।

হেরি চিন্তা-রেখা ললাটে তোমার
হবে বা তাপিত জন,
ভুলিবে যাতনা ভাবনা সকলি
এ পুরী কর ভ্রমণ।"
ছাড়িয়া নিশ্বাস কহিনু আশায়
"কিবা এ নবীন স্থান,
দেখাবে আমারে, দেখেছি অনেক,
নহে এ তরুণ প্রাণ।"
আশা কহে "তবু কভু ত সে পুরী
কর নাই পরিক্রম,
চল সঙ্গে মম, দেখ একবার,
ঘুচুক চিত্তের ভ্রম।
জানি যে কারণে তাপে চিত্ত তব
যে বাসনা ধর মনে—
পূরাব বাসনা সকল তোমার
প্রবেশ আমার বনে;
দেখাব সেখানে কত কি অদ্ভুত
কত কিবা অপরূপ,
দেখে নাই যাহা নয়নে কখন
স্বপনে কোন সে ভূপ;
থাকিবে কাননে স্বরগে যেমন
কাঁদিতে হবে না আর;
শোক চিন্তা তাপ ভুলিবে সকল,
ঘুচিবে প্রাণের ভার।"
বচনে আশার পাইয়া আশ্বাস
পশ্চাতে তাহার সনে;
যাই দ্রুতগতি হয়ে কুতূহলী
প্রবেশিতে সে কাননে।
আসি কিছু দূর দাঁড়াইলা আশা
হাঁসিয়া মধুর হাঁসি,
পরশি তর্জ্জনী মম আঁখিদ্বয়ে
কহিলা মৃদুল ভাষি,—
"হের বৎস হের সম্মুখে তোমার
আমার কাননস্থল,
কাননের ধারে হের মনোহর
ধারা কিবা নিরমল।"
নিরখি সম্মুখে আশার কানন
প্রক্ষালিত ধারা-জলে;
স্বচ্ছ কাচ যেন সলিল তাহাতে
উছলি উছলি চলে;

কখন উথলি উঠিছে আপনি
কখন হতেছে হ্রাস;
মণি-পদ্ম কত মণির উৎপল
ধারা-অঙ্গে সুপ্রকাশ;
খেলে ধারা-নীরে তরী মনোহর
হীরকে খচিত কায়,
প্রাণী জনে জনে একে একে একে
কত যে উঠিছে তায়;
বিনা কর্ণ দণ্ড ভ্রমে সে তরণী
খেয়া দিয়া ধারা-নীরে;
উঠে ক্রমে তাহে প্রাণী যত জন
পরপারে রাখে ধীরে।
উঠে তরী'পরে প্রাণী হেন কত
যুবা বৃদ্ধ নারী নর,
মনোরথ-গতি খেলায় তরণী
ধারা-নীরে নিরন্তর।
গগনে যেমন দামিনী-ছটায়
কাদম্বিনী শোভা পায়,
প্রাণী সে সবার বদন তেমতি
দীপ্ত সুখ-প্রভায়।
চিত-হারা হয়ে হেরি কতক্ষণ
প্রাণী হেন লক্ষ লক্ষ,
দশ দিক্ হৈতে আসে সেই স্থানে
তরণী করিয়া লক্ষ্য।
আশা কহে হাসি চাহি মুখপানে
"কি হের সংবিদ্‌হারা,
আমার কাননে প্রবেশে যে প্রাণী
তাহারই এমনি ধারা—
হের কিবা সুখ ভাতিছে বদনে
নাচিছে হৃদয় কত;
বাসনা-পীযুষ- পানে মত্ত মন
চলে মাতোয়ারা মত;
নন্দনে যেমন নিমেষে নূতন
নবীন কুসুম ফুটে,
নিমেষে তেমতি ইহাদের চিতে
নবীন আনন্দ উঠে;
দেখেছ কি কভু কখন কোথাও
তরী হেন চমৎকার,
পরশে পরাণে বিনাশে বিরাগ
ঘুচায় প্রাণের ভার;

উঠি তরী'পরে বুঝিবে তখন
এ কাননে কত সুখ,
নন্দন সদৃশ রচেছি কানন
ঘুচাতে প্রাণীর দুখ।"
এত কয়ে আশা ধরিয়ে আমারে
তুলিলা তরণীপর ;
অমনি সে ধারা সলিল উথলি
চলে দ্রুত থর থর ;
দেখিতে দেখিতে পূরিয়া দুকূল
ছল ছল চলে জল ;
দেখিতে দেখিতে সলিল ঢাকিয়া
ফুটিল কত উৎপল।
চলিল তরণী গতি মনোহর
মধুর মুরলীধ্বনি
বজিতে লাগিল সহসা চৌদিকে
তরীতে সদা আপনি ;
ভুলিলাম যেন এ বিশ্বভুবন
করতলে স্বর্গ পাই।
চারিদিকে যেন মণিময় পুষ্প
নিরখি যেখানে চাই।
শুনি যেন কেহ কহে শ্রুতিমূলে
'দেখ রে নয়ন মেলি,
কলঙ্ক-বিহীন মানব-মণ্ডলী
ধরাতে করিছে কেলি ;
স্বর্গ তুল্য এবে হয়েছে পৃথিবী
স্বর্গের মাধুরীময়,
দ্বেষ, হিংসা, পাপ- বর্জ্জিত পরাণী
নির্ম্মল শুচি হৃদয়।'
হেরি যেন মর্ত্ত্যে তেমতি তরুণ
তেমতি নবীন ভাব
ধরেছে মানব যে দিন বিধির
হৃদি-পদ্মে আবির্ভাব ;
নাহি যেন আর সেই মর্ত্ত্যপুরী
যেখানে দারিদ্র্য-শিখা,
ভস্ম করে নরে, হুতাশ-অঙ্গারে
অনলে যথা মক্ষিকা ;
হৃদয়-মন্দিরে যেন অভিনব
কিরণ প্রকাশ পায়,
চুরি করা ধন, ফিরে যেন কাল,
কোলে আনে পুনরায় ;

কত যে হৃদয়ে আনন্দ-লহরী
উঠিল তখন মম,
ভাবিলে সে সব, এখনও অন্তরে
সহসা উপজয়ে ভ্রম !
কত দূর আসি ভাসি হেনরূপে
তরণী হইল স্থির,
পরপারে আসি আশা সহ সুখে
উতরি ধারার নীর ;
তরী হৈতে তীরে নামিয়া তখন
হেরি মনোহর স্থান ;
বহিছে সতত শীতল পবন
বিস্তারি মধুর ঘ্রাণ ;
তরু-ডালে ডালে পূর্ণ প্রকাশিত
সুরভি কুসুমদল ;
চন্দ্রমার জ্যোতি সদৃশ কিরণে
উজ্জ্বল কানন-স্থল ;
পল্লবে বসিয়া পাখী নানা জাতি
মধুর কূজিত করে,
নাচিয়া নাচিয়া গ্রীবাভঙ্গী করি
ময়ূর পেখম ধরে ;
কুহু কুহু কুহু কুহরে গলায়
কোকিল প্রমত্ত ভাব,
মুহুঃ মুহুঃ মুহুঃ শুভ্র-স্নিগ্ধকর
সুগন্ধ সুধার স্রাব ;
সরোবর-কোলে প্রফুল্ল কমল
কুমুদ, কহ্লার ফুটে,
গুঞ্জরিয়া অলি কুসুমে কুসুমে
আনন্দে বেড়ায় ছুটে।
চলেছে সেখানে প্রাণী শত শত
সদা প্রমুদিত প্রাণ,
সুমধুর স্বরে পূরে বনস্থলী
আনন্দে করিয়া গান ;
কেহ বা বলিছে আজ নিরখিব
কুমুদরঞ্জন-শোভা ;
উঠিবে যখন গগনেতে শশী
জগজন-মনোলোভা ;
আজি রে আনন্দে ধরিব হৃদয়ে
মধুর চাঁদের কর,
কোমল করিয়া কুসুম সে করে
রাখিব হৃদয়পর ;

তাহার উপরে রাখিয়া প্রিয়ারে
কত যে পাইব সুখ।
কখন হেরিব গগনে শশাঙ্ক
কখন তাহার মুখ।"

কহে কোন জন বেণু-রবে সুখে
"কোথা পাব হেন স্থান,
জগৎ-দুর্লভ রাখিয়া এ নিধি
নিরখি জুড়াই প্রাণ!

দিলা যে গোঁসাই, এ হেন রতন
যতনে রাখিতে ঠাঁই,
ভূমণ্ডলমাঝে নিরঞ্জন হেন
নয়নে দেখিতে নাই।"

কেহ বা বলিছে "হায়, কত দিনে
পাব সে কাঞ্চন-ফল,
নাহি রে সুন্দর দেখিতে তেমন
খুঁজিলে অবনীতল!

সে দুর্লভ ফল কি যে অপরূপ
দেখিতে কিবা সুন্দর,
বুঝি ক্ষিতিতলে অনুরূপ তার
নাহি কিছু সুখকর।

পাই দরশন নয়নে কেবল
না লভি আস্বাদ কভু,
হায় মধুময় কিবা সে আনন্দ
কিবা সে আঘ্রাণ তবু;

না জানি সঞ্চয়ে পাব কত সুখ
ঘুচিবে সকল ভয়,
কভু যদি পাই করিব পৃথিবী
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়,

ভাবনা কি ছার ছার চিন্তা, রোগ
সে ফল যদ্যপি মিলে,
বিনিময়ে তার জীবন পরাণী
ক্ষোভ নাহি বিকাইলে।"

চলে কত জন সুখে করে গীত
বলে "কবে পাব যশ,
পরিয়া শিরিতে শোভিব উজ্জ্বল
ধরণী করিব বশ,

পৃথিবী-ভিতরে দ্বিতীয় রতন
কি আছে তেমন আর—
হীরা মণি হেন চিকণ মৃত্তিকা
কেবল যথের ভার।

বাজিছে কোথাও জয় জয় নাদে
গম্ভীর দুন্দুভি-স্বর,
চলে প্রাণিগণ করিয়া সঙ্গীত
কম্পিত মেদিনীপর!

বলে "প্রভাকর আজি কি সুন্দর
হেরিতে গগন-ভালে,
আজি মত্ত নদী মাতঙ্গ-বিক্রমে
হেরি কি তরঙ্গ ঢালে!

আজি রে প্রতাপ প্রভঞ্জন তোরে
হেরিতে আনন্দ কত,
আজি ধরা তব হেরি অবয়ব
কিবা সুখ অবিরত!

তোল হৈমধ্বজা গগনের কোলে
কেতনে বিদ্যুৎ জাল—
দেখ ধরাতলে কৃপাণের মুখে
মানব জিনিবে কাল।"

বলিয়া সুসজ্জ তুরঙ্গ-উপরে
ভর করি কত জন,
চলে দ্রুতবেগে শাণিত কৃপাণ
করে করি আকর্ষণ।

দশ দিক্ হইতে কত হেন রূপ
সঙ্গীত শুনিতে পাই,
হরষ উল্লাসে 'উন্মত্ত পরাণ
প্রাণী হেরি যত যাই।

যথা সে জাহ্নবী তরঙ্গ নির্ম্মল
ছাড়িয়া শিখরতল,
ভ্রমে দেশে দেশে শীতল বারিতে
শীতল করি অঞ্চল;—

ছোটে কল কল ধ্বনি নীরধারা
ধরণী পরশে সুখে,
বিবিধ পাদপ নানা শস্য ফল,
বিস্তৃত করিয়া বুকে;

খেলে জলচর মীন নানা জাতি
সন্তরণ করি নীরে;
পশু স্থলচর বিবিধ আকৃতি
সদা ভ্রমে সুখে তীরে;

তীর-সন্নিহিত বিটপে বিটপে
পাখী করে সুখে গান:
লতা-গুল্মরাজি বিকাসে সৌরভ
প্রফুল্ল করিয়া প্রাণ;

ভ্রমে তটে তীরে প্রাণী লক্ষ লক্ষ
সদা প্রমোদিত মন,
আনন্দিত-মনে নীরে করে স্নান
সদা সুখে নিমগন;
যথা সে জাহ্নবী ভারত-শরীরে
বহে নিত্য সুখকর,
বহে নিত্য হেথা নিরখি তেমতি
আনন্দ-সুধা-লহর।
দেখি শত পথে ছাড়ি শত দিক্
প্রাণিগণ চলে তায়;
যুবা বৃদ্ধ প্রাণী পুরুষ রমণী
ক্ষিতি পূর্ণ জনতায়;
চলে থাকে থাকে কাতারে কাতারে
পিপীলির শ্রেণীমত;
অসংখ্য অসংখ্য প্রাণীর প্রবাহে
পরিপূর্ণ পথ যত।
নিরখি কৌতুকে চাহিয়া চৌদিকে
সাগরের যেন বালি—
চলে প্রাণিগণ ঢাকি ধরাতল
চলে দিয়া করতালি;
অশেষ উৎসাহ আনন্দ আশ্বাসে
সকলে করে গমন,
দেখিয়া বিস্ময়ে পূরিয়া আশ্বাসে
আশারে হেরি তখন;
জিজ্ঞাসি তাহায় "এরূপ আনন্দে
প্রাণী সবে কোথা যায়,
কি বাসনা মনে চলে কোন্ স্থানে
কি ফল সেখানে পায়?"
আশা কহে শুনি হাসিয়া তখন
"চল বৎস, চল আগে,
প্রাণি-রঙ্গভূমি কর্ম্মক্ষেত্র নাম
নিরখিবে অনুরাগে;
প্রাণী যত তুমি হের এই সব
সেইখানে নিত্য যায়,
বাসনা কল্পনা যাদৃশ যাহার
সেইখানে গিয়া পায়।"
আশা-বাণী শুনি চলি দ্রুতবেগে
আশা চলে আগে আগে,
আসি কিছু দূরে দেখি মনোহর
পুরী এক পুরোভাগে।

দ্বিতীয় কল্পনা।

কর্ম্মক্ষেত্র—ছয় দ্বার—ছয়জন প্রহরী কর্ত্তৃক রক্ষিত—পুরীপরিক্রম—প্রতি দ্বারে প্রহরীর আকৃতি ও প্রকৃতি দর্শন।

(১ম দ্বারে শক্তি, ২য় দ্বারে অধ্যবসায়, ৩য় দ্বারে সাহস, ৪র্থ দ্বারে ধৈর্য্য, ৫ম দ্বারে শ্রম, ৬ষ্ঠ দ্বারে উৎসাহ— পুরীমধ্যে প্রবেশ—পুরীদর্শন— পুরীর মধ্যভাগে যশঃশৈল)

চৌদিকে প্রা[illegible] অপূর্ব্ব নগরী
পাষ[illegible]চিত কায়া,
নিরখি সম্মুখে বিশাল বিস্তৃত
প্রকাশিয়া আছে ছায়া;
প্রাচীর-শিখরে প্রাণী শত শত
নিরখি সেখানে কত
বিচিত্র সুন্দর সামগ্রী ধরিয়া
ভ্রমে সুখে অবিরত;
নিম্নদেশে প্রাণী করি ঊর্দ্ধমুখ
কতই আকুল মন,
চাহিয়া উচ্চেতে অধীর হইয়া
সদা করে নিরীক্ষণ—
রাজ-পরিচ্ছদ রাজ-সিংহাসন
সুবর্ণ-রজত-কায়,
প্রবাল মাণিক্য মণ্ডিত হীরক
কত দ্রব্য শোভা পায়।
আশা কহে "বৎস, অপূর্ব্ব এ পুরী
আমার কাননে ইহা,
প্রবেশে ইহাতে প্রাণী নিত্য নিত্য
মিটাতে প্রাণের স্পৃহা,
এ পুরী পশিতে আছে ছয় দ্বার
ছয় দ্বারী আছে দ্বারে;
কেহ সে ইহাতে আদেশ বিহনে
প্রবেশিতে নাহি পারে।
আ(ই)সে যত জন প্রবেশ-মানসে
সেই পথে করে গতি,
যে পথে যাহারে করিতে প্রবেশ
দ্বারী করে অনুমতি।

দ্বারে দ্বারে হের মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
আ(ই)সে প্রাণী কত জন,
একে একে সবে প্রতি দ্বারে দ্বারে
ক্রমশঃ করে ভ্রমণ।
চল দেখাইব সে পুরী তোমারে
আগে দেখ বহু দ্বার,
কিরূপ আকৃতি- প্রকৃতি প্রহরী
গতি মতি কিবা কার।"
এত কৈয়ে আশা লইয়া আমায়
চলিল প্রথম দ্বারে ;
নিরখি সেখানে যুবা একজন
দাঁড়ায়ে দ্বারের ধারে ;
দ্বার-সন্নিধানে প্রকাণ্ড-মূরতি
অচলের এক পাশে,
যে যেবা পুরুষ ভুরু দৃঢ় করি
দাঁড়ায়ে দেখে উল্লাসে ;
হেলিয়া পড়েছে অচল-শরীর,
সে যুবা ধরিয়া তায়
তুলিছে ফেলিছে অবলীলাক্রমে
ভুরুক্ষেপ নাহি কায় ;
কভু সে অচলে ভ্রূকুটি করিয়া
যুবা হেরে মাঝে মাঝে,
নিহত কপোত 'নিক্ষেপি অন্তরে
নিরখে যেমন বাজে।
দেখিয়া যুবার বিচিত্র ব্যাপার
বিস্ময়ে নিস্পন্দ হই,
বাণী-শূন্য হয়ে প্রমাদে ক্ষণেক
স্তম্ভিত ভাবেতে রই ;
পরে কুতূহলে চাহি আশামুখ,
আশা বুঝি অভিপ্রায়
কহে 'শক্তিরূপ প্রাণী রঙ্গভূমে
এই দ্বারে হের তায় ;
অসাধ্য ইহার নাহি এ ভবনে
যাহা ইচ্ছা তাহা করে,
জন্ম দৈত্যকুলে মানব-মণ্ডলী
পূজে এরে সমাদরে।"
কহিয়া এতেক হয়ে অগ্রসর
আসিয়া দ্বিতীয় দ্বার ;
আশা কহে "বৎস, দেখ এ দুয়ারে
প্রাণী এক চমৎকার।"

দ্বিতীয় দ্বারেতে নিরখি বসিয়া
বৃদ্ধ প্রাণী একজন,
করি হেঁট মাথা বালুস্তূপপাশে
বালুকা করে গণন!
গুণিয়া গুণিয়া শিখর সদৃশ
করিয়াছে বালুরাশি,
আবার গুণিয়া লয়ে ভার ভার
ঢালিছে তাহাতে আসি ;
অন্য কোন সাধ অন্য অভিলাষ
নাহি কিছু চিত্তে তার,
অনন্ত-মানসে বালি গুণি গুণি
করিছে শৈল-আকার।
অতি সাম্যভাব প্রকাশ বদনে
অণুমাত্র নাহি ক্লেশ,
অন্তরে শরীরে নহে বিকশিত
চাঞ্চল্য বিরক্তি-লেশ।
আশা কহে "বৎস, ভুবনে প্রসিদ্ধ
ধরাতে সুখ্যাতি যার,
সে অধ্যবসায়, প্রাণি-রঙ্গভূমে
চক্ষে দেখ এইবার।"
ক্রমে উপনীত তৃতীয় দুয়ারে,
আসিয়া হেরি তখন,
দাঁড়ায়ে সে দ্বারে প্রাণী লক্ষ লক্ষ
করে দ্বারী আরাধন।
মহা কোলাহল হয় সেই দ্বারে
শস্ত্রধারী সর্ব্বজন।
রবির আলোকে চমকে চমকে
অস্ত্রে অস্ত্র ঘরষণ।
নিরখি নির্ভীক পুরুষ জনেক
দ্বারেতে প্রহরীবেশ,
অপাঙ্গ-ভঙ্গীতে বীর্য্য পরকাশি
চাহি দেখে অনিমেষ।
সম্মুখে উন্মত্ত কেশরী কুঞ্জর
করে ঘোরতর রণ,
নিমগ্ন ভাবেতে সেই বীর্য্যবান্
করে তাহা দরশন।
অটল শরীর আসি মধ্যস্থলে
দুই হাতে দোঁহে ধরে,
এক হাতে সিংহ এক হাতে করী
বেগ নিবারণ করে,

আবার উদ্রেক করিয়া উভয়ে
দেখে ঘোরতর রণ,
কেশরী কুঞ্জর লৈয়ে করে ক্রীড়া
মনসাধে অনুক্ষণ।
আশা কহে "দ্বারে দেখিছ যাহারে
সাহস তাহার নাম,
ইনি তুষ্ট যারে ধরা তুষ্ট তারে
মর্ত্ত্যে ব্যক্ত গুণগ্রাম।"
চতুর্থ দুয়ারে আশা আইসে এবে
কহে "বৎস, ধৈর্য্য দেখ,
প্রাণি-রঙ্গভূমে এর তুল্য প্রাণী
হেরিতে না পাবে এক,
দেখ কিবা ছটা বদনে প্রদীপ্ত
কিবা সে প্রশান্ত ভাব,
এ মূর্ত্তি যে ভাবে পবিত্র হৃদয়ে
করে নিত্য সুখলাভ।"
বিস্ফারিত-নেত্রে নিরখি সে দ্বারে
স্থিরদৃষ্টি একজন,
শূন্যে দৃষ্টি করি অন্তরের বেগ
সদা করে সংবরণ;
ঘেরিয়া চৌদিকে ভুজঙ্গ তাহারে
দংশন করিছে কত,
একই ভাবে সদা তবু সে পুরুষ
গ্রীবাদেশ সমুন্নত,
মুখে নাহি স্বর নয়ন-অপাঙ্গে
নাহি ঝরে অশ্রুকণা।
নাহি বহে ঘন শ্বাস নাসারন্ধ্রে,
নহেক চঞ্চলমনা।
কতিপয় মাত্র প্রাণী সেই দ্বারে
প্রবেশ করিছে হেরি,
দূরে দাঁড়াইয়া প্রাণী শত শত
আছয়ে সে দ্বার ঘেরি.
হেরি অপরূপ প্রাণী দ্বারদেশে
সম্ভ্রমে সুধি আশায়,
সেরূপে সেখানে কেন সে বসিয়া
ফণী দংশে কেন গায়।
শুনিয়া বচন ধীর শান্তমতি
ধৈর্য্য সে তখন কয়,—
"শুন বলি কেন হেন দশা মম
কিরূপে উদ্ভব হয়।

অদৃষ্ট সৃজন করিয়া বিধাতা
ভাবিয়া আকুল প্রাণ—
অতি মধুময় মাধুরীতে তার
সর্ব্ব-অঙ্গ নিরমাণ,
যা বলেন বিধি তখনি সে সাধে
যারে করে পরশন,
দেব, দৈত্য, প্রাণী তখনি অমনি
বশীভূত সেই জন,
কিন্তু অঙ্গে তার ভুজঙ্গের মালা,
পরাণী দেখিয়া ত্রাসে,
নিকটে তাহার আপন ইচ্ছাতে
কেহ না কখন আসে।
কি করেন বিধি ভাবিয়া অধীর
সৃজন বিফল হয়,
অদৃষ্টের কাছে প্রাণী কোন জন
সুস্থির নাহিক রয়।
আমি দৈবদোষে আসি হেন কালে
নিকটে করি গমন,
না জানি যে বিধি কি ভাবিলা মনে
আমারে হেরি তখন;
খুলি ফণিমালা অঙ্গ হইতে তার
পরাইলা মম অঙ্গে,
কহিলা ভ্রমণ করিতে ভুবন
শরীরে বাঁধি ভুজঙ্গে,
বিধাতার বাক্য না পারি লঙ্ঘিতে
ত্রিলোক-ভুবনে ফিরি,
ফণিমালা গলে, অঙ্গ বিষে জ্বলে
দিবানিশি ধীরি ধীরি,
ব্রহ্মাণ্ড-ভুবনে নাহি পাই স্থান
সুস্থির পরাণে থাকি,
শেষে আশা পুরে আসি সুস্থ কিছু
এইরূপে দুয়ার রাখি।
দেখি সুকুমার মানস তোমার
এ-পুরী-ভ্রমণে তাপ,
পাও যদি কভু আসিও নিকটে
ঘুচাইব সে সন্তাপ।"
শুনি ধৈর্য্যবাণী হৈয়ে চমৎকৃত
চলিনু পঞ্চম দ্বার,
নিরখি সেখানে প্রহরী জনেক
প্রাণী অতি খর্ব্বাকার,

বামন-আকৃতি সেই ক্ষুদ্র প্রাণী,
কোদালী করিয়া হাতে,
করিছে খনন ধরণী-শরীর
নিত্য নিত্য অস্ত্রাঘাতে।
খনন করিয়া তুলিছে মৃত্তিকা
রাশিতে রাখিছে একা,
কলেবরে স্বেদ ঝরিছে সতত,
বদনে চিন্তার রেখা।
শুনি সেই দ্বারে প্রাণি-কোলাহল
নিবিড় জনতা তায়,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রাণী প্রবেশিছে
পতঙ্গ-কীটের প্রায়।
বসন-ভূষণ- বিহীন শরীর
ক্লেদ ঘর্ম্ম স্বেদমালা,
অঙ্গে পরিপূর্ণ ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর
কেশজাল তাম্রশলা।
নিরখি তাদের আক্লিষ্ট বদন
আশারে জিজ্ঞাসা করি,
কেন বা সে সব প্রাণী সেই দ্বারে
সেরূপ আকার ধরি।
আশা কহে "বৎস, অন্য কোন পথ
যে প্রাণী নাহিক পায়,
কর্ম্মক্ষেত্রমাঝে এই দ্বারে তার
প্রবেশ করিতে চায়,
শ্রম নামে দুঃখী শুনিয়াছ তুমি
নরে তুচ্ছ যার নাম,
সেই শ্রম এই দেহের মূর্ত্তি তার
কষ্টে সিদ্ধ মনস্কাম।"
শুনি আশা-বাণী দুঃখিত অন্তরে
নিকটে তাহার যাই,
বিনয়ে নিবৃত্ত করিয়া শ্রমেরে
বারতা ধীরে সুধাই,
সান্ত্বনাবাক্যেতে হৈয়ে সুশীতল
কহে দ্বারী খেদস্বরে,
বলিতে বলিতে বক্ষঃস্থলে নিত্য
ঘর্ম্মবিন্দু ঘন ঝরে,
কহে "চিরদিন আমি এইরূপে
এই সে কোদালী ধরি,
ধরণী খনন করি অহরহঃ
না জানি দিবা-শর্ব্বরী,

প্রভাত ফুরায় আইসে অপরাহ্ণ
আবার প্রভাত হয়,
তবু ক্ষণকাল এ ক্ষিতি-খননে
আমার বিরাম নয়।
দিবস-যামিনী খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া
নিত্য যা সঞ্চয় করি,
যে মৃত্তিকারাশি পবনে উড়ায়
কিংবা অন্যে লয় হরি।
দশ বর্ষে যাহা তুলি আকিঞ্চনে
এক বাত্যাঘাতে নাশে,
না জানি কেন বা অদৃষ্টে আমার
এতই দুর্দ্দৈব আসে,
আর আর দ্বারে দ্বারী যত হের
কেহ না বিঘ্ন পোহায়,
ধূলি-মুঠি করে না ধরিতে তারা
সোনা-মুঠি হয়ে যায়,
আমি যদি সোনা রাখি কণ্ঠে গাঁথি
তখনি সে হয় ভস্ম,
শ্রমের ভাগ্যেতে নাই নাই শুধু,
কিবা অন্ন কি পরশ্ব,
ঐ যে দেখিছ তব সঙ্গে আশা
কত কি করিবে দান,
বলিয়া আমারে আনিল এখানে
এবে সে দেখ বিধান।"
শুনি চাহি ফিরে আশার বদন
আশা ফিরাইয়া মুখ,
বলে "বৎস, চল যাই ষষ্ঠ-দ্বারে
অদৃষ্টে ইহার দুখ।"
ফেলি দীর্ঘশ্বাস চলি আশা সনে
অগ্রভাগে ষষ্ঠ-দ্বার,
হেরি স্তম্ভপাশে ভীম মহাবল
প্রাণী সেথা চমৎকার;
দাঁড়ায়ে দুয়ারে অতুল বিক্রমে
শূন্যপদে আছে স্থির,
করতলে ধরি আকাশমণ্ডল
হুঙ্কার করে গভীর,
নিশ্বাস-প্রশ্বাস বহিছে সঘনে
অপরূপ তেজ তায়,
নিমেষে পরশে শরীর যাহার
দেবশক্তি যেন পায়;

প্রাণিগণ আসি দ্বারে উপনীত
হয় নিত্য যেইক্ষণ,
সে নিশ্বাস-বেগ আবর্ত্ত আকারে
প্রবেশে পুরে তখন ;
যথা নদীগর্ভে ঘুরিতে ঘুরিতে
সলিল যখন চলে,
পড়িলে তাহাতে ভগ্নতরী-কাষ্ঠ
মুহূর্ত্তে প্রবেশে তলে,
এথা সেইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে
প্রাণী প্রবেশিছে তায়,
ক্ষণকাল স্থির কেহ দৃঢ়-পদ
সেখানে নাহি দাঁড়ায়,
প্রাণীর আবর্ত্তে পড়িতে পড়িতে
আশা দৃঢ়-করে ধরি
রাখিলা আমারে স্তম্ভ-বহির্দ্দেশে
যতনে সুস্থির করি।
বিস্ময়ে তখন কৌতুক প্রকাশি
আশার বদন চাই,
আশা কহে, "বৎস, না হও চঞ্চল
আছি সঙ্গে ভয় নাই ;
এ মহাপুরুষ এই ষষ্ঠ-দ্বারে
ভুবনে বিখ্যাত যিনি,
উৎসাহ নামেতে অসম সাহস
সেই মহাপ্রাণী ইনি।"
আশার বাক্যেতে উৎসাহ তখন
আনন্দে আগ্রহে অতি,
বসায়ে নিকটে বলিতে লাগিল
সম্মুখে দেখায়ে পথি—
"এই পথে যাও কর্ম্মক্ষেত্র-মাঝে
না কর অন্তরে ভয়,
কে বলে ক্ষণিক মানব-জীবন
জগতে প্রাণী অক্ষয় ;
প্রাণি-রঙ্গভূমে ভ্রম তীব্র তেজে
শরীর অক্ষয় ভাব,
মৃত্যু তুচ্ছ করি জীবরঙ্গে মজি
দৈত্যের বিক্রমে ধাব ;
শৈবালের জল স্বপন-প্রলাপ
নহে এ মানব-প্রাণ,
কীট কৃমি তুল্য আহার শয়ন
আত্মার নহে বিধান ;
ব্রহ্মাণ্ড জিনিতে এ মহীমণ্ডলে
জীবাত্মা বিধির সৃষ্টি ;
সেই ধন্য প্রাণী নিত্য থাকে যার
সেই পথে দৃঢ় দৃষ্টি ;
স্বকার্য্য-সাধন নহে যত কাল
এ বিশ্ব-ভুবন-মাঝে,
জ্ঞান বুদ্ধি বল ধন মান তেজ
দেহ প্রাণ কোন্ কাজে ;
ধিক্ সে মানবে এখনও না পারে
প্রাণ সঞ্চারিতে জীবে,
এখন (ও) কৃতান্তে না পারে জিনিতে
সংহারি সর্ব্ব অশিবে ;
কি কব এ তেজ সহিতে না পারে
নরজাতি তেজোহীন,
নতুবা তাদের দেবতুল্য তেজ
করিতাম কত দিন।"
এত কৈয়ে ক্ষান্ত হইল উৎসাহ
নিশ্বাসে হুঙ্কার ছাড়ে,
কাঁপিতে কাঁপিতে প্রাণীর আবর্ত্তে
নিরখি আশায় আড়ে ;
মুহূর্ত্তে শতেক সহস্র পরাণী
ঘুরিতে ঘুরিতে যায় ;
দ্বারদেশে পশি তিলার্দ্ধেক কাল
ভূমিতে নাহি দাঁড়ায়।
বিস্ময়ে তখন আশার সংহতি
নগরে প্রবিষ্ট হই ;
প্রবেশি নগরে ক্ষণকাল যেন
স্তম্ভিত হইয়া রই ;
পরে নিরীক্ষণ করি চারিদিকে
প্রাণী হেরি রঙ্গভূমে,
শত শত প্রাণী শত শত ভাবে
গতি করে মহাধূমে ;
নিরখি কোথাও কেমন সুন্দর
বহুমূল্য বিরচিত,
কোথাও চিত্রিত রঞ্জিত বসনে
ধরাতল সুসজ্জিত ;
কোথা চন্দ্রাতপ অভ্র-শোভাকর
বিস্তৃত গগনভালে,
কোথা যবনিকা চিত্রিত দুকূল
আচ্ছাদিত হেমজালে ;

মুকুতাজড়িত বসনে আহৃত
তুরঙ্গ কুরঙ্গ কত ;
পথে পথে পথে ক্ষিতি ক্ষুব্ধ করি
গতি করে অবিরত ;
হীরক-রঞ্জিত যান শত শত
পথে পথে করে গতি ;
জনতার স্রোতে নগর প্লাবিত
রজঃ-পরিপূর্ণ পথি ;
কোথা বা সুন্দর হেমমণিময়
আসন সজ্জিত আছে ;
প্রাণী লক্ষ লক্ষ করি করযোড়
দাঁড়ায়ে তাহার কাছে ;
বসিয়া আসনে প্রাণী কোন জন
হেমদণ্ড করতলে,
আকাশ বিদীর্ণ, ঘন জয় ধ্বনি
প্রাণিবৃন্দ-কোলাহলে ;
হেরি স্থানে স্থানে বসি কত জন
শিরস্ত্রাণে জ্বলে মণি ;
ইঙ্গিতে কটাক্ষ হেলায় যে দিকে
সেই দিকে স্তব্ধধ্বনি ;
কোথা বা সুসজ্জ তুরঙ্গের পৃষ্ঠে
কেহ করে আরোহণ,
বান্ধিয়া কটিতে হিরণ্য-মণ্ডিত
অসি লগ্ন সারসন ;
কোটি কোটি প্রাণী ইঙ্গিতে কটাক্ষে
চৌদিকে ছুটিছে তার :
করিছে গর্জ্জন অসি নিষ্কাশন
ভীষণ ঘন চীৎকার ;
কোন দিকে পুন হেরি কত বামা
অন্তরে ভাবিয়া সুখ,
বাঁধিছে কবরী বিননী বিনায়ে
হাসিরাশি-মাখা মুখ ;—
কেহ বা কুসুমে পাতিছে আসন
কোমল ধরণীতলে,
বসিছে তাহাতে অন্তরে সুখিনী
সিঞ্চিয়া সুগন্ধিজলে।
কেহ বা চিকণ পরিয়ে বসন
করতলে মণিমালা।
দুলাইছে ধীরে বাজুতে ঘুঙ্গুর
বাহুতে বাজিছে বালা ;

চলে কোন ধনী ধীরে ধীরে ধীরে
চারুকলা যেন শশী,
যুবা কোন জন আঁকে রূপ তার
ধীরে ধরাতলে বসি ;
চলে কোন বামা রাঙ্গা-পদতল
পড়ে ধরণীর বুকে,
যুবা কোন জন কোমল বসন
সম্মুখে পাতিছে সুখে,
নিরখি কোথাও নারী কোন জন
বসিয়া ধরণীতলে,
কোলে সুকুমার হেরে শিশুমুখ
ব্যজন করি অঞ্চলে ;
প্রসন্ন-বদন দাঁড়ায়ে নিকটে
হৃদয়-বল্লভ তার,
হেরে প্রিয়ামুখে, কভু শিশুমুখে,
মৃদু হাসি অনিবার,
হেরি কোনখানে প্রণয়ীর ক্রোড়ে
প্রমদা সোহাগে দোলে ;
শশচিহ্ন যথ পূর্ণ ষোলকলা
শোভে শশাঙ্কের কোলে।
কোথাও দাঁড়ায়ে প্রাণী কোন জন
ঘেরে তার চারি পাশ,
চাতক যেমন আছে শত জন
বদনে প্রকাশ আশ ;
আনন্দে মগন সেই সুখী প্রাণী
ধরিয়া কাঞ্চন-ডালা,
পূরি করতল করে বিতরণ
বিবিধ রতন-মালা ;
তনয় তনয়া নিকটে যাহার
বান্ধব যতেক জন,
বদন তাঁহার ভাবি শশধর
সুখে করে নিরীক্ষণ ;
কোথাও আবার ধূলি-ধূসরিত
সহস্র সহস্র প্রাণী
করিছে ক্রন্দন ভার-মগ্ন দেহ
শিরে করাঘাত হানি ;
যুবা, বৃদ্ধ, শিশু স্বেদ-আর্দ্র বপু
বসন-বিহীন কায়,
অনশনে ক্ষীণ শিরে কক্ষে ভার
কত কোটি কোটি প্রাণী যায় ;

হাসে খেলে কত কাঁদে কত প্রাণী
ভাবে বসি কত জন,
কেহ অন্ধকারে কেহ বা মাণিক-
কিরণে করে ভ্রমণ,
কত অপরূপ, কত কি অদ্ভুত,
রহস্য এরূপ কত
দেখি চক্ষু মেলি প্রাণি-রঙ্গভূমে
চলিতে চলিতে পথ॥

তৃতীয় কল্পনা।

রত্নোদ্যান—আকাঙ্ক্ষা-ভবন, তন্নিবাসী-
দিগের নৃশংস ব্যবহার—ও
কঠোর রীতি-নীতি।

চলিতে চলিতে হেরি এক স্থানে
অপূর্ব্ব নব অঞ্চল,
তরু-শিরে ফল অতি মনোহর
কনকের পত্রদল।
ছুটেছে সে দিকে কত শত প্রাণী
কত শত আসি কাছে,
ফল পত্র হেরি তরুর শিখরে
ঊর্দ্ধমুখ হয়ে আছে।
কোথাও তরুতে ঝরিছে রজত
বহিছে সুরভি-বাস,
প্রাণিগণ তায় ঘেরিয়া চৌদিকে
করিছে কত উল্লাস।
আশ্চর্য্য-প্রকৃতি তরু সে সকল
ঘুরিছে প্রদেশময়,
কভু মধ্যদেশে, কভু প্রান্তদেশে
তিলেক সুস্থির নয়,
ভ্রমিছে তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে
প্রাণী হেরি কত জন,
তরু সারি সারি চলে যেই দিকে
সে দিকে করে গমন;
ভ্রমে কত তরু ভ্রমে তরু-পার্শ্বে
প্রাণী হেন কত শত,
সদা ঊর্দ্ধশ্বাস সদা ঊর্দ্ধবাহু
অবিশ্রান্ত অবিরত;
ভ্রমে ক্ষিপ্তপ্রায় পথে নাহি চায়
তরু না পরশে তবু,
ছুটিতে ছুটিতে ত্যজি নাভিশ্বাস
তরুমূলে পড়ে কভু।
কত তরু পুনঃ দেখি স্থানে স্থানে
স্থির হয়ে সেথা আছে;
ঘোর বিসংবাদ মহা গণ্ডগোল
হয় নিত্য তার কাছে;
কত যে দুর্ব্বাক্য অশ্রাব্য কটূক্তি
সতত সেখানে হয়,
শুনিতে জঘন্য ভাবিতে জঘন্য
মুখেতে বক্তব্য নয়।
কোন প্রাণী যদি করে আকিঞ্চন
পরশিতে তরু-অঙ্গ,
আঘাত,চীৎকার কতই প্রকার
কে দেখে সে প্রাণি-রঙ্গ।
দেখিলে তখন সে সব বিকট
ক্রূরমতি ভয়ঙ্কর,
মনে নাহি লয় সেই সব জন
বসুন্ধরাবাসী নর।
সবার বাসনা উঠে তরুপরে
উঠিতে না পায় কেহ,
এমনি অদ্ভুত বিপরীত-মতি
প্রাণীরা পিশাচ-দেহ।
কেহ যদি কভু সহি বহু ক্লেশ
উঠে কোন তরুপরে,
তখন চৌদিকে শত শত জন
তারে আক্রমণ করে।
ফেলে ভূমিতলে পাদ পৃষ্ঠ ধরি
খণ্ড খণ্ড করে তূর্ণ,
নখ-দন্তাঘাতে নির্দ্দয় প্রহারে
অস্থি মুণ্ড করে চূর্ণ,
আরোহী যে জনে না পারে ধরিতে
অস্ত্রে কাটে হস্ত-পদ,
এমনি বিষম বাসনা দুরন্ত
এমনি ঈর্ষা দুর্ম্মদ,
তবু সে পরাণী উঠে তরু-শিরে
আনন্দে কাঞ্চন বাঁধে,

ফুটিয়া বসন থাকিয়া থাকিয়া
মণি-আভা নেত্র ধাঁধে,
ছিন্ন হস্ত পদ কত প্রাণী হেন
হেরি সেথা তরুপরে,
উঠে অকাতরে কত তরু বাহি
ক্ষত অঙ্গে রক্ত ঝরে,
সে রুধিরধারা নাহি করে জ্ঞান
প্রাণী সে কাঞ্চন পাড়ে,
কনকের পাতা কনকের ফল
যতনে বসনে ঝাড়ে।
এইরূপে সেথা উঠে নিত্য প্রাণী
কভু আসে কোন জন,
অতি দূর হইতে সে প্রাণিমণ্ডলী
নিমিষে করি লঙ্ঘন।
বিজলীর গতি উঠে তরুপরে
কেহ না ছুঁইতে পায়,
তরুর শিখরে উঠিছে যখন
তখন সকলে ধায়।
তরু হইতে পুনঃ রতন পাড়িয়া
নামে শেষে ধরাতলে,
তরুতলস্থিত প্রাণিগণ এবে
কেহ নাহি কিছু বলে;
যায় দম্ভ করি দেখায় রতন
ভয়ে সবে জড়সড়,
না পারে ছুঁইতে না পারে চলিতে
চরণে যেন নিগড়।
বুঝিয়া তখন মম চিত্তভাব
আশা কহে "বৎস, শুন,
ভেবো না বিস্ময় এই তরুদলে
এমনি আশ্চর্য্য গুণ—
ছলে কিংবা বলে কিংবা সে কৌশলে
যে পারে উঠিতে শিরে,
তাহারে এখানে কভু কেহ আর
পরশিতে নারে ফিরে;
অন্তরে দাঁড়ায়ে শ্বাপদ যেমন
গর্জ্জিবে তখন সবে,
অথবা নিকটে আসিয়া সত্বরে
পদধূলি তুলি লবে।"
জিজ্ঞাসি আশারে "এত কষ্টে সয়ে
রতন সঞ্চয় করে,
কি কামনা-সিদ্ধি কিবা মোক্ষপদ
কোথা পায় পুনঃ পরে।"
আশা কয় "এথা আসিতে আসিতে
দেখিলে যতেক জন,
দিব্যাসনে বসি দিব্য-মণি শিরে
অপূর্ব্ব শোভা ধারণ;
দেখিলে যতেক মাতঙ্গ ঘোটক,
হেম-রৌপ্যময় যান,
দেখিলা যতেক দাতা ভোক্তা প্রাণী
ভুঞ্জে সুখে পদ মান;
এই তরু শস্ত পত্রাদি চয়ন
আগে করি গেলা তারা,
তাই সে এখন ভোগে সে ঐশ্বর্য্য
ধরাতে আশ্চর্য্য ধারা।"
বলিতে বলিতে আশা চলে পথে
পশ্চাতে পশ্চাতে যাই,
সে অঞ্চল-মাঝে আসি এক স্থানে
চকিত অন্তরে চাই।
দেখি সেইখানে প্রাণী কত শত
ভ্রমিছে প্রমত্ত ভাব;
দামিনীর ছটা মুখেতে যেমন
নিত্য হয় আবির্ভাব;
করেতে উলঙ্গ করাল কৃপাণ
ঝকিছে তড়িতবৎ,
নক্ষত্র-পতন বেগেতে তাহারা
ছুটি ভ্রমে সর্ব্বপথ,
কেহ অশ্বপরে করি সিংহনাদ
ঝড়গতি সদা ফিরে,
যেন অভিলাষ গগনমণ্ডল
আকর্ষণ করি চিরে;
কেহ চলে দম্ভে উন্মত্ত কুঞ্জরে
ক্ষিতি কাঁপে টল টল,
বৃংহিত-নির্ঘোষ ছাড়িয়া কর্কশ
চলে দর্পে মদকল;
কেহ মত্তমতি ধায় পদব্রজে
তরঙ্গ যে ভাবে ধায়,
তুলি দীপ্ত অসি ঘন শূন্যপথে
বজ্রধ্বনি নাসিকায়;
হেন মত্তভাব প্রাণী সে সকল
ভ্রমে নিত্য সেই স্থানে,

পদতলে দলি ক্ষুদ্ধ ধরাতল
গগনে কটাক্ষ হানে ;
নিরখি সেখানে কাচ-বিনির্ম্মিত
কত চারু অট্টালিকা,
চারু শুভ্র ভাতি প্রভা মনোহর
প্রকাশে যেন চন্দ্রিকা,
হৈম ধ্বজদণ্ডে শত শত ধ্বজ
শ্বেত রক্ত নীল পীত,
অট্টালিকা-চূড়ে উড়িছে সতত
গগন করি শোভিত,
ছুটিতে ছুটিতে প্রাসাদ-নিকট
সবে উপনীত হয়,
না চিন্তি ক্ষণেক করে আরোহণ
চিত্তে ত্যজি মৃত্যুভয়।
প্রাসাদ-শরীরে প্রাণীর শৃঙ্খল
আরোপিত কাঁধে কাঁধে,
লম্ফে লম্ফে এবা সে প্রাণী-শৃঙ্খল
শিখরে উঠে অবাধে,
উঠে যত দূর ক্রমে গৃহ-চূড়া
উঠে যত শূন্য ভেদি,
অসম সাহসে প্রাণী সে সকল
উঠে অভ্র-অঙ্গ ছেদি ;
উঠে যেন ক্রমে দূর-অন্তরীক্ষে
আকাশে মিলিত হয়,
ঘেরি যেন দেহ সৌদামিনী সহ
জলদ সুস্থির রয় ;
কোন বা প্রাসাদ- মাঝে মাঝে কভু
অতি গুরুতর ভারে,
পড়ে ভূমিতলে বিচ্ছিন্ন হইয়া
চূর্ণকাচ চারিধারে ;
প্রাণীর সোপান আরোহী সে জন
কাচ-বিনির্ম্মিত গেহ,
নিমিষে অদৃশ্য নাহি থাকে কিছু
নাহি থাকে প্রাণী কেহ।
না পড়ে যাহারা উঠিয়া শিখরে
ঘন সিংহনাদ ছাড়ে,
পড়িছে প্রাসাদ চারিদিকে যেন
নিরখি আনন্দ বাড়ে।
সে প্রাসাদ-মালা- উপরে আশ্চর্য্য
প্রাণী এক হেরি ভ্রমে,
বিজলীর লতা ক্রীড়া করে যেন
প্রাসাদ-শিখরে ক্রমে।
আরোহী প্রাণীরা নিকটে আসিলে
মুকুট তুলিয়া ধরে,
ঊর্দ্ধৈর্য্য হইয়া প্রাণী সে সকল
কিরীট শিরেতে পরে ;
পরিয়া উজ্জ্বল কিরীট মস্তকে
বেগে নামে ধরাতলে,
ছাড়িয়া হুঙ্কার কাঁপায়ে মেদিনী
মহা দম্ভ-তেজে চলে ;
বলে গর্ব্ব করি "পৃথিবী সৃজন
বল সে কাহার তরে,
না যদি সম্ভোগ করিবে এ ধরা
কেন বিধি সৃজে নরে ?
সুর-বীর্য্য-ধন যে আসে মহীতে
তাহারি উচিত হয়,
ভুঞ্জিতে তাহাতে ঐশ্বর্য্য প্রতাপ
পশু যারা ভাবে ভয়।
ধর্ম্ম লৈয়ে ভাবে পাবে কর্ম্মফল
পাবে মোক্ষপদ হায় !
মর্ত্ত্যে ইন্দ্রালয় করিতে পারিলে
স্বর্গপুরী কেবা চায় ?"
কেহ গর্ব্বভাবে চলে দর্প করি
প্রাণী সে সকল হেরি,
অশ্রুত-নয়নে শত শত প্রাণী
চলে চারিদিক্ ঘেরি,
কেহ বলে "কোথা জনক আমার,"
কেহ বলে "ভ্রাতা কই,"
কেহ বলে "ফিরে দেও রাধানাথ,
নাহি সে সম্বল বই।"
এইরূপে কত রমণী বালক
ক্রন্দন করিয়া ধীরে,
গলবস্ত্র হয়ে চলে কৃতাঞ্জলি
সঙ্গে সঙ্গে সদা ফিরে ;
না শুনে সে বাণী সে ক্রন্দন-স্বর
সে প্রাণী শার্দ্দূল-প্রায়,
অসি হেলাইয়া চমকে চমকে
উন্মত্তভাবেতে ধায় ;
যে পড়ে সম্মুখে কি পুরুষ নারী
কিবা বৃদ্ধ শিশু প্রাণী,

খণ্ড খণ্ড করে তখনি সে জনে
শাণিত কৃপাণ হানি।
দেখিলাম কত শিশু এইরূপে
কত যে অনাথা নারী,
করিল বিনাশ সদা মত্তমন
সেই সব অস্ত্রধারী ;
নাহি করে দয়া প্রাণে নাহি মায়া
কত প্রাণী হেন বধে,
কমল-কোরক শুণ্ডেতে ছিঁড়িয়া
হস্তী যেন চলে মদে ;
কেহ উত্তরাস্তে কেহ বা পশ্চিমে
পূর্ব্বদিকে কোন জন,
দেখি সেই সব উন্মত্ত পরাণী
দাপটে করে গমন ;
উত্তর পশ্চিমে প্রাণী দুই এক
কিঞ্চিৎ সঙ্কোচে যায়,
কেশরি-গর্জ্জনে পূর্ব্বদিকে চায়
ছুটে কত মহাকায় !
দেখিয়া তখন হৃদয়ে যেমন
রুধির হইল জল,
যেন বিষপানে জলিল পরাণ,
দেহ হইল শৃঙ্খল।
কহিনু আশায় "এই কি তোমার
আনন্দ-কানন-স্থান ?
আসিলে এখানে জুড়ায় তাপিত
হৃদয় শরীর প্রাণ ?"
ঈষৎ লজ্জিত ভাবে কহে আশা
"শুন রে বালকমতি,
আমার সেবক প্রাণী যত এথা
এ নহে তাদের গতি,
দুরাকাঙ্ক্ষা নামে দুরাত্মা পরাণী
কখন পশে এথায়,
দুর্দ্দম প্রতাপ দাপট তাহার,
নিবারিতে নারি তায় ,
ভুলাইয়া প্রাণী ফেলায় কুপথে
অহি সম পূর্ণ ছল,
বারেক যাহারে সে জন পরশে
করে তারে করতল ;
নাহি থাকে আর অধিকার মম
সে প্রাণী পশ্চাতে ধায়,
নাহি জানি পরে হয় কিবা গতি
বৃথা সে দোষে আমায় ;
চল এই দিকে দেখিবে সেখানে
কিবা এ পুরী-মহিমা,
কেন এত জন প্রবেশে পুরীতে
ভাবিয়া এত গরিমা।"
আমি কহি "চল, অই দিকে যাই
শুনি যেন কোলাহল,
নিরখিব কিবা কেন কোলাহল
হয় পুরি সে অঞ্চল।"
অনেক নিষেধ করিলা আমারে
সে পথে যাইতে আশা ;
তবু কোন ক্রমে সংবরিতে নারি
পরাণীর সে পিপাসা ।
অনন্ত-উপায় শেষে আশা মোরে
লইয়া সেদিকে যায় ,
নিকটে আসিয়া অতি ধীরে ধীরে
প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়ায়।
দেখি সেইখানে তনু অস্থিসার
প্রাণী এক বৃদ্ধ জরা,
শত-গ্রন্থিময় বস্ত্র ধূলিপূর্ণ
মলিন বপুতে পরা ,
ধূলিপিণ্ডবৎ খাদ্য কিছু হাতে
কণা কণা করি তায়,
বাঁটিছে সকলে চারিদিকে প্রাণী
ঘোর কোলাহলে ধায়,
ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূল সদৃশ ছুটিছে
যুবা বৃদ্ধ কত প্রাণী,
বিলম্ব না সয় বণ্টন করিতে
কাড়ি লয় বেগে টানি ;
ক্ষুধানলে জলে জঠর সবার
কি করে অন্নের কণা,
পরস্পরে সবে কাড়াকাড়ি করে
নিবারে ক্ষুধা আপনা।
কত যে করুণ শুনি ক্ষুণ্ণ স্বর
কত খেদ-বাক্য হায়।
শুনে স্থিরচিত্তে বারেক যে জন
জনমে না ভুলে তায়।
দেখিলাম আহা কত শিশুমুখ
বিশুষ্ক পুষ্পের মত,

কত অন্ধ খঞ্জ রমণী দুর্ব্বল
চেয়ে আছে অবিরত ;
অশ্রুজলে ভাসে গণ্ড বক্ষঃস্থল
জনতা ভেদিতে চায়,
নিকটে যে আসে অন্ন-কণা লয়ে
লালসে নেহারে তায় ;
হায় ! কত জন অধীর ক্ষুধায়
নিরখি সেখানে ধায়,
দুর্ব্বল অবলা শিশু-হস্ত হ'তে
অন্ন কাড়ি লয়ে খায় ;
সে প্রাণি-মণ্ডলী কত যে অধৈর্য্য
কত যে কাতরে আসে,
করিয়া চীৎকার মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
সেই বৃদ্ধ প্রাণি-পাশে ,
কাঁদিতে কাঁদিতে অন্ন কণা কণা
বণ্টন করে সে প্রাণী,
নিত্য ক্ষিণ্ণ ভাব সদাই আক্ষেপে
অতি কষ্টে কহে বাণী।
"কেন রে সকলে আইস এখানে
কোথা আর অন্ন পাব,
বিধির বঞ্চনা তোদের লাগিয়া
বল্ আর কোথা যাব ,
এ পুরী-ভিতরে নাহি হেন স্থান
না করি যেথা ভ্রমণ ,
নাহি যেন বৃত্তি চৌর্য্য কিংবা ছল
না করি যাহা ধারণ ;
তবু নাহি ঘুচে কাঙ্গালের হাল
কি কব কপাল দুষ্ট,
কোথা পাব বল্ আহার তোদের
বিধাতা আমারে কষ্ট ,
কেন এ পুরীতে করিস্ প্রবেশ
ভুঞ্জিতে এ হেন ক্লেশ,
প্রাণি-রঙ্গভূমে ধনীর আশ্রয়
নহে কাঙ্গালীর দেশ।"
তাপিত-অন্তরে কহিনু আশায়
"আর না দেখিতে চাই,
এ পুরী-মহিমা গরিমা যতেক
এখানে দেখিতে পাই ;
দেও দেখাইয়া বাহিরেতে দ্বার
পুনঃ যাই সেই স্থান
আসি যেথা হ'তে, দেখিয়া এ সব
অস্থির হয়েছে প্রাণ।"
মধুর-বচনে আশা কহে "কেন
উতলা হইছ এত,
দেখাইব তোর বাসনা যেরূপ
যেবা তব অভিপ্রেত ,
কর্ম্মভূমি নাম শুন এ নগরী
কর্ম্মগুণে ফলে ফল,
বালমতি তুমি বুঝিনু তোমার
অন্তর অতি কোমল ,
কঠিন ধাতুতে নির্ম্মিত যে প্রাণী
সেই বুঝে রঙ্গ এর,
প্রাণি-রঙ্গভূমে ভ্রমিতে আপনি
বিরিঞ্চি ভাবেন ফের ,
চল এইদিকে তব মনোমত
পদার্থ দেখিতে পাবে,
এ পুরী-ভ্রমণ- কৌতুক-লহরী
তখন নাহি ফুরাবে।"
এত কয়ে আশা চলে আগে আগে
সভয়ে পশ্চাতে যাই ,
আসি কিছু দূর পুরী-মধ্যভাগে
অচল দেখিতে পাই

চতুর্থ কল্পনা।

যশঃশৈল—নিম্নভাগে প্রাণিসমাগম—আরোহণপ্রথা—ভিন্ন ভিন্ন শিখর-দর্শন—ভিন্ন ভিন্ন যশস্বী প্রাণিমণ্ডলীর কীর্ত্তিকলাপ-দর্শন—বাল্মীকির সহিত সাক্ষাৎ।

নিকটে আসিয়া নিরখি সুন্দর
অপূর্ব্ব শিখরশ্রেণী,
শিখরে শিখরে কনক-প্রদীপ
যেন কিরণের বেণী ;
শৈল-চারিদিকে তৃষিত-নয়ন,
প্রাণী লক্ষ লক্ষ জন,
কুসুমে গ্রথিত মাল্য মনোহর
শূন্যে করে উৎক্ষেপণ ;

ঘন ঘন ঘন হয় জয়ধ্বনি
ক্ষণেক নাহি বিশ্রাম.
যেন উর্ম্মিরাশি জলরাশি-অঙ্গে
গতি করে অবিরাম।
প্রাণিবৃন্দ আসি একে একে সবে
ক্রমে শৈলতলে যায়,
চূড়াতে জ্বলিছে মাণিকের দীপ
সঘনে দেখিছে তায়,
সে অচলে হেরি ঘেরি চারিদিক্
প্রাণী আরোহণ করে,
আমূল-শিখর শৈল-অঙ্গে প্রাণী
অপরূপ শোভা ধরে।
চলে ধীরে ধীরে শিরে শিবে শিরে
অঙ্গে অঙ্গ পরশন,
অবিরতস্রোত প্রাণীর প্রবাহ
কৌতুক করি দর্শন
শিলাতে শিলাতে পদ রাখি ধীরে
উঠিছে পরাণিগণ,
উঠিতে উঠিতে পড়ে কত জন
স্খলিত হয়ে চরণ,
বটফল যথা বৃক্ষ হ'তে সদা
খসিয়া পড়ে ভূতলে,
এথা সেইরূপ প্রাণী নিত্য নিত্য
খসিয়া পড়ে অচলে.
পড়িয়া উঠিতে কেহ নাহি পারে
কেহ বা আরোহে পুনঃ,
সে প্রাণি-প্রবাহ অবিচ্ছেদ-গতি
কখন না হয় উন।
লয়ে নিজ নিজ যে আছে সম্বল
উঠিছে যতনে কত,
শিখরে শিখরে কনক-প্রদীপ
নেহারে সুখে সতত।
উঠে প্রাণিগণ দীপ লক্ষ্য করি
শীত গ্রীষ্ম নাহি জ্ঞান,
মন্ত্র করি সার দেহ ভাবি ছার
পণ করি নিজ প্রাণ,
কাহার মস্তকে মণি-মুক্তারাশি
উপাধি কাহার শিরে,
কাহার সম্বল নিজ বুদ্ধি-বল,
অচলে উঠিছে ধীরে;

গ্রন্থ রাশি রাশি লয়ে কোন জন
কারো করতলে তুলি,
কেহ বা ধরিছে যতনে কক্ষেতে
কাব্য-গ্রন্থ কতগুলি;
কেহ বা রূপের ডালী লয়ে ফিরে
চলেছে সুরূপা নারী,
চলেছে গায়ক নাটক, বাদক,
বীণা-বেণু-আদি-ধারী।
উঠিতে বাসনা করে না অনেকে
আসিয়া ফিরিয়া যায়,
নীচে হৈতে শূন্যে ফেলি ফুল-মাল
সেই অচলের গায়।
বহুজন পুনঃ করিয়া প্রয়াস
উঠিছে অচলদেশে,
পাই বহু ক্লেশ ফিরিয়া আবার
নামিয়া আসিছে শেষে।
জিজ্ঞাসি আশারে "প্রাণি-রঙ্গভূমে
কিবা হেরি এ অচল?"
আশা কহে "বৎস, যশঃশৈল ইহা
অতি মনোরম্য স্থল।"
বাড়িল কৌতুক উঠিতে শিখরে
আনন্দে আগ্রহে যাই,
আগে আগে আশা চলিল সম্মুখে
অচলে পথ দেখাই
উঠিতে উঠিতে শুনি শূন্যপরে
সুমধুর-ধ্বনি ঘন,
মস্তক-উপরে ঘুরিয়া যেমন
সতত করে ভ্রমণ;
যেন শত বীণা বাজিছে একত্র
মিলিত করিয়া তান,
শ্রবণে প্রবেশ করিলে তখনি
পুলকিত করে প্রাণ।
শূন্যে দৃষ্টি করি রোমাঞ্চ-শরীর
বিস্ময়ে ভাবিয়া চাই,
কিবা কোন যন্ত্র কিবা বাদ্যকর,
কিছু না দেখিতে পাই।
হাসি কহে আশা "বৃথা অকিঞ্চন,
দৃষ্টি না হইবে নেত্রে,
এ মধুর ধ্বনি নিত্য এইরূপে
নিনাদিত এই ক্ষেত্রে,

আশাকানন।

বীণা কি বাঁশরী কিংবা কোন যন্ত্র-
নিঃসৃত নহেক স্বর,
স্বতঃ বিনির্গত সুললিত সদা
ভ্রমে নিত্য গিরিপর,
সদা মনোহর বায়ুতে বায়ুতে
বেড়ায় ঝঙ্কার করি,
কমলের দল বেষ্টিয়া যেমন
ভ্রমর ভ্রমে গুঞ্জরি।"
শুনিতে শুনিতে আশার বচন
ক্রমশঃ অচলে উঠি,
যত উর্দ্ধে যাই তত সুমধুর
ধ্বনি ভ্রমে সেথা ছুটি।
ছাড়ি অধোদেশ উঠিনু যখন
মধ্যভাগে গিরিকায়;
শরীর পরশি ধীরে ধীরে ধীরে
বহিল মৃদুল বায়!
সে বায়ুতে মিশি সুমধুর ঘ্রাণ
করিল আমোদময়;
যেন সে অচল সুরভি মধুর
সৌগন্ধে ডুবিয়া রয়;
অগুরু চন্দন জিনিয়া সে গন্ধ
পুষ্পগন্ধ যেন মৃত,
মরি কি মধুর মনোহর যেন
দেবের বাঞ্ছিত মধু!
ভ্রমিছে সে গন্ধ ঘেরিয়া অচল
প্রতি শিখরের চূড়ে,
ছুটিছে পবনে সে ঘ্রাণ নিয়ত
কতই যোজন যুড়ে;
নাহি হয় হ্রাস ক্রমে যত যাই
ক্রমে বৃদ্ধি তত হয়,
নাসারন্ধ্র যেন ঘ্রাণপূর্ণ করি
প্রাণ করে মধুময়।
সেই গন্ধে মজি শুনি সেই ধ্বনি
ভ্রমি সে অচলপরে,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কত কি অদ্ভুত
দেখি চক্ষে সুখভরে,
নিরখি তাহার কোন বা শিখরে
প্রাণী বসি কোন জন,
অসুর সুসাধ্য অসম্ভব ক্রিয়া
নিমেষে করে সাধন;

কোন গিরিচূড়ে বসি কোন প্রাণী
মণি-দণ্ড হেলাইছে,
ক্ষণপ্রভা তার বশবর্ত্তী হয়ে
চরাচর ঘুরিতেছে;
কোন বা শিখরে বসি কোন জন
তোলে ভোগবতী-জল,
কেহ বা করেতে আকর্ষণ করি
ঘুরায় বিশ্বমণ্ডল,
কেহ বা নক্ষত্র, গ্রহ, ধূমকেতু
ধরিয়া দেখায় পথ,
লক্ষ্য করি তাহা শূন্যমার্গে উঠে
ভ্রমে সবে চক্রবৎ;
কেহ বা ভেদিয়া সূর্য্যের মণ্ডল
আচ্ছাদন খুলে ফেলি,
আনন্দে দেখিছে বাষ্প সরাইয়া
নিবিড় বিদ্যুৎ-কেলি,
কেহ শূন্য হৈতে পাড়ি চন্দ্র-তারা
করতলে রাখে ধরি,
পুনঃ ছাড়ি দেয় সর্ব্ব-অঙ্গ তার
সুখে নিরীক্ষণ করি,
দেখি কোন চূড়া উপরে বসিয়া
সুদিব্য-মূরতি প্রাণী,
তন্ত্রী বাজাইয়া মনের আনন্দে
ঢালিছে মধুর বাণী;
কোন শৃঙ্গে হেরি প্রাণী কোন জন
মস্তকে কাঞ্চনময়,
জ্বলিছে মুকুট শিখর-উপরে
হয় যেন সূর্য্যোদয়,
হেরি দিব্য মূর্ত্তি দিব্যাসনোপরে
প্রাণী বৈসে কোথা সুখে,
ধক্ ধক্ করি হীরা-খণ্ড সদা
প্রদীপ্ত হইছে বুকে;
হেরি কত ঋষি স্থির শান্ত ভাব
বসিয়া অচল-অঙ্গে,
গ্রন্থ করে পাঠ যেন ধ্যান ধরি
ভাসিছে ভাব-তরঙ্গে।
হেরি অপরূপ অচল-প্রকৃতি
প্রাণিগণ যত উঠে,
ছাড়ি মধ্যদেশ স্থির হয় হেথা
সেইখানে পদ্ম ফুটে;

তখনি শিখরে হয় শৃঙ্গনাদ
দশ দিক্ গন্ধে পূরে।
অচল-শরীর কাঁপায়ে নিনাদ
প্রবেশে অমরপুরে।
প্রাণী সেই জন এবে দিব্য মূর্ত্তি
বৈসে চারু পুষ্পপর;
উঠে অস্ত্র যত সে অচল-অঙ্গে
পূজে তারে নিরন্তর।
স্তবকে স্তবকে সে ভূধর-অঙ্গে
কত হেন পদ্মফুল,
উপরে উপরে দেখিলাম রঙ্গে
কৌতুকে হইয়ে আকুল!
বিস্ময়ে তখন জিজ্ঞাসি আশারে
আশা মৃদু ভাষে কয়,
"ত্যজে জীবলীলা প্রাণী যে এখানে
এই ভাবে হেথা রয়;
প্রাণি-রঙ্গভূমে জানাতে বারতা
হয় শৃঙ্গে সিংহনাদ;
শিখর-উপরে আইসে দেবগণ
করিয়া কত আহ্লাদ।
এই যে দেখিছ প্রাণী যত জন
পদ্মাসনে আছে বসি,
ধরার ভূষণ প্রলয়ে অক্ষয়,
মানব-চিত্তের শশী;
দেখ গিয়া কাছে তব পরিচিত
প্রাণী এথা পাবে কত,
বদন হেরিয়া করিয়া আলাপ
পূর্ণ কর মনোরথ।"
একে একে আশা কানে কহি নাম
চলিল দেখায়ে রঙ্গে,
পুলকিত-তনু দেখিতে দেখিতে
চলিনু তাহার সঙ্গে।
ব্যাস, কালিদাস, ভারতী প্রভৃতি
চরণ বন্দনা করি,
শঙ্কর-আচার্য্য খনা, লীলাবতী,
মূর্ত্তি হেরি চক্ষু ভরি;
উঠিনু সেখানে যেখানে বসিয়া
বাল্মীকি অমরপ্রায়,
আনন্দে বাজায়ে সুমধুর বীণা
শ্রীরামচরিত গায়।

দেখিয়া আমারে অমর ব্রাহ্মণ
দয়ার্দ্র-মানস হয়ে;
দিলা পদধূলি স্বদেশী জানিয়া
আশু শিরোঘ্রাণ লয়ে;
জিজ্ঞাসিল ত্বরা অযোধ্যা-বারতা
কেবা রাজ্য করে তায়,
ভারতীর পুত্র কেবা আর্য্যভূমে
তাঁহার বীণা বাজায়;
কোন্ বীরভোগ্যা এবে আর্য্যভূমি
কোন্ ক্ষত্রী বলবান্,
দৈত্য-রক্ষঃকুল করিয়া দমন
রক্ষা করে আর্য্যমান,
কোন্ আর্য্যসুত- যশঃ-প্রভাগুণে
স্বদেশ উজ্জ্বলমুখ,
দ্বিতীয় জানকী হৈয়ে কোন্ নারী
স্নিগ্ধ করে পতি-বুক;
কেবা রক্ষা করে বেদবিধি ধর্ম্ম
কোন্ বুধ মহামতি,
ব্রাহ্মণকুলের তিলকস্বরূপ
সাধন করে উন্নতি;
কত এইরূপ জিজ্ঞাসে বারতা
শুধাইয়া বারংবার,
কি দিব উত্তর ভাবিয়া না পাই
চক্ষে বহে নীরধার।
হেরে অশ্রুধারা করুণ-বাক্যেতে
ঋষি অতি ব্যগ্রমন,
আগ্রহে আবার ইতি সযতনে
কৈলা মোরে সম্ভাষণ।
কহিনু তখন "কি বলিব, ঋষি,
কি দিব সংবাদ তার—
তোমার অযোধ্যা তোমার কোশল
সে আর্য্য নাহিক আর;
ডুবেছে এখন কলঙ্ক-সলিলে
নিবিড় তামসী তায়;
সে ধনু-নির্ঘোষ সে বীণা-ঝঙ্কার
আর না কেহ শুনায়,
নিস্তেজ হয়েছে দ্বিজ, ক্ষত্রকুল
বেদধর্ম্ম সর্ব্ব গিয়া,
ভাসে পুণ্যভূমি অকূল পাথারে
পরমুখ নিরখিয়া।"

সে বচন শুনি আর্য্য-ঋষিমুখ
ধরিল যে কিবা ভাব,
কি যে ভয়ঙ্কর ধ্বনি চতুর্দ্দিকে
আর্য্য-মুখে ঘনস্রাব ;
ভাবিতে সে কথা এখন(ও) হৃদয়
ভয়েতে কম্পিত হয়,
অন্তরে অঙ্কিত রবে চিরদিন
বাণীতে প্রকাশ্য নয়।
যত ছিল সেথা আর্য্যকুলোদ্ভব
মহাপ্রাণী মহোদয়,
ঘোর বজ্রাঘাতে একেবারে যেন
আকুলিত সমুদয়।
সে দুঃখ দেখিয়া দেখিয়া সে ভাবে
আর্য্যসুতে চিন্তাকুল ;
তুলিয়া দর্পণ আশা কহে "ইথে
চাহি দেখ আর্য্যকুল :
দেখ রে দর্পণে ভবিষ্যতে পুনঃ
ভারত কিরূপ বেশ,
দেখে একবার প্রাণের বেদনা
ঘুচা রে মনের ক্লেশ।"
দেখিলাম চাহি সে কিরণে যেন
জ্বলিছে কিরণময়,
ভারতমণ্ডল সে কিরণে যেন
প্রদীপ্ত হইয়া রয় ;
ভারত-জননী যেন পুনর্ব্বার
বসিয়াছে সিংহাসনে,
ফুটিয়াছে যেন তেমতি আবার
পূর্ব্বতেজ হাস্যাননে,
ঘেরিয়া তাহারে নব আর্য্যজাতি
কিরীট কুণ্ডল তুলি,
পরাইছে পুনঃ উজ্জ্বল ভূষণ
ঝাড়িয়া কলঙ্ক-ধূলি ;
নবীন পতাকা তুলিয়া গগনে
ছুটেছে আবার দূত,
ভুবন-ভিতরে করি ঘন নাদ
বদনে প্রভা অদ্ভুত ;
দিক্‌দশবাসী মানবমণ্ডলী
আনি সপ্ত সিন্ধুজল,
করে অভিষেক, বলে উচ্চনাদে
জাগ্রত আর্য্যমণ্ডল ;

পশ্চিমে উত্তরে হয় ঘোর-ধ্বনি
আনন্দ-সঙ্গীত গায়,
উঠে সিন্ধুবারি [illegible] প্রক্ষালি
আকাশ গর্জ্জিয়া ধায়,
উঠে হিমালয় পুনঃ শূন্য ভেদি,
পূর্ব্বের বিক্রম ধরি,
ছুটে পুনরায় জাহ্নবী যমুনা
গভীর সলিলে ভরি,
আনন্দে আবার ভারত-সন্তান
বীণা ধরে করতলে,
আবার আনন্দে বাজায়ে দুন্দুভি
বসুন্ধরা-মাঝে চলে ;
দেখে সে দর্পণে অপূর্ব্ব প্রতিমা
হরষ-বাষ্পেতে আঁখি,
পূরিল অমনি ফুটিল বাসনা
হৃদয়ে তুলিয়া রাখি ;
দেখিতে দেখিতে সে দর্পণ-ছায়া
আরো ঊর্দ্ধভাগে যাই,
স্তরে স্তরে যেন হেরি সে ভূধর
উঠে শূন্যে যত চাই।
আশা কহে "বৎস, কত দূর যাবে
নাহি পাবে এর পার,
যত দূর যাবে তত দূর ক্রমে
শৃঙ্গ পাবে অন্য আর।"
আশার বচনে ক্ষান্ত হয়ে ফিরি
পুনঃ সে অচল-অঙ্গে,
নামি কিছু দূর নিরখি সেখানে
সুকবি কঙ্কণে রঙ্গে !
পদতলে তার দেখি মনসুখে
বসিয়া ভারত দ্বিজ,
বাজাইছে বাঁশী মধুর স্বরবে
ছাড়াইয়া রস নিজ।
ক্রমে ভূমিতলে অবতরি পুনঃ
তবু যেন প্রাণ মন,
করে আকিঞ্চন গিরিতলে থাকে
সুখে আর কিছুক্ষণ।
যথা নীড় হৈতে করিয়া হরণ
অরণ্যে পক্ষি-শাবক,
দ্রুতবেগে গতি করে গৃহমুখে
দুরন্ত কোন বালক।

তখন যেমন সেই পক্ষি-শিশু
চায় দুঃখে নীড়পানে,
কাকলি করিয়া মৃদু আর্ত্তস্বরে
আকুলিত হয় প্রাণে।
সেই ভাবে এবে ফিরিয়া ফিরিয়া
অচল-শিখরে চাই,
মুকুট উজলি জ্বলে হেম-দীপ
হেরিতে হেরিতে যাই।

পঞ্চম কল্পনা।

[স্নেহ, ভক্তি, বাৎসল্য, প্রণয় প্রভৃতির নিবাসে
প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে এই অঞ্চল অতি-
ক্রম করিয়া যাইতে হয়—কর্ম্মক্ষেত্র
এবং স্নেহাদি অঞ্চলের বধ্যবর্ত্তিনী
নদী—তদুপরিস্থিত পরিণয়-
সেতু—তাহাতে প্রাণি-
গণের গতিবিধি]

কর্ম্মক্ষেত্র এবে করি পরিহার
আশার সহিত পরে,
উপনীত হই আসি এক স্থানে
নিরখি আনন্দভরে—
নব-দুর্ব্বাময় ভূমি সমতল
বিস্তার বহুল দূর,
প্রান্তভাগে তার পড়েছে ঢলিয়া
নীল নভঃ সুমধুর,
তরুণ তপন তরুর শিখরে
ঘন চিকি চিকি করে,
শাখা বল্লী যেন ভানু-রশ্মি মাখি
দুলিছে সুখের ভরে;
প্রফুল্ল ভাস্কর কিরণ প্রকাশি
প্রফুল্ল করেছে বন,
মৃদুতর তাপ পরশি শরীর
স্নিগ্ধ করে অনুক্ষণ।
হেমন্ত-প্রভাতে যেন সুমধুরে
সূর্য্যের মৃদুল ভাতি,
সুখে ভুঞ্জে লোক আলোকে বসিয়া
কিরণে শরীর পাতি;
এথা সেইরূপ পশু পক্ষী প্রাণী
ভ্রমে সুখে নিরন্তর,
অঙ্গেতে মাখিয়া স্নিগ্ধ নিরমল
উজ্জ্বল ভানুর কর।
চারিদিকে কত নেহারি সেখানে
তৃণমাঠ গোষ্ঠপরে,
নিজ নিজ বৎস লয়ে গাভী মেষ
নিরন্তর সুখে চরে;
শস্য নানা জাতি ক্ষিতি-শোভাকর
বীজ পুষ্প ধরি কোলে,
কিরণে ডুবিয়া পবন-হিল্লোলে
হেলিয়া হেলিয়া দোলে।
নিরখি চৌদিক্ কৌতুকে সেখানে
শস্যস্তম্ভ নতশির,
কাঞ্চন-বরণ মঞ্জরী পরিয়া
ভূষণ যেন মহীর।
মনোহর চিত্র যেন সেই স্থান
চিত্রিত ধরণীবুকে,
কিরণে সুন্দর চলে পথ বাহি
প্রাণী সেথা কত সুখে।
চলি কত পথ ক্রমে এইরূপে
আসি শেষ কত দূর,
নিরখি সম্মুখে চমকিত চিত
সুসজ্জ গৃহ প্রচুর;
শোভে সৌধরাজি অভ্র-অঙ্গে যেন
চিত্রিত সুন্দর ছবি,
রঞ্জিত করিয়া তাহে যেন সুখে
কিরণ ঢালিছে রবি।
দেবালয় সব সেই সৌধরাজি
সুরচিত্ত-মনোহর,
স্তরে স্তরে স্তরে অবিমুক্ত-শ্রেণী
শোভিছে তটের পর।
চলিছে তরঙ্গ খরতর বেগে
ভিত্তি প্রক্ষালন করি,
উঠিছে পড়িছে আবর্ত্তে ঘুরিছে
সূর্য্য-প্রভা জটে ধরি;
ছল ছল ছল ছুটেছে তটিনী
কুল কুল কুল নাদ,

থর থর থর কাঁপিছে সলিল
ঝর ঝর ঝরে বাঁধ ;
ঘর্ ঘর্ ঘর্ ঘূরিছে আবর্ত্ত
কর্ কর্ কর্ ডাক,
লপট ঝপট ঝাঁপিছে তরঙ্গ
থমক থমক থাক ;
নব-জলধর সলিল-বরণ
কিরণ ফুটিছে তায় ;
লুটিতে লুটিতে ছুটিতে ছুটিতে
সৈকতে হিল্লোল ধায় ;
তটে দেবালয় জলে ঢেউ-খেলা
রৌদ্র-খেলা তার সঙ্গে,
আনন্দে নিরখি নয়ন বিস্ফারি
দেখি সে কতই রঙ্গে।
দেখি মনোহর নদীর উপর
সেতু বিরচিত আছে,
যুগল যুগল পর্য্যাণী সেথা।
দাঁড়ায়ে তাহার কাছে,
দেবালয় যত কত যে সুন্দর
অসাধ্য বর্ণন তার,
উঠে বেদধ্বনি প্রতি দেবালয়
শুনে সুখ দেবতার।
সদা শঙ্খ ঘণ্টা সুমঙ্গল-ধ্বনি
হয় মন্ত্র উচ্চারণ,
চন্দন চর্চ্চিত কুসুমের ঘ্রাণে
প্রফুল্লিত করে মন,
স্তব-স্তোত্র-পাঠ জয় জয় নাদ
সর্ব্বত্র উঠে গম্ভীর,
বিধাতার নাম ভক্তকণ্ঠ-শ্রুত
রোমাঞ্চ করে শরীর ;
হয় নিত্য নিত্য গীত-বাদ্যধ্বনি
কত মত মহোৎসব,
নিয়ত সেখানে ধ্বনিত কেবল
সুখদ আনন্দ-রব।
সহাস্য-বদন প্রাণী কত জন
প্রতি দেবালয়-দ্বারে,
পূজি অভিপ্রেত দেব নিজ নিজ
উপনীত সেতু-ধারে ;
সেতুমুখে প্রাণী দেখি কত জন
ধানদূর্ব্বা লয়ে হাতে,
আশীর্ব্বাদ করি করিছে পরশ
পথিকমণ্ডলী-মাথে।
দিয়া দূর্ব্বা ধান ধরি করে করে
দুই দুই সুখী প্রাণী,
অনেক পুরুষ রমণী অনেক
বদ্ধ করে উভপাণি,
বাঁধে গ্রন্থি দৃঢ় অঞ্চলে অঞ্চলে
শুভ বিধি দৃষ্টি শুভ,
খুলিয়া অঙ্গুরী পরায় অঙ্গুলে
শুচিমনে উভে উভ ;
অগ্নি সাক্ষী করি মালা করে দান
কণ্ঠে কণ্ঠে এ উহার,
করেছে প্রতিজ্ঞা উভয়ে আনন্দে
সেতু হৈবে দোঁহে পার ;
এইরূপে বাহু বাহুতে বাঁধিয়া
প্রাণী দোঁহে সেতু'পর,
যাইছে আনন্দে প্রকম্পিত বুক
প্রস্ফুট সুখে অন্তর।
কত হেন রূপ নিরখি কৌতুক
মনসুখে নিরন্তর,
উঠিছে দম্পতি হাসিতে হাসিতে
বিচিত্র সেতুর পর।
আশা কহে "বৎস, সম্মুখে তোমার
দেখ যে সুন্দর সেতু,
আমার কাননে কৌশলে রচিত
কেবল সুখের হেতু ;
পরিণয়-সেতু নামে পরিচিত
এ কানন-মাঝে ইহা,
আসে ইথে লোক মিটাইতে শেষে
কানন-ভ্রমণ-স্পৃহা ;
এই সেতু বাহি দম্পতি যে কেহ
পারে হৈতে নদী পার,
এ কানন-মাঝে আছে যত সুখ
নিত্য প্রাপ্তি হয় তার ;
দেখিছ যে অই নদী অন্য পারে
দিব্য উপবন যত,
প্রবেশিতে তায় আমার কৌশলে
আছে মাত্র এই পথ
সদা প্রীতিকর, সতত সুন্দর
অই সব উপবন,

পবিত্র নির্ম্মল অতি রম্যস্থল
প্রাণীর শান্তি-কানন ;
বিচিত্র গঠন অপূর্ব্ব কৌশলে
সেতু বিরচিত এই,
সেই হয় পার নিগূঢ় সন্ধান
বুঝেছে ইহার যেই।"
এত কয়ে আশা আমারে লইয়া
সেতু কৈল আরোহণ,
সেতু-মুখে সুখে নবীন আনন্দে
কৌতুকে করি গমন।
দুই ধারে দেখি রঞ্জিত বসন
ভূষিত সুন্দর সেতু,
বসন্ত-বায়ুতে স্তম্ভে স্তম্ভে তাহে
উড়ে শ্বেত পীত কেতু ;
গ্রথিত সুন্দর বন্ধনে বিবিধ
সজ্জিত কেতনকূলে,
স্তম্ভ-মাঝে মাঝে নবীন পল্লব
মঞ্জরী সহিত দুলে।
বহিছে মৃদুল মৃদুল পবন
পড়িছে শীতল ছায়া ;
মধুপ্রিয় পাখী বসিয়া পল্লবে
কিরণে ঝাড়িছে কায়া ;
উঠে চারুবাস বায়ু আমোদিয়া
চলিতে চলিতে যায়,
চলে প্রাণিগণ মুগ্ধ নবরসে
বায়ু-গন্ধে স্নিগ্ধকায় ;
সেতুমুখে হেন যাই কত দূর
পাই পরে মধ্যস্থান,
ঘোর রৌদ্রতাপ সেথা খরতর
উত্তাপে আকুল প্রাণ।
উত্তপ্ত বালুকা প্রচণ্ড কিরণে
করে দগ্ধ পদতল,
শুষ্ক কণ্ঠ তালু আকুল তৃষ্ণায়
প্রাণিগণ চাহে জল।
নীচে ভয়ঙ্কর বহে বেগবতী
স্রোতস্বতী কোলাহলে,
ঘন ঘূর্ণীপাক ভীষণ গর্জ্জন
তীব্রতর বেগে চলে।
মাঝে মাঝে মাঝে ভূকম্পনে যেন
সেতু করে টল টল,
ঘন হুহুঙ্কার বহে মাঝে মাঝে
দুরন্ত ঝটি প্রবল।
অস্থির চরণ প্রাণী কত এবে
মুখে প্রকাশিত ভয়,
চঞ্চল নয়ন, অস্থির শরীর
চলে কষ্টে সেতুময়।
যথা যবে ঝড়ে উৎপীড়িত বন
যতেক বিহঙ্গচয়,
ছিন্ন-ভিন্ন দেহ রুক্ষ শুষ্ক পাখা
অস্থির শরীর হয়,
আকুল নয়ন চাহে চতুর্দ্দিক্
চঞ্চুপুট ভয়ে জড়,
শূন্য কলরব ঘন তরুশাখা
নখে নখে ধরে দড় ;
কত পড়ে তলে ভগ্ন শাখাসহ
ভগ্ন পাখা, ভগ্ন পদ,
পড়ে পুনঃ কত হয়ে গত-জীব
চঞ্চুবিদ্ধ করি ছদ,
শত শত প্রাণী এথা সেই ভাবে
সেতু হৈতে পড়ে জলে,
সেতু-কম্পে কেহ, কেহ পিপাসায়
কেহ ঝটিকার বলে।
প'ড়ে একবার না পারে উঠিতে
বিষম তরঙ্গে ভাসে,
কত জন হেন পুনঃ কত জন
তলগামী হয় ত্রাসে।
কদাচ কখন ভাসিতে ভাসিতে
কেহ আসি লভে কূল,
কপালে যাদের ঘটে এ ঘটন
দৈব সে তাহার মূল।
কতই পরাণী নিরখি চমকি
ভাসিছে নদীর জলে,
সেতুমুখস্থিত প্রাণিগণ সবে
দেখে তাহে কুতূহলে.
কেহ ভাসে একা কেহ বা যুগল
নদীর আবর্ত্তে ঘুরে ;
ভাসে নদীময় প্রাণী স্ত্রী পুরুষ
দুকূল আক্ষেপে পূরে।
আসি কত জন তটের নিকট
ক্ষণে বাড়াইছে হাত,

বালি-মুঠি ধরি পুনঃ ঘূর্ণিজলে
ঘুরে পড়ে অকস্মাৎ।
ভাসে এইরূপে প্রাণী কত জন
সেতু হৈতে পড়ি নীরে,
চলে অন্য প্রাণী সেতুর উপরে
দেখিতে দেখিতে ধীরে।
দোখয়া দুঃখেতে ভাবিতে ভাবিতে
আরো কত দূর যাই,
ছাড়ি মধ্যভাগ ক্রমশঃ আসিয়া
সেতুপ্রান্ত শেষে পাই।
এখানে নিরখি অতি মনোহর
আবার শীতল ছায়া ;
পড়েছে সেতুতে, পরশি তখনি
শীতল হইল কায়া।
পড়েছে যে এত প্রাণী নদী-জলে
তবু হেরি সেই স্থানে ;
লক্ষ লক্ষ জন চলেছে আনন্দে
সদা প্রফুল্লিত প্রাণে ;
চলে চিত্ত-সুখে সদা তৃপ্ত মন
অক্ষুণ্ণ শান্ত হৃদয়,
মধুমক্ষি সম সে বনে তাহারা
করয়ে মধু সঞ্চয়।
কেন রে বিধাতা সবার ভাগ্যেতে
এ ফল নাহিক দিল !
কেন এত জনে বিমুখ হইয়া
বিপাক-স্রোতে ফেলিল !
কেন বা যে হেন সেতুর নির্ম্মাণ
রচিত এত কৌশলে !
কেন এত প্রাণী উঠিয়া সেতুতে
মগ্ন হয় পুনঃ জলে !
এইরূপে চিন্তা ধরি চিত্তে নানা
আশার সহিত যাই,
সেতু হয়ে পার প্রাণী শান্তিবন
হাসিছে দেখিতে পাই।

ষষ্ঠ কল্পনা।

প্রণয়োদ্যান—তাহাতে ভ্রমণ—অপূর্ব্ব তরু-পুষ্প-দর্শন—সতী-নির্ঝর—প্রণয়ের মূর্ত্তি—তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ।

যথা যবে ঋতু সরস বসন্ত
প্রবেশে ধরণী-মাঝে,
শোভে তরুলতা ধরি চারুবেশ
নবীন পল্লব-সাজে,
ঝরে ধীরে ধীরে পত্র পুরাতন
ছাড়িয়া বিটপী-অঙ্গ,
চারু কিসলয় প্রকাশিত ধীরে
পাইয়া মলয়-সঙ্গ ;
নব চারু মুগ্ধ কিসলয় যত
হরিত-বরণ শাখা ,
পূরিয়া সুন্দর মঞ্জরী মধুর
বিকাশে তরুর শাখা ;
সে বসন্তকালে যথা অপরূপ
আনন্দ উথলে মনে,
হৃদয়ে অব্যক্ত সুখের প্রবাহ
প্রকাশ্য নহে বচনে ;
এখানে প্রবেশি তেমতি আনন্দ
উপজে হৃদয়ময়,
শীত স্নিগ্ধ রস যেন সে এখানে
বায়ুতে মিশ্রিত রয় ;
উদ্যান রচিত দেখি চারিদিক্
প্রকাশিত চারু ছবি,
স্তবকে স্তবকে সাজিছে সুন্দর
বিবিধ শোভা প্রসবি ;
অতি মনোহর উদ্যানে সে সব
পার্শ্বে পার্শ্বে অবস্থিত,
অঙ্গে অঙ্গে মিশি মধুচক্রে যেন
অপূর্ব্ব বিন্যাস-রীতি ;
প্রবেশের মুখ পৃথক্ সকল
তথাপি মিলিত সব ;
প্রতি উপবনে নব নব ঘ্রাণ
সদা হয় অনুভব।

আশা কহে "বৎস, আমার কাননে
স্থির শান্তি এই দেশ,
ভ্রমিলে এখানে কিছুকাল সুখে
ভুলিবে পথের ক্লেশ।
দেখ ভিন্ন ভিন্ন যত উপবন
ভিন্ন ভিন্ন স্নেহ-স্থান;
সৌহার্দ্দ, প্রণয় প্রভৃতি সে রস
সদা স্নিগ্ধ করে প্রাণ।
উচ্চ কোলাহল কটু তিক্ত স্বর
না পাবে শুনিতে এথা,
ধীরে ধীরে গতি, ধীর মিষ্ট ভাষা
এখানে প্রাণীর প্রথা;
সবে সত্যবাদী সবে সখ্যভাব,
পরিম্বঙ্গ প্রাণে প্রাণে,
এখানে প্রাণীরা দ্বেষ হিংসা ছল
কেহ কভু নাহি জানে।
এখানে নাহিক ষড়ঋতু-ভেদ
সমভাবে সূর্য্যোদয়,
আমার কাননে স্নেহময় প্রাণী
এই স্থানে তারা রয়।"
এত কয়ে আশা প্রণয়-কাননে
হাসিয়া করে প্রবেশ,
অতুল আনন্দে মাতিল হৃদয়
হেরিয়া মধুর দেশ।
লতা-গৃহ সেথা হেরি চারি ধারে
অপূর্ব্ব কিরণময়,
অমরাবতীতে যেন দেবগৃহ
তারকা-ভূষিত রয়।
পুষ্পময় পথ, মৃত্তিকা পরশ
নাহি হয় পদতলে;
তরু হৈতে স্বতঃ চারু সুকুমার
পুষ্প হ'তে বৃষ্টি ছলে।
প্রতি গৃহদ্বারে সুখে চক্রবাক্
চকোর ভ্রমণ করে।
বায়ুর হিল্লোলে নিরবধি যেন
সুধাধারা সেথা ঝরে।
শোভে তরুরাজি সে প্রদেশময়
ধরে অপরূপ ফুল,
অপূর্ব্ব প্রকৃতি অবনী-ভিতরে
নাহিক তাহার তুল;
যতক্ষণ থাকে শাখার উপরে
শোভামাত্র দৃষ্টি তার,
মধুর সৌরভ বহে সে কুসুম
গাঁথিলে হৃদয়ে হার;
আপনি গ্রথিত হয় সে কুসুম
বৃন্তে বৃন্তে শত যুড়ে,
কিন্তু পুনঃ আর নাহি যুগ্ম হয়
বারেক যদ্যপি তুড়ে।
প্রতিক্ষণে ধরে নব নব ভাব
নবীন মাধুরী তায়;
নেহারি আনন্দে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
নূতন পত্র ছড়ায়,
প্রতিক্ষণে তাহে নবীন সৌরভে
নবীন পরাগ উঠে,
আসিলে নিকটে আপনা হইতে
তরু ছাড়ি হৃদে লুটে।
কত তরু হেন নিরখি সেখানে
শ্রেণীবদ্ধ দলে দলে,
ভ্রমে সুখে কত যুগল পরাণী
নিয়ত তাহার তলে;
করতল পাতি [illegible]রুতলে যায়,
সেই মনোহর ফুল;
পড়ে কত তায় পরাণী সকল
আনন্দে হয় আকুল;
পাতিয়া অঞ্চল দাঁড়ায় দু'জনে
গিয়া কোন তরুমূলে,
মুহূর্ত্ত-ভিতরে পরিপূর্ণ তাহা
হয় মনোমত ফুলে,
প্রতি তরুতলে ভ্রমে দুই প্রাণী
তরু বৃষ্টি করে ফুল,
যেন বা আনন্দ হেরিয়া তাদের
আনন্দিত তরুমূল।
যথা সে পবিত্র কণ্বের আশ্রমে
হেরে শকুন্তলা-সুখ;
শাখা নত করে পুষ্প ছড়াইল
ফুল-তরু ফুল্ল-মুখ;
এইরূপ হেরি প্রণয়ী যখন
আসে এথা তরুতলে,
তরু নত-শিরে করে আশীর্ব্বাদ
বরষি কুসুম-দলে।

সে ফুলের মালা পরিয়া গলায়
প্রণয়-প্রফুল্ল প্রাণ,
হেরি কত প্রাণী ভ্রমিছে সেথানে
লভিয়া কুসুম-ঘ্রাণ;
চাঁপা-ফুল হেন বরণের শোভা
সুন্দর নলিন আঁখি,
চলে কত রামা বল্লভের দেহে
সুখে বাহুলতা রাখি;
কোন সে যুবক চলে মনসুখে
বাঁধি ভুজ নিজপাশে,
কোমল-কোরক সদৃশ তরুণী
অর্দ্ধস্ফুট মৃদু হাসে;
চলেছে সোহাগে কোন বা সুন্দরী
ফুল-বিকসিত ছবি,
লোহিত সুন্দর গণ্ডে প্রস্ফুটিত
গুলাব রঞ্জিত রবি;
আহা কোন রামা স্মিতচারুমুখী
প্রণয়ীর বাহুমূলে,
চন্দ্রকর-মাখা সেফালিকা হেন
চলেছে গুণ্ঠন খুলে;
তাহার বদনে ফুটিয়া পড়েছে
মধুর মৃদুল হাস;
সহকার-কোলে সরস মঞ্জরী
বসন্তে যেন প্রকাশ।
চলেছে মৃগেন্দ্র জিনিয়া কটিতে
কোন রামা মন-সুখে,
পূর্ণ ষোলকলা যৌবনে প্রকাশ
আছে হেরি প্রিয়মুখে;
প্রিয়-চারু-করে রাখি নিজ কর
প্রফুল্ল উৎপল যেন,
চলেছে চঞ্চল পঙ্কজ-নয়ন
আহা কত রামা হেন;
নীলপদ্ম যেন ভ্রমে কত নারী
মধুর মাধুরী ধরি,
সুখিনী মহিলা প্রিয়-অঙ্গে অঙ্গে
সুখে সুমিলন করি।
দেখি স্থানে স্থানে কৌতুক সেথানে
কত উৎস মনোহর,
সুধার সকাশ সলিল ছড়ায়ে
পড়িছে সহস্র ঝর;
পড়িছে নির্ঝর মরি রে তেমতি
চারিদিকে ধীরে ধীরে,
পুরাণে লিখন জাহ্নবী যেমন
জটায় শিবের শিরে।
কোথা সে ভূতলে ভূপতি-ভবনে
শ্বেত-শিলা-বিরচিত,
ক্রীড়া-উৎস নব মহিষী-মোহন
মাণিক্য-স্বর্ণ-মণ্ডিত।
উঠিছে নির্ঝর সে কাননময়
নিত্য ক্ষিতিতল ফুটে;
শত-ধারা হয়ে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া
পুষ্প যেন পড়ে ফুটে।
নীল কৃষ্ণ শ্বেত আদি বর্ণ যত
নিন্দিত করি শোভায়,
প্রতি ধারা-অঙ্গে কত রঙ্গে তাহে
অপূর্ব্ব বর্ণ ছড়ায়।
ঝরিছে নির্ঝর ধারা হেন কত
প্রণয়-অঞ্চল অঙ্গে,
দেখিলে নয়ন ফিরাতে না চায়
নেহারে ভুলিয়া রঙ্গে;
ফুটে কত ফুল ঘেরি উৎস সব
অমর-নন্দন-ভাতি;
নন্দনে তেমন বুঝি বা সুন্দর
নাহি পুষ্প হেন জাতি।
অতুল সৌন্দর্য্য সে সব কুসুমে
নাহি কভু বৃদ্ধি হ্রাস;
নিরবধি শোভা ফুটে সমভাবে
নিরবধি ছুটে বাস।
অতি শূন্য-গামী চকোর প্রভৃতি
স্বর্গীয় বিহঙ্গ যত,
মৃদু কলস্বরে ধারা ধারে ধারে
সুখে ভ্রমে অবিরত।
হেরি কত প্রাণী আসি উৎসপাশে
ধারাজলে করে স্নান;
নিমেষ-ভিতরে নির্ম্মল শরীর
ধরে সুধাসম ঘ্রাণ।
হেরি কত পুনঃ পরাণী বিস্ময়ে
পরশনে সেই বারি,
পাষাণ হইয়া হারায় সংবিৎ
চলিতে চিন্তিতে নারি।

কত যে পুরুষ হেরি হেন ভাব
নিশ্চল নির্ঝর-পাশে ;
কত যে রমণী পাষাণ-মূরতি
চক্ষুজলে সদা ভাসে।
চিন্তিয়া না পাই কারণ তাহার
আশারে জিজ্ঞাসা করি,
কেন সে প্রাণীরা সলিল-পরশে
থাকে হেন ভাব ধরি ?
হাসি কহে আশা "শুন রে বালক,
অতি শুচি অই জল ,
পবিত্র মানস পাপী যেই জন
পরশি হয় শীতল।
অপবিত্র-দেহ অপবিত্র-প্রাণ
যে ইহা পরশ করে,
তখনি সে জন সলিল-মাহাত্ম্যে
পাষাণ-মূরতি ধরে।
কাঁদে চিরকাল এই ভাবে সদা
চলৎশকতিহীন ,
সতী-ঝর নামে এ সব নির্ঝর
সুপবিত্র বারি অতি ;
পরশে যে নারী সলিল ইহার
লভে যশঃ নাম সতী ,
পুরুষ যে জন করে ইথে স্নান
জিতেন্দ্রিয় নাম তার ,
কঠোর সাধনা প্রণয়ে যাহার
পবিত্র নির্ম্মল মন,
পর-চিন্তা চিন্তা জনমে যে প্রাণী
করে নাই কোন ক্ষণ,
সেই নারী নর পরশে এ বারি
অঙ্গে না ছুঁইতে পারে ,
অন্যে যে পরশে অপবিত্র মনে
অই দশা ঘটে তারে।"
নিরখি নির্ঝর নিকটে সে সব
ক্রমে প্রাণী একজন.
মধুময় হাসি .. মধুর মাধুরী
অঙ্গেতে করে ধারণ ,
অতি সুললিত আকৃতি তাহার
দেহকান্তি নিরুপম,
মুখে দিব্য ছটা অধরে সতত
মৃদু হাস সুধাসম ,
গলে প্রস্ফুটিত প্রীতিকর দাম
গ্রথিত অপূর্ব্ব ফুলে ,
স্বতঃ নিনাদিত মধুর বাদিত্র
লম্বিত বাহুর মূলে ;
সুখে করি গান ভ্রমে ঝরে ঝরে
সরল সুমিষ্ট ভাষে ;
বিমল বদনে নিরমল জ্যোতি
সূর্য্য-আভা পরকাশে ,
নির্ঝর-বিলাসী প্রাণিগণ তারে
কত সমাদর করে ;
বসায়ে নিকটে আনন্দে বিহ্বল
শুনে গীত প্রেমভরে।
হেরি কতক্ষণ জিজ্ঞাসি আশারে
কেবা সে অপূর্ব্ব জন,
তুমি এ সবারে নির্ঝরে নির্ঝরে
এরূপে করে ভ্রমণ ?
আশা কহে হাসি "এই সে পরাণী
দেখিতে হেন সুঠাম,
প্রণয়-কাননে চিরদিন বাস,
সন্তোষ ইহার নাম।"
সে যুবা-প্রসঙ্গে করি আলাপন
আশার সহ উল্লাসে,
চলিতে চলিতে আসি কিছু দূর
এক লতাগৃহ-পাশে ,
হেরি তার মাঝে প্রাণী একজন
অন্য জন-পাশে বসি,
মেঘের আড়ালে উদয় যেমন
পূর্ণকলা চারু-শশী !
বসি তার কাছে সতৃষ্ণ নয়ন
চাহিয়া বদন তার,
কতই শুশ্রূষা কতই যতন
করে হেরি অনিবার।
নির্ব্বাণ-উন্মুখ প্রদীপ যেমন
ক্ষণে স্নিগ্ধ ক্ষণে জ্বলে,
প্রাণী সেই জন বিকাশে তেমনি
কিরণ মুখমণ্ডলে।
নাহি অন্য আশা নাহি অন্য তৃষা
কেবল বদনে চায়,
সূর্য্য-অংশু-রেখা পড়ে যদি তাহে
কেশজালে ঢাকে তায়।

আশাকানন।

নিস্পন্দ শরীর যেন সে অসাড়
হৃদয় ছাড়িয়া প্রাণ,
আসিয়া যেমন নিবিড় হইয়া
নয়নে পেয়েছে স্থান।
মলিন-বদন প্রাণী অন্য জন
দেখাইছে বিভীষিকা,
কত যে প্রকারে নিমেষে নিমেষে
বর্ণনে অসাধ্য লিখা;
কখন বা বেগে কণ্ঠে চাপি কর
করিছে নিশ্বাস রোধ;
কখন বা নখে ছিঁড়ি ওষ্ঠাধর
উঠিছে করিয়া ক্রোধ;
কখন মাটীতে ভাঙ্গিছে ললাট
রুধির করিছে পাত,
কভু সর্ব্ব-অঙ্গে ধূলি ছড়াইয়া
বক্ষে করে করাঘাত;
কখন গর্জ্জন করিছে বিকট
দন্তে দন্তে ঘরষণ,
কখন পড়িছে ধরাতল-পরে
সংজ্ঞাহীন বিচেতন;
প্রাণী অন্যজন নিকটে যে তার
কতই যতনে, হায়,
সেবিছে তাহায় করিছে শুশ্রূষা
ঘুচাইতে সে মূর্চ্ছায়।
কভু ধীরে ধীরে করশাখা খুলে
মার্জ্জিছে হৃদয়দেশ;
কভু করতল কভু পদতালু
কভু ঘর্ষে ধীরে কেশ।
কখন তুলিছে হৃদয়-উপরে
অবসন্ন বাহুলতা,
কভু স্নেহপূর্ণ বলিছে শ্রবণে
পীযুষ-পূরিত কথা;
কখন আনিয়া বারি সুশীতল
বদনে করে সিঞ্চন,
কখন তুলিয়া মৃদুল সুগন্ধ
নাসাগ্রে করে ধারণ;
আবার কখন চেতন পাইয়া
হয় সে উন্মাদপ্রায়;
মধুর মধুর বীণাবাদ্য করি
স্নিগ্ধ করে পুনঃ তায়।

হেরে সে প্রাণীরে কত যে আকাঙ্ক্ষা
হৃদয়ে হইল মগ্ন,
বাসনা ফুটিল যেন নিরখি
হেরি মুখ নিরুপম।
দেখেছি অনেক প্রণয়ী প্রণয়ী
হেরে পরস্পর মুখ,
নয়ন-হিল্লোলে ভাসি এ উহায়
পিয়ে সুধাসম সুখ,
বসি নিরজনে করে আলাপন
সুমধুর স্বর মুখে,
প্রেমানন্দে ভোর হইয়া দু-জনে
হেরে নিরন্তর সুখে;
কপোতী যেমন কপোতের মুখে
মুখ দিয়ে সুখে চায়,
মৃদু কলধ্বনি মধুর কূজন
কুহরে ঘন গলায়—
দেখে পরস্পরে দোঁহে মনসুখে
লভিয়া প্রণয়-ঘ্রাণ,
আনন্দ-পুলকে পুলকিত তনু
সুখে পুলকিত প্রাণ,—
দেখেছি অনেক সেইরূপ ভাব
প্রণয়-প্রকাশ হায়।
প্রণয়ী জনের প্রেমের অনলে
বদন বহ্নির প্রায়;
কিন্তু কভু হেন বিশুদ্ধ প্রণয়,
নির্ম্মল স্নেহের ক্ষীর,
নাহি দেখি চক্ষে মানব-শরীর
প্রগাঢ় হেন গভীর।
কতই উৎসুক অন্তরে তখন
হেরি সে প্রাণি-বদন,
নব-জলধর নিরখে যেমন
চাতক উৎসুক-মন;
অথবা যেমন ধনাঢ্য-আগারে
দুঃখী হেরে ধনরাশি,
সুখে নিরন্তর নিরখি তেমতি
আনন্দ-বাষ্পেতে ভাসি।
পাইয়া সুযোগ গিয়া কাছে তার
বিনয়ে জিজ্ঞাসা করি;
কিরূপে এরূপে থাকে সে সেখানে
একধ্যান চিত্তে ধরি,

কি সুখে উন্মাদে লয়ে কয়ে খেলা
সহে নিত্য এত ক্লেশ,
কেন সে মণ্ডপে জাগ্রত সতত
থাকিতে এতেক দেশ।
সংবদ্ধ বীণাতে পড়িলে যেমন
সহসা কাহার কর,
আপনা হইতে উঠে সে বাজিয়া
নিঃসারি মধুর স্বর;
সেইরূপ ভাব কহে সেই জন
জ্যোৎস্না যেন মুখে ফুটে,
কি সুখ-সম্ভোগ করে সে সতত
কি আনন্দ প্রাণে উঠে;
কহে সে "কেমনে বুঝাব তোমায়
দিবা যে আনন্দে থাকি,
এ লতা-মণ্ডপে বসিয়া ইহারে
কেন এ যতনে রাখি;
প্রণয়ী যে নয় কেমনে বুঝিবে
প্রণয়ের কিবা প্রথা,
মরু কি জানিবে স্রোতোধারা কিবা
মধুময় তরুলতা।
বসি এইখানে দ্যুলোক ভুবন,
বৈকুণ্ঠ দেখিতে পাই;
জলনিধি মেঘ বায়ু ব্যোম ধরা
সকলি ভুলিয়া যাই!
ভাবি যেন মনে আসি সুরবালা,
আনিয়া স্বর্গের রথ,
ঘেরিয়া আমারে লইয়া বিমানে
চলে বহি শূন্যপথ,
প্রবেশি স্বরগে নিরখি সেখানে
নন্দন-বনের ফুল,
শুনি বেদধ্বনি হেরি মনসুখে
মন্দাকিনী-নদীকূল;
দেববৃন্দ সেথা দেখায় আমারে
আনন্দে অমরালয়;
তারা, শশধর অমৃত-ভাণ্ডার
সুর-সুখ সমুদয়!
কেমনে বুঝাব সে সুখ তোমারে
বাণীতে বর্ণিব কিবা—
দিবাকার-জ্যোতিঃ জ্যোতি যে কিরূপ
তাহা সে প্রকাশে দিবা।

যথা হুতাশন পরশে যেমন
যখন গৃহের ছাদ;
প্রথমে প্রকাশ ধূম অনর্গল
শেষে অনলের হ্রদ।"
বলিতে বলিতে সেইরূপ তার
বদন পূরে ছটায়,
নেত্রে বাষ্পধূম নিমেষে শরীর
প্রদীপ্ত বহ্নির প্রায়।
পরে পুনরায় সেই প্রাণী-পাশে
এক চিন্তা এক ধ্যান,
ধরিয়া আবার প্রাণী সেই জন
পুনঃ কৈলা অধিষ্ঠান।
নিদাঘ-তাপিত বিহগ যেমন
পাইলে বরষা-জল,
সুখে ধৌত করে আর্দ্র-পক্ষ-ক্লেদ,
স্নানে হয় সুশীতল;
শুনে বাণী তার তেমতি শীতল
পরাণ হইল মম,
হেরি বার বার ফিরে ফিরে চাহি
সেই মুখ সুধা সম,
অতৃপ্ত-নয়নে হেরি কতবার,
ভাবি কত মনে মনে—
ভাবি নিরমল মাধুরী তেমন
বুঝি নাই ত্রিভুবনে;
বিস্ময় ভাবিয়া চাহি আশামুখ,
আশা বুঝি অভিলাষ,
কহিলা তখন আনন্দে হাসিয়া
বদনে মধুর ভাষ;
"এই যে পরাণী এ কাননে মম
হেন সুধা নিরমল,
প্রণয় নামেতে ভুবন-বিখ্যাত
নিত্য সেবে ভূমণ্ডল।"
শুনি আশা-বাণী রোমাঞ্চ শরীর
আকুল হইয়া চাই;
প্রাণের হুতাশে প্রণয় ভাবিয়া
বিধিরে স্মরিয়া যাই।

সপ্তম কল্পনা।

স্নেহ-উপবন—মাতৃস্নেহ—সান্ত্বনা-মন্দির—
দ্বারদেশে ভ্রান্তির সহিত সাক্ষাৎ।

আশার আশ্বাসে চলিনু পশ্চাতে
প্রণয়-অঞ্চল-মাঝে ;
আসি কিছু দূর দিব্য বাপী এক
সম্মুখে হেরি বিরাজে।
মনোহর বাপী গভীর সুন্দর
থই থই করে জল,
স্থির শান্ত নীর সুগন্ধি রুচির
অতি স্বচ্ছ নিরমল।
দাঁড়াইলে তীরে অপূর্ব্ব সৌরভ
পরাণ করে শীতল ;
হেন ভ্রান্তি হয় মনে নাহি মানে
আছি যেন ধরাতল ;
সলিল তেমন কভু ক্ষিতিতলে
চক্ষে না দেখিতে আসে,
সুধা দেখি নাই জানিয়াছি সুধু
ঋষির বাক্য-আভাষে ;
না জানি সে বারি সুধা কি না সেই
আশাবনে পরকাশ,
এমন নির্ম্মল এমন সুরভি
এমন সুচারু ভাস।
বাপী-চারি-ধারে প্রাণী লক্ষ লক্ষ
দাঁড়ায়ে গাঢ় ভকতি,
করে নিরীক্ষণ নির্ম্মল সলিল
সতত প্রসন্ন-মতি।
দাঁড়ায়ে তটেতে হাতে হেম-পাত্র
অপরূপ এক নারী ;
আসে যত প্রাণী সতত সকলে
বিতরণ করে বারি ;
কিবা মূর্ত্তি তার কি মাধুরী মুখে
কিবা সে অধরে হাস!
বিধাতা যেমন জগতের সুখ
একত্র কৈলা প্রকাশ!
কুসুম-পরাগে করিয়া গঠন
অমৃত লেপন করি,
বিধি যেন সেই নিরুপম দেহ
গঠিলা হৃদয়ে ধরি ;
সদা হাস্যময়ী সদা বারিদান
করেন সুবর্ণ-পাত্রে ;
কোটি কোটি জীব আসে অনুক্ষণ
সুতৃপ্ত পরশ মাত্রে।
পিপাসা-আতুর চাহি আশা-মুখ
কতই আনন্দ মনে ;
আশা কহে "বৎস মাতৃস্নেহ-ভূমি
ইহাই আমার বনে।
হেন পুণ্য-ভূমি পাবে না দেখিতে
খুঁজিলে অবনীতল,
হ্রদ-পরিপূর্ণ নেহার সম্মুখে
কিবা সুমধুর জল।
ব্রহ্মাণ্ডের জীব নিত্য করে পান
ক্ষণমাত্র নহে ক্ষয় ;
চারিযুগ ইহা আছে সমভাবে
এইরূপে পূর্ণপয়।
এই দিব্য বাপী এ কানন-সার
মাতার স্নেহের হ্রদ ;
সুধা হৈতে মিষ্ট সলিল ইহার
বিনাশে সর্ব্ববিপদ্ ;
কেহ কোন কালে এ সুধা-সলিলে
বঞ্চিত নহে অদ্যাপি,
চিরকাল ইহা আছে এইরূপ
অগাধ অক্ষয় বাপী ;
অই যে দেখিছ মাধুরীর রাশি
নারীরূপ নিরুপমা ;
দেবীমূর্ত্তি ধরি জননীর স্নেহ
প্রকাশে হের সুষমা ;
প্রকাশি এখানে বিতরে সলিল
রাখিতে প্রাণীর কুল ;
জগত-ভিতরে এই সুধানীর
এ মূর্ত্তি নিত্য, অতুল!"
হেরি কতক্ষণ হেরি প্রাণ ভরি
কতবার ফিরে চাই!
কত যে আনন্দ উথলে হৃদয়ে
অবধি তাহার নাই!
ধ্যান ধরি হেরি হেরি চক্ষু মেলি
ভুলি যেন ভূমণ্ডল ;

হাতে যেন পাই হেরি যত বার
পবিত্র ত্রিদশস্থল।
চাহিয়া আবার হেরি বাপী-তটে
চারু ইন্দ্রধনু উঠে,
বাঁকিয়া পড়েছে ধরণী-শরীরে
শিশুগণ ধায় ছুটে ;
ধরি ধরি করি ধায় শিশুগণ
ইন্দ্রধনু ধায় আগে,
সরিয়া সরিয়া নানা বর্ণ আভা
প্রকাশিয়া পুরোভাগে ;
ধরেছে ভাবিয়া, কেহ বা খুলিয়া
নিজ করতলে চায়,
সেই ইন্দ্রধনু আছে সেইখানে
দূরেতে দেখিতে পায়।
হাসি নাহি ধরে মধুর অধরে
লুটাইয়া পড়ে ভূমে,
হাত বাড়াইয়া উঠিয়া আবার
ধরিতে ধাইছে ধূমে।
কোন শিশু ধেয়ে ধরে ধনু-অঙ্গ
অমনি মিলায়ে যায় ;
আবার ফুটিয়া নূতন নূতন
নয়ন-পথে বেড়ায় ;
খেলে শিশুগণ মনের হরষে
সে বাপী-তীরেতে-সুখে,
তরুণ তপন সুন্দর কিরণ
ভাতিয়া পড়েছে মুখে ;
হাসিছে নয়ন হাসিছে অধর
বদনে ফুটিছে আলো,
না জানি তেমন অমরাবতীতে
আছে কি কারণ ভালো।
হেরে সে আনন্দ রোমাঞ্চ শরীর
কত চিন্তা করি মনে,
ভাবি বুঝি হেন নিরমল সুখ
নাহি ভুঞ্জে কোন জনে ;
ভাবি বুঝি ব্যাস বাল্মীকি তাপস
করেছিল দরশন,
মর্ত্ত্যে স্বর্গপুরী ভুবন অতুল
আশার স্নেহ-কানন ;
তাই সে গোকুলে তপস্বী আশ্রমে
ছড়ায়ে আনন্দরস,
গালিয়া মধুর সুললিত হেন
জননী-স্নেহের যশ,
ভাবি মর্ত্ত্যধামে থাকিতে এ পুরে
আবার কি হেতু লোক
যাইতে কামনা করে স্বর্গপুরী
ছাড়িয়া মরত-লোক ?
ভুলিয়া সে ভ্রমে ভাবিতে ভাবিতে
মৃত্যুরূপ পুনঃ স্মরি ;
কাতর অন্তরে উৎসুক হইয়া
আশারে জিজ্ঞাসা করি—
"এই ভাবে নিত্য এ শোভা প্রকাশ
থাকে কি তোমার বনে ?
এ আনন্দ-ধারা নাহি কি শুকায়
মৃত্যুশিখা-পরশনে ?
ধরাতে সে জানি বিধির ছলনে
বৃথা সে শৈশব নিধি !
কৈশোরে গাথিয়া মৃত্যু-ফণী শিরে
মানবে বঞ্চিলা বিধি !
এ কাননে পুন আছে কি সে কীট
দারুণ করাল কাল,
আশারও কাননে এ স্বর্গ-পুত্তলি
পথে কি আছে জঞ্জাল ?"
শুনি কহে আশা "কখন এখানে
পড়ে সে কালের ছায়া,
কিন্তু সে ক্ষণিক, নিবারি তাহাকে
নিমিষে প্রকাশি মায়া।
অশেষ কৌশলে করেছি নির্ম্মাণ
দিব্য অট্টালিকা ফুলে ;
শোকতপ্ত প্রাণী প্রবেশে যে তায়
তখনি সকল ভুলে !
প্রবেশি তাহাতে পায় নিরখিতে
যে যাহা হয়েছে হারা—
প্রণয়ী প্রেমিক, দারা, সুত, ভ্রাতা
হেন সে প্রাসাদ-ধারা ;
চল দেখাইব" বলি চলে আশা
যাই পাছে কুতূহলে ;
আসি কিছু পথ হেরি অট্টালিকা
শোভিছে গগন-ভালে ;
কি দিব তুলনা ? তুলনা তাহার
নাহি এক ধরার মাঝে !

ভূলোকে অতুল রাজ-অট্টালিকা
সেহ হারি মানে লাজে !
পরীর আলয় স্বপনে দেখিয়া
বুঝি কোন শিল্পকর,
রচিলা সে তাজ, করিয়া সুন্দর
মানবের মনোহর ;
শুভ্র চন্দ্র-করে শিলা ধৌত করি
রাখিয়াছে যেন গাঁথি ;
চুণি পান্না মণি হীরক প্রবাল
তাহাতে সুন্দর পাঁতি ;
লতায় লতায় শোভে ভিত্তিকায়
কতই হীরার ফুল ;
মণি পদ্মরাগ মণি মরকত
সৌন্দর্য্য শোভা অতুল ;
নীল কৃষ্ণ পীত লোহিত বরণ
মাণিকের কিবা ছটা ;
মাণিকের লতা মাণিকের পাতা
মাণিকের তরুজটা ;
চামেলি, পঙ্কজ, কামিনী, বকুল
কত সে কুসুম তায়,
রতনে খচিত রতনে জড়িত
ভিত্তি-অঙ্গে শোভা পায়,
কিবা মনোহর গোলাপের ঝাড়
সুন্দর পদ্মের শ্রেণী,
খুদিয়া পাষাণে করেছে কোমল
যেন নবনীতে ফেণি ;
দেখিলে আলয় পাষাণ বলিয়া
নাহি হয় অনুমান ;
ভ্রমে ভুলে আঁখি উপজে প্রমাদ
পুষ্পতনু হয় জ্ঞান !
ভিতরে প্রবেশি শিলা-অঙ্গে প্রাসাদ
আহা কিবা, মনোহর ;
যেন সে পূর্ণিমা- চাঁদের জোৎস্না
হরে তাহে নিরন্তর ;
এ হেন সুন্দর অট্টালিকা তাজ
তুলনাতে সেহ ছার।
নিরখি আসিয়া অট্টালিকা তাজ
হেরে হই চমৎকার।
কত কাচখণ্ড স্থানে স্থানে মরি
জলিছে প্রাসাদ-গায় ;

যেন মনোহর সহস্র মুকুর
প্রদীপ্ত আছে প্রভায় ;
হেরি কত প্রাণী প্রবেশিছে তায়
ম্লান-মুখ মৃদুগতি,
চিন্তা-সমাকুল বদন নয়ন
শরীরে নাহি শকতি ;
কতই যতনে ধরেছে হৃদয়ে
সুগন্ধি কাষ্ঠের পুট,
মুখে মৃদু রব করিছে নিয়ত
সুমধুর অর্দ্ধ-স্ফুট ;
খুলিয়া খুলিয়া পুট হৈতে তুলি
দ্রব্য করি বিনির্গত,
রাখি বক্ষোপরে ধীরে লয় ঘ্রাণ
আদরে যতনে কত ;
কখন বা দুঃখে করিছে চুম্বন
সে পুট হৃদয়ে রাখি,
কখন মস্তকে করিছে ধারণ
মনস্তাপে মুদি আঁখি ;
এরূপে আলয়ে করিয়া প্রবেশ
ভ্রমে তাহে কতক্ষণ ;
শেষে ধীরে ধীরে আসি ভিত্তি-পাশে
ঈষৎ তুলে বদন,
যেমন নয়ন পড়ে কাচ অঙ্গে
অমনি মধুর হাস,
বদন নয়ন অধর ওষ্ঠেতে
ক্ষণে হয় পরকাশ।
তখনি বিরূপ হয় পূর্ব্বভাব
ভুলে যত পূর্ব্বকথা ;
হাসিতে হাসিতে প্রফুল্ল অন্তরে
গৃহে ফিরে নব-প্রথা,
অট্টালিকা-দ্বারে আশা সহচরী
ভ্রান্তি-হাতে দেয় তুলে,
কৌটা নব নব হেরিতে হেরিতে
পূর্ব্বভাব সবে ভুলে।
কত প্রাণী হেন হেরি কাচখণ্ড
ফিরে সে আলয় ছাড়ি ;
সহাস্য-বদনে কেশ, বেশ, অঙ্গ
চলে নানারূপে ঝাড়ি।
আশার কুহকে চমকিত মন
বসি সে সোপানপর ;

যাদেশে তাহার উঠি পুনর্ব্বার,
ধীরে হই অগ্রসর।

অষ্টম কল্পনা।

—০০—

ব্রহ্মবন্দনা ও সরস্বতী-অর্চ্চনা।

ব্রহ্মাণ্ড-ভুবন সৃজন যাঁহার
প্রাণী বিরচিত যাঁর,
যে জন হইতে জগৎ পাবন
যিনি জীবমূলাধার;
রবি শশধর পবন, আকাশ
জ্যোতিষ্ক নক্ষত্রদল,
জীমূত, জলধি, পর্ব্বত, অরণ্য
তটিনী, ধরিত্রী, জল,
নিনাদ, বিদ্যুৎ, অনল, উত্তাপ,
হিম, রৌদ্র, বাষ্প, বাস,
পুষ্প বিহঙ্গম, ফল-বৃক্ষলতা-
লাবণ্য আস্বাদ, শ্বাস,
বাক্য, স্পর্শ, ঘ্রাণ, শ্রবণ, দর্শন
স্মৃতি চিন্তা সুখকর,
সৃজন যাঁহার, প্রেম, ভক্তি, আশা
পালন পৃথিবীপর;
জগত-ভূষণ মানব-শরীর
মানব-ভূষণ মন,
সৃজিলা যে জন নমি আমি সেই
দেব নিত্য সনাতন।
করেছি প্রবেশ দুর্গম কান্তারে
দুরাশা-বামন হয়ে,
ধরিতে শশাঙ্ক ধরাতে থাকিয়া
শিশুর উৎসাহ লয়ে;
দুরন্ত বাসনা আশার কাননে
ভ্রমিব পৃথিবীময়;
কর কৃপাদান কৃপানিধি প্রভু,
হর ভ্রান্তি, হর ভয়!
পথের সম্বল নাহি কিছু মম
অবলম্ব সুধু আশা,
জ্ঞান চিন্তাহীন বোধ-বিদ্যাহীন
অঙ্গহীন খর্ব্ব ভাষা;
যশঃ-তৃষাতুর, ক্ষিপ্ত অভিলাষ
পীড়িত করে হৃদয়,
সর্ব্বশক্তিময় তব শক্তি বিনা
বাঞ্ছা পূর্ণ কভু নয়।
কর দয়াময় দয়াবিন্দু দান
আমি ভ্রান্ত মূঢ়মতি,
জ্ঞানী পরমেশ আদি মধ্য শেষ
অচিন্ত্য চরণে নতি;
তুমিও গো দয়া কর মা ভারতি
দেও মনোমত ফুল,
সাজাই কানন বাসনা যেরূপ
তুষিতে বান্ধবকুল;
খোল মা বারেক তোমার উদ্যান
প্রবেশ করিব তায়,
তুলিয়া আনিব গুটিকত ফুল
গাঁথিতে নব-মালায়;
নাহি সে সুবর্ণ রজতের কুঁজি
অদৃষ্টে আমার ঠাঁই,
বিহনে সাহায্য জননী তোমার
কাননে কেমনে যাই।
কত চিত্র মাতঃ! দেখ চিত্ত-পটে
বাসনা অক্ষরে আঁকি;
বাণীর অভাবে না পারি আঁকিতে
অন্তরে লুকাইয়ে রাখি!
পূর্ণ কর মাতঃ! মূঢ়ের বাসনা
কর রসনাতে বাণী,
বর্ণে যেন পাই শত অংশ তার
যে চিত্র মানসে মানি,
মানবের হৃদি আঁকি চিত্তপটে
রচিব আশার বন!
জননি তোমার করুণা বিহনে
কোথা পাব কিবা ধন?
দেও গুটিকত মানস-রঞ্জন
কুসুম তোমার তুলে,
পূরাইব বাসনা, আশার কানন
সাজাই তোমার ফুলে!

নবম কল্পনা।

বিবেকের সহিত সাক্ষাৎ—আশার অন্তর্দ্ধান—বিবেকের অনুবর্ত্তী হইয়া কাননের প্রান্তভাগ দর্শন। শোকারণ্য—তাহাতে প্রবেশ ও ভ্রমণ—শোকের মূর্ত্তি দর্শন ও তাহার পরিচয়।

আশার পশ্চাতে প্রাসাদ হইতে
আসিয়া কিঞ্চিৎ দূর,
জিজ্ঞাসি তাহারে "কোন্ পথে এলে
ভ্রমিব তাহার পুর?
জিজ্ঞাসি কাননে সকলি কি হেন
সকলি সৌন্দর্য্যময়?
কোন স্থানে কিছু সে কানন-মাঝে
কলঙ্ক অঙ্কিত নয়?"
শুনি হাসি আশা অতি সুমধুর
কহিল আমার কানে,
"পাইবে দেখিতে ভুলিবে যাহাতে
উতলা না হও প্রাণে;
চল এই পথে" হেন কালে হেরি
জ্যোতির্ম্ময় ঋষি-বেশ,
তেজঃপুঞ্জ ধর, অমল বদন
শ্বেত শ্মশ্রু শ্বেত কেশ;
প্রাণী একজন আসি উপনীত
শিরেতে কিরণ-ছটা,
ছায়া-শূন্য দেহ, দেবের সদৃশ
অঙ্গেতে সৌরভ-ছটা;
কহিলা আমারে "কুহকে ভুলিয়া
কোথা, বৎস, কর গতি?
দেখিছ যে অই আশা মায়াবিনী
বড়ই কুটিলমতি।
করো না প্রত্যয় উহার বচনে
ভুলো না উহার ছলে,
হেন প্রবঞ্চক দেখিতে পাবে না
কদাপি অবনীতলে।
ছিল সত্য আগে অমর-আলয়ে
সদা সত্যপ্রিয় অতি,
মিথ্যা প্রবঞ্চনা, না জানিত কভু
সরল সুন্দর গতি।
বলিত যাহারে যখন যেরূপ
ফলিত বচন তথা,
ত্রিলোক-ভুবনে আছিল সুখ্যাতি
মিথ্যা না হইত কথা;
ছিল বহু দিন সুখে স্বর্গধামে
ক্রমে দৈববিড়ম্বনা—
দানব দুরন্ত স্বর্গ লইল হরি
অমরে করি ছলনা।
ইন্দ্রাদি দেবতা দনুজ-দৌরাত্ম্যে
স্বর্গপুরী পরিহরি,
ধরি ছদ্মবেশ করিলা ভ্রমণ
আসিয়া পৃথিবীপরি;
স্বার্থ-পরবশ আশা না আইসে
অমরাবতীতে থাকে;
দানব-রাজত্ব- সময়ে স্বর্গেতে
স্বর্গের দুয়ার রাখে;
সেই পাপে ইন্দ্র দিলা অভিশাপ
গতি হবে ধরাতলে,
মানব-নিবাসে হইবে থাকিতে
চিরদিন ভূমণ্ডলে।
তদবধি দুঃখে ভ্রমে কুহকিনী
ঘুরিয়া পৃথিবীময়,
কহে যত বাণী সকলি নিষ্ফল
সকলি অলীক হয়,
চিরকাল হেন ভ্রমে এ কাননে
ভুলায়ে মানব যত,
নাহিক বিরাম ভ্রমে দিন দিন
শঠতা করি সতত।
নিরখি তোমারে সুকুমার অতি
সরল নির্ম্মল মন,
পড়িলা বিপাকে উহার সংহতি
এখানে করি গমন;
করিয়া গোপন রেখেছে তোমারে
এ কানন গূঢ় স্থল;
এস সঙ্গে মম আমি চেতাইব
দেখাইব সে সকল।"
ঋষির বচন শ্রবণে কৌতুকী
আশার উদ্দেশে চাই,

হেরি চারিদিক্ কোন দিকে তারে
নিরখিতে নাহি পাই।
ঋষি কহে "বৎস, পাবে না দেখিতে
এখানে তাহারে আর,
আমার নিকটে থাকে না সুস্থির
এমনি প্রকৃতি তার;
দেখিয়া আমারে নিকটে তোমার
অদৃশ্য হইয়া ছলে,
গেল ভুলাইতে অন্য কোন জনে
আনিতে কাননস্থলে।"
শুনিয়া সে কথা তখন যেমন
ভাঙ্গিল নিদ্রার ঘোর;
নিদ্রালি ঘুচিলে উঠে যেন প্রাণী
পলাইলে পরে চোর।
কথায় প্রত্যয় হইল তাঁহার
অগত্যা পশ্চাতে যাই,
আশাপুরী-প্রান্তে গাঢ়তর এক
অরণ্য দেখিতে পাই।
ঋষি কহে "বৎস, ভ্রমে এইখানে
আশাদগ্ধ প্রাণী যারা—
পতি, পুত্র, ভ্রাতা, দারা, বন্ধু, পিতা
জননী, বান্ধব হারা।"
বাড়িল কৌতুক যাই দ্রুতগতি
বন-দরশন আশে;
অরণ্য-নিকটে আসিয়া অস্থির
স্তম্ভিত হইনু ত্রাসে।
যথা যবে ঝড় বহে ভয়ঙ্কর
বায়ুমুখে মেঘ ছুটে,
অতি ঘোরতর দূর হ'তে শূন্যে
হু হু শব্দ বেগে উঠে।
কানন হইতে তেমতি উচ্ছ্বাসে
উঠিছে গভীর রব,
শুনিয়া সে ধ্বনি কানন-বাহিরে
পরাণী নিস্তব্ধ সব,
ঘন হাহা রব প্রচণ্ড নিশ্বাস
উঠিছে ঝটিকা সম;
কভু শান্তভাব কভু ভয়ানক
এই সে তাহার ক্রম।
প্রবেশের মুখে সে অরণ্য-পাশে
দেখি প্রাণী একজন,

অতি ম্লানভাব হাতে ফুলমালা,
দুঃখেতে করে ভ্রমণ;
পড়িয়াছে কালি বদনমণ্ডলে
গম্ভীর চিন্তার রেখা,
ফেলি অশ্রুধারা চাহি ধরাপানে
সতত ভ্রমিছে একা;
দেখিয়া তাহার অন্তর কাতর
উপনীত হই কাছে,
জিজ্ঞাসি কি হেতু ভ্রমে সেইখানে
কত দিন সেথা আছে।
কহিল সে জন আশার কাননে
আছি আমি বহুদিন,
ভ্রমি এইরূপে দিবা-বিভাবরী,
শরীর করেছি ক্ষীণ;
পক্ষ ঋতু মাস বৎসর কতই
অতীত হইল হায়,
তবু কার গলে নারিলাম দিতে
এ ছার স্নেহ-মালায়!
কত যে পুরুষ কত যে রমণী
সাধনা করিনু কত—
গ্রহণ করিতে এ কুসুম-দাম
কেহ সে নহে সম্মত;
না জানি কি বুঝে পলায় অন্তরে
নিকটে দাঁড়াই যার,
ভুলে যদি কভু দেই কার হাতে
ঠেলি ফেলে এই হার;
আহা কত প্রাণী হেরি এ কাননে
কতই আনন্দ পায়,
কি কব বিধিরে এ হেন অমৃত
নাহি সে দিল আমায়!
ভাবি কতবার ছিঁড়িব এ দাম
ছিঁড়িতে নাহিক পারি;
তাই দুঃখে ত্যজি প্রণয়ের ভূমি
এ বনে হয়েছি চারী।"
এত ক'য়ে যায় দ্রুতবেগে চলি
চক্ষে বিন্দু বিন্দু জল;
শুনিয়া কাতর অন্তরে যেমন
জ্বলিল কূট গরল।
ঋষির সংহতি প্রবেশি অরণ্যে,
হেরি এবে চারিদিক্—

জর্জ্জরিত তরু, লতা, গুল্ম, পাতা,
আকীর্ণ রাশি বল্মীক।
ভাঙ্গিয়া পড়িছে এথা তরু শাখা
ওথা উন্মূলিত দারু;
হেলিয়া কোনটি রয়েছে শূন্যেতে
হৃদি পুষ্প ফল চারু;
কাহার পল্লব ভাঙ্গিয়া ঝুলিছে
বিকৃত কাহার চূড়া;
বিদ্যুত-আহত বিশীর্ণ কোনটি
মাটীতে পড়িছে গুঁড়া;
যেন বা দুরন্ত অনল-দাহনে
উচ্ছিন্ন করেছে তায়,
সে শোক-কানন শোভা-বিরহিত
দেখিতে তাহারি প্রায়!
নিরখি আশ্চর্য্য প্রাণী সে কাননে
দুই রূপ দুই ভাগে;
ধায় পরস্পর কানন-ভিতরে,
অগ্রভাগে ছায়া যত,
কানন-ভিতরে করে পরিক্রম
অবিশ্রান্ত অবিরত,
হা হতোঽস্মি রব, শিব শিব ধ্বনি
সতত জীবিতমুখে,
ছায়া-বৃন্দ পাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া
ভ্রমিছে মনের দুখে।
কত যে প্রাচীন ভ্রমিছে সেখানে
প্রসারিয়া দুই বাহু;
বিশীর্ণ শরীর, ব্যাকুল বদন
গ্রাসিয়াছে যেন রাহু!
কত শিশুছায়া ধায় অগ্রভাগে
নিকটে আসিলে, হায়,
অমনি সরিয়া ফিরে ফিরে চাহি
দূরেতে পলায়ে যায়।
কোন বা যুবক বৃদ্ধের আকৃতি
ছায়ার পশ্চাতে ধায়,
ছায়া স্থির রহে যুবা ছুটি আসি
আলিঙ্গন করে তায়;
কোথা আলিঙ্গন বৃথা সে পরশ
শূন্য বাহু বক্ষঃস্থলে!
যুবা দীর্ঘশ্বাসে ছায়া নিরখিয়া
ভাসে তপ্ত অশ্রুজলে।

কোন জন ধায় ছায়ার পশ্চাতে
বাড়াইয়া দুই হাত,
বহুদিন পরে যেন পুনরায়
দেখা পায় অকস্মাৎ;
কহে অনুনয়- বিনয় করিয়া
"আ(ই)স সখে একবার,
বাহুতে জড়ায়ে তব কণ্ঠদেশে
নিবারি চিত্তের ভার।
বহুদিন সখে ভাবি নিরন্তর
ওই সুপ্রসন্ন মুখ;
নামে জপমালা করি করতল
সংবরি মনের দুখ;
বদন-আকৃতি সকলি তেমতি
সমভাব সেই সব,
তবে কেন সখে কাছে গেলে সর,
কেন নাহি মুখে রব।"
কেহ বা বলিছে ছুটিতে ছুটিতে
কোন এক ছায়া-পাছে—
"আ(ই)স ফিরে ঘরে ভাই প্রাণাধিক
চল জননীর কাছে;
দিবানিশি হায় করিছে ক্রন্দন
জননী তোমার তরে,
সাজায়ে রেখেছে সকলি তেমতি
জননী তোমার তরে;
সেই ঘর আছে আছে সেই জায়া
ভাই বন্ধু সেই সব,
সেই দাস-দাসী, সেই পরিজন
গৃহে সেই কলরব;
কমলের দল সদৃশ তোমার
শিশুরা ফুটেছে এবে;
আ(ই)স ফিরে ঘরে ক্রোড়ে করি তায়
বদন আঘ্রাণ লবে;"
বলিয়া দুঃখেতে করিয়া ক্রন্দন
পশ্চাতে ধাইছে তার,
ছায়ারূপী প্রাণী না শুনে সে কথা
দূরে যায় পুনর্ব্বার।
আহা সুরূপসী রামা কোন জন
দুই বাহু উর্দ্ধে তুলি,
ছুটে উর্দ্ধশ্বাসে "নাথ নাথ" বলি
কুন্তল পড়িছে খুলি,

"দাঁড়াও বারেক ক্ষণকাল, নাথ,
জুড়াও তাপিত বুক ;
বারেক তুলিয়া দেখাও আমারে
অই শশিসম মুখ ;
ভ্রম অনিবার এ আঁধার বনে
বরষ বরষ হায়।
সাগর-সলিলে ধ্রুবতারা যেন
নাবিক নিরখি হায়।
উঠিছে তরঙ্গ চারি পাশে তার
তরণী ছুটিছে আগে,
অনিমেষ আঁখি দেখিছে চাহিয়া
আকাশের সেই ভাগে।
সেইরূপে নাথ জাগি দিবানিশি
সেইরূপে দুঃখে যাই,
তবু এ দুরন্ত অকূলসাগরে
কূল নাহি খুঁজে পাই ;
কবে পুনরায় আবার তেমতি
পাইব হৃদয়ে স্থান !
শুনিব মধুর সুধা সম স্বর
জুড়াবে শরীর প্রাণ !"
এইরূপে সেথা 'কত শত জন
ছায়া অন্বেষণ করি,
ভ্রমিছে আক্ষেপে রোদন করিয়া
আঁধার কানন ভরি ;
ভ্রমে অবিচ্ছেদে সদা খেদস্বর
শিরে বক্ষে করাঘাত,
ঘন দীর্ঘশ্বাস, অবিরল ধারা
যুগল নয়নে পাত।
তাহাদের মুখ চাহি ক্ষণকাল
দুঃখেতে পূরে হৃদয়,
কহি, "হায়, বিধি, নবীন পঙ্কজ
শুকালে এমন হয়।
সৃষ্টির গৌরব প্রকাশিত যায়
এ হেন তরুণী-মুখ,
তাপদগ্ধ হয়ে মানবের মনে
দেয় কি এতই দুখ !
হীরা, মুক্তা, চুণি, বিধু, পদ্মফুলে
কলঙ্ক দেখিতে পারি ;
তরুণীর মুখে দগ্ধ শোক-ছায়া
কদাপি দেখিতে নারি।"

এরূপে আক্ষেপ করিয়া তখন
ক্রমে হই অগ্রসর ;
ক্রমশঃ বাতাস বেগে অল্প অল্প
আঘাতে বদনপর।
ক্রমে অগ্রসর হই যত আরো
বায়ু [illegible] তত ;
গাছের পল্লব লতা-পাতা ক্রমে
বায়ুভরে অবনত !
ক্রমে বৃদ্ধি ঝড় প্রবল পবন
বুকে মুখে বেগে পড়ে ;
অতি কষ্টে ধীরে হই অগ্রসর
স্থির হইতে নারি ঝড়ে।
যথা অন্তরীক্ষে বায়ু-প্রতিমুখে
বিহঙ্গ যখন ধায়,
আগু হৈলে কিছু প্রবল বাতাসে
দূরে ফেলে পুনরায় ;
পক্ষ প্রসারিয়া স্থিরভাবে কভু
বহুক্ষণ শূন্যে রয়,
আগু হ'তে নারে না পারে ফিরিতে
অবিচল পক্ষদ্বয় ;
সেইরূপে যাই জিজ্ঞাসি ঋষিরে,
"কহ এ কি তপোধন—
কোথা হ'তে হেন এই স্থানে বেগে
এরূপে বহে পবন ?
অন্য দিকে হেরি ঝড়ের আকার
কিছু নাহি হয় দৃষ্টি।
বহিছে এখানে প্রচণ্ড বাতাস
এ কি অদ্ভুত সৃষ্টি ?"
ঋষি কহে "বৎস, চল কিছু আগে
স্বচক্ষে দেখিবে সব ;
কোথা হ'তে উহা কখন্ কি ভাব
কিরূপে হয় উদ্ভব।"
যাইতে যাইতে দেখি একস্থানে
প্রচণ্ড ঝটিকা বহে ;
সম্মুখে তাহার পশু পক্ষী জীব
তৃণ আদি স্থির নহে ;
ধূলিতে ধূলিতে গগন আচ্ছন্ন
ঘনবেগে শিলাপাত ;
বৃষ্টিধারা-রূপে বরিষে কঙ্কর
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।

যথা সে তরঙ্গ সাগর হইতে
প্রবেশি নদীর মুখে
মত্ত-বেগে ধায় তুলারাশি হেন
ফেনস্তূপ লয়ে বুকে,
ছুটে তরীকুল তীর সম বেগে
তীরেতে আছাড়ি পড়ে,
তরঙ্গ-তাড়িত বেগে পুনরায়
নদীগর্ভে ধায় রঙ্গে,
সেইরূপ হেথা কত শত প্রাণী
ঝড়মুখে বেগে ধায়,
ঘন রুদ্ধশ্বাস আকুল কুন্তল
ধরা না পরশে পায় ;
কত শত যুবা বৃদ্ধ নরনারী
বিধাবিত বেগে ঝড়ে।
কভু একস্থানে কভু অন্যদিকে
আছাড়ি আছাড়ি পড়ে।
নিরখি সেখানে কিরণ ঢাকিয়া
আকাশে পড়েছে ছায়া,
বরষায় যথা তপন ঢাকিয়া,
প্রকাশে মেঘের কায়া।
অথবা যেমন শূন্যে পঙ্গপাল
উড়িছে আঁধার জাল,
পড়ে ধরাতলে ছায়া বিছাইয়া
ঢাকিয়া গগন-ভাল ;
তেমতি আকার ছায়া এ প্রদেশে
আঁধারিয়া নভঃস্থল,
ছুটিয়া ছুটিয়া ঘুরিছে শূন্যেতে
ছন্ন করি সে অঞ্চল।
অস্থির শরীর ছায়ার পরশে
শুষ্ক কণ্ঠ রুদ্ধ স্বর,
চঞ্চলনয়ন তপোধনপাশে
নিরখি শূন্যের পর ;
যেন কালি-মাখা ঘোর গাঢ় মেঘ
শূন্যপথে উড়ি যায় ;
ঝড়বেগে গতি ঘুলিয়া ঘুলিয়া
ধূম বিনির্গত তায়।
ভ্রমিছে সে মেঘ অন্ধকার হয়ি
প্রসারে আকাশ যুড়ে,
যে মেঘের ছায়া পড়ে যার গায়
উত্তাপে তখনি পুড়ে ;

শুকায় রুধির শরীরে আমার
ভুগেও নাহি সরে তায়,
অশ্রুপূর্ণ আঁখি ঋষির বদন
নিরখি পাইয়া ত্রাস।
ঋষি কহে "বৎস, ঐই কাল মেঘ
এ আশা-কাননে শিখা ;
বৃথা যে এ বন উহার(ই) শরীরে
কালির অক্ষরে লিখা।
পক্ষী নহে উহা ও কালী মুরতি
করাল কালের ছায়া,
প্রাণিগণে দলি ঘুরে নিত্য এথা
এরূপে প্রসারি কায়া।"
বলিতে বলিতে ভুলিয়া আপনি
তপোধন কয় শোকে—
"হায় রে বিধাতঃ এ কালিম-ছায়া
ছড়ালি কেন ভূলোকে !
জগতে যা আছে মধুর সুন্দর
গঠিয়া তাহার পর,
গঠিলে বিধাতা সকলের শ্রেষ্ঠ
প্রাণী-রূপ মনোহর ;
বিষমাখা তার কণ্টক আবার
গঠিলে কেন এ কাল ?
মর্ত্ত্যে পাঠাইয়া স্বর্গের পুতলি
পথে দিলে কাঁটা-জাল।
সুচিত্র পটেতে কালি মাখাইতে
কেন এত ভালবাস ?
জগতের সুখ নিদারুণ বিধি
এরূপে কেন বিনাশ ?"
এরূপে বিলাপ করেন সে ঋষি
আতঙ্কে সম্মুখে চাই,
দূরে প্রান্তদেশ গৈরিক-মিশ্রিত
স্তূপ নিরখিতে পাই।
সেই স্তূপ-অঙ্গে অন্ধ গুহা এক
উত্থিত হইয়া তায়,
ঘন ঘন শ্বাস প্রচণ্ড বাতাস
ঝড়ের আকারে যায়।
অতি কষ্টে দোঁহে সেই গুহাপাশে
আসি হই উপনীত ;
নিকটে আসিয়া দেখিয়া স্তম্ভিত,
ভয়ে চিত্ত চমকিত।

গহ্বর-ভিতরে বসি এক প্রাণী
প্রচণ্ড নিশ্বাস ছাড়ে ;
সেই দীর্ঘশ্বাসে জনমি বাতাস
ঝড় সম বেগে বাড়ে।
কালীয় বরণ পাষাণ-নির্ম্মিত
যেন সে কঠিন কায়া ;
শরীরে বিস্তৃত যেন অন্ধকার
ঘোরতর গাঢ় ছায়া।
মাঝে মাঝে মাঝে কাঁপে সর্ব্ব-অঙ্গ
হুহুঙ্কারধ্বনি নাসায় ;
ছিন্নভিন্ন বেশ, রুক্ষ ধূম্র কেশ
মস্তকে বিচ্ছিন্ন হায়!
করে আচ্ছাদন করিয়া বদন
বসি ভাবে হেঁট মাথা,
বলি হেন ভাব হেন সে মূরতি
সেই গুহা-অঙ্গে গাঁথা।
সম্ভাষি আমারে কহে তপোধন
"শোকমূর্ত্তি এই হের,
আশার কাননে ইহা হ'তে ঘটে
বহু বিঘ্ন বহু ফের।"
ঋষিরে জিজ্ঞাসি "কেন তপোধন
মুখে আচ্ছাদন কর ?
না দেখিনু কভু বদন হইতে
উহা ত হয় অন্তর।"
সে কথা শুনিয়া ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস
শোকমূর্ত্তি দুঃখে বলে,
বলিতে বলিতে করের অঙ্গুলী
ভিতিল নয়নজলে ;
"এ কথা জান না কে তুমি এখানে
ভ্রমিছ আশাকানন ?
শিশু নহ তাহা বুঝিয়াছি স্বরে
হবে কোন যুবাজন।
আমি হতভাগ্য আছি এই স্থানে
চারিযুগ এই হাল ;
বিধাতা আমায় করিলা সৃজন
করিয়া লোক-জঞ্জাল।
মৃত্যুগোসাঁই মম যে আসে নিকটে
সেই পায় নানা ক্লেশ,
সেই হেতু এথা থাকি এ নির্জ্জনে
দুঃখে ছাড়িয়াছি দেশ!
না দেখাই কারে এ ছার বদন
তাহার কারণ বলি—
দেখিব যাহারে বিধাতার শাপে
তখনি সে যাবে জ্বলি ;
কত অনুনয় করিনু বিধিরে
লইতে এ পাপ প্রাণ,
এ কাল-কটাক্ষ হইতে আমার
প্রাণীরে করিতে ত্রাণ ;
তা শুনিয়া বিধি শুধু এই বর
দিলা সে করুণা করি—
শিশুর বদন হেরিতে কেবল
পাইব নয়ন ভরি ;
এ কটাক্ষ-দাহ শিশুরে কেবল
দাহন করিতে নারে,
নতুবা মুহূর্ত্তে দগ্ধ করি তাপে
অন্য প্রাণী সবাকারে ;
কোথা নাহি যাই থাকি একা হেথা
তবু সে বিধি আমায়
বিড়ম্বনা করে প্রেরিয়া পরাণী
আমারে কত জ্বালায় ;
বর্ষে যতবার খুলি দগ্ধ আঁখি
তখনি যে থাকে কাছে,
তার সম বুঝি আশার কাননে
অভাগা নাহিক আছে।
আসিতে আসিতে দেখিয়াছ পথে
সহস্র সহস্র প্রাণী,
ভ্রমিছে দুঃখেতে, এ কটাক্ষ-দোষে
শুনায়ে কাতর প্রাণী।
না থাক এখানে যাও অন্য স্থানে
বাঁচিতে যদ্যপি চাও।
আমার নিকটে থাকিয়া এখানে
কেন এ সন্তাপ পাও ?"
যথা যবে কোন গৃহীর আলয়ে
মৃত্যু উপস্থিত হয়,
রোদন-নিনাদ বিলাপ শোচনা
বিদীর্ণ করে আলয় ;
তখন যেমন বন্ধু কোন জন
বিমর্ষ মলিন বেশ,
কালের ছায়াতে কালিম বদন
বাহিরায় বহির্দ্দেশ ;

অন্ধকারময় হেরে চারিদিক্
ব্রহ্মাণ্ড মলিন-কায়,
শুষ্ক কণ্ঠ তালু ঘন উর্দ্ধশ্বাস
হৃদয় জ্বলে শিখায় ;
ধরাতল যেন অধীর হইয়া
সতত কাঁপিতে থাকে,
ভয়ে ভয়ে যেন কণ্টক-উপরে
ধরাতলে চরণ রাখে ;
সেইরূপে এবে নিরখিয়া শোক
করি স্থান পরিহার,
যাই ঋষি সহ ঋষি কহে মৃদু
বদনে চিন্তার ভার—
"নিরখিলা শোক নিরখিলা তার
অরণ্যে কাল-প্রতিমা,
চল যাই এবে দেখিবে আশার
কোথা সে কানন-সীমা।"

দশম কল্পনা।

নৈরাশক্ষেত্র—মধ্যভাগে মরুপ্রদেশ—
তাহাতে চিরপ্রদীপ্ত অনলকুণ্ড—
হতাশের মূর্ত্তিদর্শন
ও নিদ্রাভঙ্গ।

ধীরে ধীরে ঋষি চলে আগে আগে
পশ্চাতে করি গমন,
শোকারণ্য ছাড়ি. অন্যধারে তার
উপনীত দুই জন।
কঠিন মৃত্তিকা নিম্ন উচ্চ ভূমি
ধরা নহে সমতল,
চলিতে চরণ স্থির নাহি রহে
সে পথ হেন পিচ্ছল।
নাহি ডাকে পাখী তরুর শাখায়
নীরবে বসিয়া রয়,
বনা বায়ুবেগে নিত্য তরুতলে

ক্রীড়ায় নিবৃত্ত ব্যাধগণ যবে
উজাড় করিয়া বন,
ফিরে গৃহমুখে ত্যজিয়া কানন
আনন্দে করে গমন ;
তখন যেমন ছাড়ি নানা দিক্
পুন ফিরে যত পাখী,
ভ্রমে উড়ে উড়ে তরু চারি ধারে,
ভয়ে না প্রবেশে পাখী।
নিরখি আসিয়া এথা সেই ভাবে
আছে যত নিকেতন,
চারি ধারে তার ভ্রমে নিরন্তর
হতাশ পরাণিগণ,
সাহস না করে পশিতে ভিতরে
ক্ষুণ্ণ মন, নত শির,
শুষ্ক কণ্ঠদেশ, শুষ্ক রূক্ষ কেশ
নয়নে না ঝরে নীর।
হেরি কত প্রাণী চলে অতি ধীরে
দেহে যেন নাহি বল,
শুষ্ক নীলোৎপল মুখছবি যেন
করে চাপে বক্ষঃস্থল।
কত যুবা, আহা, নত পৃষ্ঠদণ্ড
চলে হেন ধীরে ধীরে,
প্রতি পাদক্ষেপে যেন রেণু গণি
নিরখে মহী-শরীরে।
হেন ধীরগতি তবু কত জন
পড়ে নিত্য ভূমিতলে,
স্খলিত চরণ ধূলিতে লুটায়
পিচ্ছল সেহ অঞ্চলে।
পড়ে ক্ষিতিপৃষ্ঠে চলিতে চলিতে
বৃদ্ধ প্রাণী কত জন,
উঠিতে শকতি নাহিক আশ্রয়
আগ্রহে ধরে পবন।
কোথাও পরাণী হেরি শত শত
বসিয়া দুর্গম স্থানে,
অনিমেষ আঁখি নীরস বদন
নিত্য হেরে শূন্য-পানে :
চলে দিনমণি ভাসিয়া গগনে
চাহিয়া তাহার পথ,
ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস, বলে "হা বিধাতঃ,

করি বড় সাধ ধরিলাম হৃদে
রূপণের যেন মণি,
এখন সে আশা হয়েছে গরল
দংশিছে যেমন ফণী।
কেন বিধি হেন আশ্বাসে ভুলায়ে
জ্বালিলে হৃদয়ে শিখা ?
জানিতে যদ্যপি অগ্রে এ ললাটে
এ হেন অভাগ্য লিখা !"
এরূপে বিলাপ করিছে অনেক
কেহ বা উঠিয়া ধায়,
ভাবে যেন শূন্যে কোন সে আকৃতি
সহসা দেখিতে পায় !
গিয়া দ্রুতপদে করতল যুড়ে
বাহু প্রসারণ করি,
বাতাসে মিলাল ঘুচে সে প্রমাদ
পালটে আশা সংবরি ;
ফিরে অধোমুখ, বসিয়া আবার
দিনমণি-পানে চায়,
দেখে শূন্যমার্গে ধীরে ধীরে সূর্য্য
গগনে ভাসিয়া যায় ;
নিরখি সেখানে প্রাণী অন্য কত
মনস্তাপে ধীরে ধীরে,
কণ্ঠ হ'তে খুলি কুসুমের হার
নিরখিছে ফিরে ফিরে ;
করি ছিন্ন ছিন্ন ফেলিছে ভূতলে
পদতলে দৃঢ় চাপি,
নেত্রে অশ্রুবিন্দু ফেলি মুহুর্ম্মুহু
উঠিছে সঘনে কাঁপি ;
পদাঘাতে চূর্ণ খণ্ড খণ্ড হয়ে
সে মালা পড়ে যখন,
"উদ্যাপন" বলি ছাড়িয়া নিশ্বাস
সে প্রাণী করে গমন।
দেখি কত জন বসিয়া নির্জ্জনে
ধীরে চিত্রপট তুলে,
নয়নের নীরে অঙ্কিত চিত্রের
একে একে রেখা তুলে ;
করিয়ে মার্জ্জিত সর্ব্ব-অবয়ব
নিরঙ্ক করিয়া পরে,
বিছায়ে বিছায়ে সেই চিত্রপট
দুই করতলে ধরে,
পরশে হৃদয়ে পরশে মস্তকে
যতনে করে চুম্বন ;
পরে ছিন্ন করি ফেলি ধরাতলে
সন্তাপে করে গমন।
বলে "রে এখন (ও) বিদীর্ণ হলি নে
হায় রে কঠিন হিয়া !
কি ফল বাঁচিয়া এ হেন মধুর
আশা বিসর্জ্জন দিয়া ?
ভাবিতাম আগে না জানি কতই
কোমল মানব-মন,
ছিল যত দিন আশার হিল্লোলে
করিত হৃদে ভ্রমণ।
বুঝেছি এখন লৌহ-ধাতুময়
কঠোর নরের হৃদি,
অনন্ত দুঃখের কারণ করিয়া
গঠিলা আমায় বিধি।"
কোনখানে দেখি প্রাণী শত শত
শয়ন করি ভূতলে,
পাষাণের প্রায় তুলিয়া বিষম
রাখিছে হৃদয়তলে ;
কাঞ্চন-মুকুট, মণিময় দণ্ড
হেম-বিমণ্ডিত অসি,
ধূলি-সমাচ্ছন্ন প্রতি জন পাশে
পড়েছে কতই খসি !
বলিছে "এখন বাঁচিয়া ফল
পাইয়া এ হেন ক্লেশ,
এ ছার সংসারে বৃথায় ভ্রমণ
করি এ ভিক্ষুক-বেশ !
কত যে উৎসাহ কতই বাসনা
ধরিত আগে এ মন !
ভূধর-শরীর ভাবিতাম তুচ্ছ
সামান্য তুচ্ছ গগন !
ভাবিতাম আগে জলধি গোষ্পদ
ইন্দ্রপুরী ক্ষুদ্র অতি ;
পরিণামে হায় হইল এ দশা
এখন কোথায় গতি।"
বলিয়ে এতেক ভগ্ন অসি লয়ে
হৃদয়ে করে প্রহার,
আবার ভূতলে পড়িয়া বক্ষেতে
চাপায় পাষাণভার ;

উপরে উপরে শিলাখণ্ড তুলে
কতই চাপিছে বুকে,
করিছে আক্ষেপ কতই কাঁদিয়া
দারুণ মনের দুঃখে।
"কি কঠিন হিয়া"— কহিছে কাঁদিয়া
"শিলা হেন হয় ছার,
না ভাঙ্গে সে বুক পরেছি যেখানে
বাসনা-ফণীর হার।"
বলিতে বলিতে উঠিয়া আবার
ক্রমে অগ্রভাগে যায়,
বৃক্ষ-অন্তরালে গিয়া কিছু দূরে
অরণ্যমাঝে লুকায়।
বাড়িল কৌতুক কোথা প্রাণিগণ
এরূপে করে গমন,
জানিতে বাসনা ঋষির পশ্চাতে
চলিনু আকুল মন।
পশ্চাতে তাদে চলি কতদূর
ক্রমে আসি উপনীত,
অনন্ত বিস্তার ঘোর মরুভূমি
হেরি হয়ে চমকিত;
হেরি চারিদিক্ যেন নিরন্তর
ধূমেতে আচ্ছন্ন রয়,
নাহি বৃক্ষ-লতা পশু-পক্ষিরব
বিকলাঙ্গ সমুদয়;
বারিশূন্য মরু ধূ ধূ করে সদা
চলিতে নাহিক পথ,
কঠিন কর্কশ লবণ-মৃত্তিকা
উত্তপ্ত অনলবৎ;
পদতালু জ্বলে যেন তপ্ত বালু
সে তাপ নাহিক জ্ঞান,
দিক্‌হারা হয়ে ভ্রমে সেইখানে
পরাণী আকুল প্রাণ;
বাণীশূন্য মুখ, ধূলিপূর্ণ কেশ,
শরীরে কালিম-মলা,
সে মরুপ্রদেশে ভ্রমে প্রাণিগণ
অন্তরে হয়ে উতলা;
বিশীর্ণ বদন, বরণ পাণ্ডুর,
নীরবে করে ভ্রমণ,
নিশীথসময়ে প্রেতযোনি যথা
দগ্ধচিত্ত দগ্ধমন।

হেরে মরুদেশ তৃষিত অন্তরে
চায় সে ধূমল শূন্যে,
নিরখি সে ভাব শরীর কণ্টক
হৃদয় পূরে কারুণ্যে!
আশাভগ্ন, হায়, কত নারী নর
কত যুবা বৃদ্ধ প্রাণী,
ভ্রমে এই ভাবে সে মরু-প্রদেশে
বদনে মলিন গ্লানি।
যাই যত দূর ক্রমশঃ ততই
নেহারি ধূম প্রগাঢ়,
ঘনঘটা যেন বিছায়ে আকাশে
তিমিরে ঢাকে আষাঢ়।
ক্রমে অন্ধকার ঘেরে দশদিক্
প্রবেশি যেন পাতাল,
উঠে নিত্য ধূম ফুটে ক্ষিতিতল
কজ্জল-বর্ণ করাল;
মাঝে মাঝে মাঝে বিকট কিরণ
চমকি চমকি ছুটে,
কাল-কদম্বিনী- কোলেতে যেমন
বিদ্যুৎ গগনে লুটে;
তাতে তীব্র ছটা ধাঁধিয়া নয়ন
মুহূর্ত্তে পুনঃ লুকায়,
গাঢ়তর যেন অন্ধকারজাল
সে মরুপরে ছড়ায়!
সে বিকট জালে আকুল তরাসে
শিহরি চাহি তখন,
রোমাঞ্চিত দেহ কম্পিত হৃদয়
নিস্পন্দ দুই নয়ন;
দেখি স্থানে স্থানে কত শব-দেহ
সেই বারিশূন্য স্থলে,
বিকৃত বদন বিবর্ণ শরীর
লতা-রজ্জু বান্ধা গলে।
পীড়িত হৃদয় কাঁপিতে কাঁপিতে
দ্রুতবেগে করে গতি,
হেরি অইরূপ যাই যত দূর
বহিয়া উত্তপ্ত পথি।
ক্রমে যত যাই তত উষ্ণ বায়ু
উষ্ণতর শুষ্ক মহী,
উঠে ঘোর তাপ ঘেরি চারিদিক্
শরীর চরণ দহি।

ক্রমে উপনীত বিশাল বিস্তৃত
ভয়ঙ্কর মরুভূমে,
শূন্যে শুন্যলতা হু হু করে দিক্
আচ্ছন্ন নিবিড় ধূমে;
হু হু জ্বলে বালি অনন্ত বিস্তৃত
দশদিকে পরকাশ;
ধূ ধূ করে শূন্য অনন্ত শরীর
দেখিতে পরাণে ত্রাস।
লবণ-বালুকা- বিকীর্ণ প্রদেশ
দারুণ উত্তাপ অঙ্গে;
খেলে যেন তাহে অনলের ঢেউ
উত্তপ্ত বালুর সঙ্গে।
মরু-মধ্যভাগে একমাত্র তরু
তাপে জীর্ণ কলেবর;
প্রাণী একজন তলদেশে তার
দাঁড়াইয়া স্থিরতর,
হাতে রজ্জু ধরি দৃঢ় করি তায়
বাঁধিছে কঠিন ফাঁস,
আরোপি শাখাতে পরিছে গলায়
ছাড়িয়া বিকট শ্বাস;
ঝুলে তরুডালে শবদেহ যেন,
ঝুলি হেন কতক্ষণ,
কণ্ঠ হ'তে পুনঃ খুলিয়া আবার
রজ্জু করে উন্মোচন।
তখন অস্থির বেগে তরুতল
ত্যজিয়া উন্মাদপ্রায়,
ছুটে মত্তভাবে সে মরুপ্রদেশ
প্রাণী সে কঙ্কালকায়;
চলে দিক্‌শূন্য করি হুহুঙ্কার
ফেনপুঞ্জ মুখে উঠে,
জ্বলন্ত বালুকা- তাপে দগ্ধীভূত
অস্থির-চরণে ছুটে।
ছিন্ন করে দেহ নখে বিদরিয়া
দন্তে ছিন্ন করে ত্বচ,
বান্ধিয়া অঙ্গুলে ছিঁড়ে কেশ-জটা
মস্তক করে বিকচ;
রুধিরাক্ত তনু চায় দশদিকে
প্রাণিগণে খেদাইয়া—
আশাভগ্ন প্রাণী যত সে প্রদেশে
সম্মুখে ভ্রমে ছুটিয়া।

জ্বলে মরুমাঝে অনলের কুণ্ড
বিপুল মুখব্যাদান,
ধূমল কালিম বজ্র-ধাতু সম
শিলাখণ্ডে নিরমাণ।
উঠে বহ্নি-শিখা ভীম কুণ্ড-মুখে
জিহ্বা প্রসারণ করি,
ছুটে ছুটে উঠে দূর-শূন্যপথে
ভীষণ গর্জ্জন ধরি;
লিহি লিহি করি উঠে বহ্নিজ্বালা
কূপ হতে ভীম রঙ্গে,
জিহি লক্ লক্ ছুটিতে ছুটিতে
প্রসারে যেন ভুজঙ্গে;
আনি প্রাণিগণে ধরি একে একে
সেই মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর,
সে অনল-কুণ্ডে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
নিক্ষেপে বহ্নির পর;
ঋষি কহে "বৎস, হের রে হতাশ
হুতাশ-কূপ নেহার,
আশার কাননে পরিণাম এই
নিরূপিত বিধাতার!"
নেহারি আতঙ্কে কম্পিত শরীর
ভয়ে শিরে কাঁপে কেশ—
ধূ ধূ করে দিক্ অনন্ত-ব্যাদান
বালুময় মরুদেশ;
জ্বলিছে অনল সে বিষম কুণ্ডে
আশাভগ্ন নারী নর
দশ দিক্ হ'তে হতাশ-তাড়িত
পড়ে তাহে নিরন্তর।
হেরি ক্ষণকাল সে অনল-কুণ্ড
ব্যাকুলিত হয় প্রাণ,
বলি—"শীঘ্র ঋষি পরিহরি ইহা
চল কোন অন্য স্থান।
যেন সে কোন বা অর্ণবের কূলে
বসি নিরখিলে একা,
অকূল সাগরে নিত্য ঊর্ম্মিকুল
নেত্রপথে যায় দেখা:
হু হু চলে জল, অনন্ত জলধি,
অনন্ত ঘন উচ্ছ্বাস,
শূন্য অন্তরীক্ষে অগাধ অনন্ত
ব্যোমকায় পরকাশ।

পক্ষি-প্রাণি শূন্য নিখিল গগন
পক্ষি-প্রাণি-শূন্য সিন্ধু।
জলধি-গর্জ্জন কেবলি নিয়ত
নাহি অন্য স্বর-বিন্দু।
যথা সে অকূল জলধির তীরে
পরাণ আকুল হয়।
বসিলে একাকী শরীর জীবন
বোধ হয় শূন্যময়।
সেইরূপ এথা এ মরুপ্রদেশে
প্রবেশি আকুল দেহ,
হঙেছে আমার শুন তপোধন
ইথে পরিত্রাণ দেহ!"

বলিয়া নিরখি হেরি চারিদিক
ঋষি নাহি দেখি আর!
নিদ্রাভঙ্গে পুনঃ সেই তরুতল
সেই দামোদর-ধার!
তেমতি কিরণ পড়ি দামোদরে
আলোক করে দু-কূল,
তেমতি কিরণ তরুর শরীর
রঞ্জিত করিছে ফুল!
দেখিতে দেখিতে ফিরিনু আবার
প্রবেশি আপন গেহে;
পুনঃ সে ধরার আবর্ত্তে পড়িয়া
মজিনু জটিল স্নেহে।

সম্পূর্ণ।

ছায়াময়ী

কাব্য।

তোমারি চরণ স্মরণ করিয়া চলেছি তোমারি পথে,
তোমারি ভাবেতে বুঝিব তোমারে, ধরি এই মনোরথে

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

বিজ্ঞাপন।

প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় কবি দান্তের লিখিত "ডিভাইনা কমেডিয়া" নামক অদ্বিতীয় কাব্যের কিঞ্চিন্মাত্র আভাস প্রকাশ করিবার মানসে, আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করিয়াছি। সেই মহা-কবির নিকটে আমি কতদূর ঋণী, তাহা ললাটস্থ শ্লোকদৃষ্টেই বিদিত হইবে! ফলতঃ বহুল পরিমাণে আমি তাঁহার ভাবের রচনা-প্রণালীর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

বলা বাহুল্য যে, "ডিভাইনা কমেডিয়া" বাইবেল-মতাবলম্বী একজন প্রকৃত খৃষ্ট-উপাসকের বিরচিত। নরক, প্রায়শ্চিত্ত-নরক (Purgatory) এবং স্বর্গ সম্বন্ধে তাহাতে যে সব মত ও উপদেশ প্রকটিত হইয়াছে, তাহা খৃষ্টধর্ম্মের অনুমোদিত। এই পুস্তকে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা সে সকল মত ও উপদেশ হইতে অনেক বিভিন্ন।

প্রস্তাবনা।

সন্ধ্যা-গগনে নিবিড় কলিমা
অরণ্যে খেলিছে নিশি ;
ভীত-বদনা পৃথিবী দেখিছে
ঘোর অন্ধকারে মিশি !—
হী হী শবদে অটবী পূরিছে
জাগিছে প্রমথগণ,
অট্ট হাসেতে বিকট ভাষেতে
পূরিছে বিটপি-বন।
কূট করতালি করন্ধ তালিছে,
ডাকিনী তুলিছে ডালে,
বিল্ব-বিটপে ব্রহ্ম পিশাচ
হাসিছে বাজায়ে গালে।
উর্দ্ধচরণে প্রেত নাচিছে
বৃক্ষ হেলিছে ভূঁয়ে,
ক্ষুব্ধ অটবী বিরাট্ তাণ্ডবে,
কাশ উড়িছে ফুঁয়ে ;
কন্থা বিথারি বিকট শ্মশানে
বসিছে ভৈরবী-পাল,
ভীম-মূরতি শ্মশানে হাসিছে
আলেয়া জ্বলিছে ভাল।
চণ্ড-আরাবে খেলিছে ভৈরব
অস্থি-ভূষণ গলে,
ঠঠ ঠং ঠঠ নর-কপাল
শ্মশানভূমিতে চলে।
১ম প্রেত। চলে কপাল ধধ—ধঃ
কার মাথা এটা হি হি হি—হঃ
ধাকিটি ধিকিটি ধিমিয়া।
২ প্রেত। রাজা কি রাখাল, ছিল কোন কাল
এখন মড়ার কপাল,
শ্মশানে দিয়াছে ফেলিয়া।
১ম ও ২য় প্রেত। চলে কপাল ধধ—ধঃ
কার মাথা এটা হি হি হি—হঃ
ধাকিটি ধিকিটি ধিমিয়া।
মুখে কট কট শব্দ বিকট
খেলিছে ভৈরবদলে,
দন্ত বিকাশি খিলি খিলি হাসি
অস্থি-ভূষণ গলে ;
খেলিতে খেলতে দণ্ড দাপটে
প্রমথ চলিল শেষ,
নদীকূলে হেথা মুণ্ড ঝুলায়ে
শ্মশান করাল-বেশ।
দগ্ধ-বরণ বিগত-যৌবন
সম্মুখে স্থাপিত শব,
শুভ্র পলিত চিকুর শিরসে
বদনে বিরত রব ;
তীব্র নয়নে দেখিছে চাহিয়া
কপালে কুঞ্চিত রেখা,
অর্দ্ধ-জীবনে শ্মশান গহনে
মানব বসিয়া একা।
অট্ট হাসিতে প্রমথ হাসিল
ভৈরব ধরিল তালি,
অস্থি কুড়ায়ে নৃমুণ্ড-কপালে
সম্মুখে রাখিল ডালি।

প্রথম পল্লব।

শ্মশানবিহারী ভিখারী তখন !—
"অরে রে প্রমথ প্রেতমূর্ত্তিগণ,
করিস্ ভ্রমণ কত সে ভুবন,
কত অন্ধকার আলো দরশন,
ত্রিলোক-ভিতরে নিশিতে ঘুরে।
বল্ কোথা বল্ কোথা পরকাল,
কি প্রথা সেখানে, ভোগ কি জঞ্জাল
জীবদেহ হ'তে কৃতান্ত করাল
জীবাত্মা যখন খেদায় দূরে ?
প'ড়ে থাকে দেহ কোথা বা পরাণী,
কলুষে অঙ্কিত জীবনের গ্লানি
করে প্রক্ষালিত,—কি সলিল আনি ?
থাকে কত কাল, কোথা কি পুরে ?
আছে কি ঔষধি—আছে কি উপায়,
পাপের কলঙ্ক যাতে ঘুচে যায়,
পাপীর পরাণ আবার জীরায়,
জীব-চিত্তশাখা কভু কি নিবে ?
কভু কি নিবে রে সে ঘোর অনল,
বারেক হৃদয়ে জ্বলিলে প্রবল ?
ইহ-পরকালে কি আছে বে বল্
সে দাহ নিবায়ে জুড়াতে জীবে ?
ভুলে কি পাতকী ত্যজিলে জীবন
ইহ-জন্মকথা এ মর্ত্ত্যভুবন ?
স্মৃতি-চিন্তা-ডোরে জীবের বন্ধন
মাটীতে পুনঃ কি মিশায়ে যায় ?
অথবা আবার সে সব বন্ধনে
জীবাত্মা দেখে রে স্বপনে স্বপনে,
ফণীরূপে কাল অনন্ত গর্জ্জনে
অনন্ত ভুবনে ঘুরায়ে তায় ?
না থাকে এবে ইন্দ্রিয়-চালনা,
সে মোহ-বিকার মায়ার ছলনা,
শরীর-ধারণে পাপীর বেদনা
কখন কদাচ ভুলা ত যায় ;
ভুলাতে কিছু কি থাকে না ক তার,
কোন বা স্বপন কোন বা বিকার,
কেবলি পরাণে জাগে কি ধিক্কার,
অশরীরী-তাপ নাহি জুড়ায় ?

জুড়ায় কভু কি সে চিতাদাহন ?
কিরূপে জুড়ায়—জুড়ায় কখন্,
আছে কি সে প্রথা বিধির লিখন
লঘু-গুরু-ভেদ যাতনা-ভেদ ?
অথবা যেমতি দশানন-চিতা
জ্বলে চিরকাল চির-প্রজ্বলিতা,
শিখার গর্জ্জনে সাগর পীড়িতা
বেলায় লুটিয়া করয়ে খেদ ;
অধীর হৃদয়ে অশ্রান্ত তেমতি
ভ্রমে জীবকুল, অসীম দুর্গতি
ছাড়িতে ভুলিতে নাহিক শকতি
তিলার্দ্ধ যাতনে নিষ্কৃতি নয় ?
এ হ'তে নরক কিবা ভয়ঙ্কর
কোন্ বেদে আছে জীবদাহকর ;
পাপের কণ্টক বিঁধিলে অন্তর
নহে কি কখন সে পাপক্ষয় ?
দেহশূন্য তোরা, আমি দগ্ধমতি,
বুঝাইয়া বল্ পাপীর কি গতি,
শিশু পুণ্যমন, নারী পুণ্যমতি
কলুষ পরশে পায় কি পার ?
আছে কি রে পার সে পাপের হ্রদে,
ডুবে যাবে নর পড়িয়ে প্রমাদে
বিষাক্ত জীবন ভোগে রে বিষাদে,
আছে কি পশ্চাতে নিষ্কৃতি তার ?
যদি সত্য বল, দেখাইতে পার
পরকালে হয় পাপীর উদ্ধার
যখন ত্যজিব এ আলো আঁধার,
তোদের সঙ্গেতে সাথুয়া হব।
গহন গহ্বর নগর অটবী
নরক পাতাল যে কোন পদবী
যখন দেখাবি—যেখানে দেখাবি
তখনি সেখানে আগুয়ে রব।
হব নিশাচর লব দেহোপর
নর-অস্থি-মালা নৃমুণ্ড খর্পর,
নরদেহ ধরি হব রে বর্ব্বর,
পিশাচ-পদ্ধতি শিখিব যত।
বল্ কোথা বল্—চল্ লয়ে চল্
দেখিব সে দেশ পাপীর সম্বল,
দেহত্যাগী জীব লভিয়া মঙ্গল,
কি কাজে কিরূপে কোথায় রত !"

লজ্ঝিলে এ বাণী জান ত সকলে
কি শাসনপ্রথা পরেতমণ্ডলে ?"
বলিয়া অঙ্গুলি হেলাইয়া চলে ;
এবে শূন্য বন কেহ না রহে।

দ্বিতীয় পল্লব।

একাকী মানব এবে বিজন শ্মশানে,
সম্মুখে স্থাপিত শব, সুদূর ঝিল্লীর রব
মাঝে মাঝে উঠে খালি বিকট স্বননে।
উঠিতে লাগিল তাহা আকাশে ছড়ায়ে,
একে একে ঝিকি মিকি শুভ আলো ধিকি ধিকি
ফুটিল নীলিমা-কোলে ফুটে ফুটে যেন দোলে
আকাশে নীলিমার কালিমা ঘুচায়ে ;
পড়িল সে ধীর আলো পাতায় লতায়
পড়িল সৈকত-তীরে পড়িল নদীর নীরে
পড়িল শ্মশানভূমে রজত-ছটায়।
তখন তাপিত সেই নরদেহধারী
চাহিয়া মৃতের পানে, ব্যথিত ব্যাকুল প্রাণে
দেখিতে লাগিল যব, কভু বা ঊর্দ্ধ-নয়ন
ভাবিতে লাগিল ঘোর অন্তরে বিচারি ;—
যার মায়া-বন্ধনীতে বাঁধিয়া পরাণ
হৃদয়ে না দিনু স্থান বিধাতার কি বিধান ;
জীবনের পাপ তাপ, মৃত্যু ভয় মনস্তাপ
হেরিলে যাহার মুখ তখনি নির্ব্বাণ ;
সেই সুতা মৃত্যুকোলে যখন শয়ান,
বলিল মিনতি করে— কি হবে এ দেহান্তরে
পিতা গো ভাবিও তাহা— কিসে পরিত্রাণ।"
যার শব বক্ষে ধরি ভ্রমিনু মর্ত্ত্যেতে ;
হেরিলাম রামেশ্বর যমুনোত্রি পূত ধর
পুষ্কর প্রয়াগ গয়া, বিন্ধ্যাচল হিমালয়া,
ভ্রমিলাম কামরূপ, শ্রীক্ষেত্রতীর্থেতে ;
সেই সুপবিত্র সুতা—নির্ম্মল-পরাণী
ভ্রমিবে পিশাচী-বেশে তমোময় দেশে দেশে,
স্বর্গের সৌরভ-শোভা হরষ না জানি ?
ভ্রমিছে কি সেই বালা উহাদেরি সনে—
অই ভৈরবীর দলে নর-অস্থি-মালা গলে ?
ভুলেছে পিতারে তার মনুষ্যজীবন সার
সারল্য শীলতা দয়া নাহিক সে মনে ?

সে কথা শুনিয়া ভৈরব সকল
কেহ বা ধরিল বিকট কবল,
কেহ বা নাচিল কেহ বা হাসিল
ভীষণ কটাক্ষে কেহ বা চায়।
বিভগ্ন বিকট পিশাচ-শবদে
কেহ বা নিকটে, আসি ধীরপদে
কহিল বচন ;—"ত্যজিবে যখন
দেহ-আচ্ছাদন জীব-নিচয়,
কি হবে তাদের কি হবে রে আর
আমাদের মত ধরিবে আকার,
ভ্রমিবে ভুবন খুঁজি অন্ধকার,
বলিনু তুহারে নিচয় বাণী।"
বলি খিলি খিলি হাসি যায় দূরে ,
আসি অন্য প্রেত ভয়ঙ্কর স্বরে
কহিতে লাগিল শ্রুতিদেশ পূরে
শ্মশানবিহারী প্রাণীর কাছে :—
"আমি বলি যায় ;—করিস্ প্রত্যয়,
দেহান্তে মানব কিছুই না হয়,
মাটীর শরীর মাটীতেই রয়,
দেহ মন গড়া একই ছাঁচে।
আমরা অদেহী বিভিন্ন গড়ন
চিরকালই এ মুরতি ধারণ
তুহারা নহিস্ মোদের মতন।"
বলি নৃত্য করি ঘূরে সেথায়।
সহসা তখন সে বনরাজিতে
বেতাল ভৈরব আসি আচম্বিতে
স্তবধ করিল করের তালিতে,
পিশাচমণ্ডলী নিকটে ধায় ;
কহিল তাদের ভূত-দলপতি
বিকটতুণ্ডেতে খরতর গতি
অমানুষী ভাব পৈশাচ-পদ্ধতি
"নিকটে উহার না যাও কেহ ;
শোক-দুঃখ-তাপে যে নর পীড়িত,
মৃত্যুর অঙ্গুলি যার দেহস্থিত,
তাহার নিকটে জগৎ স্তম্ভিত,
না লঙ্ঘ কেহ রে তাহার দেহ।
আমি ভৃত্য যাঁর, এ আদেশ তাঁর,
ত্রিলোকমণ্ডলে এ কথা প্রচার,
কহিনু তোদের—দেখিস্ ইহার
কদাচ কোথাও অন্যথা নহে ;

নহে নহে কদাচন, না মানি প্রত্যয়,
ব্রহ্মা যদি নিজে বলে সে প্রাণী ওরূপে চলে,
সে আত্মার শেষ এই—অন্ধনিশিময়!
প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী, বিদ্রূপী উহারা,
পরকাল আছে সত্য আছে পাপে প্রায়শ্চিত্ত;
জগৎনিয়ন্তা বিধি অবশ্য করিলা বিধি
যেরূপে উদ্ধার পাবে ভ্রমান্ধ যাহারা।
কে বলিবে—কে জানাবে—দেখাবে আমায়
বিধাতার সেই পথি, নরের চরম গতি,
পরলোক, মুক্তিপথ কিরূপ কোথায়!
কে আমারে লয়ে যাবে দেখাতে তনয়',
সেই পুণ্যরাশি-ছায়া ধরেছে কিরূপ কায়া,
কি কারণে বিরাজিছে, কার তরে কি ভাবিছে
অন্তহীনা সে প্রতিমা কোথায় উদয়;
জ্যোৎস্নাময় গগনের কোল হ'তে তবে
যেখানে রোহিণী তারা, প্রভাবতী সেই ধারা
দেবী এক তারাগতি নামি এলো ভবে।
নরদেহধারী-কাছে দাঁড়াইল আসি—
পরিধান শ্বেতবাস, শ্বেত আভা অঙ্গভাস,
শরীরে অমৃতগন্ধ, মুখে স্নিগ্ধ মন্দ মন্দ
সুকোমল নিরমল নিরুপম হাসি;
বিনিন্দিত-কাশপুষ্প তনু কমনীয়,
করতলে করতল পদ্মে যেন পদ্মদল,
বিনীত-নয়না, চাহি পদযুগে স্বীয়!
নিকটে আসিয়া তার মৃদুল গুঞ্জনে
অমরী কহিল ভাষা জীবিতের দুঃখ-নাশা—
"তাপিত না হও দেহী ভবতলে কেহ নাহি
কলঙ্কিত নহে যেবা পাপ-পরশনে।
প্রবৃত্তির কুছলনে ভুলে নাহি কভু—
আপন প্রমাদবশে কিংবা রিপুরাশি-রসে—
হেন নর-নারী নাই—হবে নাক কভু—
পরিপূর্ণ নির্ম্মলতা এ জগতে চাই,
পৃথিবীর নহে তাহা, সে বাসনা বৃথা স্পৃহা
মানবমণ্ডলে কেহ, ধরিয়া মানব-দেহ
যদি করে রে বাসনা সে আশা বৃথাই।
যত দিন নরকুলে সকলে না হবে
সেই নির্ম্মলতাময় পরিগত রিপুচয়,—
যত দিন কারো চিত্তে স্বেদবিন্দু রবে,
তত দিন একা কেহ এ ধরণী-মাঝে
রিপুময় দেহ ধরি কুবাসনা পরিহরি
নিষ্কলঙ্ক সুধাজালে স্নান করি হৃদিতলে
নারিবে লভিতে জয় পুণ্যময় সাজে।
বিধির নিয়ম ইহা অখণ্ড লিখন—
সমগ্র নরের জাতি, ধরাতে একত্র সাথী,
একত্র উদয়, গতি, একত্র পতন।
যথা অনন্তের পথে গ্রথিত সুন্দর
গ্রহ শশী তারাকুল, অদৃশ্য বন্ধন মূল;
কোন গ্রন্থি যদি তার ছিন্ন, শ্লথ একবার
পাতাল ভূতল শূন্য ছিন্ন, চরাচর!
কিন্তু যাঁর বিধি ইহা তাঁরি বিধি শুন,
দুষ্কৃতির আছে ক্ষয়, সন্তাপ অনন্ত নয়,
পরকালে আছে ভোগ মুক্তি আছে পুনঃ।
চল সঙ্গে দেখাইব সে গতি তোমায়,
দেখাব তনয়া তব ধ'রে যার শুভ্র শব
ভ্রমিলে পৃথিবীপর ভিক্ষুবেশে নিরন্তর
দেখিবে অদেহ এবে সেই দুহিতায়।
আগে এ শবের কর দাহ-সংস্কার,
মৃত্যুস্পর্শ দেহ যাহা রাখিতে নাহিক তাহা
অ-মৃত জীবের বাসে—বিধিবাক্য সার।"
কহিল তখন ক্ষুব্ধ নরদেহধারী,
অমরীর দরশনে স্নিগ্ধ ভীত শুদ্ধ মনে
লোমকণ্টকিত কায়া, বদনে অনিচ্ছা-ছায়া,
অস্থি-সার শবে বাহু স্নেহেতে প্রসারি—
"কেমনে কহ গো দেবি অনলের তাপে
তাপিব এ কলেবর আশৈশব নিরন্তর
স্নেহে ভিজায়েছি যায় হরষ-সন্তাপে!
দিয়াছি অমৃত ভেবে যাহার বদনে
পায়স নবনী ক্ষীর সুশীতল ভক্ষ্য নীর,
সুগন্ধ চন্দন চুয়া তাম্বূল কর্পূর গুয়া
সে বদনে বহ্নিজ্বালা ধরিব কেমনে!
ভ্রমিয়াছি বহুকাল শ্মশানে শ্মশানে,
দেখেছি নিদয় মন নরবারী কত জন
শ্মশানে করিছে দগ্ধ প্রিয়তম জনে,
দেখেছি পরাণে কেঁদে কত সুতা সুত
প্রিয়তম পিতা-মুখে সহাগ্নি করেছে সুখে
স্বর্গরূপা জননীর মুখাগ্নি করিয়া নীর
আনিয়া ঢেলেছে ভস্মে—শাস্ত্র-অনুগত।
এ নির্দ্দয় প্রথা কেন, ওগো স্বর্গসুতে?
প্রিয়তম ভিন্ন আর সুসিদ্ধ নহে সৎকার—
এ প্রথা পালিতে প্রাণ দহে গুণযুতে!"

সে বাক্য শ্রবণে মুগ্ধ অমরী তখন
শব-পাশে দাঁড়াইয়া নিজমুখ অগ্নি দিয়া
রহিল কঙ্কালরাশি ; সঙ্গে লয়ে মর্ত্ত্যবাসী
উঠিয়া আকাশে উর্দ্ধে করিল গমন!

তৃতীয় পল্লব।

চলিল গগনপথে অমর-সুন্দরী
কিরণের রেখা মত! শোভা করি নীলপথ
সুধাগন্ধে বায়ুস্তর পরিপূর্ণ করি।
মুদিত নয়ন, ভীত, কম্পিত শরীর
অঙ্কেদেশে দেহধারী, এবে শূন্যপথচারী,
সুষুপ্ত প্রাণীর প্রায় স্বপনে যেন ঘুমায়,
উঠিতে লাগিল ভেদি অনন্ত গভীর।
উতরিল অবশেষে অমরী তখন
গগনের সেই দেশে যেখানে নক্ষত্রবেশে
অনন্ত ভূখণ্ডরাজি করয়ে ভ্রমণ।
প্রবেশে নক্ষত্র এক সে তারারূপিণী
অঙ্ক হ'তে আপনার রাখিল নিকটে তাঁর
জীবদেহধারী নরে যতনে তাহার পরে
কহিলা মৃদুল স্বরে সুমিষ্টভাষিণী—
কহিলা চাহিয়া সুপ্ত মানবের পানে—
" খোল চক্ষু দেহময়, এ ভুবন শূন্য নয়,
ভ্রমিতে পারিবে হেথা যথা ধরাস্থানে।"
সবিস্ময়ে দেহধারী দেখিল তখন
চারিদিক্ কুহামর— মর্ত্ত্যে যথা শৈলচয়
উন্নত বিনত তথা কুয়াসা তেমতি সেথা
নহে সে নক্ষত্র-বপু মণ্ডিত কিরণ।
আশ্বাসিত চমৎকৃত বিনীত-বচনে
জিজ্ঞাসে তখন নর "এ কি পুনঃ ধরাতল
আনিলে আমায় দেবি ঘুরায়ে স্বপনে ?"
অমরী কহিল—"দেহী, এ নহে পৃথিবী,
পৃথিবীর অনুরূপ দৃঢ় কুহেলিকা-স্তূপ,
অশ্বিনী নক্ষত্র নামে ব্যক্ত যাহা ধরাধামে
এই লোক সে নক্ষত্র—ভুলিও না জীবী।
যত দেখ তারারূপ অনন্ত-শরীরে,
সকলি ইহার প্রায় দৃঢ় স্থির ধাতুকায়
দূর হ'তে দেখা যায়—যথা সে মহীরে—
কিরণের রাশিমত—কিরণমণ্ডল ;
কিন্তু এ নক্ষত্ররাজি অন্তরল শূন্যরাজী
মৃণ্ময় ধরার প্রায় দৃঢ়ীভূত সমুদায়,
মৃত জীবিতের বাস—প্রাণিময় স্থল।
রচিত খনিজরাজি, পৃষ্ঠতলদেশ,
পারদ, রজত, সীস, শিলা, স্বর্ণ সুসদৃশ
কত ধাতু, মর্ত্ত্যে তার নাহিক উদ্দেশ—
কারো পৃষ্ঠে অবিরল কেবলি তুষার
কারো অঙ্গে কুহাচয়, কেহ বা সলিলময়
কেহ সূক্ষ্মাকাশাবৃত কারো অঙ্গে সদা স্থিত
অনল-উত্তাপ তেজ—করিছে বিহার।
জ্যোতির্বিশারদ শুক্র ধরাতে যাহারা,
তাহারাই বহু ক্লেশে দেখে এ নক্ষত্রদেশে
স্বরূপ কিরূপ করি, কোথায় কি ধারা।

ধরাতে নক্ষত্র নামে ডাকে এ সকলে,
আমরা অদেহী প্রাণী অন্য নামে শূন্যে জানি
এ সব বস্তুলাকার ভুবনে যত বিস্তার
জীবাত্মার কারাগার অন্তরীক্ষতলে।
তাপ বাষ্প বৃষ্টি ধূম ঝটিকা প্রভৃতি
সেথানে প্রধান যাহা তারি অনুরূপ তাহা
ইহাদের নাম হেথা যার যে প্রকৃতি।

দেহত্যাগে জীব-আত্মা পরমাত্মা-দেশে
যাহার যে দুঃখফল ভুঞ্জিবারে সে সকল
যেখানে আদেশ পায়, সেই সে মণ্ডলে যায়,
পৃষ্ঠতল ভেদ করি অন্তিমে প্রবেশে।
যত কাল শেষ নহে জীবন-আস্বাদ
অনুতাপ-শিখানলে ততকাল সেই স্থলে
থাকে সে পরাণীপুঞ্জ ভুঞ্জিতে বিষাদ।
সে লালসা নির্ব্বাপিত হয় যেইক্ষণে
সেইক্ষণে মুক্ত প্রাণী তেয়াগি শরীর-গ্লানি
সূর্য্য-আভা অবয়বে, প্রকাশিত পুনঃ সবে
ত্যজয়ে সে লোকগর্ভ নিস্তাপিত মনে।

তাদেরি অঙ্গের শোভা কিরণ-অকারে,
কাঁপি কাঁপি ঝিকি ঝিকি তারা-অঙ্গে ধিকি ধিকি
চমকে মানব-চক্ষে শর্ব্বরী আঁধারে।
পাপমুক্ত প্রাণিবৃন্দ বিহরে তখন
ব্রহ্মাণ্ড বেষ্টন করি, তাপিতের তাপ হরি
হিতব্রতে সদা রত আপন সামর্থ্যমত
বিধির বাঞ্ছিত কার্য্য করিতে সাধন।

কত হেন মুক্ত জীব মানবমণ্ডলে
ভ্রমে নিত্য নিশাকালে .ঘুচাতে ভ্রান্তির জালে
দেখাতে সরল পথ বিপথী সকলে।
কত প্রাণী ধায় পুনঃ হরষে মগন,
বিধির বাসনা যেথা গঠিতে নূতন প্রথা
নূতন আকাশ তারা, পৃথিবী, নূতন ধারা
নব-রবি নবশশী নূতন ভুবন।
যে লোকে এখন তুমি দাঁড়ায়ে মানব,
কুহালোক এই স্থান কপটী পাপীর প্রাণ
নিহিত তাহার গর্ভে—ক্ষুণ্ণ প্রভা সব।
মিথ্যা ভাষা প্রবঞ্চনা করিয়া ধারণ
যে প্রাণী ধরণীপরে অন্যেরে ছলনা করে
সকল পাপের মূল, সেই সব জীবকুল,
এই লোক-জঠরেতে ভুঞ্জে নিপীড়ন।"
জীবিত জিজ্ঞাসে তাঁরে—"কোথায় সে সব
না দেখি ত কোন দেহ, কোথায় না দেখি কেহ
কেবলি কুহেলি-রাশি—নিবিড় নীরব!"
"সঙ্গে এস এই পথে"—বলি দেবী শেষ
জীবিতের আগে আগে চলিল সে তলভাগে
সুবর্ত্ম দেখায় তারে; আসি এক গুহা-দ্বারে
অন্ধকার গুহা-পথে করিলা প্রবেশ।

চতুর্থ পল্লব।

প্রবেশি গহ্বর-মুখে শুনিল শরীরী
যেন কত প্রাণিবর, একত্র মিশিছে সব,
কলরবে সে প্রদেশ পরিপূর্ণ করি।
নিবিড় অরণ্য যথা মারুত-নিস্বনে
পত্র-ঝর-ঝরস্বরে, সর্ব্বদিক্ পূর্ণ করে,
তেমতি অস্ফুট নাদ, ঘন স্বর সবিষাদ
বহে স্রোত নিরন্তর সে ঘোর ভুবনে।
ধূমবর্ণ বাষ্পরাশি—গাঢ়তর ঘন—
ভ্রমে সে প্রদেশময় সর্ব্বত্র প্রসারি রয়
তমাবৃত নিশামুখে যেমতি গগন;
কিংবা যথা হিমঋতু প্রদোষসময়
গাঢ় কুহেলিকা-জাল ঢাকে মহাতরু ডাল,
সরোবর পথ ঘাট শূন্য গিরি নদী মাঠ
ধূসরিত কুহাধূমে লুকাইয়া রয়;
তেমতি কুহেলিচ্ছন্ন নিবিড় সে দেশ;
গোধূলি-আলোক-মত ধীর ভাতি দূরগত
কদাচিৎ স্থানে স্থানে করিছে প্রবেশ।
আলো অন্ধকারময় বিশাল ভুবন,
জটিল কুটিল গতি নানা দিকে নানা পথি
চলেছে ফিরিছে ঘুরে, এই লক্ষ্য কিছু দূরে
প্রবেশি তাহাতে কিন্তু অসাধ্যভ্রমণ।
অসাধ্য ভ্রমণ যথা কোন সিদ্ধযোগে,
বিদেশী ব্রাজক যবে বুদ্ধি হত শুষ্ক রবে
কাশী-বর্ত্মে নিক্ষেপিত একা নিশিযোগে।
সতত স্খলিতপদ শরীরী মানব
চলে অমরীর পাছে ধীরগতি কাছে কাছে
চলিতে চলিতে ধীরে হেরে অন্ধকারে ফিরে
কত দিকে কত জীব সংখ্যা অসম্ভব।
হেরে দেহধারী ভয়ে রোমাঞ্চিতকায়—
কবন্ধ সদৃশ সব বক্রগ্রীবা, ক্ষীণরব,
পশ্চাতে হাঁটিয়া চলে পৃষ্ঠভাগে চায়,
না পায় দেখিতে অগ্রে নেত্র নাসা মুখ
ঘুরান পৃষ্ঠের দিকে কেহ নাহি চলে ঠিকে
ঘূর্ণে বায়ুর মত বেদনাতে সুব্যথিত
বাক্য-নিঃসারণে যেন কতই অসুখ।
চলে সবে করে চাপি কঠিন কর্ষণে
কণ্ঠতল মুহুর্ম্মুহু, বেদনা যেন দুঃসহ
নিয়ত ব্যথিছে কণ্ঠ শ্বাস-প্রসারণে।
এত জীব চলে পথে, চলিবার স্থান
কষ্টে অতি মিলে নরে; চলিল পথের পরে
জটিল জনতা ঠেলি শতপদ যেন ফেলি
শতপদ বক্ষে চলি করয়ে প্রয়াণ।
দেহের উত্তাপে তারে জানি জীবকুল,
ভগ্ন ক্ষীণ ক্ষুণ্ণ স্বর, পল্লবে যেন মর্ম্মর
নির্গত নিশ্বাস-পথে—ব্যথায় ব্যাকুল,
কহিল—"শরীরী প্রাণী স্থূল দেহ তব,
তুমি কেন হেথা নর দুরন্ত এ গুহান্তর
কোথা আদি কোথা অন্ত না পাইবে সে তদন্ত
এ কুহা-গহ্বর, নর, দুর্গম ভৈরব;
কতকাল (ই) আছি হেথা ভ্রমি এই ভাবে
ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রান্ত তবু পদে পদে ভ্রান্ত
চিনিবারে নারি পথ তুমি কোথা পাবে?
আলোকে ভ্রমণ সদা অভ্যাস তোমার,
ওহে দেহধারী নর, শীঘ্র ত্যজ এ গহ্বর

আত্মাময় দেহ ধরি আমরা ভ্রমণ করি
আমাদের নেত্রপথে নিশি এ আঁধার !
নিবারি ফিরিয়া যাও।"—তখন শরীরী
কহিল "হে আত্মাময়, তব চক্ষে দৃশ্য নয়
আমি কিন্তু যাব এই অন্ধকার চিরি,
সঙ্গে হের কে আমার।"—বলিয়া সঙ্কেতে
দেখাইল জ্যোতির্ম্ময়ী, নিরখি সবে বিস্ময়ী
শশব্যস্তে আধান্তর, বদনে বিস্তারি কর,
পলায় পাপাত্মাগণ নিশি যথা প্রাতে ;
কিংবা পিপীলিকা-শ্রেণী দলিলে চরণে
চৌদিকে যেরূপ ধায় এইরূপে হেরি তায়
পলাইল পাতকীরা সে কুহা-গহনে।

প্রবেশে গহ্বরমধ্যে অমরী পশ্চাতে
শরীরী পরাণী এবে, চলে ধীরে ভেবে ভেবে,
কাতর-অন্তরে অতি ভয়ে ভয়ে করে গতি,
দেখে জ্বলে গুহালোক—দীপে যথা বাতে ;
না যাইতে বহুদূর শরীরী হেরিল
বদনে গুণ্ঠনাবৃত আত্মা-দেহী শত শত
চলে ধীরে, কভু দ্রুত, কখন শিথিল ;
চলে পথে, চলনের গতি চমৎকার—
যষ্টি বাড়াইয়া ধারে ফেলি দেখে ফিরে ফিরে,
এই চলে একধারে মুহূর্ত্তে অপর পারে,
ক্ষণে পূর্ব্ব, ক্ষণে পরে পশ্চিমে আবার।
শরীর-গুণ্ঠনে ছাপ কত রঙে আঁকা ;
কি যেন কক্ষের তলে লুকায়ে সতর্কে চলে,
খঞ্জগতি—কক্ষে যেন বিন্ধিছে শলাকা।
আচ্ছাদন, অবয়ব, ভাষা, বর্ণ, বেশ,
দেখিল যত প্রকার বিভিন্ন সে সবাকার,
দেখিয়া ভাবিল দেহী ধরা বুঝি শূন্যগেহা—
এক জাতি, এত জীব, ভুঞ্জে সেথা ক্লেশ !
নিকটে আসিবামাত্র মিষ্ট আলাপন
মৃদু সম্ভাষণ করি, দ্রুতগতি অগ্রসরি
দাঁড়াইল হাস্যমুখে শত শত জন।
এত মধুপূর্ণ বাক্য মুখেতে সদাই
যেন বা মিত্রতা কত স্নেহ-মায়া পূর্ব্বগত
স্মরি যেন হৃদিতল কতই সুখ-বিহ্বল
তত আপনার আর কেহ যেন নাই।
চাহি অমরীর মুখ মানব তখন
"হে দিব্যাঙ্গি ! কহ এ কি, নেত্রে না কখন দেখি
জন-প্রাণী ইহাদের, তবে কি কারণ
এরূপে সম্ভাষে সবে ?"—জ্যোতির্ম্ময়ী বলে,
"ও কথা শুনো না কানে চেয়ো না এদের পানে
ওরা জীব নরাধম।"—বলিয়া ঘুচাতে ভ্রম
মুখের গুণ্ঠন খুলি দেখায় সকলে।
নরদেহী চমৎকৃত ত্রাসিত অন্তরে,
সবারি ললাটভাগে, দেখিল অঙ্কিত দাগে
"প্রতারক"—লেখা দগ্ধ শলাকা অক্ষরে।

তখনি জীবাত্মাগণ কাঁপিতে কাঁপিতে
ঊর্দ্ধপদে নতশিরে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরে
করে ঘোর আর্ত্তনাদ না পারে ফেলিতে
রুদ্ধশ্বাসে উড়ে যেন না পারে থামিতে,—
মুখে বলে—"হায় হায় ধরায় তখন
কেন বা চাতুরী করি পরের সর্ব্বস্ব হরি
যাপিয়া জীবনকাল—ভুঞ্জি এ যাতন।"

রোষ-কষায়িত-নেত্র অধর-সৃক্কণে
ঘৃণাভাব বিলেপিত, অমরী চলে ত্বরিত
মানব-দেহীরে লয়ে ; পশ্চাতে বিস্মিত হয়ে
শরীরী চলিল ধীরে সে কুহা-গহনে।
চলিল—বধির কর্ণ আত্মা-কোলাহলে,
কেহ নাহি শুনে কায়, সম্ভাষে সবে সবায়,
বিকলিত কতরূপ অস্ফুট কাকলে।

চলেছে সে আত্মাগণ নিরানন্দ মন,
চলিতে চলিতে হায় অদ্ভুত ভীম প্রথায়
ছিন্ন গ্রীবা সহ তুণ্ড, অন্য কাঁধে বসে মুণ্ড
কার মুখে কার জিহ্বা ভীষণ দর্শন !
অন্ত নাই—ক্ষতি নাই—গতি অবিচ্ছেদ ;
মাঝে মাঝে ঘোরতর মুখে বেদনার স্বর,
নিশাচর প্রেত প্রায় তম করে ভেদ।

জিজ্ঞাসে অমরে চাহি দেহধারী প্রাণী
"কি কারণে আর্ত্তনাদ করে এরা কি বিষা
কি তাপে অন্তর দহে, কেবা ওরূপে চাহে—
বনভ্রষ্ট যূথ যেন হেরে অরণ্যানী ?"

কহিলা অমরমূর্ত্তি—"করিছে ভ্রমণ
এই সব জীব হেথা কতকাল এই প্র
এই কথা মনে যবে করয়ে স্মরণ,
তখনি হৃদয়তলে প্রবেশি প্রত্যয়—
না পাবে উদ্দেশ্য স্থান না পাবে পথ-সন্ধা
ছায়ারূপে দূরে থাকি হইবে চক্ষের বা
প্রকাশে তখনি স্বরে নিরাশের ভয়।

দেহধারী তুমি জীব বুঝিবে কিঞ্চিৎ,
কি দুঃসহ সে যাতনা, কি নিরাশা সে কল্পনা
বাসনা থাকিতে চিত্তে ফলেতে বঞ্চিত!
মিথ্যুক পাপাত্মা এরা—ধরাতে থাকিয়া
জড়ায়ে অসত্য-জাল কাটিলা জীবনকাল
এবে ভুঞ্জে ফল তার, এখনও চিত্তবিকার;
দ্বিধানলে জ্বলে নিত্য এখানে আসিয়া।
চল আগে"—বলি দেবী হয়ে অগ্রসর,
দাঁড়াইলা একস্থানে; শরীরী উৎসুক প্রাণে
পুনর্ব্বার চারিদিকে চাহিল সত্বর।
দেখিল সম্মুখে এক ঘোরতর বন,
ঘনতর কুয়াসায় আবৃত সে বনকায়
দেখিল জঠরে তার করিছে ভ্রমণ।
কত জীব-দেহকায়া কতরূপ ধরি,
কদলীপত্রের প্রায়, সতত কম্পিত হায়,
ভীতদৃষ্টি মনক্লেশে হেরে সদা পৃষ্ঠদেশে—
পৃষ্ঠদেশে যমদূত ছোটে দণ্ড ধরি;
সে বনের চতুর্দ্দিকে বিকট নিনাদ
উঠে নিত্য ঘোরোচ্ছ্বাসে আত্মাকুল মহাত্রাসে
করে ঢাকি শ্রুতিতল করে আর্ত্তনাদ।
বিকট বিদ্যুৎছটা মাঝে মাঝে তায়
পড়ে অরণ্যের গায়, আত্মাকুল দগ্ধপ্রায়
হা হতোঽস্মি শব্দ করি, বৃক্ষ-বিবরেতে সরি
লতাগুল্ম-অন্ধকারে আতঙ্কে লুকায়।
সেখানেও নাহি শ্রান্তি যাতনা সন্ত্রাসে;
বিবর-কোটর-গায় যেখানে লুকাতে যায়
সেইখানে গন্ধকীট উড়ে চারিপাশে,
কর্ণমূল গণ্ডদেশে কটুল ঝঙ্কারে,
ভ্রমে সদা লক্ষ লক্ষ, ছড়ায়ে বিষাক্ত পক্ষ,
উড়ে উড়ে চারিধারে আকুল করে টঙ্কারে,
ব্যথিত জীবাত্মাকুল দংশন-প্রহারে।
দেখে নর আত্মা-দেহ সে বন-ভিতরে,
কত হেন গিরি-কূটে নদী, গুহা, লতাপুটে
কাঁদিতে কাঁদিতে কাঁপে বিবরে বিবরে।
বিবর ছাড়িতে নারে বিদ্যুতের ভয়ে,
ভিতরে দুর্গন্ধময় কর্ণমূলে কৃমিচয়
ঝঙ্কারে বিষণ্ণ তানে বধির করিয়া কানে
অধীর জীবাত্মাকুল বিবর-আশ্রয়ে।
হেন অন্ধকার দেশ যেন নেত্র-পথে
গুরুতর কোন ভার দৃষ্টি রোধে অনিবার
না সরে, না হয় ভেদ, কভু কোন মতে।
কত আত্মা সে দুঃসহ তিমির-পীড়নে
করি ঘোর আর্ত্তধ্বনি, বিদ্যুতাভা শ্রেয় গণি
বিবর ছাড়িতে চায়, ছাড়িতে না পারে তায়,
এবে তমসায় অন্ধ দৃষ্টির বিহনে।
দেহধারী মানবেরে অমরী সম্ভাষে—
"নিরানন্দ এই সব জীববৃন্দ, হে মানব,
দেখিছ এখানে যত ভীত হেন ত্রাসে;
কূটজীবী প্রবঞ্চক যতেক দুর্ম্মতি,
ধরাতলে বঞ্চনায় ছলিলা কত প্রথায়
আপন হিতের তরে সতত পরস্ব হরে
হের হে সে পাপীদের হেথা কি দুর্গতি।
হের কি দুর্গতি—কিবা বিশীর্ণ মূরতি!
জীবনের দুষ্কৃতি যত আগে ছিল স্মৃতিগত
এবে কীটরূপে শত বধিরিছে শ্রুতি।
না পারে সহিতে পূর্ণ আলোকের ছটা,
কিরণ দেখিলে কাঁপে নিত্য দহে চিত্ত-তাপে
অদেহী চিত্তের দাহ—দুরন্ত বিষ-প্রবাহ
ফুটিছে অন্তর-তটে করি ঘোর ঘটা।
দেখ দেহী অই স্থানে"—বলিয়া আবার
অমরী দেখায়ে তায় সেই দিকে ধীরে যায়,
দেহধারী নিরখিল সঙ্কেতে তাঁহার।
দেখিল মরু-প্রান্তরে জীবাত্মা ছুটিছে
পতঙ্গপালের মত মধ্যস্থলে কূপগত
কত জীবাত্মার রাশি, খেদবাণী পরকাশি
কূপগর্ভে নিরন্তর অনলে পুড়িছে।
কূপের নিকটে তবে অমরী আসিয়া
দেখাইল মানবেরে, স্তম্ভিত শরীরী হেরে
অনলের হ্রদে জীব চলিছে ভাসিয়া;
ক্ষুদ্রমুখ, কূপগর্ভ বিশাল ব্যাদান,
লক্ষ লক্ষ অহি তায় অনল মাখিয়া গায়
লোল জিহ্বা প্রসারিয়া লেহিছে জীবাত্মা-হিয়া
নাচিয়া প্রমথগণ করিছে সন্ধান।
বিকট কার্ম্মুক ধরি তীক্ষ্ণতর শর
কূপগর্ভে নিরন্তর আত্মাকুল জরজর—
শরজ্বালা অহিদন্ত-দংশনে কাতর!
যখন অস্থির সবে তীব্র বেদনায়
অন্ধকার দৃষ্টি করি কূপ-পার্শ্বে ধরি ধরি
ঊর্দ্ধেতে উঠিতে যায় তখনি সে সবাকায়
ভূতগণ শর ক্ষেপি গহ্বরে ফেলায়।

ছায়ারূপী কত আত্মা সে প্রান্তরময়
শীর্ণ ক্লিষ্ট হৃতশ্বাস হৃদয়ে কত বিশ্বাস—
কাহারও কথায় কেহ না করে প্রত্যয়।
জননী বিশ্বাসী নয় আপন তনয়ে!
পুত্র না প্রত্যয়ে মায় পিতা দ্বিধে তনয়ায়
অবিশ্বাস পতি-প্রিয়া অবিশ্বাসে দগ্ধ হিয়া
মিত্রে না পরশে মিত্র প্রতারণা-ভয়ে।
আত্মাকুল এই ভাবে ভ্রমে সে কান্তারে;
শ্রান্ত হয়ে কভু ধায়, লভিতে তরু-আশ্রয়,
পল্লব-শোভিত তরু প্রান্তরের ধারে।
তরুতলে আসে যেই, তুলিয়া মর্ম্মর
হেন বিষাদের স্বর ধরে লতা-পত্র-থর
যেন বা উন্মত্ত বেশ কেহ তরুমূল-দেশ
কেহ শাখা-পত্র ছিঁড়ে অধৈর্য্য কাতর।
তখন সে পত্রদল বৃশ্চিক-আকারে
শূন্য হ'তে নিত্য ঝরে জীব-আত্মা দেহপরে
বিষাক্ত দংশনে দগ্ধ করয়ে সবারে।
পলায় জীবাত্মাবৃন্দ উধাও হইয়া,
বদন বিকৃতাকার, নিকটে না আসে আর
ভ্রমে তমোময় পথে অপূরিত মনোরথে
গহ্বরের কুহেলিতে অদৃশ্য থাকিয়া।
অমরী শরীরী চাহি কহিলা—"হে দেহী,
এই দ্রুম বিষগর্ভ, শাখা, শিখা, পত্র, পর্ব্ব,
তীব্র বিষপূর্ণ—গন্ধে কেহ জীয়ে নাহি।
ধরাতে 'উপাস' নামে এ তরু আখ্যাত,
যে যায় ইহার তলে, যে পরশে পত্রদলে,
যে শরীরে পড়ে ছায়া, তখনি সে জীর্ণকায়া
নির্ঘাত জীবন-মূলে তখনি আঘাত।"
হেরিলা ধরিত্রীবাসী সে গাঢ় কুয়াসা,
গহ্বরে আচ্ছন্ন যায় দুরন্ত প্রভা-ছটায়
কখনও উদ্ভিয়া যায়—দিশি পরকাশা।
তখন গহ্বরগত জীবাত্মা-মণ্ডলী
ভোগে যে দুর্গতি কত দেখিলে হৃদয় হত
পড়ি জড়রাশিপ্রায় প্রান্তর অরণ্য ছায়,
নত গ্রীবা ভূতলে করিয়া কুণ্ডলী।
না পারে দেখাতে মুখ কেহ অন্য কারে,
জড়ীভূত শীর্ণকায়া সেই সব জীব-ছায়া
নিশ্চল—নির্ব্বাক্—যেন ভুজঙ্গ তুষারে!
যতদূত ভয়ঙ্কর আসিয়া তখন
প্রত্যেক কুণ্ডলীকৃত পাপাত্মারে করি ধৃত
তীব্রালোকে তুলি মুখ, খুলিয়া দেখায় বুক—
হেরিয়া শরীরী ভয়ে পাণ্ডুর বরণ!
স্বচ্ছ স্ফটিকের প্রায় হৃদয়ের তল,
দেখা যায় সে কিরণে— লেপিত যেন অঞ্জনে
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কত ছিদ্র পূর্ণ ক্ষতস্থল।
আপনি ফুলিছে কভু আপনি ফাটিছে
সেই সব ছিদ্রমুখ ছিন্ন-ভিন্ন করি বুক,
ক্ষত-স্রাব মাখি গায় কোটি কৃমি ভ্রমি তায়
ছিদ্রে ছিদ্রে ছুটে ছুটে কলিজা কাটিছে!
কত ভীতিপূর্ণ স্থান হেরিলা শরীরী
গাঢ় কুজ্ঝটিকাময় সে ঘোর পাপী-আলয়
অমরীর সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে ভয়ে ফিরি।
ভ্রমিতে লাগিলা দেবী দেখায়ে নরেরে
ধরাতলে খ্যাতিমান কত মিথ্যুকের প্রাণ—
প্রতারক ছদ্মভাষী বকধর্ম্মী আত্মারাশি—
এখন নিরুদ্ধ সেই গহ্বরের ঘেরে।
দেখাইল মানবেরে অমরী সেথায়,
বৃক্ষ-বিবরেতে স্থান বসি কোন নরপ্রাণ
রুদ্ধ কণ্ঠ গতশ্বাস টানিছে জিহ্বায়;
বসিয়া "টৈভথস ওট" বিকট বদন;
গন্ধকীট অবিরত উড়িয়া পড়িছে কত
চক্ষু মুখ নাসিকায়, তাড়াইছে সে সবায়
অজস্র অশ্রুর ধারা ঝরিছে নয়ন!
শূন্য হ'তে অনিবার ক্ষিপ্ত ভস্মরাশি
উত্তপ্ত কঙ্করবৎ রোধি নাসা ওষ্ঠপথ,
ব্রহ্মতালু-তল-দগ্ধ ক্ষার-ভস্ম গ্রাসি!
করে করতল ঘাতি প্রেতরূপধারী
চারিদিক ঘেরি তার, ছাড়ি ঘোর হুহুঙ্কার,
শব্দে বিদারিছে প্রাণ বদ্ধমূল নিরুত্থান
মৌনভাবে কাঁদে জীব উরসে প্রহারি!
হেরিল অমরীবাক্যে অন্যত্র চাহিয়া
বদনে জড়ান কর, "এণ্টনি" বিষণ্ণস্বর
"কাইসরের" মৃত তনু সম্মুখে পড়িয়া,
বদনে বিলাপ ক্ষরে হৃদি বিদারিয়া;
সে প্রাণী কাছে তখনি, আসিয়া শুনিল ধ্বনি
শুনিল এ নহে তাহা সপ্ত গিরি রোমে যাহা
কপটি শুনায়েছিল জগৎ মোহিয়া!
অন্য দিকে হেরে ফিরে গহ্বর-ভিতরে
ললাটে গভীর রেখা, ঘুরিছে জীবাত্মা একা
ঘোরে যথা অন্ধ-বৃষ তৈলচক্র ধরে।

ভ্রমে জীব শলাবিদ্ধ নয়নে নেহারি,
ওষ্ঠরেখা বক্রভাব, ওষ্ঠাধরে লালাস্রাব,
সম্মুখেতে শিলাতলে রেখাঙ্কিত অশ্রুজলে
ব্যসনের পাঞ্চিঘুঁটী পড়েছে প্রসারি।
শরীরী জিজ্ঞাসে—"কার আত্মা এ পরাণী ?"
অমরী কহিলা তায়, কটাক্ষ কূট প্রভায়
"ভারত-কলঙ্ক অই কুটিল শকুনি।"
বলিয়া নির্দ্দেশ কৈলা হেলায়ে অঙ্গুলী,
শরীরী ফিরায় আঁখি সেই দিকে দৃষ্টি রাখি
হেরে এক কৃষ্ণাসন ক্লেদ-পূর্ণ কুগঠন,
শৈলের অঙ্গেতে গাঁথা—শূন্যে কেতু তুলি।
'এখনও আসন শূন্য' অমরী কহিলা,
"কিন্তু ঐ শিলাখণ্ডে বিধির বিহিত দণ্ডে
সত্যরূপী যুধিষ্ঠির সন্তাপ ভুঞ্জিলা।

একমাত্র মিথ্যাবাণী বলিয়া জীবনে—
সেই পাপে এ আলয়ে মনস্তাপে দগ্ধ হয়ে
কুন্তীপুত্র ধর্ম্মধর দ্বাপরে প্রসিদ্ধ নর
সে পাপ খণ্ডিলা আসি এ তাপ-ভুবনে।
তারি চিহ্ন হেতু এই শিলার আসন
চিরন্তন বদ্ধ হেথা, অলঙ্ঘ্য নিয়ম-প্রথা
জানাইতে শৈল-অঙ্গে কেতু-নিদর্শন।
দেখ, দেহি, কত আত্মা সন্ত্রাসিত এবে
কাঁদিছে ওখানে বসি, নেত্রমণি গেছে খসি!
মুখে শব্দ হাহাকার, শ্রবণে বিকট ঝঙ্কার
জীবনে অসত্য খল ছলনায় সেবে।"

পরিহরি সে প্রদেশ চলিলা দক্ষিণে,
অকস্মাৎ কোলাহল যেন চলে স্রোতে জল,
চতুর্দ্দিক্ হ'তে সেথা প্রবেশে শ্রবণে।
এত অন্ধতম কুহা সে দুর্গম স্থানে.
কোথা হতে কোলাহল কোথা বা আত্মা সকল
কিছু নাহি দৃশ্য হয়, খালি ভীতি-শঙ্কময়
কলরব ভয়ঙ্কর প্রবেশিছে কানে।

সেখানে পশিতে নর দেখিল সভয়ে
জ্যোতির্ম্ময়ী ক্ষণে ক্ষণে যেন দ্বিধাযুক্তমনে,
ভাবে কোন্ দিকে পথ কুহা-অন্ধ হয়ে।
হেনরূপে চলে দোঁহে—শুনে অকস্মাৎ
পশ্চাৎ পারশ্বদ্বয় উচ্চনাদে পূর্ণ হয়
যেন অতা কতজন অন্ধকারে অদর্শন
বলিতেছে ঘোরস্বরে বচন নির্ঘাত—

"সাবধান সাবধান সম্মুখে গহ্বর
পাতাল অতলস্পর্শ অসীম ভীম দুর্দ্ধর্ষ
কে যাও নিরস্ত হও—নহিলে সত্বর
পড়িয়া প্রপাত-মুখে ছুটিবে এখনি
সে অতল তলদেশে, কে যাও শরীরী-বেশে
ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও, অইখানে স্থির রও
পদমাত্র নিক্ষেপিলে নিপাত তখনি।"
কপালে ঘর্ম্মের বিন্দু স্তব্ধ কলেবর,
শরীরী দাঁড়ায়ে সেথা নেহারে অপূর্ব্ব প্রথা
দুরন্ত প্রপাত ছোটে শব্দ ভয়ঙ্কর।
নেহারি পাতালদেশ দেহীর পরাণ
আকুল হইল ভয়ে যেন মৃগীগ্রস্ত হয়ে
হেরে ঘুরে শূন্যদিক্ নেত্র-পাতা অনিমিখ
পড়ে পড়ে যেন স্রোতে হারাইয়া জ্ঞান।
দেখিয়া অমরী নরে ধরিল তখনি,
মুহূর্ত্তে দিলা চেতন, শরীরী বিহ্বল মন
কহিল "না থাক হেথা, হে দেবনন্দিনি,
অন্য কোথা লয়ে চল—দেখ দেহে চাহি।"
অমরী ভাবিয়া দুখ হেরে লোমকূপ-মুখ
কণ্টকে আচ্ছন্ন যেন পুলকিত দেহ হেন
কহিলা আশ্বাসি নরে "প্রয়োজন নাহি,
প্রবেশি এ দুর্গমেতে—ও গুহা গর্হিত
বিধির বিধান-বলে, আত্মাকুল-অশ্রুজলে
পরিপূর্ণ চিরকাল—নিত্য উচ্ছ্বাসিত।
বিষম দুঃখের ভাগী বিশ্বাসঘাতক
মর্ত্ত্যলোকে যত জন, মিত্রঘাতী ক্রূর মন—
অই পাতালের তলে চল যাই অন্যস্থলে
নিরখিতে অন্যরূপ পাপের নরক।"

পঞ্চম পল্লব।

উঠিল অমরী এবে অন্য তারা-লোকে,
অঙ্ক হ'তে রাখি নরে কহিলা সুমিষ্ট স্বরে
"স্বাতি নামে ধরাতলে বলে যে আলোকে
এই সে নক্ষত্র দেখ।"—নেহারে শরীরী
নিরন্তর বৃষ্টিধারা পারদের ধারাকারা
সে ভুবন শূন্য-তলে যথা শ্রাবণের জলে
স্নাত মহীতলে সদা বায়ু বন গিরি।

পড়ে ধারা ক্ষণকাল নাহিক বিরাম—
পড়ে সে ভুবনময় জীব-আত্মা দৃশ্য নয়
হিমানীর মত যেন নীরদের ধাম!

প্রবেশিল নরে লয়ে অমরী তখন,
অম্বর-ভিতরে তার হেরে দৃশ্য ভীমাকার
শরীরী কম্পিত দেহ কপালে স্বেদের স্নেহ
দেখা দিল বিন্দু বিন্দু—নিশ্চল নয়ন;

দেখিল জ্বলিছে আলো সে লোক-জঠরে,
রক্তবর্ণ ঘনচ্ছটা, চারিদিকে ভীমঘটা
নিশাকালে জ্বলে যথা বেলা স্তম্ভপরে;
উৎকট লোহিত আভা—জানাতে নাবিকে
কোথা গিরি জলমগ্ন কোথা সিন্ধুপোত ভগ্ন
লুক্কায়িত জলতলে কোথা বা ভাঙ্গিয়া চলে
চঞ্চল বালুকাচর বর্ত্ম কোন্ দিকে।

অথবা শৈল-শিখরে যুদ্ধকালে যবে,
জ্বালে ঘোর দীপ্ত জ্বালা সৈনিক প্রহরীমালা
কুহাবৃত নিশিকোলে লুকালে নীরবে।

সে আভার প্রতিভাতি অণুমাত্র ভাব
বুঝিবে দেখেছে যারা নিশীথের তারাকারা
রক্তবর্ণ কাচপিণ্ড ধরি যাহে পোতদণ্ড
ভাগীরথী-জলে ভাসে জানায়ে প্রস্তাব,
দেখিতে তেমতি ছটা, অথবা যেরূপ
লৌহ-অশ্ব ধাবে যবে ত্রিযামায় ঘোররবে
যামিনী, ধরণী শূন্যে করিয়া বিদ্রূপ।

ধবক্ ধবক্ জ্বলে অজ-কেশর-পুচ্ছেতে
চলে যেন অজগর রক্তচক্ষু ভয়ঙ্কর;
ধস্ ধস্ হ্রেষাহ্রাস বহে নাসিকার শ্বাস
নানা জাতি নরবৃন্দে উড়ায়ে পৃষ্ঠেতে।
জ্বলে সেইরূপ আলো প্রচণ্ড উৎকট,
প্রভাতেই যেন তার চারিদিক্ অন্ধকার
ঝলসিত চক্ষু নর ভাবিল সঙ্কট।

কম্পিত শরীরী-দেহ আলোকে নিরখি,
সর্ব্বাঙ্গ শরীরময় ভয়েতে তেমতি হয়
ঘুমাইয়া অকস্মাৎ অহি-দেহে দিয়া হাত
অন্ধকার গৃহে যথা জাগিল চমকি।

না যাইতে বহুদূর শুনে ঘোর নাদ,
উচ্চৈঃস্বরে আত্মা-মুখে—শেল বিদ্ধে যেন বুকে
শুনিলে কেমনি যেন চিত্তে অনাহ্লাদ!

শুনিল উঠিছে স্বর শ্রবণ বিদারে,
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি জীবে নিবে নিবে নাহি নিবে
কি দুরন্ত দাহ অরে, দহে দেহ ভরে ভরে,
কি আছে ব্রহ্মাণ্ডমাঝে এ তাপ নিবারে!
আর্ত্তনাদ শুনি নর আত্মাময়ী সনে
চলিল যে দিকে স্বর হেরিল হয়ে কাতর
আর্ত্তনাদকারী সেই আত্মাদেহিগণে।

দেখিল ললাট বক্ষে 'হত'—চিহ্ন লেখা
দগ্ধ লৌহশূলাধারে! নিরখিল সে সবারে—
নিবদ্ধ দেহের পর, অঙ্গার সদৃশ কর
অঙ্গ অবয়ব চক্ষে নিরাশার রেখা!
তাদের নিকটে আসি শরীরী পরাণী
কহিল "হে জীবময় আমাদের গতি নয়
হেরিবারে তোমাদের এ দুর্গতি-গ্লানি;
সে নিষ্ঠুর কৌতুকের পরবশ নহি;
এসেছি খুঁজিতে তায় হারায়েছি মর্ত্ত্যে যায়
এসেছি মায়ার ডাকে বদ্ধ হয়ে এই ঘোরে
আমিও ধরেছি দেহে জীবনের অহি!
জানি জ্বালা আত্মাময়, সন্তাপ কেমন;
শরীরীর সাধ্য যাহা কহ এবে শুনি তাহা
বলিতে সে কথা যদি না থাকে বারণ;
কহ কি কারণে সবে বিকৃতের প্রায়!
কি হেতু দেহের পর এরূপে নিবদ্ধ কর?
কারো পৃষ্ঠে, কারো বুকে, কারো কটি, জঙ্ঘা, মুখে—
ভ্রমণ শয়ন গতি পঙ্গুর প্রথায়?"

বুঝিলা কণ্ঠের স্বরে জীবাত্মা-মণ্ডলী,
নরে দেখি নিরখিয়া, নেত্র-কোণে দগ্ধ হিয়া
অশ্রুধারারূপে যেন উথলিল গলি।

কহিল, "হে দেহধারী, জীবে যত দিন
লিখ জীবনের মূলে তপ্ত শলাকার শূলে
এ দগ্ধ জীবনের কথা—কেন হেথা হেন প্রথা
আমাদের আত্মাময় জীবন মলিন!
ছিলাম ধরণীধামে আমরা যখন
তোমারি মতন দেহে, দয়া, মায়া, ক্ষমা, স্নেহে
না দিয়াছি হৃদিতলে আশ্রয় তখন,

স্বার্থ পদলাসসাতে লোভের দহনে,
অন্ধ হয়ে জীব-দেহে দূরে ফেলিয়া দয়া স্নেহে
যেথা কৈনু অস্ত্রাঘাত, সে অঙ্গে তাহার হাত
নিবদ্ধ এখন, হায় অচ্ছেদ্য বন্ধনে।

সাধ্য নাই, আশা নাই, খুলিতে—তুলিতে,
বক্ষ ভগ্ন বিকলাঙ্গ, আশা মোহ শান্তি সাঙ্গ,
ছিন্ন দেহে ছন্ন জীবে হতেছে কাঁদিতে ;"
বলিয়া উচ্ছ্বাসে সবে ভীষণ চীৎকার।
শুনিয়া শরীরী নর শ্রবণে তুলিল কর ;
সেরূপ মরমভেদী আর্ত্তনাদে বায়ু ছেদী
ধরাতলে নাহি কিছু তুল্য তুলনার।
অমরী-আদেশে এবে দুঃখিত মানব,
চলিল হৃদয় চাপি তেয়াগি সে মহাপাপী
খেদপূর্ণ আত্মাকুল সেখানে যে সব।
ক্ষণেক চলিতে পথে নাসারন্ধ্র-পরি ;
উঠিল অমনি ঘ্রাণ হেন তীব্র অনুমান
অস্থির শরীরী জীবী দেখিয়া বুঝিলা দেবী
নিবারিল সে দুর্গন্ধ সুধাগন্ধ ঝুরি।
কহিলা আশ্বাসি—"দেহি, না হও ত্রাসিত,
দেহেতে যা কিছু ক্লেশ যখনি হবে প্রবেশ
তখনি কহিও, তাহা হবে নিবারিত।"
বলি পুনঃ অগ্রসর ; পশ্চাতে শরীরী
বাক্‌শূন্য মন্দগতি চলিতে লাগিল পথি
চতুর্দ্দিকে নিরখিল দেখিতে অতি পিচ্ছিল
রুধিরাক্ত মৃত যেন রয়েছে বিস্তারি।
নিকটে আসিয়া আরও দেখিল মানব,
ফুটিছে সে মৃতবৎ যথা সিদ্ধ অন্নকথ
বাষ্পাকারে ধূম তায় উথলি ছুটে বেড়ায়
ফুটে ফুটে উঠে নিত্য—নিয়ত উদ্ভব।
তেমতি দেখিতে যথা পচাগন্ধময়.
সুন্দরী অরণ্য-কোলে শুষ্ক খাল বিল খোলে
অপক্ক পঙ্কের রাশি ছড়াইয়া রয়!
পরশনে সে কর্দ্দম মানব-শরীরে,
আপাদ মস্তক যুড়ে সর্ব্ব-অঙ্গ যেন পুড়ে,
কাতরে কহিল নর চাহি অমরীরে—
"প্রাণ যায়, প্রভাময়ি, দগ্ধ হয় দেহ,
দেহে না দহন সয় নিশ্বাস নির্গত নয়
নাহি মারুতের লেশ কণ্ঠে যেন ফাঁসে ক্লেশ
হৃৎপিণ্ড ফেটে যায় ভাঙ্গে যেন কেহ!
দাহ-ক্ষত পদতল শরীর আনন,
জ্বলে যেন তপ্ত বালু পিপাসায় শুষ্ক তালু
ধূলিবৎ জিহ্বারস না সরে ভাষণ!"
বলিয়া মূর্চ্ছিতবৎ পড়িল মানব।
শীতল বায়ু সঞ্চারি নিজ শ্বাসে মূর্চ্ছা হরি

অমরী তুলিয়া তায় উর্ণনাভ-জাল প্রায়
নিজ গুণ্ঠনেতে ঢাকি সর্ব্ব-অবয়ব।
নরে চাহি কহে দেবী "এখন শরীরী,
ভ্রমিতে পারিবে হেথা অখিন্ন অমর-প্রথা
শীত, গ্রীষ্ম, বৃষ্টি, তাপ সকলি নিবারি।"
আশ্বস্ত শীতল দেহ শরীরী তখন,
পুনঃ সে মৃত্তিকাপরে প্রবেশে সাহস-ভরে
অগ্রভাগে দেবীমূর্ত্তি উৎফুল্ল নয়নে স্ফূর্ত্তি
ধীরে ফেলি চারুপদ করেন ভ্রমণ।
বুঝিল মানব এবে সে মৃৎ-পরশে,
পঙ্ক যথা জলসিক্ত রুধিরের ধারাপৃক্ত
পিচ্ছল তরল তথা চরণ-ঘরষে,
দেহভারে মৃৎ যেন ঘুরিয়া বেড়ায়!
দেবীরে সহায় করি চলে নর পঙ্কোপরি,
লোহ-স্রাবে সুদুর্গম ভয়ঙ্কর সে কর্দ্দম,
পদে পদে স্খলে পদ স্থির নহে তায়।
বহিছে প্রবাহ এক সে পঙ্কিল দেশে,
কালির সরিৎ যেন কালতর ঘূর্ণ ঘন
ভীষণ তরঙ্গ তুলি বিভীষণ বেশে!
দুস্তর কান্তার-মাঝে চলেছে সরিৎ ;
অন্য জলবিন্দু নাই কোন দিকে মরু ঠাঁই
নাহি বায়ু, তরুচ্ছায়া বিঘোর বিকট কায়া
চলিছে একাকী সেই নিভৃত সরিৎ!
ছুটেছে কল্লোলরাশি ভয়ঙ্কর রোষে,
চক্রাকারে ঘূর্ণাবর্ত্ত ঘুরিয়া চলিছে নিত্য
নির্ব্বাত শূন্যেতে শব্দবিন্দু নাহি রোষে!
এ হেন নিঃশব্দ স্থান বায়ুশূন্য লোক,
আপন নিশ্বাস-শব্দে দেহধারী নিজ স্তব্ধে
যেন দূর শূন্য কোলে কেহ প্রতিধ্বনি তোলে
জ্বলিছে ভুবনময় বিকট আলোক!
দেখে জীব-আত্মা কত রুদ্ধশ্বাসে ছুটি
পড়িছে সরিৎ-অঙ্গে ছুটিয়া স্রোতের সঙ্গে
ভাসিছে ডুবিছে নিত্য কভু তীরে উঠি,
পিপাসা-আতুর প্রায় আবার সরিতে
তখনি দিতেছে ঝাঁপ মুহূর্ত্ত না সহি তাপ
আবার উঠিয়া তীরে লুটিছে পঙ্ক শরীরে
কখনও তুফানে লুটে ভাসিতে ভাসিতে।
কত আত্মা তীরে নীরে এরূপ বিব্রত,
বিস্ময়ে হেরিল নর হেরিল হয়ে কাতর
অসহ্য যাতনা যবে আয়ু ওষ্ঠাগত।

তখন সে আত্মাগণ করিয়া চীৎকার,
ডাকে বিধাতার নাম প্রহারি হৃদয়ধাম
লুণ্ঠিত তরঙ্গ বুকে ত্রাহি—ত্রাহি শব্দ মুখে
অবসন্ন হস্ত-পদ তরঙ্গে বিস্তার।
এবে অনন্তের কোলে শ্রুতি-বিদারণ
হয় ঘন বজ্রনাদ! অন্তরেতে অবসাদ
গভীর আবর্ত্ত-গর্ভে ডুবে আত্মাগণ।
অমরী কহিলা ধীরে চাহিয়া মানবে—
"যত দিন স্পৃহা-লেশ রবে চিত্ত রবে ক্লেশ
জীবনের পাপাস্বাদ যতকাল অবসাদ
না হইবে চিত্তমূলে এইভাবে রবে
এই সব নরাধম"—বলিয়া অমরী
চলিল অনেক দূরে; মানব বিষাদে ঘুরে
দেখিল সম্মুখে পুনঃ নেত্রপাত করি—
দেখিল শ্রেণীতে বদ্ধ আত্মা অগণন
অর্দ্ধ-মগ্ন হয়ে নীরে বসিয়া নদের তীরে
রুধিরে অঞ্জলি করি পুত্র পৌত্র নাম ধরি
নয়নে বিষাক্ত দৃষ্টি—করিছে তর্পণ!
তুলিছে সে কৃষ্ণোদক অঞ্জলি পূরিয়া,
মিশায়ে অশ্রু রুধিরে একে একে ধীরে ধীরে
কাল-তরঙ্গের কোলে দিতেছে ফেলিয়া।
দেখি চমকিল দেহী—দেখিলআবার,
সরিৎ-সলিল ঢাকি ছায়ারূপে থাকি থাকি
কত শব নদ-অঙ্গে ভাসিছে তরঙ্গসঙ্গে
কত চিহ্ন কত স্থানে অঙ্গেতে সবার;
ঘেরি আত্মা জনে জনে ঘুরিছে নিকটে,
কাহারও জঘন ধরে কাহার অঙ্ক-উপরে
কাহারও অঞ্জলিপুট বক্ষঃ কটিতটে।

যথা পুরাণের কথা প্রাচীন লিখন,
কাল-অঙ্গে ভাসি কালী শবরূপে দেহ ঢালি
ঘোর পচাগন্ধময় ঘেরি হরি হিরণ্ময়
ঘুরেছিলা মহাকালে করিয়া বেষ্টন।
সেইরূপে শব হেথা ভাসে কৃষ্ণনদে,
মুখে রোদনের রব ঘুরে ঘুরে ফিরে সব
দুই কূল পূর্ণ করি আক্ষেপ-নিনাদে।

হেরে সে জীবাত্মাবৃন্দ করি নিরীক্ষণ,
প্রতি শবে ক্ষতস্থান প্রতি ক্ষত পরিমাণ
হেরিয়া ধিক্কারে পূরে ঘৃণা করি ফেলি দূরে—
অকস্মাৎ ছিন্নশির—বিকট-দর্শন!

দেখি দেহী হতজ্ঞান; অমরী তখন—
পরদ্রব্য-অপহারী মহাপ্রাণী হত্যাকারী
ঘোর পাপী এরা সব জঘন্য জীবন।
জিজ্ঞাসে মানব তাঁরে—"এ নদ-উদয়
কিরূপে কোথায় কহ আমায় সেথানে লহ
বাসনা দেখিতে হায় এ সরিৎ কি প্রথায়
হেন রূপে হেন স্থানে প্রবাহিত হয়!"
"দেখাব"—বলিয়া দেবী চলিল সত্বর;
উতরি অনেক পথ মানবের মনোরথ
পূর্ণ কৈলা দেখাইয়া সরিৎ-নির্ঝর।
দেখিল নদের কূলে দেবীর নির্দ্দেশ—
আত্মারূপী কত জন বসিয়া ক্ষিপ্ত যেমন
হেরিছে হৃদয়তল বক্ষঃ ভেদি অবিরল
বহিছে উত্তপ্ত ধারা সরিৎ উদ্দেশে।
বসিয়াছে আত্মগণ বিদীর্ণ উরস;
উগারি উগারি ধারা পড়িছে কালির পারা—
ঘনতর নীলময়, কটুল বিরস,
বহিছে তেমতি—যথা ঝরে খনিমুখে
কালিবর্ণ জলধার অনর্গল অনিবার
মাখিয়া অঙ্গার-ক্লেদ খনি-অঙ্গ করি ভেদ
বেগে প্রবাহিত শেষে ধরণীর বুকে।
কিংবা যথা কালিন্দীর কৃষ্ণ জলরাশি
যমুনোত্রি নগবুকে বহে বেগে নিম্নমুখে
পড়ে ধরাতল-দেহে কল কল ভাষি।
বসেছে জীবাত্মাকুল ভস্মাসনোপরে,
উৎকট বেদনা-রেখা ওষ্ঠ গণ্ড নেত্রে লেখা
বিদাবিত বক্ষঃস্থল নিরখিছে অবিরল
গণ্ডূষে করিছে পান ধারা-স্রোত ধ'রে।
বিকট বিষাদ-নাদ মুখে মুহুর্ম্মুহু,
শুনিলে তাদের স্বর বোধ হয় যেন ঝড়
বহে ভেদি মর্ম্মতল—শব্দ করে হু হু।
অমাত্মষী সে নিনাদ শুনিতে তেমতি,
যেন জনশূন্য ক্ষেতে বায়ু পশে কলসেতে
নিশীথে প্রান্তরপথে ত্রাসিত করিয়া নরে—
কিংবা মুমূর্ষুর স্বর কুশ্রাব্য যেমতি:
'কে এরা' জিজ্ঞাসে দেহী;—অমরী উত্তরে;—
"অবনীর পাপরূপ দয়াশূন্য যত ভূপ
সেই পাপী এই সব এ তাপ-গহ্বরে।
হের দেখ অইখানে—পারিবে চিনিতে,
যত জীব নৃপসাজে তাপিত ধরণীমাঝে

মাতিয়া ঐশ্বর্য্যমদে ভাসাইল অশ্রুনদে
দৌরাত্ম্য-পীড়িত নরে—স্ব-ইচ্ছা সাধিতে।
হের অই ভস্মরাশি-আসনে যে পাপী—
অই কংস ধরাপতি দয়াশূন্য-ছিন্নমতি
উৎসন্ন করিল আগে যদুকুলে তাপি।
নিষ্পীড়িত মথুরার বক্ষঃস্থল দলি,
দেবকীর মনোদুখে লিখিয়া ভারত-বুকে
আপন কলঙ্ক-রেখা এখন বিরাজে একা
এ ঘোর নরকে বসি—মনস্তাপে জ্বলি।
হের অই সাত শিশু স্কন্ধদেশে পড়ি,
কি বলিছে কানে কানে বিষ ঢালি দগ্ধ প্রাণে
নেত্র-কাছে যমদূত হেলাইছে ছড়ি।
দেখাইছে শিলাতল—প্রহারি যাহাতে,
সদ্যোজাত শিশু-দেহ বিনাশিল ত্যজি স্নেহ
হের দেখ লৌহ-পারা জননীর স্তনধারা
শিলাতে আঁকিছে অঙ্ক প্রতি বিন্দুপাতে।"
সে জীব পশ্চাতে ফেলি চলে দুই জন;
কিছু দূরে গিয়া ফেরে হেরে পরিখাগ্রপারে
অগ্রেতে অচল এক ধূসর বরণ।
উৎকট আলোকচ্ছটা পড়িয়া তাহায়,
মহাভয়ঙ্কর বেশ করেছে ভূধরদেশ,
একা সেই গিরি'পরে আত্মা এক বীণা-করে
ভাসিছে নেত্রের নীরে বসিয়া সেথায়।
বিস্ময়ে জিজ্ঞাসে দেহী অমরী চাহিয়া—
"কার আত্মা হেরি অই দগ্ধ বীণা করে লই
এ ভাবে পাপাত্মা লয়ে ওখানে বসিয়া।"
উত্তরিল জ্যোতির্ম্ময়ী "অচল-পশ্চাতে
আমরা এখন, নর, তাই ও গিরি-শিখর
দেখিতে না পাও ভাল, কিছু দ্রুতপদ চল
চল নিরখিবে সব আরোহি উহাতে।"
পার হয়ে শুষ্ক খাত শিখরের তলে
ক্রমে দোঁহে উপনীত অমরী সহ জীবিত
উঠিতে লাগিল এবে সে উচ্চ অচলে।
শরীরী ঘর্ম্মাক্ত-দেহ আরোহিতে তায়,
যে ভাগে চরণ সরে সে ভাগ তখনি ঝরে
নাহি পায় স্থান এক দৃঢ়পদে মুহূর্ত্তেক
যেখানে চরণ রাখে ভূধরের গায়;
নাসা-মুখে ঘনশ্বাস চাহে দেবী-পানে;
বুঝিয়া অমরী তায় করে ধ'রে লয়ে যায়
অচল-শিখরদেশে পাপাত্মা যেখানে।

অমরী বলিলা নরে, "খালি থাক দেহ
ওই গিরি—শুন নর, উঠিতে ইহার পর
শরীরীর শক্তি নাই বিষম দুঃখের ঠাঁই
এ গিরি জীবাত্মা বিনা না পরশে কেহ।"

বহু কষ্টে শিখরেতে উতরিলা শেষে;
তখন জীবিত প্রাণী হেরিলা বিস্ময় মানি
চাহিয়া চকিত-নেত্রে গিরি-অগ্রদেশে—
দেখে রাজধানী এক বিশাল বিস্তার,
পরিপূর্ণ ধূমানলে, মাঝে মাঝে শিখা জ্বলে,
যত গৃহ হর্ম্ম্য তায় দগ্ধ ইন্ধনের প্রায়—
লক্ষ প্রাণি-কোলাহলে শব্দ হাহাকার,
বীণাদণ্ডধারী আত্মা একদৃষ্টে চাহি,
বিগলিত অশ্রুধারা, হেরিছে উন্মাদপারা
সে বহ্নি-তরঙ্গ-ভঙ্গ ক্ষণে ক্ষান্তি নাহি!
দুর্জ্জয় পবন-বেগে রুদ্ধ শ্বাস বাত,
স্ফীত নাসারন্ধ্রে ছাড়ে সবেগে ঘন আছাড়ে
দগ্ধ বীণদেণ্ড দারু ভাঙ্গিয়া পৃষ্ঠের মেরু
কভু বক্ষঃ ভালদেশে প্রহারে নির্ঘাত।
দারুণ আক্ষেপে তার শিলা দ্রব হয়,
বলিছে—'ক্ষণেক ক্ষান্তি দেহ দেব চিতশান্তি
পারি না—পারি না আর দাহ নাহি সয়।
বুঝি নাই ধরামাঝে—ঐশ্বর্য্য-উন্মাদে—
লোকপতি হ'তে হ'লে কত সাম্য-ধৃতি-বলে
লোকেরে পালিতে হয়, কেন বলে ধর্ম্মময়
লোকপালে ধরাতলে—বুঝেছি বিষাদে।'

দূরে দাঁড়াইল দেহী মানিয়া বিস্ময়,
ভয়াতুর মৃদুস্বরে দেবীরে জিজ্ঞাসা করে—
"কেবা এই ভূপে হেন সন্তাপ দুর্জ্জয়?"
জীবিত নরের বাণী শুনি সে শিখরে
কটুস্বরে জীব বলে—"কে তুমি হে এ অচলে
জীবিত শরীরধারী? তুমি কি কেহ তাহারি
যাহার পীড়নকারী নৃপ এ ভূধরে?
হও বা না হও শুন নিদয় পরাণী,
আমি 'নীরো' ধরাপতি—রোমের নিপাতগতি
ধরার কলঙ্কপাতি—নরকুলগ্লানি!

নিজ রাজধানীকায়া জ্বালিয়া অনলে,
সুখে বীণাবাদ্য করি বসিয়া শিখরোপরি
হেরেছিনু শিখানল প্রভুত্বে পিয়ে গরল
পূরাতে চিত্তের সাধ ধরণীমণ্ডলে।"

বলি, পুনঃ পূর্ব্বভাব আবার ধরিল।
অমরী-ইঙ্গিতে নর তেয়াগি গিরি-শিখর
পদাঙ্ক গণিয়া তাঁর আবার চলিল।

কত নব গুহা খাত এড়ায়ে ত্বরিত,
উপনীত দুজনায় যেখানে অচল-প্রায়
পাষাণ-প্রাচীর অঙ্গে গাঁথা যেন তারি সঙ্গে
আত্মাময় দেহ এক শূন্যে প্রসারিত।

সে প্রাচীর-তলভাগে বহিছে ভীষণ
রক্তের সলিলাকার বেগবতী স্রোতোধার
তীরে পাষাণের পুরী মলিন-বরণ।

অঙ্গুলী হেলায়ে দেবী দেখাইলা নরে,
পুরীর পরিখা ভিত্তি বুরুজ গম্বুজ কীর্ত্তি
চাহি পরে উর্দ্ধপানে দেখাইয়া পাপ-প্রাণে
বলিলা—"শরীরি, তুমি চিন কি উহারে?

অই পাপী নর-আত্মা বিকট আকার,
কৃষ্ণশ্মশ্রুধারী ছায়া ধরাতে ধরিলা কায়া
নিষ্ঠুর ভূপাল-বেশে, যে নাম উহার
শুনিলে এখনি তুমি ঢাকিবে শ্রবণ;
হৃদয় অঙ্গারময়— মানবের হৃদি নয়
বঙ্গের সৌভাগ্য-চোর দৌরাত্ম্য-আঁধার ঘোর
কেতুরূপে ধরাতলে কৈল বিচরণ।

গর্ভবতী রমণীর জঠর খণ্ডিয়া,
দেখিতে জরায়ুপিণ্ড জীবিত জীবের দণ্ড
করিত অশেষরূপ দুর্ম্মদে ডুবিয়া।

দেখ সে পাপের চিহ্ন এবে আত্মাদেহে,
পাষণ্ডের হৃদিতল উগারিছে ক্লেদ মল
হস্ত পদ বক্ষঃ শির পাষাণ-প্রাচীরে স্থির
কালের করাল ফণী সাধে অঙ্গ লেহে।

নড়িতে ফিরিতে ভোগ হের কি করাল!
ভয়ঙ্কর শলাকায় মলা-বিন্দু নাহি তায়—
বিদারিত কণ্ঠতল কাঁদিতে নাহিক বল
জীবিত মৃতের ঘৃণা-চিহ্ন চিরকাল।

চিন কি উহারে তুমি?' বলি আত্মাময়ী
চাহিল দেহীর মুখে; শরীরী নিশ্বাসি দুঃখে
বলিল "সিরাজুদ্দৌলা অই কি, চিন্ময়ি?"

ইঙ্গিতে হেলায়ে শির অমরী চলিল,
চলিল তাহার সনে দেহী নিরানন্দ-মনে
দলি রুধিরাক্ত পঙ্ক হৃদয়ে কত আতঙ্ক
কতই উদ্বেগ বেগে উথলি উঠিল।

দূরেতে দেখিল যেন জলাশয়ময়,
দূর হ'তে দৃশ্য তথা যেন পচা পত্র-লতা
দুরন্ত দুর্গম গর্ত্তে বিছাইয়া রয়।

বঙ্গে যথা ভাদ্র-শেষে রৌদ্র-তপ্ত জলা
ঘন-পঙ্কে বিনির্গত দুর্গন্ধ বায়ু-দূষিত
বরষা ঋতুর ভঙ্গে ছড়ায়ে চৌদিক্ রঙ্গে
নগরে নগরে ভোলে শমনের খেলা।

এইরূপ সে দুস্তর দুর্গম যুড়িয়া
কত শুষ্ক জলা বিলে ঘনবর্ণ পঙ্ক-নীলে
ছুটিছে দূষিত বায়ু দুর্গন্ধে পূরিয়া।

স্থানে স্থানে তীব্র জট তৃণগুল্ম প্রায়
কটুল কুশের রাশি কর্দ্দমেতে চলে ভাসি
সূচ্যগ্র কণ্টকময় পচা লতা-পত্রচয়
কোনখানে উর্দ্ধশির—কোথা বা লুটায়।

কাছে আসি হেরে নর কাতর অন্তরে,
পচা লতা-পত্র নয়, সকলি জীবাত্মাময়
পত্র-লতা-গুল্মরূপে জলাশয়পরে!

গড়ায়ে গড়ায়ে চলে ধরি গলে গলে,
কেহ বিমর্দ্দিত হয় কেহ অন্যে বিমর্দ্দয়
ছিন্ন করে পরস্পর বিষম দুর্দ্দমোপদ্রব
আত্মারাশি—বালু যেন লুটে সিন্ধুজলে।
'ধরাতে এত কি পাপী?' জিজ্ঞাসে শরীরী,
'দয়াশূন্য এত জীবা?' উত্তর করিলা দেবী—
'হের, দেখ অইখানে এই দিকে ফিরি;

নরাধম ভ্রূণঘাতী পিতৃঘাতী নর,
তাদের দুর্দ্দশা দেখ দেখ, দেহি, দেখ শেষ
স্মরি নিজ নিজ তাপ ভুগিছে কি ঘোরতাপ,'
এত বলি শোভাময়ী হৈল নিরুত্তর।

দেখে দেহী ভ্রমে কোথা আত্মাগণে টানি,
ভীম অন্ধ যমচর গুল্‌ফ-ভাগে ধরি কর,
ক্ষুরধার কুশোপরে—পদাঘাত হানি।

কোথাও গহ্বর-গুল্মে জীবাত্মা বেড়ায়,
শিশু-প্রাণ বাঁধি গলে কাঁদিতে কাঁদিতে চলে
কোন বা উদ্ধত প্রাণ আপনি তুলি কাতার
ভীমবেগে হানে নিত্য আপন গলায়।

কোনখানে পাতা যেন রজকের পাট,
আত্মাগণে ধরি তায় যমদূতে আছড়ায়
কেহ রজ্জু বাঁধি কণ্ঠে করয়ে বিনাট।

এইরূপে কতক্ষণ ভুগি দুঃখস্বাদ,
উন্মাদ আকুল হিয়া কৃষ্ণ-নদ-তটে গিয়া
ঝাঁপ দিয়া পড়ে তায় আবর্ত্তে ঘুরি বেড়ায়
মুখে হাহাকার শব্দ—অন্তরে বিষাদ।
একান্ত উৎসুক-চিত্তে নিকটে আসিয়া,
দেহী ধীরে সম্বোধনে কহে আত্মা কয় জনে
"কে তোমরা কি পাপে এ দুর্গমে পড়িয়া।"
নরের দুঃখিত স্বর বহুকাল পরে
শুনিয়া পরাণিগণ মুগ্ধ হয়ে কিছুক্ষণ
পরে কাছে ছুটি তার ঘুচাতে হৃদির ভার
আরম্ভ করিল কেহ আক্ষেপের স্বরে।
অকস্মাৎ সে দুর্গমে দুরন্ত ঝটিকা,
বহিল কোথায় হ'তে জীববৃন্দে পথে পথে
উড়ায়ে চলিল যথা লুণ্ঠিত গুটিকা।
চলিল উড়ায়ে ঝড় হেন ভীমবেগে,
হেরে নরপতিহীন পাণ্ডুর মুখ মলিন
শুকাইল কণ্ঠতালু মুখেতে ফেলিল বালু
উঠিল চীৎকার ক'রে স্বপ্নে যেন জেগে!
শোভাময়ী মৃদুস্বরে আশ্বাসিল তায়,
কহিল "এ আত্মা সব এবে করে অনুভব
যে তাপ না ভোগে কভু থাকিয়া ধরায়।
পত্নী-ব্যবসায়ী এরা হীন অর্থ-লোভে,
দেবের দোহাই দিয়া নারীর সতীত্ব নিয়া
ব্যবসা করিত এরা অঘৃণা অক্ষোভে!"
অমরী এতেক বলি নীরব হইল।
কাঁপিতে কাঁপিতে নর যুড়িয়া যুগল কর—
'হে দেবি, সদয় হও শীঘ্র স্থানান্তরে লও
দুহিতা আমার কোথা"—দুঃখেতে কহিল।

ষষ্ঠ পল্লব।

শরীর-বদনে ত্রাসিত বচন
শুনিয়া অমরী তায়;—
"পূরাব বাসনা, তোমার সকল
অন্যথা নাহি কথায়,
দেখিবে নন্দিনী, কিরূপে তোমার,
দেহ উন্মোচন করি,
কি গতি লভিলা, করে কিবা লীলা,
কি পুণ্য-পরাণ ধরি।
ভ্রম এ ভুবনে, আর কিছুকাল;
বাসনা হৃদয়ে মম,
দেখাই তোমারে, এই সব পুরে
প্রবেশের কিবা ক্রম।
দেখাই তোমারে, খেলি সব খেলা,
কিরূপে জীবাত্মা শেষে,
আসিয়া প্রবেশে, কোন্ পথ দিয়া,
এ সব আত্মার দেশে।
ধর্ম্মরূপী যম, কিরূপ আসনে,
কি বিচার-প্রথা তাঁর,
কিরূপে নরকে, পাঠান পাপীরে
সহিতে পাপের ভার।
দেখিবে নয়নে, নয়নে কখনও
মানব না দেখে যায়—
ব্রহ্মাণ্ড-কেন্দ্রেতে, বসি ধর্ম্মরাজ
বিরাজেন কি প্রভায়।
কত কি অপূর্ব্ব, দেখিবে সেখানে
বিস্ময়ে প্লাবিত হয়ে,
দেখিতে বাসনা থাকে যদি বল,
যাই সেথা তোমা লয়ে।
কিন্তু কহি শুন, দুরূহ ভীষণ
গগন গহন সেই,
পশিবারে পারে, সে জন সেখানে,
ভীরুতা যাহার নেই।
এ হেন সাহস, ধর যদি চিতে,
কহ তবে দোঁহে চলি,
এত যে আগ্রহ, দেখিতে এ সব,
এবে কোথা গেল গলি?
সে উৎসাহ আশা কোথা বা এখন?
কোথা বা সে মনোরথ?
স্বচক্ষে দেখিবে পরকাল-গতি,
বিধি-নিরূপিত পথ?
জীবন থাকিতে পরকাল ভেদ
যে জন ভেদিতে চায়,
পতঙ্গ-শরীরে খগেন্দ্রের বল
ধরিতে হইবে তায়?"
নীরব অমরী এতেক কহিয়া;
মানব মনের দুখে,
চিন্তি ক্ষণকাল কহিলা তখন
লজ্জা-অবনত-মুখে—

"অয়ি জ্যোতির্ম্ময়ি ধরি সে সাহস
এ জড় শরীরে যাহা,
পারে ধরিবারে, না কাঁপি অন্তরে,
অসাধ্য নহে গো তাহা।
কিন্তু যাহা দেখি অসাধ্য মানবে
সে সামর্থ্য কোথা পাব?
পাপীর নিরয়ে পাপাত্মা হইয়া
কেমনে নির্ভয়ে যাব?
দেখিনু যে সব মনে হ'লে তায়
হিয়া দুরু দুরু করে,
শিরাতে শিরাতে প্রচণ্ড আঘাতে
বেগেতে রুধির সরে;
লোম-হরষণ হেন ভয়ঙ্কর
নারকী আত্মার গতি.
অলঙ্ঘ্য নিয়ম বিধাতার হেন,
চেতনে হেন দুর্গতি—
কলুষের ফাঁসে জীবনে ক্রন্দন,
ক্রন্দন মরিলে পর!
হেরিলে এ গতি, হে অমরবালা,
ত্রাসিত কে নহে নর?
তথাপি দেখিব যা দেখাবে কিছু,
অভ্যাস নরের বল,
সে বল হৃদয়ে লভেছি কিঞ্চিৎ
ভ্রমিয়া এ সব স্থল;
তুমি গো যখন সহায় আমার,
ক্ষুণ্ণ নহি আমি নর,
মায়ে রক্ষা করে যে শিশু-সন্তানে
থাকে কি তাহার ডর?"
শুনিয়া অমরী;—"হে শরীরধারী,
ভ্রান্ত না হইও মনে,
পারিব রক্ষিতে শরীর তোমার
প্রবেশিয়া সে গগনে।
কিন্তু চিত্তে তব বহিবে যে স্রোত
পরাণ ব্যাকুল করি,
অমরী যদিও, সে স্রোত বারণে
সামর্থ্য নাহিক ধরি।
জানিও নিশ্চয় মানস-দমনে
মানুষেরই অধিকার;
হৃদয়-রাজ্যেতে, শাসন রাখিতে
সহায় নাহিক তার।
আপনারি তেজে আপনার ......,
অমরী দুর্ব্বল যেই,
দুর্ব্বল পরাণে সমতা সাধিতে
ক্ষমতা কাহারও নেই!
কি অমর নর, এ প্রথা সবার,
শুন হে শরীরী প্রাণী;
প্রকাশ এখন কি বাসনা তব,
এ কথা নিশ্চয় মানি।"
কহিল মানব, "হে সুধাভাষিণি,
কেন সুধাইছ আর,
যা ঘটে ঘটুক কাঁদুক পরাণী
যাব সে ব্রহ্মাণ্ড পার।
সামান্য পণেতে তনু খোয়াইয়া—
প্রাণ দিতে পারে নরে,
নর হয়ে আমি এ পণ সাধিতে
নারিব ভয়ের তরে?
চল, দেবি, চল. কোথা লয়ে যাবে,
সাহসে বেঁধেছি বুক,
দেখি অন্ত তার জীবনের পাপে
জীবাত্মার কত দুখ।"
চলিল তখন দেহীরে লইয়া
অনন্ত গগন-মাঝে,
অমরসুন্দরী কিরণ প্রসারি
কিরণে যেন বিরাজে।
উঠিতে লাগিল কতই যোজন
গভীর শূন্যেতে পশি,
নীল নীলতর গাঢ় সূক্ষ্ম জড়
কত বায়ুস্তর মথি।
খেলে চারিদিকে অধঃ ঊর্দ্ধ পাশে
গড়ায়ে ছড়ায়ে সেথা,
মরুত-সাগরে পবন-হিল্লোল
সাগর ঊর্ম্মির প্রথা!
উঠিতে লাগিল যত সূক্ষ্মাকাশে
কক্ষতলে কত নরে,
মৃদুল কর্ষণে অমর-বালিকা
যতনে চাপিয়া ধরে।
দিয়া নিজ শ্বাস-প্রশ্বাসে তাহার
শূন্যেতে চলিল দেবী;
মাতৃ-ক্রোড়ে যেন চলিল মানব
অপূর্ব্ব আনন্দ সেবি।

দেখিতে দেখিতে উঠে দেহধারী
বিস্ময়ে বিহ্বল প্রাণ ;
পথচিহ্ন নাই অভ্রান্ত-গতিতে
গ্রহ-তারা ভ্রাম্যমাণ।
কত দিকে গতি করে কত গ্রহ,
কতই তারকা ছোটে,
অনন্ত প্রাঙ্গণে জ্যোতির্ম্মালা যেন
ফুলঝারারূপে ফোটে
ছোটে পিঠে পিঠে স্তবকে স্তবকে
কেহ ধীরে একা ধায়,
অদূরে অন্তরে বিচিত্র অয়নে
বিশাল অনন্ত গায়।
কেহ বা বাধিছে কাহারো গমন
চলিছে অয়ন কাটি ;
পূর্ণ গোলাকার কাচডিম্বপ্রায়
গ্রহ তারা কত কোটি।
ছুটিতে ছুটিতে নিজ নিজ পথে
নিনাদ করিছে সবে,
পরিপূর্ণ করি সে গগনদেশ
মধুর মৃদুল রবে॥
সে মৃদু নিক্কণে নিদ্রালু মানব,
মুদিল নয়ন-পাতা ;
স্বপনে যেন বা উড়িয়া চলিল
শুনিতে শুনিতে গাথা।
অমর-সুন্দরী জ্যোতিঃ-পিণ্ড-পথ
এড়ায়ে এড়ায়ে ধীরে,
চলিল তেমনি অরণ্য যেমনি
কিরণের রেখা ফিরে।
ভেদি সে সকল বৃত্ত-মধ্যভাগে
সুরয-জোছনা ছাড়ি ;
প্রচণ্ড নির্ব্বাত কিরণ-সাগরে
প্রবেশিয়া দিলা পাড়ি।
তপ্ত কিরণে, গগন গহনে
অমরী প্রবেশে যেই,
অল্প উথলে ঝলকে ঝলকে
অসহ উত্তাপ দেই।
সুপ্ত মানব কপোল কপাল
মৃদুল পরশ করি,
বক্ষ, নয়ন নাসিকা অগ্রেতে
খেলিতে লাগিল সরি।

কর্ণকুহরে স্বন স্বন নাদ
ঘাতিতে লাগিল ধীরে,
দূর-ধাবিত ক্ষিপ্র-চালিত
নিনাদ যেমন তীরে।
গ্রীষ্ম ঋতুতে ব্রততী আবৃত
ছাড়িয়া কুঞ্জের ছায়া,
দগ্ধ মরুতে পড়িলে যেমন
উত্তাপে তাপিত কায়া।
তীক্ষ্ণ কিরণ হিল্লোল পরশে
নিনাদ শ্রবণে নর,
স্বপ্ন তেয়াগি চমকি জাগিল
কণ্ঠেতে কাতর স্বর।
স্নিগ্ধ-ভাষিণী অমরী তখন
কহিল তাহার কানে,
ঊর্ণা-বসনে আবর বদন,
বেদনা পাবে না প্রাণে
শীঘ্র শরীরী, অমরী-গুণ্ঠনে,
ঢাকিল বদন গ্রীবা,
স্থিরদৃষ্টিতে, দেখিল চাহিয়া,
অসূর্য্য প্রভার দিবা।
সান্ধ্য গগনে ঢলিয়া পশ্চিমে,
ডুবিছে যখন রবি,
স্বর্ণবরণ কিরণ, সাগরে,
অনলে যেন বা হবি!
দীপ্ত প্রভাতে তখন যেমন,
উড়ে পারাবত-সারি,
পক্ষ দুলায়ে, উড়ায়ে শূন্যেতে,
কহিলে গগনচারী।
সূক্ষ্ম চিকণ ঝকিয়া তেমতি
আকাশ আচ্ছন্ন করি,
দেখিল মানব ঊর্দ্ধচরণে
জীবাত্মা পড়িছে ঝরি,
চক্রগতিতে ঘুরিছে সতত
সে ভীষণ ব্যোমস্তর,
সঙ্গে ঘুরিছে কিরণ-সাগর
অনন্ত অয়নপর।
দীপ্তি-জলধি অঙ্গেতে মিশিয়া
কোটি জীবাত্মার কায়া,
লুটিতে লুটিতে ঊর্ম্মি-আঘাতে
উড়ে যেন ধূলি-ছায়া।

ছায়াময়ী।

শ্রান্ত শিথিল গতিতে অমরী
কিরণ-সাগরে খেলি,
যোজন যোজন গভীর প্রদেশে
পশিল সে সব ঠেলি !
স্থির স্ফটিক সদৃশ আকাশ
পরশি ছাড়িলা শ্বাস,
কক্ষ-গ্রথিত মানব-দেহীরে
রাখিলা তাহার পাশ।
পূর্ণ পীযুষ-পূরিত বচনে
কহিলা তাহারে চাহি,
ত্রস্ত-নিমিখে দেখিল অমরী
নরের বিবেক নাহি।
সর্প-দংশিত পরাণী সদৃশ
মানব পড়িল ঢলি,
নীল-বরণ-মণ্ডিত বদন
কম্পিত কণ্ঠের নলী।
বাক্য বিহ্বল বিস্ময়ে পাগল
স্ফারিত নেত্রের পাতা,
দৃষ্টি-বিহীন নয়ন-যুগল
কপালে যেমন গাঁথা!
সুস্থ করিলা নিমেষ-ভিতরে
স্বরগসুন্দরী নরে—
ত্রস্তবচনে চেতনা লভিয়া
মানব কহিলা পরে—
"হে সুরসুন্দরি, কর গো মার্জ্জনা
দুর্ব্বল মানব-আঁখি।
এ আলো-উত্তাপ নারিনু সহিতে
চক্ষুর মণিতে রাখি।
হেরি বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করি
হইনু অন্ধের প্রায়,
এ কি অদভুত, ওগো সুরবালা,
বিস্ময়ে পরাণ যায়!"
কহিলা অমরী, "চিন্তা নাহি আর
সুস্থ হও ওহে নর,
প্রশান্ত এ দেশ, প্রশান্ত যেমন
অহিল্লোল সরোবর।
দেখেছ মরতে ঝটিকা যেমন
সহস্র যোজন ঘেরি,
ঘুরে ঘোর বেগে দেশ ছন্ন করি,
প্রাণিকুল স্তব্ধ হেরি!
মধ্যস্থল তার অচল অটল
পবন প্রশ্বাস-হীন,
সৌর-বিশ্বমাঝে এ কেন্দ্র তেমতি
প্রশান্ত সকল দিন।
মধ্যেতে ইহার সৃজন অবধি
স্থাপিত মহত্তাসন,
ধর্ম্মরাজ-বেশে শমন তাহাতে
চল, পাবে দরশন।"
বলি আগে আগে প্রফুল্লবদনা
শোভাময়ী ধীরে যায়,
ভাবিতে ভাবিতে পাছে চলে নর
স্ফটিক-মণিশিলায়।
অখণ্ড ধবল মুকুর সদৃশ
স্ফটিক চৌদিক্‌ময়,
তুহিনের রাশি চারিদিকে ভাসি
যেন বা ছড়ায়ে রয়!
দেখায়ে দেখিয়ে অমরী মানব
চলে কুতূহলী হয়ে ;
যেতে কিছু দূর অবনী-বিহারী
দেখিল শিহরি ভয়ে—
ভীম দীর্ঘাকার ছায়ার আকৃতি
অশরীরী প্রাণী কত,
ফিরিছে ঘুরিছে তমস্বিনীময়
অরণ্য-তরুর মত।
দেহ অন্ধকার, কপালের তটে
দেউটি যেমন জ্বালা,
ঘুরে যেন ভাঁটা এক চক্ষু-ছটা
মুখে শব্দ হলা হলা!
দেহধারী নরে হেরি দ্রুতবেগে
চতুর্দ্দিক্ হ'তে যুটি,
শত শত জন শমন-কিঙ্কর
নিকটে আসিল ছুটি।
কেহ কেহ তার হুহুঙ্কার নাদে
কটিদেশে ধরি নরে,
করিল উত্তম শূন্যেতে ঘুরায়ে
ফেলিতে প্রভা-সাগরে।
তখনি অমরী নিবারি তাদের
জানাইল মনোরথ,
অমর-বালারে কথনে চিনিয়া
যমদূত ছাড়ে পথ।

ফেলি রুদ্ধশ্বাস চলিল শরীরী
ধর্ম্মের আসন যেথা,
যোজন অন্তরে দাঁড়ায়ে অচল
এ হেন জনতা সেথা।
দেবী কহে "নর, থাক এই স্থানে
কি হেতু সহিবে ক্লেশ ?
নিকটে পশিতে ; এইখানে থাকি
সফল হবে উদ্দেশ।
এত পরিষ্কার কিরণ এখানে
অসূক্ষ্ম নয়নে তব,
বিনা অবরোধে, হেরিতে পাইতে
এতদূর হইতে সব।"
অমর-সুন্দরী-বাক্যেতে শরীরী
নির্দ্দেশে তাঁহারে হেরে,
বিচিত্র আসন, জীবাত্মা-সাগর
চারিদিকে যেন ঘেরে।
জিনি স্বচ্ছ কাচ, স্ফটিক মাণিক
রচিত অপূর্ব্ব পীঠ,
ঝলকে ঝলকে উছলিছে আভা
আকর্ষি নয়ন-দিঠ।
ব্রহ্মাণ্ড-কেন্দ্রেতে নিবদ্ধ আসন
আদি কাল হ'তে ধীর,
লোকের প্রবাদে যথা কাশীধাম
ত্রিশূল শূন্যেতে স্থির।
ইন্দ্রাদি প্রভৃতি ত্রিকোটি দেবতা
তুলিয়া মস্তকপরে,
ধরেছে আসন সহাস্য বদন
জুড়িয়া যুগল করে
আসন-উপরে মণিময় বেদী,
স্থাপিত উপরে তার,
অদ্ভুত গঠন মহা তুলাদণ্ড
সর্ব্ব-মানযন্ত্র-সার।
ঊর্ণনাভতন্তু সদৃশ সূত্রেতে
লম্বিত তুলার ধট,
দুই দিকে যেন দুই পূর্ণচাঁদ
দুলিছে হয়ে প্রকট।
ক্ষণ নহে স্থির উঠিছে নাবিছে
নিয়ত সে ধটদ্বয়,
দক্ষিণে পুণ্যের বামেতে পাপের
মান-নিরূপণ হয়।

একে একে পাপী আসন-সমীপে
কাঁপিতে কাঁপিতে আসি,
আপন বদনে আপনি বলিছে
নিজ নিজ পাপরাশি।
পীঠধারী দেব ইন্দ্রাদি যাহারা
বলিছে পুণ্যের ভাগ,
তখনি আপনি নামিছে উঠিছে
চন্দ্রাকার তুলভাগ।
মানদণ্ডপরে স্থির দৃষ্টি করি
প্রস্তরমূরতি হেন,
বসি ধর্ম্মরাজ স্ফটিক-আসনে
নিবদ্ধ রয়েছে যেন।
তিলার্দ্ধে যদ্যপি আত্মাময় প্রাণী
পাপ অংশ কোন তার,
ভয় কি বিস্ময়ে গোপন মানসে
না করে মুখে প্রচার ;
সহসা তখনি সে অপূর্ব্ব যন্ত্রে
দুই ধট হয় স্থির,
দুলে তুলাদণ্ড ; বিধান অখণ্ড
হায় রে কিবা বিধির !
চৌদিক্ হইতে ছুটি রুদ্ধশ্বাসে
তখনি শমনদূত,
মুখে "হলা" ধ্বনি প্রহারে এমনি
পীড়নে অস্থির ভূত।
জানিতে বাসনা ফিরে চাহি নর
বাক্য নিঃসারিতে যায়,
নিজ ওষ্ঠাধরে অঙ্গুলি চাপিয়া
অমরী নিবারে তায়।
পুনঃ পূর্ব্ববৎ হেরিল শরীরী
তুলাধট উঠে নামে,
পলকে পলকে কত আত্মাময়
প্রাণী ফিরে ডানি বামে।
এত যে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে চারিদিকে
গ্রহ তারা খণ্ড হয়,
না টলে আসন না পশে নিস্বন
সে দেশ নিঃশব্দ রয়।
ধর্ম্মদেব-মুখে- মাঝে মাঝে শুধু
অতি মৃদুতর স্বরে,
শব্দ মাত্র দুই, আদেশ জানিতে,
প্রতি আত্মা মানপরে।

পাপ-পুণ্য-মান এরূপ বিধানে,
সেথা সমাধান হ'লে,
যমদূত যত, পাপিবৃন্দ লয়ে,
পরিখা বাহিয়া চলে।
নরে লয়ে দেবী, পরিখার তটে
গিয়া চলি দ্রুতপদ,
কহিল—"হে নর, স্থূল-নেত্রে হের,
এই বৈতরণী নদ।"
দেখিল শরীরী, খেয়া-তরী কত,
কূল-ভাগ যেন ছেয়ে,
প্রতি তরী-পৃষ্ঠে যমদূত এক,
দাঁড়ায়ে তরীর নেয়ে,
অতি ক্ষুদ্র তরী বৃহৎ তরালু,
বৈতরণীতীরে যত,
এ ভব-ভিতরে, তুলনা তাহার,
নাহি কিছু কোনমত।
নিস্তব্ধ চৌদিকে, প্রাঙ্গণ আকাশ,
হেন শব্দহীন স্থান,
চকিতে মুহূর্ত্ত, দাঁড়ায়ে সেইখানে,
উড়ে শরীরীর প্রাণ।
নীরবে আত্মারা, উঠে নৌকাপরে,
নীরবে শমনদূত,
খেয়া দিয়া চলে বৈতরণী-জলে,
ক্ষেপণী ফেলে অদ্ভুত।
অমরী-ইঙ্গিতে কর্ণধার কেহ,
বৃহৎ তরণী বাহি,
নিকটে আনিয়া, রাখিল দোঁহারে,
বিস্মিত নয়নে চাহি।
মৃদুল নিস্বন পবনে যেমন,
যখন কেতকী-কানে,
বসন্ত-বারতা গোপনে শুনায়,
তেমতি অস্ফুট তানে—
অমরী বুঝায়ে, শমন-কিঙ্করে,
মানবে লইয়া ধীরে,
তরণীতে উঠি, বাহিয়া চলিল,
বৈতরণী-নদী-নীরে।
কত নিশি দিবা, বাহি তরী চলে,
কত গ্রহ কত তারা,
দূর শূন্যপরে, উঠিল ডুবিল,
যেন তমোমণি-ঝারা।

উদ্দেশিত দেশে উতরি নাবিক,
তরালু করিল স্থির,
অমরীর বলে, তরণী ছাড়িয়া,
মানব লভিল তীর।
দেখিল সেখানে পরাণী পুরুষ,
দাঁড়াইয়া মহাকায়,
ধবল কুন্তল শিরেতে যেমন,
ধবল শৃঙ্গের প্রায়।
বিশাল ললাটে, অঙ্কিত তাঁহার,
সহস্র কুঞ্চিত রেখা,
জীবাত্মা-উর্ম্মির, মধ্যস্থলে যেন,
মৈনাক দাঁড়ায়ে একা।
বামদিকে তাঁর, সুতীক্ষ্ণ কুঠার,
মুষ্টিতে রাখিয়া ভর,
হেলিছে কখনও, উরু হ'তে ঝরে,
বৈতরণী-নদী-ঝর।
সে মহাপুরুষ, দাঁড়ায়ে এ ভাবে,
দক্ষিণদিকেতে দেখে,
জীবাত্মা ধরিয়া, অনন্তে ছুড়িছে,
উর্দ্ধে তুলি একে একে।
যে গ্রহ নক্ষত্রে, যে পাপীর বাস,
সেই দিকে লক্ষ্য করি,
অতুল্য বেগেতে, সে মহাপরাণী,
নিক্ষেপে পরাণী ধরি।
স্থবির, বিশীর্ণ, যুবক-যুবতী,
হায় রে কিশোর কত,
কুৎসিত সুন্দর, ধনী, মানী, জ্ঞানী,
মহীপাল শত শত,
নিক্ষিপ্ত এরূপে, ব্যোম-গর্ভদেশে,
ঘর্ণ প্রভাসিন্ধু যায়,
আত্মাবৃন্দ-মুখে, যে ক্রন্দন-ধ্বনি
হাহারব যাতনায়—
পশুরও শ্রবণে, পশিলে সে খেদ,
সুস্থির নাহিক রয়,
সে খেদ শুনিলে, প্রাণশূন্য জড়,
পাষাণও বিদীর্ণ হয়।
সুররামা-সঙ্গী, নরের নয়নে,
ঝরিল অজস্র ধারা,
বিস্ময়ে হিমাদ্র, গণ্ডদেশ যেন,
নিবদ্ধ মুক্তার ঝারা।

অমরীর আঁখি বাষ্পধূমে যেন
হৈল কিছু আভাহীন,
নরে চাহি দেবী মৃদুল নিশ্বাসি
কহিলা বচনে ক্ষীণ—
"হে অচলবাসী, কিরণ-সাগরে
বিন্দু বিন্দুবৎ ছায়া,
নিরখিলে যত, সেই রেণুরাজি
এ হেন আত্মারি কায়া।"
"ভেবেছি তা আগে" কহিলা মানব
"কহ গো জননি শুনি;
এ মহাপুরুষ আত্মা কি অমর
কহ কে দাঁড়ায়ে উনি ?
মূর্ত্তিমান্ হেথা আদিক্ষণ হ'তে
অনাদি প্রাচীন জ্ঞানী."
কহিল অমরী "কাল ওঁর নাম,"
পীযূষ-পূরিত বাণী।
হেন কালে নর হেরিলা শূন্যেতে
সে মহাপুরুষ-করে,
পরম সুন্দর নর-আত্মা এক
নিক্ষিপ্ত অন্তরস্তরে,
নেহারি নিমিষে সুর-কন্যা-পানে
চাহিলা উৎসুক হয়ে,
বুঝিয়া অমরী ছাড়িয়া সে দেশ
চলিলা মানবে লয়ে।

সপ্তম পল্লব।

অমরী মানবে লয়ে নামিল তখন,
জগতের কেন্দ্র ছাড়ি শূন্যমাঝে দিয়া পাড়ি
ভিন্নরূপ পাপ-লোকে করিলা গমন।
আকাশের যেই খণ্ডে অট্টালিকাকার
পঞ্চ নক্ষত্রের মিল শোভি গগনের নীল,
দশমী তিথিতে যেবা চন্দ্রের বিহার;
পাঁচে একে একে পাঁচ মিলায়ে কিরণ,
নিশীথিনী শিরোপরে সুচিকণ ঝারা ধ'রে
অনন্ত-কোলেতে যাহা দেয় দরশন;
মঘা নামে তারালোক—প্রবেশি তাহায়
নরে নামাইলা দেবী; সুশীতল বায়ু সেবি
সে লোক-বাহিরে দেহী শরীর জুড়ায়।

শীতল হইলে পরে অমরী মানব
প্রবেশিল গর্ভতলে, দণ্ড দুই কাল চ'লে
গোধূলি-আলোক যেন বিমর্ষ নীরব।
কিছু পরে হেরে দূরে উন্নত প্রাচীর,
হেরে মনে হয় হেন লৌহের প্রাকার যেন
নীরব শূন্যের কোলে তুলিছে শরীর;
নিবারিছে কিরণের প্রবেশ সেথায়,
ঘোর প্রহরীর বেশ বিরাজিছে ঘোর দেশ
কালীয় বরণ অঙ্গ কালের মায়ায়।

দুই দিকে দুই দ্বার—প্রশস্ত ভীষণ,
কৃষ্ণ-মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর শত শমনের চর
রোধি প্রবেশের দ্বার করিছে ভ্রমণ।
পশিছে তাহাতে যত আত্মাময় প্রাণী,
কৃষ্ণবর্ণ লৌহশলা তপ্ততৈলে যেন জ্বালা
অঙ্গে বিঁধি তাহাদের কহে ঘোর বাণী।

জ্যোতির্ম্ময়ী চলে আগে পিছে পিছে নর,
আসিয়া দ্বারের কাছে প্রবেশের পথ যাচে
কৌতুকে নিকটে ছুটে যত যমচর।
অপূর্ব্ব মধুর বাণী অমরী-বদনে
শ্রবণে হয় শীতল কৃতান্ত-কিঙ্কর-দল
চমকিত-চিত্তে চাহে দেবীর নয়নে।

স্বর্গ-শোভাকর আহা চারু নেত্রতলে
ধীর স্নিগ্ধ মনোহর নেহারি শমনচর
পথ ছাড়ি দুই ধারে দাঁড়ায় সকলে।

ভিতরে প্রবেশি নর নিরখে আকাশে,
নিবিড় জলদদল বিন্দুমাত্র নাহি জল
গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া বালি উড়ে উড়ে ভাসে॥
নিদাঘে রৌদ্রের তাপে ফাটিলে যেমন
অবনীতে ক্ষেত্রক্ষয় সেইরূপ ক্ষেত্রময়
চারিদিক্ রুক্ষবেশ নীরস দর্শন।

হেন রুক্ষ ক্ষেত্রতলে বসিলা দুজনে,
কত ক্ষুদ্র তরুসারি হেরিলা শাখা প্রসারি
পিপাসাতে ফাটি যেন চাহিছে গগনে।
হেরিলা কতই লতা ক্ষুপ সে কান্তারে,
শুষ্ক শাখা শীর্ণ মাথা বিনা বাতে ঝরে পাতা
আপনা হইতে নিত্য শোণিত উগারে।
দূর হ'তে লক্ষ্য করি তরু সে সকল,
বিস্ফারিত ছিলাপর বসায়ে সুতীক্ষ্ণ শর
ভ্রমে কত তমচারী দলি ক্ষেত্রতল:

অর্দ্ধ-দেহ নরাকৃতি—কটির উপরে,
পুচ্ছ অশ্ব প্রায় জড়ের গতিতে ধায়
লতা গুল্ম তৃণ তরু বিদ্ধ করে শরে ;
ক্ষত অঙ্গ সে সকল বিষাদে তখন !
নুষ্য-ক্রন্দন-স্বরে ছুটিয়া নিনাদ করে
শর সঙ্গে শুষ্ক ত্বক্ ঝরে যতক্ষণ।
স্থানে স্থানে যমদূত প্রান্তর খুঁড়িয়া
বড়ায় বিকট আঁখি, আঁধারে বদন ঢাকি
অঙ্গার সদৃশ করে খনিত্র ধরিয়া।
অমরীর দিকে ফিরি ব্যগ্রচিত্তে চায়,
রে সম্বোধনে তাঁয় কহে—'দেবি, কি হেথায়
কারা এরা হেন বেশে কাঁদে এ প্রথায় ?
কেন বা কালের চর ওরূপে খনন
রিছে এ সব ক্ষেত্র ?' অমরী প্রশান্ত-নেত্রে
চাহি মানবের দিকে কহিলা তখন—
"গুপ্ত কামে যাহাদের আকাঙ্ক্ষা-প্রবাহ
হে হৃদয়ের তটে সংঘটন নাহি ঘটে
এ সব তাদেরি আত্মা সহে পাপ-দাহ !
মৃত্যুচর হের যত করিছে ভ্রমণ,
টাতে অঙ্কুর বীজে যে যাহার নিজে নিজে
খুঁড়িছে ক্ষেত্রের তল করহ শ্রবণ।
প্রোথিত এ ক্ষেত্রতলে প্রাণি-আত্মা কত
পোড়ে নিত্য তাপানলে অলৌকিক বিধি-বলে
অঙ্কুরিত হয় পরে লতা-গুল্মমত।
ক্ষুদ্র কীট পদতলে ভ্রমিলে যেমন
সর্ব্বাঙ্গে লোমাঞ্চ হয় মানবের দেহময়
সহসা তেমতি হয়, শুন সে বচন।"

শরীরী সে স্থান ছাড়ি অন্তরে দাঁড়ায়।
অমরী মধুরতর বাক্যে কহে—"ভ্রান্ত নর,
সর্ব্ব-ঠাঁই এইরূপ, সরিবে কোথায় ?"
"যাই হোক অন্যস্থানে চল, দেবি, চল,"
মানব কহিলা তাঁয় দ্রুতপদে দুজনায়
সে ক্ষেত্র ছাড়িয়া পশে অন্য ক্ষেত্রতল।
"এই দিকে, হে শরীরী," অমরী কহিলা,
"দেখ চাহি ক্ষণকাল, দুঃখভোগ কি বিশাল
পঙ্কিল-পরাণ যত অসতী মহিলা।"

অমরীর বাক্যে নর হেরে অনিমিষে,
দেখিল পল্লবহীন কত শুষ্ক তরুক্ষীণ
শাখা তুলি শূন্যতলে উঠেছে চৌদিকে।

কহিল—"কোথায় দেবি, না দেখি ত কই,
কোন এক আত্মা-চিহ্ন, শুষ্ক জীর্ণ তরু ভিন্ন
অন্য কিছু কোন স্থানে বিদিত না হই।"
"নিরখিয়া দেখ, নর—হও অগ্রসর,
তবে ত এ তথ্য পাবে" ; বলিয়া ত্বরিতভাবে
বৃক্ষ-সন্নিধানে দেবী আইলা সত্বর।
দেখিলা শরীরী সেথা—শ্মশানে যেমন
চিতাধূমে সমাচ্ছন্ন চিতাতাপে দগ্ধবর্ণ
শাল্মলী খর্জ্জুর তাল—তেমতি দর্শন।

শুষ্ক বৃক্ষ স্থানে স্থানে পত্রশূন্য শির,
গৃধ্রকুল শাখাদেশে বসেছে করাল বেশে
পক্ষীর পুরীষে বৃক্ষ কদর্য্য শরীর।
নখে নখে বিদ্ধি শাখা বসি গৃধ্রদল,
চিবাইছে ধীরে ধীরে চঞ্চু দিয়া চিরে চিরে
স্কন্ধ শাখা শুষিতেছে ঘর্ষি গলতল।
পড়িছে অজস্র বেগে শত শত ধারা—
রুধিরের ধারা হেন ; কাঁপি কাঁপি বৃক্ষ যেন
বিশীর্ণ সংকীর্ণ ক্রমে অন্তঃসার-হারা।
তখন সে সব তরু করিয়া ক্রন্দন
ফাটিছে দ্বিখণ্ড হয়ে হেলিয়া শূন্যেতে রয়ে
দ্বিফল শূলের ভাব করিছে ধারণ।

তাপিতের ঘোর স্বর বদনে সবার,
আত্মাগণ একে একে জীবময় বৃক্ষ থেকে
বাহিরি প্রকাশে দুঃখ চিত্তে যেবা যায়।
অমরী কহিলা—"নর, গৃধ্র হের যত,
এ হেন কদর্য্য-বেশে বসি উচ্চ শাখাদেশে
পক্ষী নহে ও সকল—পক্ষীরূপগত।

শমনের ভীমচর রাক্ষস উহারা।"
ত্রস্ত হয়ে চাহে নর গৃধ্ররূপী নিশাচর
সঘনে চীৎকার ছাড়ি উন্মত্ত তাহারা,
পাখার ঝাপটে টানি প্রতি ক্ষণে ক্ষণে,
চঞ্চুতে প্রহার করি ক্ষুরধার নখে ধরি
বিদীর্ণ বৃক্ষের মাঝে ফেলে আত্মাগণে।
অমনি দ্বিখণ্ড তরু দাঁড়ায়ে আবার,
উঠিয়া পূর্ব্বের মত জীববৃন্দ তরুগত
নিদারুণ নিপীড়ন সহে পুনর্ব্বার।
সে সবার মাঝে নর হেরে দুই জন
অশ্রুদগ্ধ গণ্ডতল জীর্ণ-শীর্ণ বক্ষঃস্থল
ক্ষীণ স্বরে বলিতেছে কাতর-বচন—

"হে বিধাতা কেন আর—মরণ কোথায় ?
এ পরাণে নাহি কাজ ধরাও গৃধ্রের সাজ
দেও মরিবারে পুনঃ—অহো প্রাণ যায়।"
মানব জিজ্ঞাসে—"দেবি, দেহ যেন মসী,
কপোলে অশ্রুর ধারা নারীবেশে কে ইহারা
আত্মা হেরে মনে হয় আছিল রূপসী
ছিল যবে ধরাতলে ; প্রাচীনা যে জন
পরিচিত কিবা নামে ? কে উটি উহার বামে
সুরূপা নবীনা বামা—মলিনা এখন ?"
"জিজ্ঞাসি নিকটে গিয়া"—বলিয়া অমরী
তাদের নিকটে যায় ধীরগতি পায় পায়
ভাবিয়া চলিল নর গ্রীবা নত করি।
নিকটে আসিছে হেরি শকুনির পাল,
পক্ষ সাপটিয়া সবে, ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ রবে
তুলিল এমনি ঝড় প্রচণ্ড করাল,
অমরী মানব দোঁহে যেন অকস্মাৎ
পক্ষ-ঝাপটের জোরে পড়ে ঘূর্ণবায়ু-ঘোরে
সঙ্কট বুঝিয়া দেবী ঊর্দ্ধে তুলি হাত
বলিলা "হে ধর্ম্মচারী, ক্ষান্ত দেও রোষে।
আমরা পাপাত্মা নহি বিধাতার বিধি বহি
পশেছি এ পাপদেশে—নহে অন্য দোষে।"

ঝঙ্কার পাখার নাদ নীরব তখনি,
গিয়া দুই আত্মা-পাশে মানব কম্পিত ত্রাসে
সুধাইল দুইজনে। শ্রবণে সে ধ্বনি
উচ্ছ্বাসি গভীর শ্বাস প্রাচীনা যে জন
কহিলা—"হে দেহধর শাপযুক্ত আমি নর
দেবগুরু-ভার্য্যা আমি—পাপেতে এমন ;
কামিক নরক-মাঝে হের হে তারায়।"
বলিয়া যুগল করে বদন ঢাকিল পরে
বৃক্ষ-কারাগারে ছাটে শিহরি লজ্জায়।

জীবময় অন্য প্রাণী বলিলা বিষাদে—
"আমি নর পাপীয়সী অশুচি প্রণয়ে পশি
এ ভোগ ভুগি হে হেথা চির-অনাহ্লাদে ;
"আমি বিদ্যা ভারতের" বলিয়া লুটায়
শরাহত মৃগী-প্রায়— নরদেহী বেদনায়
অমরী সহিত ফিরে অন্য দিকে যায়।

না চলিতে বহুপথ শিহরে মানব,
দেখিল সম্মুখে তার গলে ভুজঙ্গের হার
ছুটিছে জীবাত্মা এক নিনাদি ভৈরব।

হৃদিতল ফুঁড়ি ফুঁড়ি দংশিছে ফণিনী,
হৃদিতলে ধারা ঝরে সর্প ধরি ডানি করে
টানিতে টানিতে ফণী ছুটেছে রমণী।
"কে তুমি"—জিজ্ঞাসে নর ভয়ে চমাকত,
উন্মাদিনী প্রায় হেন অজ্ঞানে ছুটিছ কেন ?
কহ শুনি কি পাতকে এখানে প্রেরিত ?"
স্তম্ভিত নরের বাক্যে—দাঁড়ায়ে সম্মুখে
সে জীবাত্মা জড়বৎ নিবারিতে হেরি পথ
কহিতে লাগিল বাণী নিদারুণ দুখে—
"সুধায়ো না হে শরীরী, সে কথা আমায়,
মিশর-রাজ্ঞীরে হায় কে না জানে বসুধায়—
কুলটার ঘোর তাপ এখন কোথায় !
চল নিরখিবে কিবা যাতনা দুঃসহ
ভুগি প্রাণে অনুক্ষণ কুলটার কি শাসন
দেখিবে চল হে চক্ষে দুঃখ বিষবহ।

কে ইনি,"—বলিয়া ক্ষান্ত হইল তখনি,
চাহি অমরীর মুখে দারুণ মনের দুখে
নতশিরে অধোমুখে দাঁড়ায়ে রমণী।
ধীর শান্ত সুশীতল দেবীর বচন,
ঝরিল পীযূষ তুল্য সে পীযূষ কি অমূল্য
পঙ্কিল পরাণ যার জানে সেই জন।
"যাও আগে হে জীবাত্মা দেখাও মানবে,"
অমরী বলিল তায়, "ব্যভিচার পিপাসায়
কিরূপে নিবারে যম—দেখাও সে সবে।"

নীরবে চলিলা এবে ত্রিবিধ পরাণী,
দেব-আত্মা দেহী নর, পাপিনী নরকচর—
আগে চলে সকলের মিশরের রাণী।
এড়ায়ে সে তারকার কঠোর প্রাঙ্গণ,
যেথা অন্য তারাতলে কৃষ্ণবর্ণ বালু জ্বলে
সেই বালু-সাগরেতে চলে তিন জন।
দেখে নর ভয়ে কাঁপি উচ্চ শলাকায়,
শত শত প্রাণি-প্রাণ অধঃশিরে লম্বমান
পদ-পৃষ্ঠ শলাবিদ্ধ অদ্ভুত প্রথায় !
সে সব আত্মার কাছে করাল-মূরতি
নিষ্ঠুর কালের চর ছড়ে ছড়ে দেহান্তর
ছিঁড়িছে হুঙ্কার ছাড়ি—প্রকাশি শকতি।

ভীষণ শ্বাপদকুল অতি কৃশোদর,
ক্ষুধাতে আতুর যেন, ব্যাদান বিস্তারি হেন,
গ্রাসে গ্রাসে খণ্ড করি টানে নিরন্তর।

সে সব আত্মার দেহ, হেরি চাহে নর
অমরীর মুখপানে দয়া-বিচলিত প্রাণে
অমরী ত্বরিত নরে কৈলা স্থানান্তর!
না যাইতে বহুদূর সে দেশ হইতে
শরীরীর শ্রুতিভরে কঠোর কর্কশ স্বরে
নিদারুণ শোকবাণী বহিল বায়ুতে।
কঠোর শুনিতে যথা শোকের কীর্ত্তন,
শব-দেহ স্কন্ধে ধরি হরি হরি শব্দ করি
জ্ঞাতিবর্গ গঙ্গাতীরে আগত যখন।
সেইরূপ শোকময় কঠোর নিনাদ,
সহসা দক্ষিণ হ'তে প্রবেশিল শ্রুতিপথে
চমকে মানব-চিত্তে শুনে সে বিষাদ।
চমকি হেরিল নর—নিরখে সম্মুখে,
যেন স্তূপাকার বালি অঙ্গেতে মাখিয়া কালি
চলিছে উর্ম্মি-আঘাতে সাগরের বুকে।
নিকটে আসিলে পরে তখন নেহারে,
আত্মাময় প্রাণী যত চলিছে বালির মত
দলে দলে কৃষ্ণবর্ণ বালুসিন্ধু-ধারে।
উড়িল দেহীর প্রাণ দেখিল যখন,
সে সব আত্মার হাতে ছিন্ন নিজ নখাঘাতে
হৃৎপিণ্ড, শিরোঘ্ন ও বীভৎস দর্শন।

দলে দলে চলে সবে—শরীরে কম্পন,
যেন বাতশ্লেষ্ম-জ্বরে, করস্থিত মুণ্ড ধ'রে
চৌদিকে গৃধিনীপাল করিছে খণ্ডন!
অচেতন-প্রায় জীবী নয়ন মুদিল;
অকস্মাৎ ভীমনাদ,—স্রোতে যেন ভাঙ্গে বাঁধ
ছুটায়ে বন্যার জল তেমতি শুনিল!
আতঙ্কে দেখিল দেহী—ঘর্ম্মে সিক্ত ভাল—
ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ তীক্ষ্ণদন্ত, ঊর্দ্ধকর্ণ
যমদূত-বিতাড়িত ছোটে ফেরুপাল।

চকিতে জীবাত্মাবৃন্দ নিরখি পশ্চাতে,
ছুটে বেগে রুদ্ধশ্বাসে নয়ন না মিলে ত্রাসে
উড়ে যেন ধূলিবৃন্দ ঝটিকা-আঘাতে!

অন্যদিকে প্রাচীরের পৃষ্ঠদ্বার যেথা,
বেগে প্রবেশিয়ে তায় নির্গত হইতে যায়
হেরে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দ্বারদেশে সেথা—

মহা অজগর-প্রায় দেহের গঠন,
স্কন্ধদেশে দুই পাখা বল্কলে শরীর ঢাকা
শত কুণ্ডলেতে পুচ্ছ রাক্ষস-বদন।

ধাবিত জীবাত্মাগণ যেই দ্বারে আসে,
সেই ভীম অজাগর ব্যাদানি মুখ-গহ্বর
পঙ্কের ঝাপটে সবে মুহূর্ত্তেকে গ্রাসে।
তীক্ষ্ণ দন্তে পিষি পিষি নিক্ষেপে জঠরে,
আবার বমন করে আবার গরাসে ধরে
কখন পেষণ করে পূরিয়া উদরে!
এ হেন পীড়ন সহি প্রহরেক কাল,
সেই সব পাপী-প্রাণ হতাশেতে হতজ্ঞান
প্রাচীর-ভিতরে ছুটে ভেটে ফেরুপাল।
তখন সে মহোরগ রাক্ষস-বদন,
বিকট চীৎকার করি বলে—"রে সতীর অরি
লম্পট কুট্টনীপাল জঘন্য জীবন,
এ ভোগ তোদেরি যোগ্য; যে বিষ ধরায়
ছড়াইলি দেহ ধরি সেই বিষ প্রাণে ভরি
ভবিষ্য-জঠরে ভোগ চির-যাতনায়!"
হেরি সে দেহধারী নর, শুনিয়া গর্জ্জন,
অমরীর দিকে দেখি কহিল "জনান, এ কি?
কোথায় আমারে দেবি আনিলে এখন?
এখানে কি পুণ্যময়ী দুহিতা আমার?
এ কি তার যোগ্যবাস? সে চারু কুসুমহাস
ফোটে কি এখানে কভু? কাছে চল তার।"
"হে দেহী, তোমার চিত্ত করিতে উজ্জ্বল,
পূরাতে তোমার আশা এ দুঃখ-নিবাসে আসা
দেখাব কন্যারে তব সঙ্গে ফিরে চল।
তনয়া দেখিতে হেন ভুবনে ভ্রমণ
করিতে হবে না এবে, চল ধরাতলে নেবে;
বিগত কলুষ তাপ বিগত সকল পাপ
আত্মাময় নন্দিনীর পাবে দরশন।"
এত বলি নিদ্রাগত করিয়া মানবে,
চলিল অমরী ত্বরা পূর্ণচন্দ্র জ্যোৎস্নাভরা
মৃদু মরুতের গতি উতরিল ভবে।
রাখি নরে ধরাতলে জাগায়ে চেতন,
পূর্ণ-ছটা প্রতিভায় দিব্য চক্ষু দিয়া তায়
বিনয়-বিনম্র মুখে দাঁড়ায়ে দেহী-সম্মুখে
কহিলা—"হের গো তব দুহিতা এখন।"
বিস্ময়-আনন্দ বেগে আপ্লুত হৃদয়,
নিরমল ধরাবাসী নির্ম্মল শশাঙ্ক-হাসি
ধরাতলে আসি যেন হয়েছে উদয়।
মস্তকে মুকুট-ছটা জ্বলিছে মণ্ডলে,
সুধাগন্ধ অঙ্গে ঝরে গড়া যেন রশ্মিথরে

নয়ন নীলিমা-সিন্ধু কপালে কিরণ-বিন্দু
রেখাগত ইন্দু যেন ঈষৎ উজলে!
সন্তপ্ত-নয়নে হেরি মানব-বদন,
কহিলা সুষমারাশি—"তাত, এবে অবিনাশী
আত্মাময় ও শরীর—ঘুচেছে স্বপন।
সে স্বপন এ জগতে সবারি ঘুচিবে,
পাপানলে দগ্ধ হয়ে তাপানল হৃদে লয়ে
প্রক্ষালি ধরার ক্ষার খুলায়ে শমন-দ্বার
আমার মতন যবে স্বর্গেতে পশিবে।
হে তাত, দেখিতে পুনঃ হয় যদি মন,
এরূপে জীবাত্মাময় অনন্ত তারকাময়
পুনর্ব্বার দুহিতারে করিও স্মরণ।"
এত বলি শোভাময়ী আকাশে মিশিয়া,
ক্ষণকাল অন্তর্ধান হৈল ছাড়ি মরস্থান,
বিস্ময়ে বিহ্বল নর নিস্তব্ধ ধরণীপর
ভাবিতে লাগিল যেন স্বপনে জাগিয়া।

সম্পূর্ণ।

চিত্ত-বিকাশ

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

"RENOUNCE ALL STRENGTH BUT STRENGTH DEVINE
AND PEACE SHALL BE EVER THINE,"

COWPER.

বিজ্ঞাপন।

শরীর সুস্থ এবং মনের সুখ না থাকিলে কোন চিন্তার কার্য্য হয় না; বিশেষতঃ গ্রন্থ-প্রণয়ন অথবা কবিতা রচনা করিতে হইলে ঐ দুইটি নিতান্ত প্রয়োজনীয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার ঐ দুইটিরই অভাব হইয়াছে, তথাচ চিন্তায় কালাতিপাত না করিয়া আত্মকল্পনা ও প্রকৃতির শোভা সন্দর্শনে মনে যে সকল ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা কবিতাকারে নিবদ্ধ করিলাম। উপরি-লিখিত অবস্থাক্রমে ইহা যে সকল সহৃদয় মহাত্মগণের চিত্ত-বিনোদক হইবে, ইহার আশা নাই। তবে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের কিছু উপকারে আসিতে পারে, এই ভাবিয়া ইহা মুদ্রিত করিলাম।

কাশীধাম,
ইং ১৮৯৮।২২ ডিসেম্বর।
বাং ১৩০৫। ৯ পৌষ।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিত্ত-বিকাশ

হের অই, তরুটির কি দশা এখন!

হের অই তরুটির কি দশা এখন ;
বিরাজিত বনমাঝে আগে সে কেমন!
ছিল সু-রসাল কাণ্ড সুচারু গঠন,
উন্নত শিখরে অভ্র করিত ধারণ
শাখা শাখী চারি পাশে উত্থিত কেমন,
বিটপে আতপ তাপ হইত বারণ।
পড়িত তাহার তলে ছায়া সুশীতল,
ফুটিত কেমন ফুল কিবা পরিমল।
কতই লতিকা উঠে জড়াইত গায়,
কতই পথিক শ্রান্ত আসিত তলায়।
ঝটিকা-ঝাপটে এবে হারায়ে স্ব-বল,
হেলিয়া পড়েছে আজি পরশে ভূতল!
শুকায়েছে শুকাতেছে বিটপ-পত্রিকা,
খসিয়া পড়িছে ভূমে আশ্রিত লতিকা,
শুষ্ক ফল পুষ্প পড়ি ভূমিতে লুটায়,
আশে পাশে বিহঙ্গেরা উড়িয়া বেড়ায়।
নিরাশ্রয় ভগ্ননীড় নিকটে না যায়।
পথিক সতৃষ্ণ-নেত্রে তরু-পানে চায়।
ছায়া বিনা কেহ তথা বসিতে না পায়,
নিকটে আসিয়া কেহ ক্ষণ না দাঁড়ায়,
পূর্ব্বকথা ব'লে ব'লে পথে চ'লে যায়।
দেখিয়া তরু রে তোরে প্রাণ কাঁদে মম,
আছিল আমার (ও) আগে সবই তোর সম।
শাখা শাখা ফল পুষ্প সুবেশ সুঘ্রাণ,
করেছি কতই জনে সুচ্ছায়া প্রদান।
হেলিয়া আমার গায় লভিয়া আশ্রয়,
কতই লতিকা লতা ছিল সে সময়,
নিজ পর ভাবি নাই অনন্ত-উপায়,
যে এসেঁছে আশা ক'রে, দিয়াছি তাহায়,
এখন আপনি হেলে পড়েছি ধরায়,
অগণ আশ্রিত জন কাঁদিয়া বেড়ায়।
কে দেখে আমারে আজ ফিরায়ে নয়ন,
হের অই তরুটির কি দশা এখন।

বিভু কি দশা হবে আমার

বিভু কি দশা হবে আমার?
একটি কুঠারাঘাত শিরে হানি অকস্মাৎ
ঘুচাইলে ভবের স্বপন—
সব আশা চূর্ণ ক'রে রাখিলে অবনীপরে
চিরদিন করিতে ক্রন্দন।
আমার সম্বল মাত্র, ছিল হস্ত, পদ, নেত্র
অন্য ধন ছিল না এ ভবে,
সে নেত্র ক'রে হরণ, হরিলে সর্ব্বস্ব ধন
ভাসাইয়া দিলে ভবার্ণবে।
চৌদিকে নিরাশা-ঢেউ রাখিতে নাহিক কেউ
সদা ভয়ে পরাণ শিহরে,
যখনি আগের কথা মনে পড়ে পাই ব্যথা
দিবানিশি চক্ষে জল ঝরে।
কোথা পুত্র কন্যা দারা সকলি হয়েছি হারা
গৃহ এবে হয়েছে শ্মশান,
ভাবিতে সে সব কথা হৃদয়ে দারুণ ব্যথা
নিরাশাই হেরি মূর্ত্তিমান্।
সব ঘুচাইলে বিধি হ'রে নিয়ে চক্ষুনিধি
মানবের অধম করিলে।
বল বিত্ত সব হীন, পর-প্রতিপাল্য দীন
ক'রে ভবে বাঁধিয়ে রাখিলে।
জীবনে বাসনা যত সকলি করিলে হত
অন্ধকারে ডুবায়ে অবনী ;
না পাব দেখিতে আর ভবের শোভা-ভাণ্ডার
চির-অন্তমিত দিনমণি।
ধরা শূন্য স্থল জল অরণ্য ভূমি অচল
না থাকিবে কিছুর (ই) বিচার,

চিত্ত-বিকাশ।

না রবে নয়নে দৃষ্টি তমোময় সব সৃষ্টি
দশদিক্ ঘোর অন্ধকার—
বিভু! কি দশা হবে আমার।
প্রতিদিন অংশুমালী সহস্র কিরণ ঢালি
পুলকিত করিবে সকলে;
আমার রজনী শেষ হবে না কি? হে ভবেশ!
জানিব না দিবা কারে বলে?
আর না সুধার সিন্ধু, আকাশে দেখিব ইন্দু
প্রভাতে শিশিরবিন্দু জলে,
শিশির বসন্তকাল আসে যাবে চিরকাল
আমি না দেখিব কোন কালে!
বিহঙ্গ পতঙ্গ নর, জগতের সুখকর
তাও আর হবে না দর্শন,
থাকিয়া সংসার-ক্ষেত্রে, পাব না দেখিতে নেত্রে
দেবতুল্য মানব-বদন।
নিজ কন্যা পুত্র-মুখ পৃথিবীর সার সুখ
তাও আর দেখিতে পাব না,
অপূর্ব্ব ভবের চিত্র থাকিবে স্মরণ মাত্র
স্বপ্নবৎ মনের কল্পনা;
কি নিয়ে থাকিব তবে তবে কি সাধনা হবে
ভবলীলা ঘুচেছে আমার,
বৃথা এবে এ জীবন হয় না কেন এখন
বৃথা রাখা ধরণীর ভার।
ধন নাই বন্ধু নাই কোথায় আশ্রয় পাই
তুমিই হে আশ্রয়ের সার,
জীবনের শেষকালে সকলি হরিয়া নিলে
প্রাণ নিয়া দুঃখে কর পার—
বিভু! কি দশা হবে আমার!

কি হবে কাঁদিয়া?

কি হবে কাঁদিয়া জগৎ ভরিয়া,
সবারি এ দশা, কিছু চির নয়,
চিরদিন কারো নাহি রয় স্থির,
চিরকাল কারো সমান না যায়।
পরিবর্ত্তময় সদা এ জগৎ।
নাহি ভেদাভেদ ক্ষুদ্র কি মহৎ;
হ্রাস বৃদ্ধি নাশ যার যে নিয়ত,
পল অনুপল পৃথিবীময়।

আমি কিবা ছার নগণ্য পামর,
শত শত কত মহাভাগ্যধর,
বিরাট্ সম্রাট্ দেবতুল্য নর,
উন্নতি পতন সবার হয়।
কোথা আজি সেই অযোধ্যার ধাম?
কোথা পূর্ণব্রহ্ম সীতাপতি রাম?
কোথা আজি সেই পাণ্ডবের সখা?
কোথায় মথুরা কোথায় দ্বারকা?
কে পারে লঙ্ঘিতে অদৃষ্ট-শৃঙ্খলে?
ঘটেছে আমার যা ছিল কপালে।
কে পারে রাখিতে বিধাতা কাঁদালে?
বৃথা তবে কেন কাঁদিয়া মরি?
এস ভগবান্, কর ধৈর্য্য দান,
কর শান্তিময় অশান্ত পরাণ।
সৌভাগ্য অভাগ্য ভাবিয়া সমান,
নিজ কর্ম্ম যেন সাধিতে পারি।
সুচির বসন্ত, হাসে না ধরায়,
না চির-হেমন্ত ধরণী কাঁপায়,
উত্তপ্ত নিদাঘ প্রাবৃটে জুড়ায়,
অনিত্য সকলি বিধির ইচ্ছায়!
দুর্দ্দিনের দিনে যেই বলীয়ান্,
সহিতে বিধির কঠোর বিধান!
নমে না টলে না নহে ম্রিয়মাণ,
যে পারে তাঁহারি জীবন ধন্য!
এ ভব-সাগরে ধ্রুব লক্ষ্য ক'রে,
রাখিতে আপনা আবর্ত্তের ঘোরে,
না হারায়ে কূল না ডুবে পাথারে,
নাহি রে নাহি রে উপায় অন্য।
আমা হ'তে আরো কত ভগ্যধর,
হারায়ে সাম্রাজ্য শৌর্য্য বীর্য্য আর,
পড়িছে ভূতলে অদৃষ্টের ফলে,
ধৈরযে আবার বাঁধিছে হিয়ে।
কি ছার আমি যে হয়ে ভাগ্যহীন,
কাঁদি এত, ভাবি দেখিয়া দুর্দ্দিন,
কেন কাঁদি এত কেন বা কাঁদাই,
রাখ আমায় নাথ ধৈরয দিয়ে।
আপনারি দোষে আপনি হারাই,
বিধাতারে কেন সে দোষে জড়াই,
এ সান্ত্বনা কেন পরাণে না পাই!
নিজ কর্ম্মফল অদৃষ্ট কেবল।

কত দিন তরে এ জীবন রয়,
সংসারের খেলা সব(ই) স্বপ্নময়,
বুঝিয়াও মন বুঝে না ত তায়,
কেন সদা ভাবি হইয়া বিকল॥
আমি আমি করি, কে আমি রে ভবে?
কেন অহঙ্কার এত দম্ভ তবে;
নাম গন্ধ চিহ্ন সকলি ফুরাবে,
দুদিন না যেতে ভুলিবে সবে!
ভুল না ভুল না শেষের সে দিন,
মহানিদ্রা-ঘোরে ঘুমাবে যে দিন,
আবাস-ভাণ্ডার বিভব-বিহীন,
যার ধন তার পড়িয়া রবে।
দাসে দয়াবান্ হও ভগবান্,
ঘুচাও মনের ঘোর অভিমান।
কর কৃপাময় কৃপাবিন্দু দান,
হৃদয়-বেদনা ঘুচায়ে দাও;
ডাকি হে শ্রীহরি শ্রীচরণে ধরি,
মোহ-অন্ধকার দাও দূর করি,
দেহ শান্তি প্রাণে এই ভিক্ষা করি,
অভাগার শেষ আশা মিটাও॥

জয় জগদীশ জয় বল রে বদন।

জয় জগদীশ জয় বল রে বদন,
বিভুগানে মাতোয়ারা, জগৎ আনন্দে ভরা,
সাজিয়াছে বসুন্ধরা পরিয়া ভূষণ,
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন।
কাননে কুসুম ফুটে, আনন্দে পবন ছুটে,
পরিমল মাখি গায় করয়ে ভ্রমণ,
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন;
বিহঙ্গ প্রফুল্ল প্রাণ, সুখে করে বিভুগান,
সুমধুর কণ্ঠস্বরে পূরিয়া কানন,
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন।
শূন্যেতে সঙ্গীত ঝরে, অমর-কণ্ঠের স্বরে,
বেণু বীণা জিনি রব বাদ্যের নিক্কণ,
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন।
সকল ব্রহ্মাণ্ডময়, জয় বিভু শব্দ হয়,
প্রেমময় বিভুগানে মত্ত ত্রিভুবন,
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন।
হেরে বিশ্বরূপ যাঁর, ভয়ে কাঁপে চরাচর,
প্রকৃতি প্রণয় করি করয়ে অর্চ্চন,
চমকিত বিশ্ববাসী করে দরশন!
প্রজ্বলিত অন্তরীক্ষে, সুমাল্য শোভিছে বক্ষে,
ঢেকেছে বিরাট্ বপু ব্রহ্মাণ্ড-ভুবন।
জলে চক্ষু জ্বালাময়, যেন শত সূর্য্যোদয়,
সহস্র সহস্র রক্ত শ্রবণ নয়ন,
সহস্র সুভুজ-দণ্ড, সহস্র সহস্র মুণ্ড,
মণ্ডিত কিরীটে শূন্য করে পরশন,
সহস্র সহস্র গ্রীবা, সহস্র সহস্র জিহ্বা,
সহস্র সহস্র কর বজ্র আকর্ষণ,
সহস্র সহস্র পদ, যেন কোটি কোকনদ,
ফুটিয়া ব্রহ্মাণ্ডময় ছড়ায় কিরণ,
শত সিন্ধু পদতলে, কত নদ নদী চলে,
ছুটে সে চরণতলে, কোটি প্রস্রবণ!
হেরে বিশ্ববাসিগণ বিস্ময়ে মগন,
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন।
ভুবনমোহন রূপ নেহারি আবার,
মহানন্দে বসুন্ধরা করয়ে বিহার,
যখন বসন্তকালে, নাচিয়া তরঙ্গ চলে,
ধীরে সমীরণে খেলে তটিনীর পুলিনে!
নিদাঘে জোছনা নিশি, হাসিয়া অমিয় হাসি,
যখন উদয় হয় তারাহার গগনে।
পুন যবে বরষয়, বেগে স্রোতোধারা ধায়,
কুতূহলী বনস্থলী শিখী নাচে বিপিনে।
যখন সুধার অংশে, শরৎ-চন্দ্রমা-পাশে,
চকোর চকোরী ভাসে দূর শূন্য-গগনে;
দেখি বসুমতী হাসে আনন্দিত-মনে,
জয় জগদীশ জয় বল রে বদনে।
জয় জগতের ভূপ, জয় হে অনাদিরূপ,
জয় পরমেশ জয়, অচিন্ত্য পুরুষ জয়,
জয় কৃপাময় জয় জগত-জীবন।
ঈশ হরি জগদীশ গাও রে বদন,
অনাদি অনন্ত রূপ জয় নারায়ণ,
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন।
বিহর বিহর হরি, জগজ্জন-মন হরি!
ভুবনমোহন রূপে ভুলাও ভুবন,
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন!
জয় বিশ্বরূপ জয়, অনাদি পুরুষ জয়,
জয় প্রেমময় হরি ব্রহ্মাণ্ড-তারণ,

জয় জগদীশ জয় বল রে বদন।
চরণে করিয়া নতি বল হে তার শ্রীপতি
কর হে জীবের গতি দিয়া শ্রীচরণ,
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন।

কৌমুদী।

হাস রে কৌমুদি হাস সুনির্ম্মল গগনে,
এমন মধুর আর নাহি কিছু ভুবনে।
সুধা পেয়ে সিন্ধুতলে,
দেবতারা সুকৌশলে,
লুকাইলা চন্দ্রকোলে লেখা আছে পুরাণে,
বুঝি কথা মিথ্যা নয়,
নহিলে চন্দ্র উদয়,
কেন হেন সুধাময় ব্রহ্মাণ্ডের নয়নে।
আহা কি শীতল রশ্মি চন্দ্রমার কিরণে,
যেখানে যখন পড়ে,
প্রাণ যেন লয় কেড়ে,
ভুলে যাই সমুদয়,
চেতনা নাহিক রয়,
জাগিয়া আছি কি আমি কিংবা আছি স্বপনে।
আহা কি অমিয় খনি শরতের গগনে!
কিবা সন্ধ্যা কিবা নিশি,
যেই হেরি পূর্ণ শশী,
ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে যাই,
শুধু সেই দিকে চাই,
হেরি পূর্ণ সুধাকরে অনিমিষ-নয়নে।
পড়ে কিরণের ঝারা ঢাকি হৃদি বদনে,
যত হেরি সুধাকরে,
হৃদয়ের জ্বালা হরে,
কোথা যেন যাই চ'লে,
স্বপ্নময় ভূমণ্ডলে,
সংসারের সুখ-দুঃখ নাহি থাকে স্মরণে॥

স্মৃতিসুখ।

শ্রীরাধার উক্তি।

রে ময়ূর নাচ্ অমনি,
নেচে তুই আয় রে কাছে;
বড় সাধ মোর দেখিতে ও নাচ
দেখিলে মোর পরাণ বাঁচে;
আয় রে নেচে নেচে ছড়ায়ে পেখম,
শশাঙ্কের ছাঁদ ছড়ান যায়,
জলধর-তনু কিরণের ছটা
প্রতি চাঁদ-ছাঁদে প্রকাশ পায়।
পা দুখানি ফেল তালে তালে তালে
নীল গ্রীবাতল সু-উচ্চ করি,
নাচিতিস্ আগে তুই রে যেমন,
নিকুঞ্জ-মাঝারে গরবে ভরি।
তোর নাচে তিনি তুড়ি দিয়া দিয়া,
নাচাতেন আরো ঠারি আমায়,
কভু তোর নাচে উল্লাসে মাতিয়া,
নাচিতেন হেম নূপুর পায়।
নাচিতিস্ যেই শুনিতিস্ কানে
তাঁহার চরণ-নূপুর-ধ্বনি,
কিংবা করতালি অঙ্গুলি-বাদন,
যেখানে সেখানে থাক্ যখনি।
নিকুঞ্জ-ভিতরে কদম্বের ডালে,
কিবা কেলি-শৈল-শিখর-উপরে,
বিপিনে কি বনে যমুনা-পুলিনে,
সরোবর-কূলে কি হ্রদ-তীরে।
যখন ধরিত মুরলীর তান,
থাকিত না তোর চেতনা বা জ্ঞান,
শশাঙ্ক-শোভিত কলাপ প্রসারি
নাচিতিস্ হয়ে উন্মত্ত-প্রাণ।
বড়ই সম্ভ্রম করিতেন তিনি,
সেই প্রিয়সখা তোয় আমায়;
তোর পাখা লয়ে বাঁধিয়া চূড়ায়
ধরিলেন কি না আমার পায়।
কি যে এ সম্ভ্রম আদর মনেতে
তুই কি বুঝিবি বনের পাখী;
আমি রে মানবী আমি বুঝি তায়,
এখনো তাঁহারে হৃদয়ে দেখি।
সে পদ সম্পদ সে আদর মান,
কত দিন হলো কোথায় গেছে,
তবু সে ময়ূর দে'খে নৃত্য তোর,
সকলি আমার প্রাণে জাগিছে।
সকল(ই) তো গেছে সব ফুরায়েছে,
আর ত ফিরিয়া না পাব তায়,
তবুও এখন (ও) স্মৃতিগত সুখ
ভেবেও তাপিত হৃদি জুড়ায়।

আয় রে ময়ূর নাচিয়া অমনি
আয় রে আমার নিকটে আয় ॥

খদ্যোত ।

কি শোভা ধরেছে তরু খদ্যোত-মালায়,
শাখাখণ্ড সমুদয়, হতেছে আলোকময়,
কি চারু সুন্দর শোভা জুড়ায় নয়ন !
নীল আভা পুচ্ছে ঝরে, শোভিতেছে তরুপরে,
লক্ষ আলোকের বিন্দু ফুটেছে যেমন ।
হেরে মনে হয় হেন, সোনার তরুতে যেন,
লক্ষ হীরাখণ্ড জ্বলে, জড়িত কাঞ্চন !
কখন বা মনে হয় তরুটি যেমন,
আলোকে ডুবিয়া আছে, সর্ব্ব-অঙ্গ ঝকিতেছে,
মনোহর নীলকান্ত কাঞ্চন-কিরণ ।
অথবা যেন বা কেহ অসিত বসনে,
বিন্দু বিন্দু স্বর্ণ-ফুলে, চারু কারুকার্য্য তুলে,
ঢাকিয়া রেখেছে তরু করি আচ্ছাদন ;
কিন্তু পরদিন প্রাতে উদিলে তপন,
কাছে গিয়া হের তায়, কোথায় কাঞ্চন হায়,
দারুময় তরু সেই পূর্ব্বের মতন ।
কোথা বা হীরকমালা নয়ন-রঞ্জন,
তরুতলে ডালে গাছে, দেখিবে পড়িয়া আছে,
কেবল জোনাকী পোকা-পাতি অগণন !
হায় রে কতই হেন বিচিত্র দর্শন,
মানবের সুখকর, নয়ন-মানস-হর,
করেছেন ভগবান্ ভূতলে সৃজন ।
দিবা-বিভাবরী-যোগে কতই এমন,
শ্রুতি-দৃষ্টি মনোলোভা, সৃষ্টি করেছেন শোভা,
মূলহীন সত্ত্বহীন স্বপন যেমন ।
আহা বিধাতার এই মায়ার সৃজন,
নহে বঞ্চনার তরে, শুধুই জুড়াতে নরে,
মায়াজালে জড়ালেন নিখিল ভুবন,
না বুঝে কুমতি নর বিধির মনন ।
নিন্দা করে এ কৌশলে, তাঁহারে নিষ্ঠুর বলে,
বলে তিনি জীবগণে করেন বঞ্চন ।

আলোক ।

আলোক সৃজন হইল যখন,
জগতের প্রাণী উল্লাসিত-মন,
অবনী গগন জলধি-জীবনে ,
করে বিচরণ পুলকিত-মনে,
মহাসুখে হেরে প্রকৃতির মুখ,
হেরে পরস্পরে হইয়া উৎসুক ।
চমকিত-চিতে করে দরশন,
লাবণ্য-মণ্ডিত জগত-বদন,
কিরণ-ভূষিত ভূতল আকাশ,
অতুল সুষমা চন্দ্রিমা প্রকাশ ।
জগতের জীব আনন্দিত-মন,
প্রাণি-কণ্ঠ-রবে পূরে ত্রিভুবন,
আলোকে উজ্জ্বল লোক সমুদয়,
জয় জয় শব্দ ত্রিভুবনময় ।
জগৎ হইল আলোকময়,
ঘুচিল আঁধার জড়তা ভয়,
বিধাতার এই অতুল ভুবন,
হইল তখন আনন্দ-কানন,
তরুলতা তৃণ মৃৎ ধাতু জল,
নিজ নিজ রঙে সাজিল সকল ;
পতঙ্গ বিহঙ্গ কুরঙ্গ কুঞ্জর,
কিরণ মাখিয়া অতি মনোহর,
রঞ্জিল গগন বিবিধ বরণে,
নানা বনফুল ফুটিল কাননে ।
আলোকে প্রকাশ হইল তখন,
সুন্দর স্বর্গীয় মানব-বদন,
হেরি সে বদন পশু-পক্ষী যত,
নিজ নিজ শির করিল আনত ।
কি আশ্চর্য্য বিধি-সৃজন-প্রণালী,
এক জাতি কিন্তু বিভিন্ন সকলি ।
আলোক পাইয়া মানবমণ্ডলী,
দেখিতে লাগিল হয়ে কুতূহলী,
নব-সৃষ্টি-শোভা সৃজন কৌশল,
বিধিনিয়মিত শৃঙ্খল সকল,
দিবস-রজনী চন্দ্র-সূর্য্য-গতি,
ষড়-ঋতু-ধারা নিয়ম-পদ্ধতি,
হেরি সৃষ্টি-লীলা স্তম্ভিত হইয়া,
রোমাঞ্চিত কায় বিস্ময় মানিয়া ।

আলোক-মাহাত্ম্য কেবা নাহি জানে,
যে দেখেছে কভু নিশা-অবসানে,
প্রাতঃ সূর্য্যোদয় কিংবা সন্ধ্যাকালে,
পূর্ণ ষোলকলা শশাঙ্ক মণ্ডলে,
যে দেখেছে কভু সরস-বসন্তে,
কি ফুলদল নব নব বৃন্তে
প্রস্ফুট কমল সরসীর কোলে,
হাসি মুখে সুখে ধীরে ধীরে দোলে,
নানা বর্ণ রঙ্গে সুচিত্র কায় ;
বিহঙ্গ সকল কিরণে খেলায়,
দেখেছে কখন (ও) অসূর্য্য গগনে.
আলোকে-মাহাত্ম্য সেই সে জানে।
আলোক-মাহাত্ম্য জানিয়াছে সেই,
চরাচরময় দেখিয়াছে যেই,
লতা পাতা তরু নির্ঝরের গায়,
আলোকের গুণে স্বতঃ ব্যক্ত হয়,
বিধি-হস্তলিপি ; কোথা তার কাছে,
গীতা-উপদেশ জগতে কি আছে,
অমূল্য পদার্থ হেন কিছু আর,
আলোকের সহ তুলনা যাহার ?

বার্দ্ধক্য যখন পরশে তাদের,
দেখিলে তখন হৃদি ব্যথা পায়।
জগতের অঙ্গে নিয়ত নিরখি,
পূর্ণ শোভা আজ প্রকাশিয়ে আছে
কা'ল আর তার চিহ্নমাত্র নাই,
ভেঙ্গে চুরে যেন কোথায় গিয়াছে।
কেন ভগবান্ হেন নিষ্ঠুরতা,
জগতের প্রতি এত কেন বাম ?
না থাকিতে দাও কিছুকাল তরে,
যা দে'খে পরাণে এতই আরাম ?
বিধি কি হে তুমি মনে ভাব লাজ,
নিজ নিপুণতা দেখাইতে ভবে ?
কিবা জীব-সুখে এত হিংসা তব,
না ভুঞ্জিতে দাও তব বিভবে।
এত কি হে সুখ দিয়াছ জগতে,
এ সুখের আর প্রয়োজন নাই ?
দোহাই তোমার, তুমি জান ভাল,
এ ভব তোমার কি সুখের ঠাঁই।

ফুল।

দেখ কি সুন্দর ফুলটি বাগানে,
ফুটিয়া উদ্যান আলো ক'রে আছে ;
লাল রঙে মরি ! কি শোভা উহার,
অরুণের প্রভা অঙ্গে মাখিয়াছে !
এ সৌন্দর্য্য আর ক দিন থাকিবে,
জুড়াবে এরূপে নয়ন-মন ?
কাল না ফুরাতে পরশু হেলিবে
বোঁটাটি উহার, ফুরাবে যৌবন।
হবে নতশির ঝুলিয়া পড়িবে,
এ শোভা তখন থাকিবে;না আর,
ক্রমে পত্রচয় শুকায়ে আসিবে
ভূতলে পড়িবে করে ঝর্ ঝর্।
মানুষের (ও) দেহ সৌন্দর্য্য এমনি
দিন কয় মাত্র তরুণ তরুণী,
যৌবনের কাল ফুরায় যখন,
সে শোভা সৌন্দর্য্য ফুরায় অমনি।
দেখিলে তখন শ্লথ শুষ্ক কায়,
সে যুবা যুবতী চেনা নাহি যায়,

সরিৎ—সময়।

তর্ তর্ ক'রে চলিছে সলিল
শলা তরুমূল করিয়া শিথিল।
ধীরে ধীরে মাটী ফেটে চড়ে চড়ে
কূলে কূলে জলোধস ভেঙ্গে পড়ে।
লতা পাতা বেত স্রোতোবেগে কাঁপে
তরু লতা ঝোপ তীরে ঝাঁপি ঝাঁপে।
ঝির্ ঝির্ ক'রে মাটী ঝরে পাড়ে,
তরু লতা স্রোতে সমূলে উপাড়ে।
সর সর বালি জলতলে সরে,
বাধা পেয়ে শেষে দ্বীপরূপ ধরে।
আম, জাম, শাল, তারুল, তিন্তিড়ী,
তীরে ছায়া করি চলিছে দুধারি।
ফুল-তরু-দল দুকূলে সুন্দর,
ফুল-গন্ধে বায়ু করে ভর ভর।
জল-চর পাখী তীর ছাড়ি ছুটে
মীন মুখে করি পাখা ঝাড়ি উঠে,
চলে স্রোতোধারা ভাঙ্গে গড়ে কত,
আপনার বলে খুলে লয় পথ ;

বাঁধ বাধা বাঁক, কিছু নাহি মানে,
দিবা নিশি চলে আপনার মনে।
উজীর আমীর কাঙ্গাল না গণে,
চলে দিবানিশি আপনার মনে।
তবু তবু ক'রে চলিছে সময়,
পল অনুপল কার (ও) লক্ষ্য নয়,
গতিচিহ্ন নাহি ধরা-অঙ্গে লেখা,
কালের প্রবাহ তাই যায় দেখা।
কত ভাঙ্গে কত গড়ে স্রোতোধারা তার,
ভূমণ্ডলময় সংখ্যা করা ভার।
নব-কিসলয় সম শিশুগণ,
প্রফুল্ল-কুসুম সম যুবা জন,
কাল-নদী-কূলে তরুলতামত,
বাড়ে দিনে দিনে শোভা ধরি কত।
তরুণ যৌবন পূর্ণ হ'লে পরে,
সরল সুঠাম প্রৌঢ় কান্তি ধরে।
বার্দ্ধক্য জরায় শুকায়ে যখন,
কালগর্ভে পড়ে হয়ে অদর্শন।
অবিচ্ছেদ-গতি বহে কাল-স্রোত,
ধরা-অঙ্গে কত করি ওত-প্রোত।
রেণু রেণু করি পর্ব্বতের চূড়া
কালে ভগ্ন হয়ে হয়ে যায় গুঁড়া।

বালুকার স্তূপ বেড়ে বেড়ে কালে,
পর্ব্বত-আকারে ঠেকে শূন্যভালে।
আজ মরুভূমি কা'ল জলে ঢাকা।

বিপুল তরঙ্গ চলে আঁকা-বাঁকা।
আজ রাজ্যপাট অট্টালিকাময়।
কা'ল মহাবন শ্বাপদ-আশ্রয়!
কাল-স্রোত-ধারে নর-ক্রৌঞ্চ কত,
নীরে লক্ষ্য করি ভ্রমে অবিরত;
অবসর বুঝে স্রোতে মগ্ন হয়,
ভক্ষ্য মুখে করি বৃক্ষে উড়ে যায়।
পক্ষ ঝাপটিয়া পূর্ব্ববেশ ধরে,
উচ্চ ডালে বসি ভক্ষ্য জীর্ণ করে।
চলে কাল-স্রোত নাহি দয়া-মায়া।
চলে মুখে নিয়া শিশু-বৃদ্ধ-কায়া।
রাজা দুঃখী ধনী প্রভেদ না গণে,
চলে অবিরত আপনার মনে।
তবু তবু করি কাল স্রোত যায়,
সরিৎ সময় দুই তুল্য প্রায়।

কল্পনা।

কি দেখিনু আহা আহা,
আর কি দেখিব তাহা,
অপূর্ব্ব সুন্দরী এক শূন্য আলো করি,
চাঁদের মণ্ডল হ'তে
উঠিছে আকাশ-পথে,
অসীম মাধুরী অঙ্গে পড়িতেছে ঢলি।
ভাবভরা মুখখানি,
আহা মরি কি চাহনি,
কটাক্ষে ভুলায় নর অমর ঋষিরে,
কি ললাট কিবা নাসা,
মন-ভাষা পরকাশা,
ওষ্ঠাধরে হাসি-রেখা নৃত্য করি ফিরে।
বিচিত্র বসন গায়,
ইন্দ্রধনু শোভা পায়,
বিবিধ বরণে ফুটে কিরণে খেলায়,
যেখানে উদয় হয়,
সুগন্ধি মলয় বয়,
অঙ্গের সৌরভে দিক্ আমোদে পূরায়।
কখন শিখর-শিরে,
বসিয়া নির্ঝর-তীরে,
মিশায়ে বীণার স্বরে গানে মত্ত হয়।

কভু কোন কুঞ্জবনে,
প্রবেশি প্রমত্ত-মনে,
নৃত্য করে নিজ মনে অধীরা হইয়া;
কখন তটিনী নীরে,
ধৌত করি কলেবরে,
তরঙ্গে মিশিয়া ফিরে সঙ্গীত ধরিয়া।

কভু মরুভূমি-গায়,
ফুলোদ্যান রচি তায়,
শুনিয়া পাখীর গান করয়ে ভ্রমণ;
কভু কি ভাবিয়া মনে,
একাকী প্রবেশি বনে,
হাসে কাঁদে নিজমনে উন্মাদ যেমন।
কখন মন্দিরে ধায়,
পূজা করে দেবতায়,
জগৎ-মাতানো গীত প্রেমানন্দে গায়,
কখন নন্দন-বনে,
অপ্সরী অমরী সনে,
খেলা করি কত রঙ্গে তাদের ভুলায়।

কখন অদৃশ্য হয়ে
ছায়া-পথে লুকাইয়ে
দেখাইল কত(ই) ছলা কত রূপ ধরি ;
সদাই আনন্দ মন,
সর্ব্বত্র করে গমন,
বেড়ায় ব্রহ্মাণ্ডময় প্রাণী-দুঃখ হরি।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল,
সব (ই) তার লীলাস্থল,
কোথাও গমন তার নিষেধ না মানে,
তিন লোক আসে যায়,
সর্ব্বত্র আদর পায়,
সে মনোমোহিনী মূর্ত্তি সকলেই জানে।
কভু ছায়া-পথ ছাড়ি
আর (ও) শূন্যে দিয়া পাড়ি
দেখায় অপূর্ব্ব কত ত্রিলোক মোহিয়া,
উঠিতে উঠিতে বালা,
দেখাইছে কত ছলা,
কত রূপে কতমতে নাচিয়া গাইয়া।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড-প্রাণী,
হেরিয়া আশ্চর্য্য মানি,
বিস্ফারিত-নেত্রে সবে বামা-পানে চায় ;
ধরা উলটিয়া ফেলে,
স্বর্গ আনে ধরাতলে,
অমরাবতীর শোভা ধরাতে দেখায়।
চলে রামা বায়ুরথে,
পূরাইয়া মনোরথে,
যখনি যেখানে সাধ সেখানে উদয় ;
কখন (ও) পাতালপুরী,
আলোক-উজ্জ্বল করি,
ঘোর অন্ধকার হরি করে সূর্য্যোদয়।
মরুতে উদ্যান রচে,
মরে প্রাণী পুনঃ বাঁচে,
উত্তপ্ত কিরণ চাঁদে, ভানু স্নিগ্ধকায়,
চপলা চাপিয়া রাখে,
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমে পলকে,
অপরূপ কত হেন ভুবনে দেখায়।
কতই বিস্ময়কর,
কার্য্য হেন হেরি তার,
সুচতুর বাজীকর জাদুর সমান,
হেলায় পূরায় সাধ,
সাগরে বাঁধিয়া বাঁধ,
অগাধ জলধি-জলে ভাসায়ে পাষাণ।
পশু পক্ষী কথা কয়,
"বানরে সঙ্গীত গায়"
গিরি-অঙ্গে পাখা দিয়া আকাশে উড়ায় ;
কখন নাবিকদলে,
ছলিবারে কুতুহলে,
অতল সাগরজলে কমল ফুটায়।
ক্ষণ নিমিষের মাঝে,
মহানগরীর সাজে,
সাজায় কখন বন গহন কাননে,
কখন বা মহারঙ্গে,
ভাঙ্গিয়া ধরণী-অঙ্গে,
সৌধমালা অট্টালিকা, মথয়ে চরণে।
কভু মহাশূন্য-পরে,
সৌর-জগতের ধারে,
দেখায় নূতন সূর্য্য নূতন আকাশ,
নবীন মেঘের মালা,
নবীন বিজলী-খেলা
নব-কলাধর-শশী কিরণ প্রকাশ।
স্বর্গ শূন্য ধরা'পর,
কত হেন কল্পনার,
অলোকসামান্য কাণ্ড দেখিতে দেখিতে,
বিচরি ব্রহ্মাণ্ডময়,
হর্ষ-পুলকিত কায়,
হেরি কত অস্তোদয় হয় ধরণীতে।
ভাবি কত দূর যাই,
যেন তার অন্ত নাই,
শেষে না দেখিতে পাই কোথা যাই চ'লে।
সুন্দর গগন-গায়,
শেষে মিশাইয়া যায়,
চপলা চমকে যেন মেঘের মণ্ডলে।
সহসা চৌদিকে চাই,
তখন দেখিতে পাই,
সেই আমি সেই ধরা সেই তরু জল ;
যাইনি নিমেষ পল,
ছাড়িয়া এ ধরাতল,
তবুও ভ্রমিনু স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল।

এ হেন প্রভাব যার,
প্রসাদ লভিতে তার,
কি দুঃখ এ জগতের ভুলিতে না পারি।
প্রতিদিন কল্পনারে,
পাই যদি পূজিবারে,
নিরানন্দ মাতৃভূমি চিদানন্দ করি।
এ চির মনের সাধ,
মিটিল না অপরাধ,
লয়ো না দুঃখিনী মা গো দৈব প্রতিকূল!
কমলা ঠেলিয়া পায়,
রোধ কৈলা সারদায়,
শুষ্ক আশা-তরু মম বিনা ফল-ফুল।

প্রজাপতি।

কে জানে মহিমাময় মহিমা তোমার,
সামান্য পতঙ্গ এই,
ইহার তুলনা নেই,
কি চিত্র-বিচিত্র করা অঙ্গেতে ইহার।
কিসে ফলাইয়ে রঙ করেছ এমন!
কে জান জগৎ-মাঝে?
কে পারে তুলির ভাঁজে
তুলিতে এমন চিত্র সুন্দর চিকণ।
খেলায়ে রঙের ঢেউ কি রেখাই টেনেছ,
ভিতরে ভিতরে তার,
বিন্দু বিন্দু চমৎকার,
কিবা ছিটা-ফোঁটা দিয়ে সাজায়ে রেখেছ!
লতায় বসিয়া পাখা দুলায় যখন,
কিরণ পড়িলে তায়,
কার চক্ষু না জুড়ায়,
এ মহীমণ্ডল-মাঝে কে আছে এমন!
কি এ শোভা-আকর্ষণ বলিতে না পারি,
ভুলায় শিশুর (ও) মন,
কত আশা আকিঞ্চন,
কতই আনন্দে ছোটে ধরি ধরি করি।
ধরিতে না পারে যদি কি হতাশে চায়,
ধরিতে পারিলে সুখ,
ভুলে সর্ব্ব-শ্রম-দুখ,
মুখেতে কি হাসি-ছটা পুলকিত কায়।
দেব-শিল্পকর-কীর্ত্তি বাখানে সবাই,
বল ত বিশাই শুনি
ক কার্য্য তোমার গুণি,
এর সঙ্গে তুল্য দিতে কোথা গেলে পাই;
সামান্য পতঙ্গে এই শোভা কারিগুরি,
ক্রমশঃ উন্নত স্তর,
আরো কত শোভাধর,
কি আশ্চর্য্য বিধাতার নৈপুণ্য-চাতুরী।
এত দম্ভ কর নর আপন কৌশলে!
ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি গাত্রে,
প্রতি রেখা প্রতি ছত্রে,
দেখ শোভা দেখ বিশ্ব কি কৌশলে চলে;
কিছুই না পাই ভেবে আদি অন্ত সীমা,
সকলি আশ্চর্য্য তব,
অদ্ভুত তোমার ভব,
কে জানে মহিমাময় তোমার মহিমা।

জন্মভূমি।

এই ত আমার জগতের সার,
স্মৃতি-সুখকর জনম-ঠাঁই।
যেখানে আহ্লাদে নবান আস্বাদে,
শৈশব-জীবন সুখে কাটাই॥
যে সুখের দিন আজ (ও) পড়ে মনে,
ভুলিব না যাহা কভু এ জীবনে,
সেইখানেই থাকি যেথায় যাই,
হেরেছি কত নগরী নগর
কত রাজধানী অপূর্ব্ব সুন্দর,
এ শোভা ঐশ্বর্য্য কোথাও নাই।
গৃহ ঘাট মাঠ তরু জলাশয়,
স্মৃতি-পরিমল-মাখা সমুদয়,
হেন স্থান আর কোথায় আছে?
জগতে জননী জনম-ভুবন,
গুরুত্ব-গৌরবে দুই অতুলন,
স্বরূপ (ও) নিকৃষ্ট দুয়ের (ই) কাছে।
এই সে মণ্ডপ পবিত্র আলয়,
(দশভুজা-পূজা কত দেখা হয়)
গীতবাদ্যশালা সম্মুখে তার।
সেই আটচালা নীচেই অঙ্গন,
ইষ্টক-মৃত্তিকা-প্রাচীরে বেষ্টন,
বোধনের বিল্ব পারশে আর॥

হেরে হেন সব চারিদিকময়,
প্রাণভরা সুখে ভরিল হৃদয়,
আবার যেন বা আসিল ফিরে
শৈশব কৈশোর সুখের যৌবন,
বাল্য-সখা সখী বৃদ্ধ গুরুজন,
আবার যেমন চৌদিকে ঘিরে॥
কত পুরাতন কথোপকথন,
হাস্য-পরিহাস সঙ্গীত বাদন,
মানসের চক্ষে দেখিতে পাই।
পুনঃ যেন খেলি সঙ্গীগণে মেলি,
মাঠে ঘাটে ছুট ক'রে জলকেলি,
কালাকাল তার বিচার নাই॥
কখন যেন বা ক্ষুধা-তৃষ্ণাতুর
আতপ-উত্তপ্ত ফিরি নিজপুর,
জননী-নিকটে ছুটিয়া যাই;
কখন (ও) যেন মার কোলে শুয়ে,
জড়সড় হয়ে আঁধারের ভয়ে,
আঁচলে ঢাকিয়া মুখ লুকাই!
কত দিন (ই) হায় সে মায়ের মুখ,
হেরি নাই চক্ষে—দিয়া চির-দুঃখ
কাল দেছে মুছে সে আনন্দ-ছবি।
কত সুখ-কথা হইল স্মরণ,
আনন্দময়ীর হেরে সে বদন,
অন্ধকারে যেন উদিল রবি॥
কতই এ হেন স্মৃতির লহরী
উঠিতে লাগিল প্রাণ-মন ভরি,
ভূতল আকাশ যে দিক্ হেরি।
পুনঃ এল সে নবীন যৌবন,
পুনঃ সে ছুটিল মলয়-পবন,
কামিনী-কুসুমে পুনঃ শিহরি।

ইন্দ্রিয়-উত্তাপে উন্নতর আশা,
ধন-যশ-লোভে বিজয়-পিপাসা,
আবার যেমন প্রাণে জুড়াই।

যাহার আদরে বাল্য সুখে যায়,
যৌবন-আরম্ভে হারায়ে যাহায়,
কবিতা-সুধার আস্বাদ পাই॥

কতই আগের সুখ ভালবাসা,
কতই আকাঙ্ক্ষা কতরূপ আশা,
ফুটে উঠে প্রাণে যেদিকে চাই।

এখন একত্রে কভু একে একে,
অনিমেষ চক্ষু আনন্দ পুলকে,
হৃদয়-মুকুরে হেরি সদাই॥
আগেকার মত যেন হেরি সব,
আগেকারি মত পশু-পক্ষি-রব,
আগেকারি মত করি শ্রবণ;
জুড়াতে পরাণ ইহার সমান,
নাহি কিছু আর, নাহি কোন স্থান
চির-তৃপ্তিকর মধুর এমন।
মহামহিমাময় হয় বর্দ্ধিষ্ণু স্থান,
দারুণ উত্তাপে জ্বলে যায় প্রাণ,
তবুও সে দেশ স্বদেশ যার।
তাহার নয়নে তেমন সুন্দর,
মনোহর স্থান পৃথিবী সাগর,
নাহিক ভূতলে কোথাও আর॥
কে আছে এমন মানব-সমাজে,
হৃদি-তন্ত্রী যার আনন্দে না বাজে,
বহুদিন পরে হেরি স্বদেশ।
না বলে উল্লাসে প্রফুল্ল অন্তরে,
প্রেমভক্তি-মোহ-অনুরাগভরে,
এই জন্মভূমি আমার দেশ॥
তুমি বঙ্গমাতা এত হীন-প্রাণা,
এত যে মলিনা এত দীন-হীনা,
তোমার (ও) সন্তান স্বদেশে ফিরে!
হেরে তব মুখ মনে ভাবে সুখ,
প্রাণের আবেগে হইয়া সোৎসুক,
নিজ জন্মদেশ আনন্দে হেরে।
হে জগৎপতি এ দাস-মিনতি,
রেখ এ দয়া বঙ্গমাতা প্রতি,
বঙ্গবাসী যেন কখনও কেহ।
যেখানেই থাক্ যেখানেই যাক্,
যতই সম্মান যেখানেই পাক্,
না ভুলে স্বদেশ-ভকতি স্নেহ॥

কি সুখের দিন।

কি সুখের দিন মনে পড়ে আজ,
আনন্দ-নির্ঝর হৃদয়ে বয়,
হ'ল বহু দিন আজ (ও) ভুলি নাই,
এখনও সে দৃশ্য তেমনি রয়।

শৈশব-সময় বর্ষ বার তের,
বয়ঃক্রম বুঝি হইবে তখন,
জন্মিয়া অবধি একদিন তরে,
জানি না কখন দুঃখ কেমন।
তখন (ও) পূজার্হ সেই মাতামহ,
সুমেরুর মত উন্নত শরীর,
মাতা পিতা আদি বন্ধু সর্ব্বজন,
সে গিরি আশ্রয়ে আছেন স্থির।
সুখে হাসি খেলি সুখে আসি যাই,
সুখেতে ভাসিয়া করি ভ্রমণ,
সুখে পূর্ণ ধরা শূন্য সুখে ভরা,
সুখের (ই) প্রবাহ ভাবি জীবন।
আদরে লালিত আদরে পালিত,
মাতাম'র আর ছিল না কেহ,
অগত্যা তাঁহার আমাদের (ই) প্রতি,
ছিল আশৈশব অধিক স্নেহ।
আশায় নির্ভর করিয়া আহ্লাদে,
জানাইলে তাঁয় মনের সাধ,
কখন অপূর্ণ থাকিত না তাহা,
পূরাতেন তিনি করি আহ্লাদ।
বৎসরে বৎসরে শারদীয় পূজা,
হইত আলয়ে আনন্দ সহ,
কতই আনন্দ পেয়েছি তখন,
মাসাবধি করি ধরি উৎসাহ।
আসিত প্রত্যহ প্রতিমা দেখিতে,
কত দুঃখী প্রাণী প্রফুল্ল-মুখে,
নব-বস্ত্রে সবে নিজে নিজে সাজি,
সাজায়ে বালিকা-বালকে সুখে।
সে আনন্দ-ছবি তাহাদের মুখে
হেরি কত বার সংশয়ে ভাবি,
করি বেশী শোভা—প্রতিমার কিবা
তাদের প্রফুল্ল মুখের ছবি।
আসে যায় হেন কতই দর্শন,
গ্রাম-পল্লীবাসী কতই আসে ;
ভিক্ষুক যাচক গীত-বাদ্য-কর,
অতিথি অভ্যাগত কত কি আশে।
ক্রমে গৃহাগত আত্মীয়-স্বজন,
কলরব-পূর্ণ সতত আলয়,
প্রিয় সম্ভাষণ মধুর আলাপ,
গৃহের সর্ব্বত্র ধ্বনিত হয়।

সদা হৃষ্টমতি কুটুম্ব-জ্ঞেয়াতি,
আমোদে প্রমোদে রত সদাই,
সর্ব্বপরিজন আনন্দে মগন,
নিরানন্দভাব কাহার (ও) নাই!
সে আনন্দ-মাঝে আমি শিশুমতি,
সদা হেসে খেলে সুখে বেড়াই,
ধনী কি দরিদ্র প্রতিবেশী-ঘরে,
আমার প্রবেশ নিষেধ নাই।
সে কালের প্রথা রামায়ণ গান,
অপরাহ্নে শুনি মোহিত হয়ে,
সমুদ্র-লঙ্ঘন, পুষ্পকে গমন,
শুনি স্তব্ধ হয়ে বিস্ময়ে ভয়ে।
নিশিতে আবার শুনি যাত্রা গান,
সমস্ত রজনী জাগিয়া থাকি
শুনি সে আখ্যান না ভুলি কখন,
হৃদয়-ফলকে লিখিয়া রাখি :
যাট বর্ষ আয়ু ফুরাইতে যায়,
সে সুখের দিন কতই গিয়াছে,
আজি ত সে দিন ভুলেনি হৃদয়,
সে সুখের স্বাদ আজ ত আছে :
জননীর স্তন ক্ষীরের আস্বাদ,
একবার জিহ্বা জুড়ায় যার,
যে জেনেছে বাল্যক্রীড়ার আহ্লাদ,
জগতে কিছু কি চায় সে আর?

ধনবান্।

ধনবান জনবান্ ধরণীর ফুল,
বিনা ধনী কে অবনী সাজাত এমন?
কে পরাত ধরা-অঙ্গে এত আভরণ?
প্রাসাদমন্দির-মালা স্বরগে অতুল?
কাশ্মীর-ভূধর-শিরে যক্ষ-সরোবর
অচ্ছোদ যাহার নাম কাদম্বরী প্রিয়,
কে সেথানে বিরচিল ক্রীড়াবন স্বীয়,
ধনী যদি না থাকিত পৃথিবী-ভিতর।
তাজ অট্টালিকা চখে কে দেখিত আজ,
যার শোভা দেখিবারে ধরা-প্রান্ত হ'তে
প্রতিদিন কত লোক আসে এ ভারতে,
অমূল্য প্রাসাদ-রত্ন অবনীর মাঝ :
বিনা ধনী সুখকর শিল্পের প্রবাহ,

থাকিত না ধরাতলে বিদ্যার আহ্লাদ,
জানিত না নরচিত্ত সাহিত্য-আস্বাদ,
কি আনন্দকর চিত সুখে অবগাহ।
উজ্জ্বল ধরণী-অঙ্গ ধনীর উদয়ে,
রবি-ছটা সম ছটা তাদের প্রকাশে,
একজন ধনী যদি হয় কোন দেশে,
চিরদীপ্ত সে অঞ্চল তার দীপ্তি লয়ে।
কোনকালে ছিল আরে ভারতমণ্ডলে
ভবানা অহল্যা বাই মরিলা দু'জন ;
আজ (ও) দেখ তাহাদের নামের কিরণ
জাগায়ে স্বদেশ-খ্যাতি জগতে উজ্জ্বলে।
কত হেন লব নাম প্রতি দেশে দেশে,
ধনবতী ধনবান্ স্বদেশ-কল্যাণ
সাধন করিয়া নিত্য লভিয়া সম্মান,
সুনাম স্বদেশ পূর্ণ করিছে সুযশে।
সাধিতে জগৎ-হিত ধনীর সৃজন,
বিধাতা তাদের হস্তে দিয়াছেন ধন,
জগতের সুমঙ্গল করিয়া মনন,
এ কথা যে বুঝে মর্ত্ত্যে দেবতা সে জন ;
নিত্য স্মরণীয় সেই মহাত্মা ভূতলে ;
কত দুঃখী প্রাণী-জ্বালা করে নিবারণ,
জগতের কত হিত করে সে সাধন,
সে কথা ভাবিলে প্রাণ আপনি উথলে।
পরের হিতার্থ ধন না বুঝে যে ধনী,
নিজ স্বার্থ-চরিতার্থ সদা বাঞ্ছা করে,
পরহিত ভাবে না যে মুহূর্ত্তের তরে,
সে জন দুরাত্মা অতি জগতের গ্লানি !
বিধাতার বর-পুত্র ধনী এ ধরাতে,
দেবতা হইতে পারে ইচ্ছা যদি করে,
ইচ্ছা করে যেতে পারে নরক-ভিতরে,
স্বর্গ-নরকের দ্বার তাহাদের হাতে।
মহীতে মহীপ-বৃন্দে ধনীর প্রধান,
দৈব-ঘটনায় আজ মহীপতি তারা,
আবার চক্রের গতি হলে অন্যধারা,
পশিয়া ধনী মণ্ডপে হবে শোভামান।
ধনীরাও সংসারের সুখ-দুঃখ-মল,
যে ধনী না বুঝে ইহা ভ্রান্ত-পথে যায়,
ধরার কণ্টক সেই ; যে বুঝে ইহায়,
ফুটে রয় ভবময় শোভায় অতুল।—
ধনবান্ জনবান্ ধরণীর ফুল।

ভালবাসা।

ভালবাসাবাসি এত পৃথিবী-ভিতরে,
সে তৃষ্ণা মিটে না কেন আমার অন্তরে ?
বাল্য হ'তে নিরন্তর খুঁজিয়া বেড়াই,
প্রাণ জুড়াবার সখা তবু নাহি পাই।
কারে ভালবাসা বল, কিবা তার ধারা ?
কি পেয়ে প্রাণের তৃষা মিটাও তোমরা ?
পিতা ভালবাসে কন্যা পুত্র আপনার,
স্বামী ভালবাসে ভার্য্যা প্রিয়তমা তার।
ভাই ভালবাসে ভা(ই)য়ে সোদরা সোদর,
প্রতিপালকেরা ভালবাসে পোষ্য তার,
আশ্রিতে আশ্রয়দাতা ভাবে আপনার,
প্রণয়িনী প্রণয়ীর হৃদয়ের হার।
এ যে ভালবাসা-ভরা দেখি এ সংসার,
ভালবাসা নয় ইহা স্বার্থের বিকার,
স্নেহ দয়া মায়া আর যাহা কিছু বল,
ভালবাসা কিন্তু তবু নহে এ সকল !
প্রাণে প্রাণে বিনিময় ভালবাসা সেই,
সে ভালবাসা ত হেথা দেখিবারে নেই,
কত জনে হাতে তুলে দিয়েছি তাহায়,
সে ত নাহি প্রাণ তার দিয়াছে আমায়।
আমি চাই এক জীউ এক তৃষা মম,
এক চিন্তা এক দৃষ্টি একই শ্রবণ,
এক রাগ অনুরাগ একই মনন,
দুই দুই ঘুচে গিয়ে একত্র মিলন।
অনন্ত মনের গতি,
অনন্ত কল্পনা-স্মৃতি,
অনন্ত আকাঙ্ক্ষা আশা,
অনন্ত প্রাণের তৃষা,
এক জ্ঞান এক ধ্যান একই স্বপন,
তার(ই) নাম ভালবাসা দুজনে মিলন !
এক প্রাণ দুই দেহ,
অভেদ শক্রতা স্নেহ,
অভেদ আচার ভক্তি,
দুই দেহ এক(ই) শক্তি,
পাষাণে পরাণ গাঁথা, একাত্মা জীবন,
এ ভালবাসারে মোরে দিবে কোন্ জন ;
এই ভালবাসা-আশে উন্মত্ত হইয়া,
লজ্জা ভয় লোকনিন্দা সব তেয়াগিয়া,

পরাণে পরাণে তার হইতে সমান
অনেকের হাতে সঁপে দিয়াছি পরাণ।
কত জনে কতবার সোদর অধিক,
জুড়ায়েছি হৃদয়েতে ভাবিয়া প্রেমিক,
বৃশ্চিক-দংশন হয়ে ফিরিয়াছি শেষে,
কেঁদেছি রজনী দিবা যাতনার ক্লেশে।
কতবার কতজনে কণ্ঠের ভূষণ
করিয়া রেখেছি বুকে ভাবিয়া রতন,
ছিঁড়িয়া ফেলেছি শেষে বুঝিয়া স্বপন,
করেছি কতই তপ্ত-অশ্রু বিসর্জ্জন;
ভালবাসা বলি যারে পরাণে ধেয়াই,
সে ভালবাসারে হায় কোথা গেলে পাই ?
পরাণের বিনিময়ে পরাণ বিকাই,
এ ভালবাসা কি তবে পৃথিবীতে নাই ?

———

অতৃপ্তি।

বিধাতা হে নাহি জানি, প্রাণে কেন হেন গ্লানি,
মাঝে মাঝে বিরক্তি উদয়;
থাকিতে এ ভবনিধি, পরাণে কেন এ ব্যাধি,
বল বিধি বল হে আমায়।
আজ নয় নহে কা'ল, এই ভাব চিরকাল,
কেন মম হেন তিক্ত হয়।
কিছুই না ধরে মনে, অসাধ্য সদাই প্রাণে,
কিছুতেই সাধ নাহি রয়।
আমোদ-প্রমোদ হাসি, সব(ই) যেন যায় ভাসি,
কিছুতেই মন নাহি বসে।
নিকটে প্রাণের মিতা, শুনায় রসের গীতা,
তাহাতেও চিত্ত নাহি রসে;
সুত সুতা স্নেহভরে, চিবুক তুলিয়া ধরে,
কণ্ঠ ধরি কোলে বসি হাসে।
তাতেও চেতনা নাই, সে দিকে না ফিরে চাই,
যেন কোন অমঙ্গল ত্রাসে।
এ অতৃপ্তি কেন সদা, ধন যশ কি প্রেমদা,
কিছুই সন্তোষকর নহে।
নাহিক আকাঙ্ক্ষা আশা, নাহিক কোন লালসা,
প্রাণ যেন সদা শূন্য রহে।
মুখে ব্যঙ্গ পরিহাস, হৃদে খেদ বারমাস,
কত্তসম লুকাইয়া চলে;

বাহিরে আলোক-পূর্ণ, হৃদয়ে অঙ্গার-চূর্ণ,
প্রাণে সদা বহ্নিশিখা জ্বলে।
কেন হেন তিক্ত প্রাণ, দিলে মোরে ভগবান্,
এ সুখ-জগতে তোমার।
নাহি কি কিছুই তায়, মম সাধ মিটে যায়,
কোন হেন সুন্দর সুতার।
ফুলতরু কত জাতি, কত বর্ণ কত ভাতি,
আছে এই জগৎমণ্ডলে।
ধরা শূন্য শোভাকর, কত পশু পক্ষী নর,
শৈবাল মৃণাল মীন জলে।
আকাশে চাঁদের শোভা, জগতের মনোলোভা,
মনোহর তারকা ঝলকে।
যেটি মনে ধরে যার, সেটি আদরের তার,
চিরকাল এই ধারা লোকে।
উদ্যানে কাহার (ও) সাধ, কুসুমে কারো আহ্লাদ,
কারো সাধ প্রাসাদ-ভবনে।
কেহ বা পাখীর গান, শুনিয়া জুড়ায় প্রাণ,
কেহ মুগ্ধ সঙ্গীত-শ্রবণে।
কেহ ভুলে চিত্রপটে, কেহ বা কবিতা-পাঠে,
কারো মন সৌন্দর্য্যে মগন।
কেহ সুখী ধনার্জ্জনে, কেহ সুখী ধনদানে,
কারো সাধ সমৃদ্ধি-সাধন।
কেহ রত বিদ্যাভ্যাসে, কেহ বা বেশবিন্যাসে,
বিলাস-বাসনা করে কেহ।
ভোগসুখ কেহ চায়, কেহ অনাদরে তায়,
বনে যায় তেয়াগিয়া গেহ;
হেনরূপে সর্ব্বজন, কোন না কোন বন্ধন,
হৃদয়ে বেঁধেছে সুখ-আশে।
পূর্ণ করি সেই আশা, জুড়ায় হৃদি-পিপাসা,
অকূল সাগরে নাহি ভাসে।
আমারি হৃদি কেবল, ছায়া-শূন্য মরু-স্থল,
কোন বাসনায় বদ্ধ নয়।
এত শোভা ধরণীতে, কিছুই না ধরে চিতে,
শূন্য প্রাণে দেখি সমুদয়।
কি হেতু হে ভগবান্, দিয়াছ এমন প্রাণ,
সুখের সাগরে সবে মজে।
স্থলে জলে ভূমণ্ডলে, সুখের লহরী চলে,
কিসে সুখ আমি মরি খুঁজে।
সয়েছি অনেক দিন, সব আর কত দিন,
দিনে দিনে ডুবি হে পাথারে।

সত্বর এ প্রাণ হরি, এ দুঃখ ঘুচাও হরি,
এ যাতনা দিও নাক কারে।

মৃত্যু।

কে আসিছে অই আঁধার-বরণ,
লৌহদণ্ড করে করিয়া ধারণ!
জলন্ত বিদ্যুৎ নয়নের ছটা,
দেহের বরণ ঘোর ঘন-ঘটা,
চুপে চুপে আসি ছায়ার মতন,
মুমূর্ষু প্রাণীরে করে নিরীক্ষণ।
মৃত্যু-শয্যাশায়ী-শিয়রে দাঁড়ায়ে,
নিজ গণ্ড তার শরীরে ঠেকায়ে,
বলে "ওরে আয়, আর দেরী নাই,
আয় সঙ্গে মোর, আমি নিয়ে যাই,
যে দেশে নাহিক সূর্য্য চন্দ্র তারা,
যেখানে দেখিবি অদেহী যাহারা,
কোথা এবে তোর বয়স্য যাহারা,
যাহাদের পেয়ে হয়ে জ্ঞানহারা,
যৌবন-মদিরা পিয়াছিলি রঙ্গে,
কৌতুক, বিলাস, ব্যসন-তরঙ্গে,
ভাবিতিস্ ধরা সরার মতন;
এখন তাদের কাঁদিছে ক-জন?
দেখ্ একবার এই শেষ দেখা,
যাদের চিত্র তোর প্রাণে লেখা,
যাদের পাইয়া মনের মতন,
সাজাইলি তোর ভব-নিকেতন,
পুত্র-পৌত্ররূপ ভবরত্ন-চয়,
কোথা রবে এবে সেই সমুদয়?
দেখে নে রে তোর স্নেহময়ী মায়,
(আর কভু চখে দেখিবি না হায়,)
কাঁদিছে এখন হয়ে দিশে-হারা,
ধরায় পড়িছে পাগলিনী-পারা,
সেও যাবে ভুলে কিছু দিন পরে;
কদাচিৎ যদি কভু মনে করে।
অই দেখ্ তোর প্রাণাধিকা নারী,
যারে লয়ে তুই হলি রে সংসারী,
তোর মুখ চেয়ে করিছে ক্রন্দন,
নিস্পন্দ নির্ব্বাক্ পাষাণ যেমন;
কিছু কাল পরে সেও রে ভুলিবে,
ফিরে এলে কাছে চিনিতে নারিবে;
দাঁড়ায়ে শিয়রে, হারায়ে সংবিৎ,
অই যে তোমার প্রাণের সুহৃৎ,
যারে কাছে পেলে আর সবে ফেলে,
থাকিতে দিবস-রজনী বিরলে,
কত দিন মনে রাখিবে তোমায়,
ভুলিবে যে দিন পাবে অন্য কায়।
এই যে রে তোর গৃহ-অট্টালিকা,
মঠ, অশ্বশালা, তোরণ, পরিখা,
এ নাটমন্দির, হ্রদ, পুষ্করিণী,
বিচিত্র চক্রিণী পতাকাশালিনী,
কোথা রবে সব মুদিলে নয়ন,
কে ভোগ করিবে এ সব তখন?
তুই নিজে যাবি ভুলিয়া সকলি—
দারা, পুত্র, সখা, এ ধরামণ্ডলী,
ধন, মান, যশ, ঐশ্বর্য্য, বিভব,
দয়া, মায়া, স্নেহ, জনকলরব,
একাকী উলঙ্গ সঙ্গে যাবি মোর,
কিছুই সঙ্গেতে যাবে না রে তোর!
এই সব তরে হয়ে চিন্তাকুল,
আজন্ম ঘুরিলি যেন বা বাতুল,
সকলি ফেলিয়া যেতে হ'ল এবে,
কার ধন, হায়! এবে কেবা নেবে!
সব(ই) ফেলে গেলি সব বিলাইলি,
পথের সম্বল কিবা সঙ্গে নিলি!"
আচম্বিতে নাভিশ্বাস দেখা দিল,
মৃত্যু-শয্যাশায়ী নয়ন মুদিল,
ধীরে ধীরে মুখ হইল ব্যাদান,
সেই পথে প্রাণ করিল পয়াণ,
ফুরাইল এক জীবনের জীবন,
ভাঙ্গিল ভবের একটি স্বপন;
দিবস-রজনী কত হেনরূপ
শুনিছে মানব শমন-বিদ্রূপ;
দেখিছে নয়নে কত শত জনে,
ম'রে ফুরাইছে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে,
তবুও কিবা যে মায়ার বন্ধন,
সে কথা কাহার (ও) থাকে না স্মরণ
কার সাধ্য বুঝে সংসার-রচনা?
ধন্য, বিধি! মায়া-সৃজন-কল্পনা

শিশু-বিয়োগ।

এ কি শুনি, কার কান্না হেন নিদারুণ,
বুঝি বা জননী কোন হয়ে শূন্য-কোল
কান্দিতেছে হেন রূপে করি উতরোল,
দিবানিশি কেঁদে চক্ষু করেছে অরুণ!
কেন হেন ভগবান্ দুর্ব্বল মানবে,
কর দগ্ধ চিরদিন শোকের অনলে,
এ কি খেলা খেলাও হে এ ভবগুলে,
ভাসাইয়া নর-নারী দুঃখের অর্ণবে ;
কি পাপ করিল শিশু এই অল্পকালে,
অনাহারে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপিলে তারে ?
হ'ল না দয়ার পাত্র তোমার বিচারে ?
কেন কর্ম্মভূমে তবে তাহারে পাঠালে ?
না না, কিবা কোন পাপ ছিল না উহার,
মাতা পিতা পাতকের (ই) শুধু এই ফল,
কেন তবে দেখাইলে তারে এ ভূতল,
নির্দ্দোষ জীবন কেন করিলে সংহার।
অথবা সে পূর্ব্বজন্মে ছিল মহাতপা।
তাই তারে না ছুঁইতে ধরণীর ক্লেদ,
সকালে সকালে তারে করিলে উচ্ছেদ,
ভালবাসা জানাইতে করিলে হে কপা!
এই যদি ছিল মনে ওহে দয়াময়,
কেন তবে মায়ে তার দিলে গর্ভক্লেশ,
কেন আশা দিয়ে বুকে ছুরি দিলে শেষ,
প্রভু, এ তো করুণার কার্য্য কভু নয়।
একবার মার মুখ চেয়ে দেখ তার,
কি ছিল বা গত নিশি কি হয়েছে এবে,
ডাকিছে তোমায় দেব পূরাতে অভাবে,
সে শক্তি ব্রহ্মাণ্ডপতি নাহি কি তোমার ?
সে শক্তি না থাকে যদি আপনিই এস,
কোল শোভা কর তার শিশুরূপ ধরি,
তুমি ত সকলি পার ব্রজনাথ হরি,
কেন না এরূপে আসি অভাগীরে তোষ ?
বুঝি না তোমার দেব ভবলীলা-খেলা,
এরূপে কেন বা জীবে হাসাও কাঁদাও,
কেন মার কেন কাট কি সাধ পূরাও,
আচার-বিচার কি যে কেন বা এ খেলা ?
জানি তুমি আছ সত্য ব্যক্ত চরাচরে,
সত্য তুমি দয়াময় বুঝিতেও পারি,
ভবের রহস্য শুধু বুঝিবারে নারি,
নিষ্ঠুরতা হেরি তায় পরাণ শিহরে।
দয়াল নামটি নাথ বড়ই মধুর,
কলঙ্ক হেরিলে তায় প্রাণে ব্যথা পাই,
তাই জিজ্ঞাসিছি এত, ক্ষম হে গোঁসাই,
মনের এ ঘোর ধাঁধা ভেঙ্গে কর চুর!

ব্রজ ব ক।

সুচারু সুন্দর বিনোদ রায়,
কে সাজালে তোমা হেন শোভায়,
নয়ন বঙ্কিম কিবা সুঠাম,
চারু গ্রীবাভঙ্গী ঈষৎ বাম,
ভালে ভুরুযুগ আকর্ণ টান,
অপাঙ্গভঙ্গীতে চমকে প্রাণ,
মোহন মূরতি চিকণ কালা,
রূপের ছটায় জগ উজলা।
মুখে মৃদু হাসি অলকা সাজে,
মধুর মুরলী অধরে বাজে,
শিখিপুচ্ছচূড়া ঈষৎ বাঁকা,
ললাটে কপোলে তিলক আঁকা,
নব-ঘনঘটা দেহের কান্তি,
দেখিলে নয়নে উপজে ভ্রান্তি,
পীতধড়া আঁটা কটিতে তায়,
মেঘেতে যেন বিজলী খেলায়,
বক্ষঃ সুবিশাল কটি সুক্ষীণ,
মনোহর বপু উপমা-হীন,
ভুজদণ্ডলতা জিনি মৃণাল,
করপদতল-ছটা প্রবাল।
বন-ফুল-মালা গলায় সাজে,
চলিতে চরণে নূপুর বাজে,
নটবর-বেশে রসিক-রাজ
সদাই বিহরে নিকুঞ্জ-মাঝ,
সুগন্ধ সৌন্দর্য্যে সদা বিহ্বল,
সদা রঙ্গ-রসে ক্রীড়াকুশল.
কদম্বের তলে মুরলী-মুখে,
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গীতে দাঁড়ায়ে সুখে,
বাঁশরীর রবে শিখী নাচায়,
বাঁশরীর রবে ধেনু চরায়,

যাহার মধুর বাঁশীর গানে,
যমুনার জল চলে উজানে,
ব্রজের রাখালে অতুল রূপ
দিয়ে সাজায়েছে জগৎ-ভূপ,
হেন কালরূপ আর কি আছে?
এখন(ও) নাচিছে নয়ন-কাছে,
প্রেমভক্তি-পথ বিলাতে লোকে,
যার হৃদি পূর্ণ হয় আলোকে,
এ মূরতি যার মনে উদয়,
সে জন কখন মানুষ নয়!

কবিতা সুন্দরী।

অশোকের তলে, যেন শশী জ্বলে,
হেন রূপবতী নারী,
ভাবিছে একাকী, করে গণ্ড রাখি,
অপূর্ব্ব শোভা প্রসারি।
সুনিবিড় কেশ, ঢাকি পৃষ্ঠদেশ,
ছড়ায়ে পড়েছে এলা,
ঘুরিছে ফিরিছে, উড়িছে পড়িছে,
পবনে করিছে খেলা।
নব-তৃণদল, আসন কোমল,
বসেছে চরণ মেলি;
রাঙ্গা পদতল, করে ঝলমল,
তরু-দেহে আছে হেলি।
করী-শুণ্ডাকার, ক্রমে লঘুতর,
উরু জিনি সুকদলী।
নিতম্ব পীবর, স্তন মনোহর,
অস্ফুট কমল-কলি।
ত্রিবলী-অঙ্কিত, কণ্ঠ সুশোভিত,
পকবিম্ব ওষ্ঠাধর।
সিন্দূরে মার্জ্জিত, মুকুতার মত,
দন্তপাঁতি শোভাকর।
শ্রবণ-কুহর, মদনের গড়,
বাঁশরী সদৃশ নাসা।
শ্বেতাভ্র বরণ, শোভা মনোহর,
খঞ্জন-নয়ন-ভাসা।
পুষ্প থরে থর, শোভা মনোহর,
শাখা এক শিরোপরে,

মন্দ মন্দ দোলে, পবন-হিল্লোলে,
বৈসে যাযা গণ্ড করে।
ডালে ডালে পাখী, নানাবর্ণ মাখি,
করিছে মধুর গান;
থেকে থেকে থেকে, ডালে অঙ্গ ঢেলে,
কেহ ধরে উচ্চ তান।
মন্দ মন্দ বায়, তরু-অঙ্গে ধায়,
পত্র কাঁপে থর থর;
পবন-হিল্লোলে, পল্লবেরা দোলে,
শব্দ হয় মর মর।
কত বনচর, তনু মনোহর,
আবৃত রঞ্জিত লোমে,
অভয় পরাণে, দূরে সন্নিধানে,
অবিরত সুখে ভ্রমে,
হরিণী সুন্দরী, শিশু কাছে করি,
ভ্রমে নৃত্য করি সুখে।
করিণী সুখিনী, তুলে মৃণালিনী,
দেয় নিজ শিশুমুখে।
গাভী বৎস চরে, হাম্বা রব করে,
কেহ না দেখিলে কায়।
চরিতে চরিতে, চমকিত-চিতে,
তৃণ-মুখে মৃগ যায়।
ভ্রমে নীল-গাই, প্রাণে ভয় নাই,
অদূরে অথবা দূরে।
বিচরে চমরী, লোমশী সুন্দরী,
বনমাঝে ঘুরে ঘুরে।
সেথা পরকাশে, প্রমত্ত উল্লাসে,
কবি-প্রিয় ঋতুচয়,
বসন্ত, বরষা, সরস সুষমা,
শরৎ সৌন্দর্য্যময়!
নিকটে উদ্যান, অতি রম্য স্থান,
দেবতা গন্ধর্ব্ব ভুলে;
সুগন্ধামোদিত, সদা সুশোভিত,
নানা জাতি তরু-ফুলে।
ফুলে রেণু-গায়, সদা ভ্রমে তায়,
মন্দ মন্দ সমীরণ;
আকাশে সৌরভ, মাটীতে সৌরভ,
সুগন্ধ বর্ষে যেমন।
গাছে মধু ক্ষরে, লতা-পত্রে ঝরে,
উড়ে ভৃঙ্গ মধুকর।

সুষমা সুঘ্রাণ, ভরিয়া উদ্যান,
গন্ধে ভরা সরোবর।
সে সব উদ্যানে, মহিমা কে জানে,
নিত্য চন্দ্রোদয় হয়।
নিত্য ষোল কলা, শশাঙ্ক উজলা,
চির-জ্যোৎস্না ফুটে রয়।
ভ্রমে কত সখা, অপ্সর-বনিতা,
গীত বাদ্য নৃত্য করি;
কত নির্জনে, নির্ঝর-দর্পণে,
নিজ নিজ বিম্ব হেরি।
কত বনদেবী ফুল-ঘ্রাণ সেবি,
ভ্রমে সাজি ফুল-সাজে,
নর্ত্তন বাদন, রত সর্ব্বক্ষণ,
সে দেব-কানন-মাঝে।
নাচিয়া গাহিয়া, পুলকে পূরিয়া,
এরা সবে মাঝে মাঝে;
প্রেম-ভক্তি-ভরে, পুলকেতে পূরে,
আনন্দে বামারে পূজে।
মিলি রস নয়, করে অভিনয়,
বামার প্রীতির তরে;
বীর রৌদ্র হাস্য, করুণার দৃশ্য,
নয়নে তুলিয়া ধরে।
সব রস যেন, মূর্ত্তিমান্ হেন,
হৃদয়ে প্রত্যয় হয়;
ক্রোধ ভয় আদি, মথে বামা-হৃদি,
কভু অশ্রুধারা বয়।
হেনরূপে কোল, নবরস মিলি,
ক'রে সমাদরে রাখে;
ক্রীড়া-সমাপনে, তৃষিত-নয়নে
বামারে ঘেরিয়া থাকে।
সে বামারে ঘিরি বসিয়াছে হেরি,
মহাপ্রাণী কত জন।
অনিমেষ নেত্র, নাহি পড়ে পত্র,
হেরে সে রাঙ্গাচরণ।
কত ঋষি নর, মহা জ্যোতির্ধর,
বসেছে বামারে ঘেরে;

স্বদেশী বিদেশী, কতই যশস্বী,
কেবা সংখ্যা তার করে।
সেখানে বসিয়া, জ্যোতি ছড়াইয়া,
মহাকবি ঋষি ব্যাস;
নব-প্রভাকর- সম ছটাধর,
বাল্মীকি সেথা প্রকাশ।
কবি কালিদাস, সুধাসম ভাষ,
বাণী-বর-পুত্র যেই;
অমরের ছবি, সেক্ষপীয়র কবি,
বিজলী যেন খেলাই!
ধরণী উজলি, বুধের মণ্ডলী,
বসে সেথা স্তরে স্তরে:
নিজ যন্ত্র ধ'রে, সুধা কণ্ঠস্বরে,
সে চরণ পূজা করে।
দেব-মনোলোভা, হেরি সেই শোভা,
কার না বাসনা করে।
এ যশোমালায়, পরিতে গলায়,
রাখিতে হৃদয়ে ধ'রে।
অয়ি নিরুপমে, মম হৃদি-ধামে,
বাসনা আছিল কত;
তব আরাধনা, তোমার সাধনা,
কবির জীবন-ব্রত।
ভুলে নিজভ্রমে, বৃথা পরিশ্রমে,
জীবন ফুরায়ে এলো;
না লভিনু ধন, না সাধিনু পণ,
দুকূল ভাসিয়া গেল।
এবে নহে সাধে, পড়িয়া বিপদে,
আবার তোমারে ডাকি,
হয়ো না নিদয়া, কর দাসে দয়া,
ভক্ত ব'লে মনে রাখি।
তুমি ক্ষেমঙ্করি, নিজে ক্ষমা করি,
ভুল না মায়ের মায়া;
ক্ষমি অপরাধ, পূরাইও সাধ,
দিও দেবি! পদছায়া।

এবে কোথায় চলিলে ?

[সার রমেশচন্দ্রের মৃত্যু উপলক্ষে]

এবে কোথায় চলিলে ?
প্রখর সূর্য্যের প্রায়
উজ্জ্বল করি ধরায়
এত দিন ধরাতলে স্বকার্য্য সাধিলে,
দেশ অন্ধকার করি কোথায় চলিলে ?
জগতের হিত-ব্রত
সাধিতে মনের মত
ঈশ্বরের কোন্ রাজ্যে উদয় হইলে ?
কোথা ওহে মহাপ্রাণ কোথায় চলিলে ?
এখন চলেছ যথা সে দেশ কেমন ?
কিবা তার স্থল জল
কি ঋতু সেথা প্রবল
কুসুমের কি সুগন্ধ কেমন কিরণ ?
কি পাখী সেখানে গায়
কি বর্ণ-রঞ্জিত তায়
প্রকৃতির কিবা শোভা কেমন গঠন ?
সে ক্ষিতি মাটীর কিংবা গঠিত কাঞ্চনে ?
বায়ু বহে কি প্রকার
ফল-বৃক্ষ কি আকার
গগনে আছে কি সেথা চন্দ্র-তারাগণে ?
দিবাকরে কিবা দ্যুতি
অনলের কি আহুতি
জীবের সুখের গতি কেমন সেখানে ?
সেথা কি নির্ঝর খেলে
সেখানে কি শোভা ঢালে
নদ নদী শৈল-মালা গিরি-কুঞ্জবনে ?
যে দেশে প্রাণের সখা মিলেছে এখন,
দয়া মায়া কোমলতা সে দেশে কেমন ?
খেলা-ঘরে খেলা সারি
সেই দেশ লক্ষ্য করি
বহিতেছে এক প্রান্তে দুর্ব্বহ জীবন ;
একাকী যাইতে হয়
থেকে থেকে তাই ভয়
তোমারে সুধাই তাই বল বিবরণ—
যেতে পথ কি প্রকার
আলো কিংবা অন্ধকার
আছে কি কণ্টক কিংবা ভুজঙ্গ-গর্জ্জন ?
সুখে কি ক্লেশেতে সেথা হয়েছ উদয় ?
পথে পেয়েছিলে তরু ?
কিংবা পথ শুধু মরু
একা যেতে ক্লান্ত হ'লে কি করিতে হয় ?
যেতে পথে মেলে ফল ?
মেলে কি তৃষ্ণার জল ?
প্রাণী তো চীৎকার ক'রে কাঁদে না সেথায় ?
একাকী অজানা পথে
নিঃসহায় যেতে যেতে
অকস্মাৎ প্রাণে যদি পেয়ে ওঠে ভয়,
আতঙ্কে শিহরি ডরে
ডাকিলে চীৎকার ক'রে
আসে কি রক্ষক কেহ মহাদয়াময় ?
সখা ! জীবনের প্রহেলিকা
ভেদি ভব-কুহেলিকা
জীবন-পরিখা পারে কিছু কি বুঝিলে ?
ঘেরিয়া নশ্বর কায়া
কেন এত দয়া মায়া
ফুরায়ে যায় কি তাহা এ দেহ ভাঙ্গিলে ?
জড় জীবে কি বন্ধন
কে করিল সংঘটন
জীবাত্মা মানব-দেহে কা হ'তে সঞ্চার ?
এ গূঢ় রহস্য-কথা
প্রকাশ হয় কি সেথা
অথবা সেথাও এই আলো অন্ধকার ?
কাল-অঙ্গে চিহ্ন রাখি
মহিমার জ্যোতিঃ মাখি
জ্যোতির্ম্ময় দিব্য-ধামে তুমি তো চলিলে,
তোমারে হইয়া হারা
ধরাতে রহিল যারা
কি সান্ত্বনা তাহাদের জুড়াতে রাখিলে ?
তুমি কোথায় চলিলে ?

তোমারে পাইলে কাছে জুড়াত পরাণ,
কি মধুর মাদকতা
সৌরভের কি স্নিগ্ধতা
সরস আনন্দভরা কি সুধা আঘ্রাণ!
শুনিলে তোমার কথা
ভুলিতাম সব ব্যথা
শোক দুঃখ ব্যাধিজ্বালা পাইত নির্ব্বাণ,
কোথা ওহে মহাপ্রাণ করিলে প্রস্থান?
হা মিত্র! মিত্রতা তব করিয়া স্মরণ,
বঙ্গভূমি আজি কত করিছে ক্রন্দন;
কান্দিলে জনমভূমি
দেখিতে পারনি তুমি
আজি দেখ দেশময় উঠেছে রোদন,
রোদনের প্রতীকার
করিতে পার না আর?

হায় সখা সে ক্ষমতা গেল কি এখন?
ঢালি অশ্রু অবিরত
"সখা" ব'লে ডাকি কত
নিদারুণ বধিরতা যে দেশে এখন,
কোন্ প্রাণে সেথা তুমি করিলে গমন?

কেমনে বা ভোল আজ, আবাল্য প্রণয়,
একত্রেতে সব হয়
কোথাও পৃথক্ নয়
বিশ্রামভবন কিংবা বিচার-আলয়,
কত নিরজনে বাস
কত হাস্য পরিহাস
কত সুখ-আলোচনা শোক-পরিচয়;
মম-কথা বলাবলি
প্রেমে কত কোলাকুলি
মিষ্টালাপ, শিষ্টাচার কত সুখময়;
যৌবনে যশের আশা
একত্র বিজয়-তৃষা
সুখান্তের কথা যত আজি মনে হয়!

তুমি রোগে শয্যাপরে
অন্ধ হয়ে আমি দূরে
দেখিতে নারিনু সুধু যাবার সময়,
আমারো বার্দ্ধক্য-কষ্ট দেখিলে না হায়,

কি আর বলিব সখা চিরসুখী হও।
স্বভাব দেবের ন্যায়
আর্য্য-দেবতার প্রায়
মলিন মর্ত্ত্যের তরে তুমি সখা নও?
দেবলোক হ'তে এলে দেব-লোকে যাও।
সেবিবে দেবতাচয়
সে রাজ্য দেবত্বময়
দেবমাঝে দেবতার ভালবাসা লও,
দেবলোক হ'তে এলে দেবলোকে যাও
দেববাসে দেব-পাশে
দেবে দেব ভালবাসে
দেব-ভাবে দেবতারে ভালবাসা দাও,
দেবলোক হ'তে এলে দেব লোকে-যাও।

কত সাধ হয় মনে
মিলিয়া তোমার সনে
ভ্রমি চরাচরময় করি নিরীক্ষণ।
জীব-স্তরে পরে পরে
সুখ-দুঃখ কিবা ঝরে
জীবের অনন্ত গতি কিসে সমাপন।
ফলিবে না সে আশা কি বৃথা অকিঞ্চন?
আমার বিশ্বাস এই
প্রণয়ের অন্ত নেই
একবার প্রাণে প্রাণে প্রণয়ে বাঁধিলে।
অনন্ত কালেও আর
পার্থক্য নাহিক তার
দুই স্রোতোধারা যথা একত্র মিলিলে।
ভুল না ভুল না সখা
কখনো স্বপনে দেখা
দিও এই অভাগারে কাতরে ডাকিলে,
ফুরালে কালের খেলা
অকূলে ভাসিয়ে ভেলা
ডেকে নিও নিজ পাশে ত্রাসিত হইলে।

কোথা ওহে মহাপ্রাণ কোথায় চলিলে
প্রখর সূর্য্যের প্রায়
উজ্জ্বল করি ধরায়
এত দিন ধরাতলে স্বকার্য্য সাধিলে
দেশ অন্ধকার করি কোথায় চলিলে?

দশমহাবিদ্যা

(গীতিকাব্য)

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন।

ইহাতে গুটীকত নূতন ছন্দ বিন্যস্ত হইয়াছে। সেগুলি কোনও সংস্কৃত অথবা প্রচলিত বাঙ্গালা ছন্দের অবিকল অনুকরণ নহে। আপাততঃ দুই একটিকে কোন কোন সংস্কৃত ছন্দের অনুরূপ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের গঠনপ্রণালী এবং লক্ষণ অনুরূপ।

সেই সকল ছন্দের অক্ষরযোজনা এবং আবৃত্তির নিয়ম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই; কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিলেই তাহা সহজে বুঝা যাইবে। অপিচ— কতিপয় ছন্দের নিম্নভাগে সে বিষয়ে কিছু কিছু আভাস দেওয়া হইয়াছে এবং ছন্দোবিশেষে দীর্ঘ উচ্চারণের স্থান-নির্ণয় জন্য মাত্রার উপরিভাগে গুরুতাজ্ঞাপক —) এইরূপ চিহ্ন প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহাতে অন্য বিষয়ের শোধন না হউক, সে সকল ছন্দের গঠন বুঝিবার এবং করিবার সুবিধা মনে করিয়াছি। গুরু উচ্চারণমূলক ছন্দগুলিসম্বন্ধে এই কয়েকটি স্থূলকথা মনে রাখা আবশ্যক। সংস্কৃত ব্যাকরণনির্দ্দিষ্ট সকল গুরুবর্ণেরই সর্ব্বত্র গুরু উচ্চারণ করিয়া কেবল চিহ্নিত স্থানগুলিতে স্বর এবং ব্যঞ্জনবর্ণের গুরু উচ্চারণ করিলেই চলিবে। চিহ্নগুলিও সেইভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে। সংযুক্তবর্ণের সর্ব্বত্র যথাযথ উচ্চারণ হইবে। আর একটি বিশেষ নিয়ম—অকারান্ত পদের অন্তস্থিত অকার, হসন্ত চিহ্ন না থাকিলে উচ্চারণ করিয়া পাঠ করিতে হইবে। কেবল কয়টি গুরু উচ্চারণমূলক ছন্দসম্বন্ধে এই নিয়ম, অন্যত্র নহে।

দশমহাবিদ্যা লইয়া এই গ্রন্থ বিরচিত হওয়াতে পাঠকগণ ভাবিবেন না যে, তৎসম্বন্ধে পুরাণাদির আখ্যান সকল স্থানে ঠিক্ ঠিক্ অনুসরণ করিয়াছি। বস্তুতঃ আমি কবিতারচনার প্রয়াস পাইয়াছি, শাস্ত্রিকতা অথবা চলিত মতের প্রশুদ্ধতার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হই নাই।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়